বাবা-কে

বলিভিয়া

সৌরীন সেন

আনন্দধারা প্রকাশন

বলিভিয়া

তীব্র গর্জন ছিটিয়ে চার মাইল দীর্ঘ রানওয়ে জেট বিমানটি আবর্তন করে এলো। বিমানের প্রচণ্ড আওয়াজে আমাদের আলোচনা চাপা পড়ে গেলে। এল আলতো এয়ারপোর্ট পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিমানঘাটি। সে কথা বিজ্ঞাপনে যাত্রীদের এয়ারপোর্টই স্মরণ করিয়ে দেয়—"Highest Commercial Airport in the World—13,358 feet—Not Open at Night." হাল্‌কা হাওয়ায় বিমান অবতরণে বেশি সময় লাগে, তাই রানওয়ে প্রায় চার মাইল টানতে হয়েছে জেট নামার জন্যে। এয়ারপোর্টের এক প্রান্ত অপর প্রান্তের চেয়ে প্রায় নব্বই ফিট উঁচু। জেট নামার এই বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে সাম্প্রতিক। 'আলিয়াঞ্জা' সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছে। প্যানাগ্রা-র (প্যান আমেরিকান গ্রেস এয়ারওয়েজ) নিয়মিত সার্ভিস। ব্রানিফ্ ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারওয়েজ সপ্তাহে তিনটি জেট ফ্লাইট লা পাজ থেকে নিউ ইয়র্ক, মিয়ামী লিমা ও পেরু-র সঙ্গে রেখেছে। লয়েড এরিও বলিভিয়ানো এয়ারলাইনস্ লিমা ও লা পাজ-এর সঙ্গে সপ্তাহে দুটি পিস্টন ফ্লাইট যুক্ত রেখেছে। প্যান আমেরিকান মিয়ামী ছুঁয়ে আসে। ব্রানিফ্ ও লয়েড এরিও বলিভিয়ানো বুয়েনস্ এয়ার্স থেকে যাত্রা শুরু করে।

বিরাট লাউঞ্জ সংলগ্ন ভারী কাচে মোড়া বার। 'অনুসন্ধান' কাউণ্টারটি এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। বিয়ারের মগ ছেড়ে দিয়ে জেট বিমানের প্রচণ্ড আওয়াজ থেকে যখন কান বাঁচাচ্ছি, তখন লক্ষ করি প্রচুর অভ্যাসে অভ্যস্ত কাউণ্টারের সুবেশা দুই তরুণীর কিন্তু টেলিফোনের ব্যস্ততার শেষ নেই।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে মিঃ রাইনগোল্ড বললেন,

—মনে হয় প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোস-এর মত করিতকর্মা যোগ্য

শাসক ল্যাতিন আমেরিকার অন্য কোনো দেশে আজ নেই। আর্জেন্টিনার কাছে যখন সামরিক সাহায্য চেয়েছিলেন, তখন অনেকেই প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস-এর চাল মনে করেছেন। ওয়াশিংটন পুরো ব্যাপারটা প্রেসিডেন্ট-এর ধাপ্পা মনে করেছে। আমরা ভেবেছি পুন্তা দেল স্টেট্-এর অধিকার নিয়ে চিলি-র সঙ্গে একটা গোলমাল পাকানো ও পেন্টাগনের কাছ থেকে আরও অস্ত্র পাবার অছিলায় প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস কাল্পনিক এক কমিউনিস্ট গেরিলা বাহিনী খাড়া করেছেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গলে নপাম বোমা ফেলায় খুব বিরক্ত হয়েছিলেন। ব্যাপারটা যে কত গভীর, ষড়যন্ত্র যে আশ্চর্য রকম সংহত, আমরা তা বিশ্বাস করিনি। সাধারণ মানুষের মত আত্মগোপনকারী কোকেনের চোরাকারবারীদের জঙ্গলের উৎপাতের চেয়ে পুরো ব্যাপারটার আদৌ কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে হয়নি।

—সরকারের হাতে যে সমস্ত নথি ও দলিলপত্র এসেছে তা থেকে সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। ভেনেজুয়ালা, কলম্বিয়া, গুয়াতেমালা বা ডমিনিকান রিপাবলিকের সাম্প্রতিক সমস্ত সশস্ত্র অভিযানের পেছনে আমরা যেমন চে-কে আবিষ্কার করেছি, ঠিক তেমনি বলিভিয়ার জঙ্গলে চে-র নেতৃত্ব কাজ করছে বলে আমরা ধরে নিয়েছি।

বিয়ার-পাত্রটি নিঃশেষ করে মিঃ রাইনগোল্ড পাতলা হেসে বলেন,

—ফটোগ্রাফগুলো মিথ্যে হতে পারে ?

—ছবিগুলো সম্পর্কে অবশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু মিঃ রাইনগোল্ড, ঐ ছবিগুলো বলিভিয়ার জঙ্গলে তোলা, এ প্রমাণ আপনি কিছুতেই দিতে পারেন না। বলিভিয়ার গেরিলা যোদ্ধাদের মধ্যে চে-র অনুগামী ও কোনো ভক্ত এধরনের ফটোগ্রাফ সঙ্গে রাখতেও পারে। ঐ ফটোগ্রাফ থেকে আদৌ প্রমাণ হয় না চে বলিভিয়ার জঙ্গল থেকে নিজে সশস্ত্র বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করছেন।

—ভ্রেব্রের জবানবন্দী আপনি নিশ্চয়ই ভাল করে পড়ে দেখেননি।

—দ্ব্রেকে আপনারা বড় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। কামিরিতে দ্ব্রে

দায়িত্বহীন, বহু পরস্পরবিরোধী কথা বলেছেন। একজন দায়িত্ব-সম্পন্ন মানুষ হিসাবে তিনি যে কী ভাবে এত উল্টোপাল্টা কথা বলতে পারেন বুঝি না। আদৌ তিনি গেরিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিলেন কিনা আমার সন্দেহ হয়। অবশ্য ছত্রে শুনছি মুখই খোলেননি।

আমার ঠিক মুখোমুখি বসেছিলেন জুলিও মনদেজ। প্রথম থেকেই চুপচাপ। মিঃ রাইনগোল্ড-এর সঙ্গে তিনি যেন কোনো রাজনৈতিক আলোচনায় অংশ গ্রহণে একান্ত অনিচ্ছুক। মিঃ রাইনগোল্ড অবশ্য প্রথম থেকেই এই দীর্ঘদেহী কৃষ্ণকায় মানুষটিকে কোনও পাত্তাই দেননি।

মিঃ রাইনগোল্ড একজন করিতকর্মা পুরুষ। লম্বায় ছয়-দুই বা ছয় তিন। প্রেসিডেন্ট রেনী বারিয়েনতোস-এর বিশেষ অনুরোধে বলিভিয়ার এ্যান্টি গেরিলা স্পেশাল ট্রেনিং স্কুলের সেনাদের বিশেষ যুদ্ধকৌশল শেখাতে গেরিলা যুদ্ধে বিশেষজ্ঞ যে মার্কিন টিম আজ এদেশে কাজ করছে, মিঃ রাইনগোল্ড তাঁদেরই সঙ্গে আছেন। কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে ফরেন সার্ভিস। নগো দিন দিয়েম শাসনের শেষ ভাগে হেনরী ক্যাবট লজ-এর সময় সায়গন আসেন। সায়গন ক্যু-ডে টা-র ভয়াবহ ঘটনাবলী ও চব্বিশ ঘণ্টার অশান্ত সায়গনের তথ্যচিত্র মার্কিন এক টেলিভিশন কোম্পানীকে বেচেছিলেন বিস্তর ডলারে। বছর চার পাঁচ এদিকে আছেন। এখানে আসার আগে মিঃ রাইনগোল্ড ছিলেন পানামার ক্যানাল জোনে।

এয়ারপোর্টে হঠাৎ দেখা। আর্মড ফোর্স চীফ, জেনারেল আলফ্রেদো ওভানদো ক্যানদিয়া আজ কামিরি থেকে এলেন। জুলিও মনদেজ-এর সঙ্গে এয়ারপোর্টে এসেছিলাম জেনারেলকে কভার করতে। নিউজ-ম্যানদের জেনারেল পুরোপুরি এড়িয়ে গেলেন। শুধু বললেন, আমরা আজ কঠিন পরীক্ষার মধ্যে চলেছি। গোটা ল্যাতিন আমেরিকার ভবিষ্যত হয়তো আমাদের ওপর নির্ভর করে। বলিভিয়া যদি দ্বিতীয় ভিয়েৎনাম হয়, তবে তৃতীয় ও অনেক ভিয়েৎনাম অতি দ্রুত ল্যাতিন

আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়বে একথা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আজ বোঝা দরকার।

একজন উৎসাহী রিপোর্টার রেজি ছ্যব্রে সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জেনারেল বুলেট-প্রুফ ঢাকা গাড়িতে ওঠবার আগে হেসে বললেন,

—রাশিয়া বা চীনে এ ধরণের অপরাধীদের শাস্তি কী হয়তো আপনারা জানেন, কিন্তু আমরা ডেমক্রেসির মূল্য জানি। রেজি ছ্যব্রে বহাল তবিয়তে আছেন। আপনাদের কোনো চিন্তা নেই। তা'ছাড়া আপনাদের জানা থাকা উচিত বলিভিয়াতে প্রাণদণ্ড নিষিদ্ধ।

জুলিও মনদেজ-এর সঙ্গে এয়ারপোর্টের বার-এ বিয়ার খেতে ঢুকতেই দেখি সামনে মিঃ রাইনগোল্ড। ইঙ্গিতে ডেকেছেন। চলেছেন সান্তা ক্রুজ।

—রেজি ছ্যব্রে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি একথা আমি বলবোই। কামিরিতে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। সামরিক ব্যারাকে তিনি যেটুকু বলেছেন, তাতে আপনার আমার কাছে কিছুটা উল্টোপাল্টা বা অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু কৌশলগত দিক থেকে হয়তো তিনি সেটা ইচ্ছে করেই করেছেন। ঘাবড়ানোর লোক তিনি, একথা আমি বিশ্বাস করি না।

—আমাদের প্রধান প্রশ্ন চে-কে নিয়ে। ছ্যব্রের জবানবন্দী থেকে কিছুই নিশ্চিত করে চলা যায় না।

—আশঙ্কা করা যায়। আপনারা পেশাদারী নিউজম্যান। এই অবস্থার সুযোগে আপনারা অনেক আকর্ষণীয় সংবাদ তৈরি করতে পারেন। কালকের কথাই ধরুন না, হঠাৎ রাত্রে শুনলাম ওরুরো টিন খনি অঞ্চলে শ্রমিকদের সঙ্গে থেকে তিনি বিদ্রোহ পরিচালনা করছেন। হুয়ানিন, কাতেভী আর সিগলো ভিয়েন্তে খনি অঞ্চলে চে-কে দেখা গেছে। একজন দাবি করে বসলো বলিভিয়ার আঞ্চলিক ভাষায় মানুষটির দখলও আশ্চর্য রকম। যে যা ইচ্ছে বলছে। বিশ্বাস করবার জন্যে বেশির ভাগ মানুষের মন এমন তৈরি যে, সংবাদগুলো ষোলআনা অভ্রান্ত বলে মেনে নিচ্ছে অক্লেশে।

মিঃ রাইনগোল্ড নিজের কথায় নিজেই হাসতে থাকেন। ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালেন। সময় হয়ে এসেছে। সান্তা ক্রুজ যাত্রীদের সুরেলা বামাকণ্ঠ শেষবারের মত লাউডস্পীকারে সতর্ক করছে।

মিঃ রাইনগোল্ড কাঁচের ভারী পাল্লা সরিয়ে বার ছেড়ে চলে গেলেন।

—চে-র খবরের জন্যে বেশির ভাগ মানুষের মন কতটা তৈরি জানি না, কিন্তু মিঃ রাইনগোল্ডের মত মানুষের আজ বিনিদ্র রজনীর কারণ তাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। হয়তো চে-র তালাশেই সান্তা ক্রুজ চলেছেন।

জুলিও মনদেজ-এর কথায় যথেষ্ট বিদ্রূপ ছিল। হাতের পত্রিকাটি একপাশে সরিয়ে রেখে বিয়ার-পাত্র নিঃশেষ করে একটু নড়েচড়ে বসেন।

—মিঃ রাইনগোল্ড-এর কথা আপনি অবশ্য একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না।

—এ সম্পর্কে আমার উৎসাহ কম। আমি পুরো ব্যাপারটা অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছি। বলিভিয়ার জঙ্গলে বা ওরুরো খনি অঞ্চলে চে সশরীরে থেকে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করছেন কিনা, সেটা নিয়ে হৈ-চৈ করা অর্থহীন। সবচেয়ে বড় কথা বলিভিয়ার গেরিলা যোদ্ধাদের প্রস্তুতি কতটা। এই গেরিলা যোদ্ধাদের প্রতি বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন কতখানি সেটা আগে জানা দরকার। মিঃ রাইনগোল্ড শুধু চে সম্পর্কে আগ্রহী। 'ওলাস'-এর সঙ্গে যুক্ত থেকেও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের হাভানার তৃতীয় শক্তির প্রতি চে-র খুব একটা আগ্রহ নেই। আমি বিশ্বাস করি না দ্যব্রে-কে চে পুরোপুরি সমর্থন করেন। দ্যব্রের 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' পড়েই একথা আমি বলছি। আপনি এই মিঃ রাইনগোল্ড সম্পর্কে সাবধান থাকবেন। লা পাজ-এ সাংবাদিকরা কতটা স্বাধীনতা নিয়ে খোলা মনে কাজ করতে পারেন সে অভিজ্ঞতা আপনার হচ্ছে। তাই একটু সতর্ক থাকবেন।

—আপনি মিঃ রাইনগোল্ডকে সন্দেহ করেন।

—সন্দেহ না করলেও পুরোপুরি বিশ্বাস করি না। তিনি যে আসলে কার প্রতিনিধি আমার অনেক সময় ভয় হয়। এ দেশের সামরিক দপ্তরে ভদ্রলোকের অগাধ গতিবিধি আশ্চর্যরকম। তবে আপনি বড় বেশি কুলীন সংবাদ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। আমাকে একটু সাবধানে চলতে হয়। মিঃ রাইনগোল্ড ইচ্ছে করলে লা পাজ থেকে আমাকে যে কোন সময় বহিষ্কার করতে পারেন।

—এ সন্দেহ আপনার অমূলক। পাশপোর্ট সত্ত্বেও একটি ট্যুরিস্ট কার্ড সঙ্গে থাকায় আমি যখন দস্তুরমত বিপদে পড়েছিলাম, মিঃ রাইনগোল্ড আমাকে রক্ষা করেছেন। তিনি মার্কিন দূতাবাসে বিস্তর তদ্বির করে এ দেশের সিকিউরিটি স্টাফের হাত থেকে আমাকে ছাড়িয়ে আনেন। ভদ্রলোকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। একটা জায়গায় ঋণীও বলতে পারেন।

—শ্রদ্ধাটুকু স্থায়ী হলে আমি নিশ্চয়ই খুশি হবো।

জুলিও মনদেজ যেন কিছু গোপন করলেন। মিঃ রাইনগোল্ড সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ বা আশঙ্কা নয়, প্রামাণ্য অভিযোগ যেন মানুষটির সঙ্গে আছে। উগ্র রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও ইয়াঙ্কীদের সম্পর্কে অপরিসীম অবিশ্বাসই এর মূল কারণ তাতে সন্দেহ নেই। মানুষটি অনেক বদলেছেন। বেশ ক'বছর পরে দেখছি। আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ হাভানায়। তখন একজন গোঁড়া কাস্ত্রো ভক্ত। কেন্দ্রীয় সরকারী প্রচার দপ্তরে জুলিও মনদেজ তখন অন্যতম প্রধান। বেশ কিছুদিন ভদ্রলোককে কিউবান বলেই জানতাম। জুলিও মনদেজ সেই সময় কিউবায় সি. আই. এ. ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা 'অপারেশন সুগার-কেন' বানচাল করে দেন। নিগারা চিনির মিলে আখের বাণ্ডিলের সঙ্গে বিস্ফোরকে পূর্ণ কয়েকটি প্ল্যাস্টিক ব্যাগ আখ রোলারে ঢুকিয়ে পুরো মিল ধ্বংস করবার গভীর ষড়যন্ত্র জুলিও মনদেজ ধরে ফেলেন। অসমসাহসী এই মানুষটির পরিচয় তখনই জানতে পারি। চারজন সি. আই. এ. কর্মী ধরা পড়ে। হাভানার ভেডেডো অঞ্চলের সুদৃশ্য এক ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে চক্রান্তকারীদের বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক

উদ্ধার করা হয়। নিগারা চিনি মিল কিউবার অন্যতম চিনি উৎপাদনের কল। স্বয়ং কাস্ত্রো জুলিও মনদেজ-এর সঙ্গে দেখা করেছেন। সি. আই. এ. চরদের যখন বিচার হয় জুলিও মনদেজ-এর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বয়স চল্লিশের নিচে। জুলিও মনদেজ সবসময়ই কালো চশমা পরে থাকেন। দীর্ঘদেহী, সবল ও স্বল্পভাষী মানুষ। নিগ্রো নিউজম্যানদের মধ্যে নিঃসন্দেহে একজন ক্ষমতাশালী যশস্বী ব্যক্তি। মেক্সিকো ও চিলির দু'টি প্রসিদ্ধ সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি লা পাজ-এ কাজ করছেন। একই হোটেলে আছি। প্রথম দিকে এখানকার আবহাওয়া রপ্ত করতে না পারায় প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। ইংরেজি ভাল বলেন। ফরাসীর মাধ্যমে স্প্যানিশ শিখেছেন। জুলিও মনদেজ-এর জন্মস্থান পোর্তো-অ-প্রিন্স। হাইতি-র পার্তি সোশিয়েলিস্তি পপুলিয়ের-এর অন্যতম সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ভয়াবহ সন্ত্রাস ও অত্যাচারের মুখে বিদেশী দূতাবাসে আশ্রয় নেন। প্রাণ নিয়ে দেশত্যাগ করতে সমর্থ হন কিন্তু হাইতির গেস্টাপোর হাতে একটি চোখ নষ্ট হয়। ডান চোখটি মরা। সেই কারণেই জুলিও মনদেজ কালো গগলস্ পরে থাকেন।

কোপাকাবানা হোটেলে সেদিনই সে-গল্প করছিলেন। ভদ্রলোককে আমি সেদিন নতুন করে চিনেছি। সংক্ষেপে সে কাহিনীটুকু আমি সামনে রাখছি। জুলিও মনদেজকে বুঝতে তাতে সহজ হবে।

সকাল থেকেই পোর্তো-অ-প্রিন্স সামরিক শক্তির হাতে চলে গেল। তবে সামনেই ছিল নির্বাচন, তাই অত্যাচারের মাত্রা কিছু কম ছিল। প্রেস, সংবাদপত্র দুভালিয়েকে অজেয় বীর বলে নিয়মিত সংবাদ প্রকাশ করে। একমাত্র 'এল এস্কেল'-এর সম্পাদিকা মাদাম রিমপেল প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধ সমালোচনা করায় তুনতুন-মাকুতে-র হাতে ধরা পড়েন। পাশবিক অত্যাচারের পর তাঁকে হত্যা করা হয়। প্রেসিডেন্ট দুভালিয়ে অতিশয় শক্ত মানুষ। মাদাম রিমপেল লিখেছিলেন—

কলম্বিয়ার রোজাজ পিনিল্লা, ভেনেজুয়ালার পিরেজ জিমিনেজ, ডমিনিকান রিপাবলিকের ক্রুজিলো ও নিকারগুয়ার সোমোজা-র চেয়েও হাইতির প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া দুভালিয়ে আজ নোংরা ও বীভৎস হলেও প্রেসিডেন্ট জনসনের চোখে মধ্যযুগীয় এই বর্বর মানুষটি ল্যাতিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ।

দিনটি ছিল ছাব্বিশে এপ্রিল, শুক্রবার। বেলা তখন আটটা-ন'টা হবে। জুলিও মনদেজ ঘরেই ছিলেন। একটা ফোন এলো। সোশিয়েলিস্তি পপুলিয়ের-এর গুপ্ত ঘাঁটি থেকে জরুরী নির্দেশ আসে—এখনই পালান। গোটা শহর সকাল থেকেই তুনতুন-মাকুতে-র হাতে চলে গেছে। আত্মগোপন করুন।

পথে নেমে জুলিও মনদেজ সংবাদ সংগ্রহ করেন।

সকাল সাতটা তখন হবে। প্রেসিডেন্ট দুভালিয়ের-এর দুই নাবালক সন্তান অভ্যস্ত নিয়মে চারজন গার্ডের পাহারায় স্কুলে যাচ্ছিল। হঠাৎ পথের মধ্যে সন্ত্রাসবাদীরা গাড়ি আক্রমণ করে। চারজন গার্ডই নিহত হয়। আক্রমণকারীরা নাকি প্রেসিডেন্ট-এর সন্তানদের ইলোপ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে অভিযান ব্যর্থ হয়। ক্ষিপ্ত প্রেসিডেন্ট তাই সকাল থেকেই প্রতিহিংসায় নেমেছেন। পোর্তো-অ-প্রিন্স শহরে সারাদিন গুলি-বর্ষণ চলে। প্রেসিডেন্ট নির্দেশ দিয়েছেন—যুবক মাত্রই গ্রেপ্তার কর। সামান্য সন্দেহে হত্যা কর। রক্তাক্ত মৃতদেহ রাস্তাতেই পড়ে থাকুক।

আচমকা এই সন্ত্রাসবাদীদের আবির্ভাব সম্পর্কে কোন যোগসূত্র পাওয়া গেল না। অনেকেই সন্দেহ করেছেন প্রেসিডেন্ট দুভালিয়ের নিজেই এই পরিকল্পনার রূপকার। বিরোধীদের দেশ থেকে পুরোপুরি নির্মূল করবার জন্যেই এই পথ তিনি আজ বেছে নিয়েছেন।

দারিদ্র্য ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন চার মিলিয়ন মানুষের দেশ হাইতি। প্রায় পঁচানব্বই ভাগ দেশবাসী নিগ্রো। তুক্-তাক্ ভূতপ্রেতে সাধারণ মানুষের মন আচ্ছন্ন। প্রেসিডেন্ট দুভালিয়ে মাম্বো-জাম্বো ডাকিনী-বিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত। অসাধারণ দৈবশক্তি সম্পন্ন অদ্বিতীয় ব্যক্তি

হিসাবে নিরক্ষর মানুষের অন্ধ বিশ্বাস। প্রেসিডেন্ট ছুভালিয়ে নির্মম ভোডোইজম-কে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে কাজে লাগান। বিরোধীদের তিনি নিঃশব্দে সরিয়ে ফেলেন। প্রাইভেট গেস্টাপো 'তুনতুন-মাকুতে' রাত্রে বিছানা থেকে অতর্কিতে সেইসব হতভাগাদের তুলে আনে। আত্মরক্ষার একমাত্র পথ পলায়ন। তাতেও নিষ্কৃতি নেই। প্রেসিডেন্ট ছুভালিয়ে তাঁর অন্যতম শত্রু ক্লিমেণ্ট জুমিলি-কে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ক্ষিপ্ত মাকুতে দল তাঁর দুই নিরপরাধ ভাইকে মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করে

শহরতলীর এক তুলোর খামারে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পর আরও তিনজনের সঙ্গে মাকুতে-র হাতে জুলিও মনদেজ গ্রেপ্তার হন। সেই সঙ্গে কিছু আপত্তিজনক কাগজপত্রও তারা হস্তগত করে। সেই খামার বাড়িতেই চলে বর্ণনাতীত অত্যাচার। প্রিজন ভ্যানে যখন তোলা হয় তখন জুলিও মনদেজ প্রায় জ্ঞান হারিয়েছেন। চোখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। টর্চার চেম্বার আর অনিবার্য মৃত্যুর কথাই হয় তো ভাবছিলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেয়ে ভ্যান দাঁড়িয়ে পড়ে। পরক্ষণেই মেশিনগানের একটানা আওয়াজ। বুঝবার আগেই ঘটনাটি ঘটে গেল। বারবোট্ গ্রুপের সন্ত্রাসবাদীদের অতর্কিত আক্রমণে মাকুতে-রা নিহত হলো। সে এক মরণপণ সংঘর্ষ। বন্দীদের মধ্যে একজন গুলিতে আহত হয়। সন্ত্রাসবাদীদের সাহয্যে জুলিও মনদেজ পালাতে সক্ষম হন। রাত্রে মেক্সিকো দূতাবাসে জুলিও মনদেজ আশ্রয় নেন। আশ্রয়শিবিরও নিরাপদ নয়। সমস্ত কূটনৈতিক সৌজন্যবোধ ও প্রচলিত আইনশৃঙ্খলা ভেঙ্গে 'তুনতুন-মাকুতে' ডমিনিকান দূতাবাস আক্রমণ করে। জুলিও মনদেজ মেক্সিকো দূতাবাসের সাহায্যে পরদিন দেশত্যাগ করেন। ডাক্তার অনেক চেষ্টা করেছেন। পারেননি। মাকুতে-র অত্যাচারে ডান চোখটা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।

রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে শেষপর্যন্ত হাভানায় আসেন জুলিও মনদেজ। অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এই মানুষটি অল্পদিনেই নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আগেই।

কিউবার প্রচার দপ্তরে কাজ নেন। দু'টি বিদেশী সংবাদ সংস্থার সঙ্গেও কাজ করতেন। কিউবার নাগরিক অধিকার অর্জন করেন। সি আই. এ. গুপ্তচরদের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করায় কর্তৃপক্ষের বিশেষ আস্থাভাজন হন।

জুলিও মনদেজ-এর সংক্ষিপ্ত এইটুকু ইতিহাসই আমার জানা। হাভানা ছাড়বার পেছনে গুরুতর কোনো মতপার্থক্য ঘটেছে বলে মনে হয় না। তবে কথাবার্তায় যেটুকু আভাস পাওয়া যায়, তাতে মনে হয়, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় তৃতীয় শক্তি হিসাবে হাভানার অভ্যুত্থানে জুলিও মনদেজ খুব খুশি নন।

রেজি দ্যব্রে-র কথা নিজেই তুলেছেন। দ্যব্রে ইদানীং কালে একটি বিতর্কিত চরিত্র। ফরাসী তরুণ এই অধ্যাপক-জার্নালিস্ট আজ বলিভিয়ার সামরিক বাহিনীর হাতে বন্দী। কামিরিতে চতুর্থ ডিভিশনের মিলিটারী ক্লাবের অন্ধকার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আটক আছেন। রেজি দ্যব্রে আলজেরিয়ার মুক্তিসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির থোরে নেতৃত্বে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঘুরতে ঘুরতে লাতিন আমেরিকায় এসেছেন। হাভানায় আসেন একষট্টি সালে। আরও বহু দেশ ঘুরেছেন। তরুণ বুদ্ধিজীবী, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে অসামান্য দখল। মার্ক্সিস্ট দার্শনিক লুইস আলথোসের-এর অধীনে প্যারীতে অধ্যয়ন করেছেন। বিপ্লবোত্তর কিউবাকে তিনি চোখের সামনে গড়ে উঠতে দেখেছেন। এই দীর্ঘ ও অসামান্য অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তিনি তত্ত্ববহুল দুটি দীর্ঘ থিসিস লেখেন। প্রথমটি সার্ত্রের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি 'আমেরিকা ল্যাতিনা এ্যালগানোস প্রবলেমাস দি স্ত্রাতেজিয়া রেভোলুশিয়ানারা' কিউবান পত্রিকা 'কাসা দি লাস আমেরিকাস'-এ প্রকাশিত হয়। এই সমস্তই কয়েক বছর আগের কথা। দ্যব্রের বয়স তখন পঁচিশ। হাভানায় থাকাকালীন তাঁর তৃতীয় রচনা 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব।' কিউবার বিপ্লবের দৈনন্দিন ঘটনাপঞ্জী, গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও দেশের ছোটবড় সমস্ত নেতা ও কর্মী ও জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ভিত্তিতে দ্যব্রের 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' রচিত

প্রকাশিত হবার কয়েক মাসের মধ্যে গ্রন্থটির দুই লক্ষ কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। বিদেশী প্রকাশকের দল যখন বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদের সত্ব ক্রয় করবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছেন, বলিভিয়ার অখ্যাত এক অঞ্চলে দ্যব্রে গ্রেপ্তার হন। স্বনামে অসামরিক পোশাকেই দ্যব্রে ধরা পড়েন। প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোস দ্যব্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। দ্যব্রে নাকি বলিভিয়ার গেরিলা বাহিনীর অন্যতম নেতা। কাস্ত্রোর বিপ্লব তিনি বলিভিয়ার জঙ্গলে নিয়ে এসেছেন। দ্যব্রে আর্নেস্টো চে গুয়েভারার অন্যতম বিশ্বস্ত চর। সরকারের পতন ঘটানোর চেষ্টায় বলিভিয়ায় দ্যব্রে হত্যা এবং ধ্বংসমূলক কাজে গতি দিয়ে যাচ্ছিলেন।

আত্মপক্ষ সমর্থনে দ্যব্রে সামরিক ব্যারাকে বলেছেন, আমি সাংবাদিকের যোগ্যতা নিয়ে বলিভিয়াতে এসেছি। আমার নিজের পরিচয় গোপন করবার কোনো সময়ই চেষ্টা করিনি। মেক্সিকোর সাপ্তাহিক 'মেক্সিমো' ও প্যারীর 'মাসপেরো' প্রকাশনী ভবনের তরফ থেকে আমি বলিভিয়াতে কাজ করছিলাম।

প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোস অনমনীয়। চূড়ান্ত শাস্তি এই যুবার জন্যে আজ তৈরি। সারা দুনিয়ায় উত্তেজনা। দ্যব্রের মৃত্যুদণ্ড হবে অনেকেই আশঙ্কা করেন। বার্ট্রেণ্ড রাসেল পর্যন্ত বিচলিত। জাঁ পল সার্ত্রে প্যারীর জনসভায় বলেছেন, গেরিলা যুদ্ধে কোনোভাবে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে বলিভিয়ার কর্তৃপক্ষ দ্যব্রেকে গ্রেপ্তার করেনি। 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' গ্রন্থ রচনার জন্যেই তাঁকে ধরা হয়েছে।

এই 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব'। এই রেজি দ্যব্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্যব্রের এই গ্রন্থটি জুলিও মনদেজকে আদৌ খুশি করতে পারেনি। দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় বিপরীতধর্মী। তবে লক্ষ করি, 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' জুলিও মনদেজ খুব মন দিয়েই পড়েছেন। কোথাও কোথাও মুখস্থ বলতে পারেন।

আমাদের দ্বিতীয় বিয়ারে হাত পড়লো। একটি সিগারেট ধরিয়ে জুলিও মনদেজ বলেন,

—দ্রেকে নিয়ে আজ হৈ চৈ হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু মিঃ সেন জনগণের মুক্তিসংগ্রামে 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' খুব কাজের হবে না। উপরন্তু প্রচুর ভুল বোঝবার আশঙ্কা আছে। হুবারমান ও সুয়েজি-র ভূমিকা ও সার্ত্রের উচ্ছ্বাস আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। খুব ধীরে ও নিজের যুক্তি সম্পর্কে সচেতন না থাকলে 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' আপনাকে অসম্ভব নাড়া দেবে। কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, দ্রে যে কী বলতে চান, আমার কাছে খুব পরিষ্কার হলো না।

কথাটা আমার ভাল লাগেনি। মৃদু প্রতিবাদ করেছি,

—আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। বইটি থেকে দ্রের বক্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ধারণাই আপনার হয় নি?

—দেখুন মিঃ সেন, বইটি বেশ কয়েকবার আমি পড়েছি। সুস্পষ্ট যে ধারণাটুকু হয়েছে তাতে আমার মনে হয়েছে দ্রে এই গ্রন্থে মাও ৎসে-তুঙ-এর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা পুরোপুরি অস্বীকার করতে চেয়েছেন, মাও-এর পরিবর্তে ফিদেল কাস্ত্রোর তত্ত্বকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন ও কাস্ত্রোকে আগামী ইতিহাসে মার্ক্স ও লেনিনের সমতুল্য মনীষীর আসনে বসাবার চেষ্টা করেছেন। চে গুয়েভারাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেননি। কিউবার বিপ্লবের পেছনে তিনি একমাত্র কাস্ত্রোকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। দ্রে লিখেছেন—One may well consider it a stroke of good luck that Fidel had not read the military writings of Mao Tse-tung before disembarking on the coast of Orient; he could thus invent, on the spot and out of his own experience, principles of a military doctrine in conformity with the terrain. It was only at the end of the war, when their tactics were already defined, that the rebels discovered the writing of Mao. এই কথার মধ্যে দ্রে প্রমাণ করতে চেয়েছেন কাস্ত্রোর সামরিক তত্ত্বতেই কিউবার বিপ্লবের সাফল্য। ধরে নিলাম লাতিন আমেরিকার বিশেষ ঘটনাস্থলে, ভিন্ন ভৌগোলিক গঠনে কাস্ত্রোর সামরিক পরিকল্পনা কাজের হয়েছে কিন্তু দ্রের কথা থেকে মনে হয় ওরিয়েন্টের

উপকূলে অবতরণের আগে মাও-এর সামরিক তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে কাস্ত্রোর কোনো ধারণা না থাকায় কিউবার বিপ্লব সফল হয়েছে। এটাকে তিনি সৌভাগ্য বলে মনে করেন। যেন মাও ৎসে-তুঙ-এর সামরিক রচনাগুলো কাস্ত্রোর পড়া থাকলে কিউবার বিপ্লব ব্যর্থ হতো। ছব্রে আর এক জায়গায় লিখছেন, The distinction between the political and the military is symbolized by certain names : Mao Tse-tung and Chu Teh during the revolutionary civil war and the Long March, Ho Chi Minh and Giap during the war against the French. Perhaps we could add Lenin and Trotsky during the wars of imperialist intervention in the Soviet Union. In Cuba, military (operational) and political leadership have been combined in one man : Fidel Castro. ছব্রের এই উক্তির পেছনে কোন ভিত্তি নেই। এ বিশ্লেষণ যুক্তিসম্মত নয়। লেনিন, মাও ও হো-চি-মিন-এর যুদ্ধ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই যাঁরা বলেন, তাঁদের ইতিহাসজ্ঞানে গুরুতর খামতি আছে। ছব্রে ভুলেও চে গুয়েভারার নাম করেননি। তাঁর কাছে কাস্ত্রোর আবিষ্কৃত সামরিক প্রয়োগ পদ্ধতিই ল্যাতিন আমেরিকার বিপ্লবের একমাত্র ফর্মুলা। ছব্রে বলেছেন, The Latin American revolution and its vanguard, the Cuban revolution, have thus made a decisive contribution to international revolutionary experience and to Marxism-Leninism. Thus ends a divorce of several decades' duration between Marxist theory and revolutionary practice. ছব্রে প্রমাণ করতে চেয়েছেন মার্ক্সবাদী তত্ত্ব ও বৈপ্লবিক কর্মের যে খামতি এতদিন ধরে চলে আসছিল কাস্ত্রো সে ফাঁক পূরণ করেছেন।

আমি জুলিও মনদেজ-এর কথা মন দিয়েই শুনছিলাম। বুঝলাম এই মানুষটি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দ্বিতীয় শক্তির অনুগামী। হাভানা

ছেড়ে আসবার পেছনে এইটাই হয়তো সবচেয়ে বড় কারণ। তবে আলতো বিমানঘাটির বার-এ বসে আমাদের এই আলোচনা আর বেশিদূর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। সামনেই অসামরিক পোষাকে একজনকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে থাকতে দেখছি। সারা শহরে গোয়েন্দা ও পুলিশ রাজনৈতিক কর্মীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। সামান্য সন্দেহে গ্রেপ্তার করছে। বিদেশীদের বহিষ্কার, কোথাও কোথাও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিদেশী দেখলেই সিকিউরিটি স্টাফ এমনভাবে তাকায় যেন চে গুয়েভারা-র সশস্ত্র বিপ্লব যাত্রীর ব্যাগে ভরা আছে।

রওনা হবার আগে ওয়াকিবহাল দু'চারজনের উপদেশ ও :এদেশে চলতে ফিরতে মোটামুটি কাণ্ডজ্ঞান রপ্ত করতে চেষ্টা করেছি। সবচেয়ে বড় ভয় ছিল লা পাজ-এর উচ্চতা। হাওয়া এখানে হাল্‌কা। 'নশিয়া' নাকি বিদেশীদের কাহিল করে। জুলিও মনদেজকে প্রথম দিকে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখেছি। যা খেতেন তাই বমি হয়ে যেতো। কিন্তু আমার সে রকম কিছু হয় নি। সিকিউরিটি ও কাস্টমস্ অফিসিয়ালদের ঠোঁটে নির্ভুল ইংরেজি উচ্চারণ শুনে অবাক হয়েছি। সুইস্ ফ্রন্টিয়ারের কাস্টমস্ অফিসারদের একাধিক ভাষায় দক্ষতার নিতান্তই যুক্তি আছে। অনেক দেশের সীমান্ত, বহু ভাষাভাষী যাত্রী সেখানে আসছে যাচ্ছে। কিন্তু এই দুর্গম দেশে ইংরেজির ব্যবহার আমাকে অবাক করেছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এদেশের ভূগোল সম্পর্কে মর্মান্তিক জ্ঞানের কথা আমার কয়েকবার মনে পড়েছে। কথিত আছে এক ইংরেজ রাজদূতকে গাধার পিঠে চাপিয়ে লা পাজ প্রদক্ষিণ করা হয়। চূড়ান্ত এই লাঞ্ছনার কথা রাণী ভিক্টোরিয়ার কানে পৌঁছোলে তিনি ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। রাণী আদেশ দেন, এখনই বৃটিশ রণতরী লা পাজ অবরোধ করুক। রাণীর আদেশে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা বিব্রত বোধ করেন। একজন সাহস সঞ্চয় করে বলেন, রণতরীতে লা পাজ অবরোধ করা অসম্ভব। সমুদ্রতীর থেকে তেরো-চৌদ্দ হাজার ফিট ওপরে। দূরত্বও বিস্তর। মানচিত্র দেখে রাণী ভিক্টোরিয়া নিরুৎসাহ বোধ করেন। পরক্ষণেই মনস্থির করেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করেন,

ভবিষ্যতে আমাদের মানচিত্রে এই অবাঞ্ছিত দেশটিকে আমরা দেখাবো না। ভূগোল থেকেই বলিভিয়াকে আমরা মুছে ফেলবো।

বলিভিয়া সম্পর্কে ইয়োরোপের মানুষের অজ্ঞতার এটাই নাকি ঐতিহাসিক যুক্তি। তাই স্থানীয় কর্মচারীদের ঠোঁটের ইংরেজি আমাকে অবাকই করেছিল প্রথমে। জুলিও মনদেজ এ সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তাঁর ধারণা পরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমিতে বিশেষ বিশেষ জায়গায় বিদেশীদের ওপর কড়া নজর রাখবার জন্যে ইংরেজি জানা কর্মচারী আমদানি করা হয়েছে। আদতে ইংরেজি এখানে সম্পূর্ণ অচল।

—এখানে এ ধরণের আলোচনা আমাদের আর না চলাই উচিত। জায়গাটা খুব খোলামনে কথা বলবার পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত নয়।

হঠাৎ থেমে গেলেন জুলিও মনদেজ। চারপাশে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বলেন,

—ঠিকই বলেছেন। এ ক্ষ্যাপা কুকুরগুলো একদম যুক্তি মানে না। তা'ছাড়া আমরা বিদেশী। দু'জনেই আমরা সংবাদসংস্থা ও বিদেশী কাগজের সঙ্গে যুক্ত। ঠিকই বলেছেন। এখানে এ আলোচনা আর চলা উচিত নয়। সামরিক ও পুলিশ বাহিনী বলিভিয়ার সর্বত্র বুলেট প্রুফ ভেস্ট পরা চে-কে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ইয়াঙ্কী গুপ্তচর সারা দেশ ছেয়ে আছে।

এই নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে কয়েক মাস। বলিভিয়ার মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডগলাস হেণ্ডারসন বলিভিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে যে রিপোর্ট দাখিল করেন, তার ভিত্তিতেই দু'দিন পর কর্নেল মিল্টন বাডস্-এর এয়ার ফোর্স মিশন পানামার বালবো হাইটস্ থেকে সান্তা ক্রুজ আসে। পাজ এসতেন্সসোরো সরকার যখন উৎখাত হয়, তখন প্রতিরক্ষার খরচ ছিল আশী মিলিয়ন পেসো। বছর ঘুরতেই প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস প্রতিরক্ষা খাতে দু'শো মিলিয়ন পেসো করেছেন। আজ হয়তো খরচ হচ্ছে রাজস্বের অর্দ্ধেকেরও বেশি। বলিভিয়ায় সামরিক শাসন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেণ্ডারসন এখন

বারিয়েনতোস সরকারের পরামর্শদাতা। পুরো আর্মি আজ মার্কিন উপদেষ্টাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ট্যাক্সি হাতের কাছেই পাওয়া গেল।

ঢিলেঢালা জোব্বা পরা আদিবাসা ফিরিওয়ালীদের উৎপাত এয়ার-পোর্ট থেকেই শুরু। স্থানীয় হরেক রকম দ্রব্য চোখের ওপর মেলে ধরে ট্যুরিস্টদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা এদের ক্লান্তিহীন। লা-পাজ-এর নকল পাথর, কোচাবাম্‌বার আলপাকার কাজ বা সান্তা ক্রুজের কাঠ খোদাই সবই এরা ফেরী করে। তবে এয়ারপোর্টে যে জিনিসের দাম পঞ্চাশ পেসো, শহরের প্রাদো এলাকায় হয় তো তার দাম পনের পেসোও হবে না।

ল্যাতিন আমেরিকায় অন্য পাঁচটি দেশের সামরিক বীরপুরুষেরা যে নিয়মে দেশের শাসনক্ষমতা দখল করেছেন, প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস সেই একই কায়দায় শক্তি সংহত করেছেন। প্রায় আটবার আততায়ীর গুলি থেকে রক্ষা পান। প্রাক্তন এয়ারফোর্স জেনারেল। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডগলাস হেণ্ডারসনের নির্দেশ ছাড়া আজ তিনি কোনো কাজই করেন না।

কোচাবাম্‌বা-র এক অখ্যাত পল্লীতে জন্ম। পিতা স্পেনীয়। মাতা ছিলেন স্থানীয় আদিবাসী। স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায় ভাল দখল ও গ্রামের মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকায় রাজনৈতিক শক্তি সংহত করতে সুবিধা হয়েছে। তিনি নিজেকে সকল সময় বামপন্থী বলে দাবি করেন। পিতার মৃত্যুর পর অনাথ আশ্রমে মানুষ। লা পাজ-এ প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষার পর সামরিক আকাদমীতে ভর্তি হন। এই সময় তিনি ভিক্টর পাজ এসতেন্সসোরো-র এম. এন. আর. বিপ্লবী পার্টির সংস্পর্শে আসেন। গ্রেপ্তার হন। জেলে একবার প্রচণ্ড মারধর করা হয়। পাজ সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেক্সাসের রানডল্‌ফ্ ফিল্ড্-এ উচ্চতর পাইলট ট্রেনিং নেন। বিমান দুর্ঘটনা থেকে আশ্চর্যরকম রক্ষা পেয়েছেন কয়েকবার। ক্ষমতা দখলের পর এক আততায়ী প্রায় সামনে থেকে গুলি করে। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসের ইউনিফর্মের সঙ্গে আঁটা মার্কিন পদক পেতলের ঈগল পাখির ডানাটি আততায়ীর গুলিতে দু'টুকরো হয়ে যায়। শুধু হাতে সামান্য একটু আঘাত পান। আর একবার মুক্ত রাজপথে অপর এক আততায়ী তাঁর গাড়ি আক্রমণ করে। এবারও নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে মানুষটি আশ্চর্যরকম রক্ষা পান। আরও ছয়বার প্রেসিডেন্ট আততায়ীর আক্রমণ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন।

ঘটনার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত জেনারেল বারিয়েনতোস জানতেন না ক্যু-ডে টা সফল হলেই শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে আসবে। পাজ বলিভিয়ার বাহান্ন সালের বিপ্লবের অন্যতম নেতা। তাঁর অতিরিক্ত মার্কিন আনুগত্য বিপ্লবোত্তর বলিভিয়াকে কোনো সফলতায় পৌঁছোতে পারেনি। টিন ব্যারণদের অত্যাচার অব্যাহত। ভূমি বণ্টন পরিকল্পনায় সাধারণ মানুষ কিছুমাত্র খুশি নয়। উপরন্তু ল্যাতিন আমেরিকায় জন কেনেডীর এলায়েন্স ফর প্রোগ্রেস-এর ডলারের বন্যা তখন লা পাজ-এর কণ্ঠ অবরোধ করেছে। তিক্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও পাজ মে মাসে চার বছরের মেয়াদে আবার নির্বাচিত হয়েছেন। দেশব্যাপী অসন্তোষ। য়ুনিভারসিটি প্রাঙ্গণে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রবৃন্দ মেশিনগান ও রাইফেল নিয়ে মোকাবিলা করে। পাজ-এর চরম শত্রু প্রাক্তন প্রেসিডেন্স হেরনান সিলেস জুয়াজো ও জুয়ান লিচিন। জুয়াজো উরুগুয়াতে পলাতক, কিন্তু শ্রমিক নেতা ও খনি অঞ্চলের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব জুয়ান লিচিন আত্মগোপন করে দেশব্যাপী উত্তেজনা চালিয়ে যাচ্ছেন। গুলি চলছে অহরহ। মার্কিন বিরোধী প্রচার চলেছে প্রাচীরপত্রে। মার্কিন ধনসম্পত্তি আক্রান্ত হচ্ছে। খনি অঞ্চলে পাজ অনুগত সামরিক বাহিনীর সঙ্গে শ্রমিকদের বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ চলেছে দিনের পর দিন। ক্ষিপ্ত পাজ ঘোষণা করলেন, চেকোশ্লাভাকিয়া খনি শ্রমিকদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে, এমন আপত্তিকর দলিল তিনি হস্তগত করেছেন। পরদিনই চেকোশ্লাভাকিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছে বিপুল অস্ত্র সাহায্য চেয়েছেন।

অবস্থা কিছু আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। পাজ জরুরী আইন ঘোষণা করলেন। প্রেসের মুখ বন্ধ হলো। খবর আসে সামরিক বাহিনীতে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট রেনী বারিয়েনতোস-এর সঙ্গে পাজ-এর সম্পর্ক তিক্ততার শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। জেনারেল বারিয়েনতোস সতর্ক করেন ফোনে, আপনাকে প্লেনে চাপিয়ে আমিই একদিন আর্জেন্টিনা থেকে এনে প্রেসিডেন্ট-এর চেয়ারে বসিয়েছি। এ কথা আপনি ভুলে যাবেন না।

বলিভিয়ার দক্ষ ইনগাভী ডিভিশন লা পাজ-এ বিদ্রোহ শুরু করে। জেনারেল বারিয়েনতোস লা পাজ ছেড়ে নিজের এলাকা কোচাবামবা-য় জোর পাজ বিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে মন্ত্রণাসভা বসে। দেশব্যাপী এই বিদ্রোহের মুখে পাজ আর ভরসা পান না। আর্মড ফোর্স চীফ জেনারেল আলফ্রেদো ওভানদো কানদিয়ার হাতে দেশের শাসনভার তুলে দিতে বাধ্য হন।

তারপরের অধ্যায়ে নতুনত্ব নেই এতটুকু। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মেজর গুয়েলবার্তো ভিল্লিরোল-এর মত ভুল তিনি করেননি। তরুণী স্ত্রী-মারিয়া তেরেসা-র সঙ্গে অল্পক্ষণের পরামর্শ। তৈরি হতেও সময় লেগেছে সামান্যই। বুলেট প্রুফ ক্যাডিলাক্-এ গিয়ে উঠেছেন। গাড়ি যখন প্লাজা মুরিল্লোতে বাঁক নিচ্ছে, তখন প্রেসিডেন্ট পাজ ঐতিহাসিক ল্যাম্পপোস্টটি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিলেন। এই সেই ল্যাম্পপোস্ট, যেখানে ঠিক এমনি দিনে আট বছর আগে লা পাজের বিক্ষুব্ধ মানুষ প্রেসিডেন্ট ভিল্লোরোলের রক্তাক্ত দেহ ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছিল।

সোজা এল আলতো এয়ারপোর্ট। একটি সামরিক সি-৪৭ বিমান অপেক্ষারত। পেরুর পথে প্রেসিডেন্ট এসতেন্সসোরো দেশত্যাগ করলেন।

জেল মুক্ত। বিক্ষুব্ধ জনতা প্রাসাদ আক্রমণ করে। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রাসাদের সমস্ত কিছু লুট হয়ে যায়। ভারী ভারী দ্রব্যসম্ভার ভাঙছে। ছিঁড়ছে। আর পোড়াচ্ছে। ল্যাতিন আমেরিকায় প্রায় সব দেশেই এই একই চিত্র। আট বছর আগে বলিভিয়াতে ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে। গুজব ছড়াতে থাকে। প্রেসিডেন্ট এসতেন্সসোরো নাকি দেশকে রিক্ত করে গেছেন। এলায়েন্স ফর প্রোগ্রেস-এর মার্কিনী সাহায্যের পাঁচগুণ অর্থ নাকি পাজ নিজের নামে বিদেশী ব্যাঙ্কে পাচার করেছেন। কয়েকটি পেটিকায় মারিয়া তেরেসা অপর্যাপ্ত হীরে-জহরৎ চুরি করে নিয়ে গেছেন।

জেনারেল ওভানদো নতুন ক্ষমতা পেয়ে যখন ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন তখন শহরের মানুষ অশান্ত। জেনারেল ওভানদো বললেন,

—নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সামরিক শাসন চলবে। আমি আর জেনারেল বারিয়েনতোস একত্রে দেশের শাসন পরিচালনা করবো। আপনারা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুন। আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। সেনাদের মেনে চলুন। যাঁরা অস্ত্র হাতে পেয়েছেন ফিরিয়ে দিন। দেশদ্রোহীদের আমরা ক্ষমা করবো না।

লা পাজ রেডিও স্টেশন থেকেও জেনারেল ওভানদোর বাণী প্রচার করা শুরু হলো।

নাটকের শেষ দৃশ্য তখনও অপেক্ষায় ছিল। কোচাবাম্‌বা থেকে জেনারেল বারিয়েনতোস বীরের মত লা পাজ-এ প্রবেশ করলেন। জনতার উল্লাস দেখতে দেখতে সোজা প্রেসিডেন্ট ভবনে এলেন। অগণিত জনতা প্রাসাদ অবরোধ করে আছে। কী তারা শুনতে চায়, তারা নিজেরাই সে সম্পর্কে অবহিত নয়। ঝাড়া চার ঘণ্টা সলাপরামর্শের পর জেনারেল বারিয়েনতোস ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন। চতুর, ক্ষিপ্র বুদ্ধিসম্পন্ন এই মানুষটি জনতাকে বুঝতে চেষ্টা করেন। তারপর ঘোষণা করলেন,

—আপনারা শুনে খুশি হবেন দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, জনগণের সেবায় আমি কিছুক্ষণ আগে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছি। আসুন আমরা দেশের আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনি। দেশ গঠন করি। দেশদ্রোহীদের নির্মূল করি। জেনারেল ওভানদো স্বেচ্ছায় ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। আমি একাই শাসনভার গ্রহণ করেছি। আমিই দেশের প্রেসিডেন্ট।

সন্দেহজনক কিছু না থাকলেও নতুন এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারে না। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস-এর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পুরোপুরি সন্তোষজনক প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও নতুন সরকারকে স্বীকার করে নেওয়া অসম্ভব। বাহান্ন সালের পর এ পর্যন্ত তিনশো মিলিয়ন ডলার বলিভিয়ায় ঢালা হয়েছে। নতুন প্রেসিডেন্ট তার কতটুকু মর্যাদা দেন লক্ষ্য [illegible]

পেন্টাগনের বিশ্বাসভাজন, সি. আই. এ.-র জারক রসে জারিত ও স্টেট ডিপার্টমেণ্টের বিশ্বস্ত অনুচরের শুরু হলো অদৃশ্য রাজনৈতিক অভিসার। ফিদেল কাস্ত্রো গোটা ল্যাতিন আমেরিকায় যে অস্থিরতা ও অবাধ্যতা টেনে এনেছেন, সেখানে কোনো ঝুঁকি নেওয়া অসম্ভব। দ্রুত অনুসন্ধান চলতে থাকে। যোগ্য প্রতিনিধির অনুসন্ধান শেষও হয়। দীর্ঘ রিপোর্ট হোয়াইট হাউস-এ এসে পৌঁছোয়। প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোস সম্পর্কে শেষে মন্তব্য করা হয়েছে—'Wonderfully nice guy, his ideology doesn't matter'. প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোসের সমর্থনে রাজনৈতিক পর্যালোচনায় বলা হয়, সাম্প্রতিক ল্যাতিন আমেরিকায় সামরিক অভ্যুত্থানে তৈরী নতুন নতুন সরকারগুলি অসামরিক ও নিয়মতান্ত্রিক ডেমোক্রাট সরকারগুলির চেয়ে খারাপ এ ধারণা করা যুক্তিহীন। আর্জেন্টিনার জুয়ান পেরন ও ভেনেজুয়ালার পিরেজ জিমিনেজ-এর মত চকচকে মেডেল ঝুলোনো খাকি বীরপুরুষদের সঙ্গে এই নতুন সামরিক নেতাদের অনেক তফাৎ। প্রেসিডেণ্ট ফারনেন্দো বেলাউন্দি তেরি ক্ষমতায় আসার আগে পেরুতে কমিউনিস্ট আন্দোলন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, তখন সামরিক শাসন কিছুদিনের জন্যে নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল। এল সালভাডোরে আর্মি কর্নেল রিভেরা-র তিন বছর আগে তথাকথিত বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করাটি যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তবে কী তিনি কখনও নিয়মতান্ত্রিক ভোটাভুটিতে সাম্প্রতিক নির্বাচনে জয়লাভ করতেন? চিলিতে খ্রীস্টান ডেমোক্রাট এডুয়ারদো ফ্রে গত সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে কাস্ত্রোপন্থী মার্ক্সিস্ট সালভাদোর এ্যালেন্দি-র হাতে যদি পরাজয় বরণ করতেন তখন কী আমরা সামরিক অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানাতাম না? ভুলে গেলে চলবে না, শতাব্দী ধরে ল্যাতিন আমেরিকায় সামরিক বাহিনীর একটি গুরুতর রাজনৈতিক চরিত্র আছে। প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোস মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র চান। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যদিও একখণ্ড জমির অধিকার নিয়ে আজ নতুন করে চাকো যুদ্ধের মত নিষ্ফল সীমান্ত সংঘর্ষ প্যারাগুয়ার সঙ্গে বাধবার কোনো আশঙ্কা নেই, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধও ল্যাতিন আমেরিকায়

শুরু হবে না ; তবু মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রের আজ এদিকের প্রতিটি দেশের বড় প্রয়োজন। ল্যাতিন আমেরিকা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা না করেই আমি নিজে অনুসন্ধান করে বুঝতে পেরেছি, যে কোনো মুহূর্তে এখানে আগুন জ্বলতে পারে। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস-এর হাত আজ শক্ত করার দায়িত্ব আমাদের। দেশবাসীর সঙ্গে এই সামরিক নেতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। 'এ্যাকশন সিভিকা'-র একজন সমর্থক। শ্রমিক নেতা জুয়ান লিচিন সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট খুবই সচেতন। জুয়ান লিচিন আজ প্রকাশ্যে উত্তেজনা ছড়াচ্ছেন, তবু বর্তমান সরকার খনি শ্রমিকদের অধিকারে যে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র চলে গেছে, সেগুলো উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিক নেতা লিচিনের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তুলছে না।

মার্কিন সমর্থনপুষ্ট প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস এইভাবে ধীরে ধীরে শক্তি সংহত করেছেন। সামরিক বাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় কোনো শক্তিশালী চরিত্র আজ অনুপস্থিত। রাজনৈতিক দলগুলি জর্জরিত। বিপ্লবীদের অনেকেই পলাতক। বিশ ও ত্রিশ বছরের মেয়াদে কারাজীবন ভোগ করছেন কেউ কেউ।

এ গোলার্ধে সবচেয়ে অখ্যাত ও অজানিত দেশ বলিভিয়া। লা পাজ প্রায় সমুদ্র উপকূল থেকে আড়াই মাইল উঁচুতে। পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। দারিদ্র্য কল্পনাতীত। ল্যাতিন আমেরিকার অন্যতম দরিদ্র দেশ। আয়তনে দেশটি কিন্তু আদৌ ছোট নয়। একত্রে ফ্রান্স ও স্পেনের মত। ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা, পেরু ও কলম্বিয়ার পরেই দক্ষিণ আমেরিকায় পঞ্চম বৃহৎ দেশ বলিভিয়া। অফুরন্ত খনিজ। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য বিপুল। তবু অনাহার, হাহাকার আর শিশুমৃত্যুর শেষ নেই। দেশের বিপুল ঐশ্বর্য্য ও সম্ভার থাকা সত্ত্বেও প্রতারিত, সম্পূর্ণ বুভুক্ষু দেশবাসীকে দেখে মনে হয় সোনার সিংহাসনের ওপর ভিখারী আসন গ্রহণ করেছে। মার্কিন ও বিদেশী মূলধন দেশের সমস্ত কিছু রূপ রস শতাব্দী ধরে নিঃশেষ করে চলেছে। স্পেনীয় বংশজাত এক শ্রেণীর প্রিভিলেজড্ ক্লাশ, বিদেশী মূলধন, নরমপন্থী ও রক্ষণশীল রাজনৈতিক দল দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশার একমাত্র কারণ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লিবারেল পার্টির পতন থেকেই বলিভিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাস টানা যেতে পারে। ছত্রিশ বছর ধরে নরমপন্থী ও রক্ষণশীল দল দাপটের সঙ্গে রাজ্য শাসন করেছে। এই সব সরকার আপাতদৃশ্য নিয়মতান্ত্রিকতা ও আইন মেনে চলেছেন। বিদেশী মূলধনের খাতিরে রেলপথের বিস্তার ও খনিজ শিল্পের উৎকর্ষতার দিকে জোর দিয়েছেন কিন্তু জনগণের মঙ্গলের জন্যে কিছুই করেননি। টিন খনির শ্রমিকরা যারা সংখ্যায় শতকরা ষাট ভাগ ও দেশের আদি বাসিন্দা—তারা কল্পনাতীত দারিদ্র্য ও দুর্দশার মধ্যে জীবন যাপন করছে। কোনো রাজনৈতিক দলের চিন্তাধারায় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কোনো স্থির ধারণাই ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে আগ্রহী একটা জনমত ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বিক্ষিপ্ত রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে কোনো দলই সফল গতি দিতে পারেনি। চাকো যুদ্ধ পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলতে থাকে।

চাকোর বিতর্কিত সীমানা নিয়ে প্যারাগুয়ার সঙ্গে বলিভিয়া এক অবাঞ্ছিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ব্রেজিলের সঙ্গে যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি তখনও বলিভিয়া কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে চিলি বলিভিয়ার উপকূলভাগ গ্রাস করেছে। পাহাড়ের বেষ্টনীতে বলিভিয়া সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বলিভিয়া আতলান্তিক সম্পর্কেও নিজস্ব বন্দরের তালাশে অস্থির। গ্রান-চাকোর দিকে দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ। জর্মন এক অধিনায়কের নেতৃত্বে বলিভিয়া যুদ্ধের জন্যে তৈরি হয়। বলিভিয়ার সামরিক শক্তি তখন প্যারাগুয়ার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। ঠিক এই সময়ই চাকো-তে পেট্রোলিয়ম আবিষ্কৃত হলো। অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ, নদীপথগুলি হাতে পেতে অস্থিরও স্বাদেশিকতার সঙ্গে উৎকট জাতীয়তাবাদ বলিভিয়াকে জঙ্গী করে তোলে।

যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু জর্মন অধিনায়কের হিসাবে কিছু ভুল ছিল। সীমান্তের লোকদের সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। চরম ভৌগোলিক গঠন সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল নন। অবাধ্য চাকো-

দের অসহযোগীতা তাঁকে হতাশ করে। অনভ্যস্ত অঞ্চলের জলবায়ুতে জর্মন অধিনায়ক অসম্ভব বেকায়দায় পড়েন। শুকনো দিনে চাকো উষর, মরুভূমি। বৃষ্টিতে হয় অগম্য। দলদলে কাদামাটি ভেঙ্গে পথ চলা অসম্ভব। ওদিকে গেরিলা যুদ্ধে প্যারাগুয়ার সেনারা ছিল দক্ষ। শিক্ষিত বলিভিয়ার সেনারা নিদারুণ পরাজয় বরণ করে। হতাহতের সংখ্যা হয় বিপুল।

চূড়ান্ত হতাশা ও অপমানে লাঞ্ছিত দেশবাসীর সামনে জুনিয়ার আর্মি অফিসাররা তুলে ধরলেন 'রাদেপা' (রেজন্ দে পাত্রিয়া) দল বা 'পিতৃভূমির জন্য'। ফ্যাসিজম ঘেঁষা এক গুপ্ত বিপ্লবী দল। জর্মন ও ইতালীর ফ্যাসিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী এই 'রাদেপা' শক্তি সঞ্চয় করছিল। বিক্ষুব্ধ মানুষ কিছু একটা পরিবর্তন চাইছিল। 'রাদেপা'-র কর্নেল তোরো ক্ষমতা দখল করলেন। কর্নেল তোরো মার্কিন তৈল ব্যবসা দখল করলেন। পেট্রোলিয়ামের একচেটিয়া অধিকার সরকারের হাতে দিলেন। তার উত্তরাধিকার লেফটানেন্ট কর্নেল জর্মন বশ বলিভিয়ায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ব্যক্তিগত মালিকানা তুলে দিয়ে সরকার নিয়ন্ত্রিত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রবর্তন করলেন। পিতা জর্মন, মাতা ছিলেন আদিবাসী। অমানুষিক পরিশ্রমী মানুষটি নির্দয়ও ছিলেন যথেষ্ট। চকচকে নীল চোখের সঙ্গে সোনায় বাঁধানো দাঁতগুলো চকমক করতো। কর্নেল বশ অসম্ভব মদ খেতেন। হঠাৎ কংগ্রেস তুলে দিয়ে নিজেকে ডিক্টেটর বলে ঘোষণা করলেন। বিদেশীদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করতেন। বলতেন, বলিভিয়া, বলিভিয়াবাসীদের। দেশে প্রথম লেবার কোড তৈরি হয়। হঠাৎ একদিন কর্নেল বশ আত্মহত্যা করলেন। কেউ বলেন, অনেক চেষ্টা করেও দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ থেকে সরকারকে মুক্ত করতে না পেরে হতাশায় কাতর মানুষটি আত্মহত্যা বেছে নেন। একশ্রেণীর মানুষ প্রচার শুরু করে, কর্নেল বশ-কে হত্যা করা হয়। টিন বিক্রয়ের বিদেশী মুদ্রা সরকারের হাতে তুলে দেবার নির্দেশই তাঁর মৃত্যুর কারণ।

'রাদেপা' ক্ষমতায় থাকলেও জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। অন্য

রাজনৈতিক দল অবশ্য সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু দীর্ঘদিনে যে পলিটিক্যাল ভ্যাকুয়াম তৈরি হয়েছে, সে শূন্যতা ভরাট করবার মত নেতৃত্ব কোনো দলেরই ছিল না। য়ুনিভারসিটি প্রফেসার ভিক্তর পাজ এসতেন্সসোরোর নেতৃত্বে এই সময় প্রতিষ্ঠিত হলো এম. এন. আর. পার্টি। পাজ এসতেন্সসোরো 'রাদেপা'র সঙ্গে এক সমঝোতাতে বসেন। মিত্রশক্তির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন প্রেসিডেন্টকে তাড়িয়ে লেফটানেন্ট কর্নেল গুয়েলবার্তো ভিল্লেরোলকে বসিয়ে এক কোয়ালিশন সরকার গঠন করলেন। পাজ এসতেন্সসোরো হন অর্থমন্ত্রী। গুয়েলবার্তো ভিল্লোরোল নিজে ছিলেন পেরনপন্থী। অশান্ত, অস্থির মানুষটির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আদৌ পরিচ্ছন্ন নয়। প্রতিক্রিয়াশীল সম্প্রদায়কে খুশি করতে পারেননি। বামপন্থীদের বিশ্বাস অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। চূড়ান্ত এক রাজনৈতিক উত্তেজনা হঠাৎ প্রাসাদ পর্যন্ত তাড়া করে এলো। ভিল্লেরোল খুন হন। প্লাজা মুরিল্লো-র ল্যাম্পপোস্টে তাঁর মৃতদেহ লটকে রাখা হয়। 'রাদেপা' হীনবল হয়ে পড়ে। এম. এন. আর. নিশ্চিহ্ন হয়। পাজ এসতেন্সসোরো দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এম. এন. আর. দলের সঙ্গে দেশের যোগাযোগ তবু একটা ছিলই। পাজ এসতেন্সসোরো বহু জায়গায় নিজের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। আসে বাহান্ন সালের এপ্রিল। এম. এন আর. দাবি তোলে তারা যদি ব্যর্থ হয়, তবে কোনো সরকারকেই তারা ক্ষমতায় বসতে দেবে না। আর্মির একটা দল বলে, বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠীর কোনো শক্তিশালী দল বা জনগণকে সঙ্গে পাবার উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব তখনও প্রবল। শুরু হলো বিপ্লব। লা পাজ-এর নেতৃত্ব করেন হেরনান সিলেস জুয়াজো। জুয়ান লিচিন নিজেকে ট্রটস্কীপন্থী বলে দাবি করেন। খনি অঞ্চলে তিনি বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। বিপ্লব শুরু করবার সময় সামরিক বাহিনীর হাত থাকলেও শেষকালে দেখা গেল এম. এন. আর. ক্ষমতা দখল করেছে।

বিপ্লব তার বৈপ্লবিক চরিত্র বজায় রাখতে পারেনি। এই বিপ্লবে কোনো শ্রেণীসংগ্রাম ছিল না। লা পাজ-এর বাইরে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ

হয়েছে ছোটখাটো। চরমপন্থীদের সমর্থনহীন সন্ত্রাস ও অত্যাচার বিবর্জিত উত্তাপহীন বিপ্লব। নরমপন্থীদের প্রধান দাবি প্রত্যাখ্যান করে সিলেস জুয়াজো নিজেকে প্রাদেশিক প্রেসিডেন্ট বলে দাবি করলেন। কিন্তু এ ক্ষমতা স্বল্পস্থায়ী। পাজ এসতেন্সসোরো লা পাজ-এ অবতরণ করলেন। রেনী বারিয়েনতোস সেদিন আর্জেন্টিনা থেকে নির্বাসিত এই নেতাকে দেশে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

'জাতীয়করণ,' 'আর্মি ভাঙতে হবে', 'ভূমি বন্টন', 'ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি অধিকার' ও 'বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত'—বিপ্লবী এই আস্ফালন ধীরে ধীরে নিভে গেল। জাতীয়করণ হয়েছে। আর্মি ভেঙেও দেওয়া হলো। ভূমি বন্টন অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু দখলিকৃত সম্পত্তি আবার ব্যক্তিগত মালিকানায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ভাঙ্গা আর্মিই আবার নতুন করে তৈরি হলো। জমি ফিরে গেল পূর্বের ভূস্বামীর হাতে। ভিক্তর পাজ এসতেন্সসোরো অর্থনীতিতে পণ্ডিত ব্যক্তি। মার্কিন মূলধন বাজেয়াপ্ত করে নিজের চূড়ান্ত অনর্থ ডেকে আনবার মত মূর্খ তিনি কখনও নন।

দিন গেছে। ভিক্তর পাজ এসতেন্সসোরো দিনে দিনে জনগণের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছেন। অত্যাচারী শাসন চলেছিল দীর্ঘদিন। 'Latin America's most fascinating and controversial Statesmen'-নামে মার্কিনী প্রেস এই মানুষটিকে যতই মর্যাদা দিন, শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় রাখতে পারেন নি। অস্থির রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে রেনী বারিয়েনতোস ক্ষমতায় এসেছেন—'Wonderfully nice guy' প্রথমেই মার্কিন বিশেষজ্ঞের প্রশংসাপত্র পেয়েছেন, ভূমিহীন কৃষক ও খনি শ্রমিকদের সঙ্গে তিনি যে নিয়মে মেশিনগানে মোকাবিলা করেন তাতে তাঁর 'ideology' সম্পর্কে তিলমাত্র সংশয়ের অবকাশ আজ নেই। কাস্ত্রোর বিপ্লব প্রতিরোধ করবার তিনিই যোগ্য ব্যক্তি। খড়ের পুর ভরা বাছুরের চামড়া দেখিয়ে গাভীকে যে নিয়মে দোহন করা হয়,—জন কেনেডীর 'এলায়েন্স ফর প্রোগ্রেস'-এর থলি সামনে ধরে বলিভিয়ার সমস্ত রূপ-রস নিঃশেষ করবার কাজে রেনী

বারিয়েনতোসের মত যোগ্য বীরপুরুষের আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় প্রয়োজন।

প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস আজ ল্যাতিন আমেরিকার সুহার্থো।

বলিভিয়ার এ পৃথক চিত্র নয়। জাতীয় স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মেহনতী মানুষ যখনই ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছে' প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও বৃহৎ পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে হরতাল, বিক্ষোভ ও রাইফেল হাতে নিয়ে গেরিলা ফৌজ গঠন করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখনই সামরিক একনায়কত্বকে পুরোপুরি সমর্থন জানিয়ে জনগণকে আরও নির্যাতনের পথে ঠেলে দিয়েছে। মুক্তিকামী জনগণের সংগ্রামকে বানচাল করবার জন্যে ও নিজেদের ভয়াবহ বৃহৎ পুঁজির নিরাপত্তার স্বার্থে ল্যাতিন আমেরিকার প্রতিটি দেশে প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস-এর মত 'শক্ত মানুষ'-কে তারা অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। সক্রিয় সাহায্যে এগিয়েআসে।

বলিভিয়া শুধু নয়, ল্যাতিন আমেরিকারপ্রতিটি দেশ তাই আজ কম-বেশি বিপ্লবের উত্তাপে জ্বলছে। অফুরন্ত সম্পদ, কল্পনাতীত ঐশ্বর্য। তবু অশ্রুপাতের শেষ নেই। অফুরন্ত হাহাকার। অনাহার এখানে নিত্য। দুশো মিলিয়ন মানুষের বাস ল্যাতিন আমেরিকায়। একশো চল্লিশ মিলিয়ন মানুষ আজও যেন ক্রীতদাস। সত্তর মিলিয়ন মানুষের জন্যে অর্থনৈতিক কোনো পরিকল্পনাই নেই। একশো মিলিয়ন মানুষ নিরক্ষর; একশো মিলিয়ন মানুষ আঞ্চলিক নানা রোগে জর্জরিত। একশো চল্লিশ মিলিয়ন মানুষ ন্যূনতম খাদ্যপ্রাণ থেকে বঞ্চিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে দরিদ্রতম অঞ্চল মিসিসিপি। তবু ল্যাতিন আমেরিকার কোনো দেশের মানুষের আয় গড়ে তার তিন ভাগের এক ভাগও নয়। ল্যাতিন আমেরিকা তাই অনুন্নত দেশ। 'এলায়েন্স ফর প্রোগ্রেস'-এর হিসেবের খাতায়—'আণ্ডার ডেভেলাপ্ট'। পল হফ্‌মান অনুন্নত দেশ সম্পর্কে তাঁর এক প্রবন্ধে যে বর্ণনা রেখেছেন প্রসঙ্গক্রমে আমার মনে এলো,

'Everyone knows an underdeveloped country when he sees one. It is a country characterized by poverty,

with beggars in the cities, and villages eking out a bare subsistence in the rural areas. It is a country lacking in factories of its own, usually with inadequate supplies of power and light. It usually has insufficient roads and railroads, insufficient government services, poor communications. It has few hospitals, and few institutions of higher learning. Most of its people cannot read or write. In spite of the generally prevailing poverty of the people, it may have isolated islands of wealth, with a few persons living in luxury. Its banking system is poor ; small loans have to be obtained through money lenders who are often little better than extortionists. Another striking characteristic of an underdeveloped country is that its exports to other countries usually consist almost entirely of raw materials, ores, or fruits, or some staple product with possibly a small admixture of luxury handicrafts. Often the extraction or cultivation of these raw material exports is in the hands of foreign companies.'

পল হফ্‌মানের এই বক্তব্য ল্যাতিন আমেরিকার যে কোনো দেশের পক্ষে ষোল আনা প্রযোজ্য। উৎপন্ন কফির ৭৪ ভাগ ব্রেজিলকে রপ্তানি করতে হয়। বলিভিয়ার ৬০ ভাগ টিন, চিলির ৬৩ ভাগ তামা, কস্টারিকার ৬০ ভাগ কলা, ৮২ ভাগ কলম্বিয়ার কলা, হণ্ডুরাস কলা রপ্তানি করে উৎপন্ন ফসলের ৭৫ ভাগ, হাইতির কফি ৬৩ ভাগ, ভেনেজুয়ালার ৯৫ ভাগ পেট্রোলিয়াম, নিকারাগুয়ার ৫১ ভাগ কফি আর ডমিনিকান রিপাবলিকের ৬০ ভাগ চিনি বিদেশে রপ্তানী করতে হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ল্যাতিন আমেরিকায় শুধু ঐতিহাসিক

প্রতারণার অধ্যায়। উপরন্তু দেশের একটি মাত্র ফসলের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরতা প্রতিটি দেশকে উৎকণ্ঠায় রাখে।

চিলি ও ব্রেজিলে শতকরা মাত্র দু'জনের হাতে দেশের অর্ধেক আবাদি জমি। ভেনেজুয়ালায় শতকরা তিনজন মানুষের হাতে দেশের ৯০ ভাগ জমি। মেক্সিকো ও কিউবা ছাড়া ল্যাতিন আমেরিকার শতকরা পাঁচ ভাগ মানুষের হাতে আজও অর্ধেক জমি। অবাক লাগে অর্ধেকের বেশি মানুষ এখানে কৃষক। ভূমিহীন কৃষক। যেন তারা ক্রীতদাস। ভূমির মাত্র ২৪ ভাগ জমিতে এখানে শস্য উৎপন্ন হয়। উরুগুয়া ও আর্জেন্টিনা ছাড়া প্রায় সব দেশকেই বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হয়। ভূমির উর্বরা শক্তি ও নিচুমানের ফসল আন্তর্জাতিক বাজারদরের হেরফেরে বিক্রয়মূল্য হয় নিম্নগামী। একে কাঁচামাল, তারপর দেশের একমাত্র ফসল। সম্পূর্ণ নিরুপায়।

মুষ্টিমেয় প্রবল পরাক্রমশালী ভূস্বামী ও শহরের শিল্পপতিদের ইচ্ছাধীনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অদৃশ্য সমর্থনে প্রায় প্রতিটি দেশের সরকার আজ নিয়ন্ত্রিত। আর্মি বহুদিন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সাহায্যে ও পরিকল্পনায় রচিত। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এলায়েন্স ফর প্রোগ্রেস-এর মাধ্যমে কলম্বিয়া হাতে পেয়েছে দেড়শো মিলিয়ন ডলার, কিন্তু কফির দাম হঠাৎ কমিয়ে দেওয়ায় সেই বছরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সাড়ে চার'শো মিলিয়ন ডলারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কলম্বিয়া। কোটি কোটি মার্কিন ডলার ঢেলেও তাই ল্যাতিন আমেরিকার জনগণের মাথা-পিছু ব্যয় শতকরা ২'৫ ভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছোনো গেল না। খড়ের পুর ভরা মৃত বাছুরের চামড়ার খোলসের মতই জন কেনেডীর 'এলায়েন্স ফর প্রোগ্রেস'। ভয়াবহ 'এলায়েন্স'। বড় মর্মান্তিক 'প্রোগ্রেস'।

মেক্সিকো তার উদ্বৃত্ত কমলালেবু, চেক কলকব্জার বিনিময়ে আমদানি করতে চাইলে ওয়াশিংটন হাঁ হাঁ করে ওঠে। কিন্তু সাম্যবাদী দেশের সঙ্গে নিজের বাণিজ্য-চুক্তিতে বাধা নেই। নিতান্তই একচেটিয়া মুনাফা।

ভেনেজুয়ালার প্রেসিডেণ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কী পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন, সেটি স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল অফ নিউ জার্সির সদর দপ্তর ৩০ নম্বর রকফেলার প্লাজা-য় বসে নেলসন রকফেলার আগে স্থির করবেন। গুয়াটেমালা শাসনের উপযুক্ত মজবুত লোক ইউনাইটেড ফ্রট কোম্পানী নির্বাচন করে। চিলিতে প্রেসিডেণ্ট এ্যালেসয়েন্দ্রী থাকবেন না বিতাড়িত হবেন, সেটি সম্পূর্ণ আই. এম. এফ., বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও এক্সপোর্ট ও ইম্পোর্ট ব্যাঙ্কের ওপর নির্ভরশীল।

দেশের বৃহৎ ভূস্বামী ও শিল্পপতি সেইসঙ্গে সামরিক অধিনায়কদের যোগসাজশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই পলিটিক্যাল লঙ্কাকাণ্ড আজও অব্যাহত। ল্যাতিন আমেরিকায় শতকরা চারজনের হাতে জাতীয় রাজস্বের অর্ধেক আজ কুক্ষিগত। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, পনের বিলিয়ন ডলার এই দেশীয় বীরপুরুষদের নামে বিদেশী ব্যাঙ্কে জমা আছে। লাখ লাখ ডলারে তৈরি বিদেশে একাধিক নিরাপদ আশ্রম প্রায় প্রত্যেকেই তৈরি করেছেন।

প্রধান প্রধান শহরে বিদেশীরা দেশের বিপুল প্রতারিত জনগণের হদিশই পাবেন না। গাড়ির মিছিল, হালফ্যাশানের হোটেল। আন্তর্জাতিক এয়ার লাইনস্, কোকাকোলা, এলিজাবেথ্ টেলরের হোর্ডিং, টেলিভিশন ও দিনের আলোর মত নিয়ন সাইন দেখে দেশের মানুষের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করা অসম্ভব। অটোবান-এ গাড়ি চালাতে চালাতে মনে হবে স্টেটস্-এ আছি। স্কাই-স্ক্র্যাপার খোদ নিউইয়র্কের কথা মনে করিয়ে দেবে। তিনি ভাবতেই পারবেন না দেশের অভ্যন্তরের পথ দুর্গম-অগম্য। মিনিটের কাঁটা একবার আবর্তন করে আসার আগেই স্বয়ংক্রিয় লিফট্ যেখানে ত্রিশ তলায় পৌঁছে দেয়, সেখানে দশ মাইল তফাতের হাজারো মানুষের কাদামাটি আর গোলপাতার কেরোসিন অভাবে অন্ধকার সারি সারি ঝোপড়ার কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

'নিউ স্টেটসম্যান'-এর পল জনসন ল্যাতিন আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে পেরু সম্পর্কে লিখছেন,

…where progress has penetrated—in the shape of

mining—it has brought with it only concrete hutments for the workers and a ubiquitous veneer of evil gray slime, which smells like death. The Andean mining towns are the most horrific examples of human degradation I have ever seen.

এই সঙ্গেই পল জনসনের পাশাপাশি অভিজ্ঞতা,

Here again, the U. S. banker is the real arbiter (the government even went so far as to engage a U. S. business-efficiency firm to tell it how to run the country), bestowing periodic loans—···In Lima, at the delightful Bolivar Hotel (where colonial service and comfort survive), I got Cooper's Oxford Marmalade for breakfast, and could stroll around the amply stocked store of Sears-Roebuck (Peru) Inc. Nearby, workmen were erecting a 90-foot Cinerama screen, believed to be the biggest in the world. Across the river was the other side of the story : the diseased warrens of slums ; and, once outside the tiny coastal plain, the desolate misery of a man-made lunar landscape.

পল জনসন ভেনেজুয়ালার জনগণের ভয়াবহ দারিদ্র্য ও স্বৈরাচারী একনায়কত্বের কথা বর্ণনা করেছেন প্রবন্ধে। প্রেসিডেন্ট জিমিনেজকে আন্তর্জাতিক বেশ্যাদের নিয়ে স্ফূর্তি করতে হয়তো দেখেননি, কিন্তু বিপুল রাজস্ব নিয়ে নিজের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করবার নজীর টেনেছেন,

···Jimenez's most characteristic folly was the Homboldt Hotel, built on the top of a 7,000-foot mountain overlooking Caracas. This is undoubtedly the most magnificent hotel I have ever been privileged to enter. Unfortunately it can only be reached by a

terrifying cable railway, and for a lot of the time its superb views over the city and the Caribbean are obscured in impenetrable, icy cloud. Its sheer, 14 storeys make it look like a desolate lighthouse in thick fog, and only the odd visitor with a morbid obsession for heights and mist cares to stay there. Naturally, it is run (by the state) at an enormous loss.

দুশো মিলিয়ন মানুষের দেশ ল্যাতিন আমেরিকা তাই আজ চঞ্চল। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিপ্রথা, মালিকের নির্দয় শ্রমনীতি ও উৎপাদন শিল্পের বর্তমান অচলাবস্থার একমাত্র বিপ্লবের মধ্যেই অবসান হতে পারে।

বিপ্লব আজ অবশ্যম্ভাবী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া সাহায্য ও সমর্থনে দেশীয় জমিদার ও মালিকশ্রেণীর শতাব্দীর এই শোষণ নইলে থামবে না। দেশের আপামর জনসাধারণ প্রতারিত হতে থাকবেই। হাহাকার ও অনাহার শেষ হবে না কোনোদিন। স্বেচ্ছায় এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ক্ষমতা থেকে সরে যেতে পারে না। ইতিহাসের শ্রেণীচরিত্র তাই বলে। অনুরোধ, যুক্তি ও হাজারো প্রার্থনা কাজের হয় না। একমাত্র বন্দুকের সামনেই এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র হার স্বীকার করে। পেরুর জমিদার, আর্জেন্টিনার সামরিক নেতা, কলম্বিয়ার সামন্ততন্ত্রের অন্যতম প্রতিনিধিরা ইতিহাসের এই অনিবার্য পাতার দিকে ছুটে চলেছে।

রক্তস্রোত? নিশ্চয়ই। অনগ্রসর ইতিহাস বা ঐতিহাসিক ধীরগতি রক্তের খেসারতে নির্ণীত হয়। অন্যায় অবিচার রক্তের মূল্যে পরিশোধিত হয়। বিপর্যস্ত প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আহত শ্বাপদের মত আরও হিংস্র হয়ে দেখা দেবে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নারকীয় রুধিরোৎসবে মত্ত হয়ে থাকবেই। ইতিহাস থেকে জনগণের এই পহেলা নম্বর শত্রুরা কিছুই শিক্ষা নেয় না। এক একজন জল্লাদ তার পূর্বসূরীর কবর থেকে যাত্রা করে নিজের সমাধি রচনা করে। স্পার্টাকাস থেকে ফিদেল কাস্ত্রো একই নিয়মে চলে। এ-ই

ইতিহাসের ধারা। নির্বাচনের মাধ্যমে স্থায়ী ও সুখী সরকার ল্যাতিন আমেরিকার কোথাও জনগণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। চিয়াং কাইশেক স্বেচ্ছায় ক্ষমতা থেকে কী সরে দাঁড়াতে পারেন? বাতিস্তা কী কোনো দিন ডেমোক্রেসির মূল্য দিয়েছেন? 'মুক্ত দুনিয়া'র অন্যতম সমর্থক নগো দিন দিয়েম গণতন্ত্রকে রক্তের সমুদ্রে ডুবিয়ে রেখেছেন। ব্যালট পেপারের নিয়মিত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পিরেজ জিমিনেজ, ত্রুজিল্লো ও সোমোজার মত মানুষ শাসনক্ষমতায় থেকেছেন দীর্ঘদিন। গণতন্ত্রের এইটাই বড় মর্মান্তিক রহস্য।

আজ তাই ল্যাতিন আমেরিকার সর্বত্র বিপ্লবের পদধ্বনি। প্রতিটি দেশের য়ুনিভারসিটি প্রাঙ্গণ আজ বিক্ষুব্ধ। খনিশ্রমিক আজ তৈরি। ভূমিহীন চাষী সে তার প্রকৃত শত্রুকে চিনেছে। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও সৌখীন মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকেরাই আজ তৈরি নেই। অপাঠ্য তত্ত্বগত প্রবন্ধে দুরুহ যুক্তিজাল বিস্তার করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, দ্বিতীয় কিউবা অসম্ভব। শাসকশ্রেণীর কোলে বিরোধী দল হিসাবে থেকে প্রিভিলেজড ক্লাশের সমস্ত রকম সুখ-সুবিধা আদায় করেন। শাসকশ্রেণীও তাই চান। এই নপুংসক বিপ্লবীদের তালিকা ম্যাকনামারাকে দেখিয়েই বিশ্বব্যাঙ্কের বিপুল অর্থ নয়-ছয় করবার অধিকার তাঁরা অর্জন করেন।

বিপ্লব কিন্তু থামবে না। ইতিহাস অপেক্ষা করে না। দুশো মিলিয়ন বঞ্চিত গণমানস আজ জাগ্রত। ল্যাতিন আমেরিকার দিকে দিকে আজ তাই সংগ্রাম। জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত, ক্ষুধার্ত বেপরোয়া মানুষই বিপ্লব করে। পেছনে ফেলে আসার যাদের কিছু নেই, তারাই সামনে এগিয়ে যায়। মিকি মাউস কমিক্ করে বিপ্লব করে না।

প্রাদো বা ১৬ই জুলাই স্ট্রীট ধরে অনেকটা পথ এসেছিলাম। লা পাজ-এর সবচেয়ে প্রধান ও দীর্ঘ পথ। এই পথেরই বহু শাখা-প্রশাখা চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। এই পথেই হাউস অফ কালচার। তারপরই আভেনিদা কামাচো-র বাজার অঞ্চল। এই রাস্তাই তরকারী ও ফলের বাজার আভেনিদা জাল্লেস্-এ গিয়ে পড়েছে। বাজার অঞ্চল থেকে আবার প্রাদো-তে ঢুকতে হবে। সাইমন বলিভার-এর স্ট্যাচু যেখানে, সে অঞ্চলের নাম মারিস্কেল্ সান্তা ক্রুজ। রেঁস্তোরা, ক্লাব, হোটেল ও সরকারী ভবনের পর কলেজ এলাকা। বিখ্যাত সান আন্দ্রিজ য়ুনিভারসিটি অনেকটা জায়গা নিয়ে।

লা পাজ-এর উচ্চতা অনেক বিদেশীকে কাহিল করে। বাতাস এখানে হাল্কা। অল্পতেই মানুষ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে অনেকেই অসুস্থ বোধ করেন। ঘুম হয় না। বিরক্তিকর নশিয়া—পেটে কিছু রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। শারারিক এই অস্বস্তির নাম 'সোরোচি' বা উচ্চতাজনিত অসুস্থতা। ওষুধের দোকানে খোঁজার প্রয়োজন হয় না, সিগারেটের দোকানেই সোরোচি ট্যাবলেট কিনতে পাওয়া যায়।

এই জলবায়ুতে স্থানীয় মানুষের অসুবিধে নেই। কঠিন শারীরিক পরিশ্রমে তারা অভ্যস্ত। প্রথম কদিন আমার সামান্য অসুবিধে হলেও লা পাজ-এর আবহাওয়া আমি মানিয়ে নিয়েছি। ফুটবল, টেনিস বা টুইস্ট নাচতে না পারলেও রাত্রে ঘুমোনোর সময় অক্সিজেন সিলিণ্ডারের কথা আমার একদিনও মনে পড়ে না।

তবে এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের শারীরিক গঠন একটু ভিন্ন ধরনের। 'অতি শীঘ্র বলিভিয়া-কে জানুন'—ট্যুরিস্ট দপ্তরের বইতেই আমি পড়েছি,

'The altitudes have developed a specialized type of physique. The highland Indians' chests are deep and broad, to take in more of the thin air. Their hearts and blood-volume are both one fifth larger than normal, and their pulses are slower. Arms and legs are short, hand and feet small, thus reducing the distance which the heart has to pump the blood and also reducing the area exposed to the cold.'

—আপনি এদিকে ?

ঘুরে তাকিয়ে দেখি কফি হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে জুলিও মনদেজ। দু' পা পাশে সরে এলাম। বিদেশী দেখে এক ট্যাক্সিওয়ালা ক'বার হর্ন বাজিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে চলে গেল। রাস্তাটি এবার আমি পার হয়ে এলাম।

—য়ুনিভারসিটির আনাচে কানাচে কিসের তল্লাশে ঘুরছেন ? সহাস্যে জুলিও মনদেজ বলেন।

—ক্রিল্লোন হোটেলে ঘর দেখতে গিয়েছিলাম। পছন্দ হলো না। ভাড়াও খুব। কোপাকাবাণার ডবল দাম।

—আমি ভাবলাম মাউন্ট চাকাল্তায়া-তে বেড়ানোর জন্যে ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে খোঁজ-পত্তর করতে এসেছেন।

কাঁচের ভারী পাল্লা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করি। কফি হাউস সর্বত্রই সমান। টুকরো টুকরো আসর। ছোট ছোট টেবিলকে ঘিরে অতিরিক্ত চেয়ার গুঁজে জটলা। আঠারো থেকে আটাত্তর এজ-গ্রুপের সবাই আছেন। ব্যবসায়ী, দালাল, শিল্পী, ছাত্র ও রাজনৈতিক ছেনাল—সবাইকেই এখানে পাওয়া যাবে।

অপেক্ষাকৃত কিছুটা, তফাতে ভীড় বাঁচিয়ে কোণের দিকে একটি শূন্য টেবিল দখল করি। ভয়ানক ঠাণ্ডা। ওভারকোট থেকে হাত বার করে সিগারেট খেতেও ইচ্ছা হয় না। দু'পাত্র কফি নিয়ে বসলাম।

—আপনি কামিরি যাচ্ছেন কবে ? ছাড়পত্র আপনি পেয়েছেন ?

—আজ সকালেই খোঁজ নিয়েছি। আশা করি পেয়ে যাব।

—আমি কোনো জবাবই পেলাম না। ত্থব্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার ছাড়পত্র না পেলেও আমি কামিরি যেতাম, কিন্তু লা পাজ-এর বাইরে যেতেও আমাকে অনুমতি নিতে হবে। কাজকর্ম করা এখানে অসম্ভব হয়ে উঠছে। আজকের কাগজে 'আমেরিকান ক্লিনিক'-এ চুরির খবরটা পড়েছেন?

জুলিও মনদেজ-এর কথায় একটু অবাক হলাম। 'আমেরিকান ক্লিনিক'-এ চুরির খবরের এত কী গুরুত্ব আমাদের কাছে থাকতে পারে বুঝলাম না। খবরটা অবশ্য চোখে পড়েছে। অনেক টাকাকড়ি নিয়ে জুনিয়ার এক ডাক্তার ক্লিনিক ছেড়ে পালিয়েছেন। আসামীর ফটোগ্রাফসহ খবরটা প্রথম পাতায় কয়েকদিন আকর্ষণীয় করে ছাপা না হলে হয়তো আমার চোখেই পড়তো না।

—চুরির খবরটা পড়েছি।

—আপনার কোনোরকম সন্দেহ হয়?

—ব্যাপারটার আদৌ আমি কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে করিনি। চোখে পড়েছে এইমাত্র। এ সম্পর্কে কিছু ভাবিনি।

—শুনলাম ব্যাপারটা অন্যরকম। পুরো ঘটনাটি ষোল আনা সাজানো।

—কী রকম!

—আমি খুব ওয়াকিবহাল মহল থেকে জানতে পেরেছি, ডাঃ রোমানো মোরেনো পলাতক সন্দেহ নেই, কিন্তু চুরির অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে। গোটা ব্যাপারটা পুরোপুরি রাজনৈতিক।

আমি থ বনে যাই।

জুলিও মনদেজ তারপর ধীরে ধীরে ঘটনাটি বললেন:

ডাঃ রোমানো মোরেনোর বয়স বছর তিরিশের বেশি নয়। লা পাজ-এ ধনীদের অন্যতম হাসপাতাল 'আমেরিকান ক্লিনিক'-এর সঙ্গে বছর পাঁচেক যুক্ত আছেন। ক্লিনিকের টাকাকড়ির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই নেই। দিন পনের আগে কামিরি সামরিক দপ্তর থেকে জরুরী বার্তা পেয়ে এক মেডিক্যাল টিমের সঙ্গে ডাঃ মোরেনো কামিরি যাত্রা করেন।

সামরিক বিভাগের একান্ত গোপনীয় কাজ সন্দেহ নেই। দিন সাতেক আগে মেডিক্যাল টিম লা পাজ-এ ফিরে আসে কিন্তু ডাঃ মোরেনোর আর পাত্তা করা যায়নি। সামরিক একান্ত গোপনীয় কাজটি সম্পর্কে জুলিও মনদেজ জানতে পেরেছেন, কামিরিতে ডাঃ রোমানো চতুর্থ ডিভিশনের মিলিটারী ক্লাবে বন্দী রেজি দ্ব্রের চিকিৎসা করছিলেন। দ্ব্রে এখন পুরোপুরি সি. আই. এ.-র হাতে। একজন মার্কিন উপদেষ্টা দ্ব্রের দায়িত্বভার নিয়েছেন। 'আমেরিকান ক্লিনিক'-এর মেডিক্যাল টিম তাঁর নির্দেশেই লা পাজ থেকে কামিরিতে যায়। বন্দী দ্ব্রের ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়। জবানবন্দী আদায় করবার জন্যে যে কৌশল অবলম্বন করা হয়, তাতে দ্ব্রে কয়েকবার জ্ঞান হারান। দ্ব্রের সঙ্গে আর্জেন্টিনার যে তরুণ ধরা পড়েছেন, তিনি ঠিক হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। তাঁর মাথার চোট গুরুতর। প্রচণ্ড শারিরীক ও মানসিক টর্চার সত্ত্বেও দ্ব্রে নাকি খুব ভাসা ভাসা উত্তর দিয়েছেন। বলিভিয়ার জঙ্গলে থেকে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করবার পেছনে মেজর আর্নেস্তো চে গুয়েভারা আছেন এ অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেছেন। তবে দ্ব্রে এ কথা স্বীকার করেছেন, বলিভিয়াতে চে এসেছিলেন কিন্তু সংঘর্ষ শুরু হবার অনেক আগেই তিনি বলিভিয়া ত্যাগ করেন। বলিভিয়াতে দ্ব্রের সঙ্গে চে গুয়েভারার সাক্ষাৎ হয়নি।

ডাঃ রোমানো মোরেনো কামিরির সামরিক ক্লাবের গোপন রহস্য নাকি প্রকাশ করে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। আহত দ্ব্রের ফটোগ্রাফ ডাঃ মোরেনো পাচার করেছেন। গোটা ব্যাপারটা ধামাচাপা দেবার জন্যে ও ফেরার ডাঃ মোরেনোকে গ্রেপ্তারে যাতে দেশের মানুষের সহযোগিতা পাওয়া যায় তাই এই মিথ্যে চুরির অভিযোগ সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে।

আমি নির্বাক হয়ে জুলিও মনদেজ-এর কথা শুনছিলাম।

—আপনি এ সমস্ত বিশ্বাস করেন ?

জুলিও মনদেজ-এর ঠোঁটে পাতলা হাসি। কফি-পাত্রটি সামনে টেনে কয়েক মুহূর্ত পর বলেছি,

—প্যারীর দু'টি কাগজ কিন্তু দাবি করছে, চে গুয়েভারা যে বলিভিয়াতে গেরিলা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেকথা দ্রেব্রে নাকি স্বীকার করেছেন।

—বুয়েনার্স আয়ার্স থেকে রেডিওতে দ্রেব্রের নিহত হবার সংবাদও তো শোনা যাচ্ছে। আসলে কেউই কোনো খবর দিতে পারছে না।

—ডাঃ মোরেনোর যদি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকে, নিতান্তই যদি আবেগের দ্বারা পরিচালিত হন, তবে তিনি ধরা পড়বেন। তাঁর পক্ষে আত্মগোপন করে থাকা অসম্ভব। গেরিলাদের সঙ্গে যদি যোগাযোগ করতেও পারেন, যার আশঙ্কাখুবই কম ; তা'হলেও নিরাপদ এলাকায় পৌঁছোনো তাঁর পক্ষে শক্ত।

—আমি অবশ্য আশঙ্কা করছি অন্যরকম। ডাঃ রোমানো মারেনো আদৌ হয়তো আজ বেঁচে নেই। দ্রেব্রে সম্পর্কে তত্ত্বতাবাশে বাট্রেণ্ড রাসেলের প্রতিনিধি একজন লা পাজ-এ আসছেন। তিনি খুব সুবিধে করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

—প্রেসকে যদি শুক্রবার বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়, তবে ডাঃ রোমানো মারেনোর যে ঘটনাটি আপনি বললেন তার পুরোপুরি তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। এ খবর আপনি পেলেন কোথায় ?

—আপনাকে বলতে বাধা নেই, সি. পি. বি.-র একজন দায়িত্বশীল নেতা ডাঃ মারেনোর খবর আমাকে বলেছেন। কথাটার মূল্য তাই আমার কাছে যথেষ্ট। দায়িত্বহীন খবর ছড়ানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

—সি. পি. বি.-র ভূমিকা সম্পর্কে আজও আমার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। এই গেরিলা বাহিনীর পেছনে তাদের সমর্থন থাকলেও সক্রিয় ভূমিকা আদৌ আছে কিনা আমার সন্দেহ হয়।

—দেখুন মিঃ সেন, ল্যাতিন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর সংগ্রামী ভূমিকা আশ্চর্যরকম তাৎপর্যপূর্ণ। বলিভিয়া সেই নেতৃত্ব থেকে মুক্ত নয়। মস্কো-পিকিং আদর্শগত বিরোধ এখানে যতটা নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে, মার্ক্সবাদের ওপর ভিত্তি করে ততোটা নয়।

গেরিলা ফ্রন্ট সম্পর্কে সক্রিয় ভূমিকা সি. পি. বি-র নেই। কেউ কেউ দলত্যাগ করে জঙ্গলে গেছেন। জর্জ কোলে কিছুদিন আগে বলেছেন, শ্রমিক নেতা জুয়ান লিচিনের অনুগামী একশ্রেণীর বিক্ষুব্ধ কর্মী এই সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কথাটা কতটা সত্যি জানি না, তবে সি. পি. বি. নেতৃত্ব বড় রকমের কোনো আঘাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে চেষ্টা করছেন। বলিভিয়ার সি. পি. বি. এখন পুরোপুরি একটা টেলিফোন পার্টি। একথা আর কেউ বিশ্বাস না করলেও প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোস জানেন। নেতাদের বুলগারিয়া সফরে বাধা দেন না। নিউজম্যানদের কাছে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হয়। কিন্তু জুয়ান লিচিনকে পালাতে হয়। মজাটা দেখুন।

জুয়ান লিচিন শুধু শ্রমিকদের মধ্যে নয়, লা পাজ-এর বুদ্ধিজীবী মহলে প্রভাব আজও ঠিক রেখেছেন। ভারী ওভারকোট পরা লিচিন বলিভিয়ায় বিশেষ পরিচিত। লেবানিজ এক ব্যবসায়ীর পুত্র। মা ছিলেন আদিবাসী। অরুরো খনি অঞ্চলে শৈশব, মিশনারীর সাহায্যে লা পাজ-এর আমেরিকান বিদ্যাভবনে শিক্ষাগ্রহণ করেন। কিন্তু অভাবের তাড়নায় যৌবনের প্রারম্ভেই লেখাপড়া ছেড়ে ড্রিলারের কাজ নিয়ে খনি অঞ্চলে চলে যান। একশো কুড়ি ডিগ্রী তাপের মধ্যে খনিতে কাজ করতে হতো। রাত্রে যখন পাথরের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শুতে যেতেন তখন তাপমান যন্ত্র জিরো পয়েণ্টের তলায়। খনিতে লিচিন প্রথম থেকেই নেতা। অন্যতম ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে এই অসম্ভব শক্তিসম্পন্ন যুবাকে সবাই চিনতো। স্থানীয় খনিশ্রমিক সিণ্ডিকেটের যখন তিনি নেতা, বয়স তখন তিরিশের নিচেই। এই সময়ই পাজ এসতেন্সসোরোর এম. এন. আর. পার্টির সংস্পর্শে আসেন লিচিন। অসাধারণ সংগ্রামী চরিত্র, খাটতে পারতেন অসাধারণ। বেশ কয়েকবার পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। জেলে বন্দী থেকেছেন অনেক দিন। পাজ এসতেন্সসোরো ও সিলেস যখন অন্তরীণ বা পলাতক, লিচিন শ্রমিক আন্দোলনে নিয়মিত গতি দিয়ে গেছেন। বাহান্নোর বিপ্লবের সময় লিচিন ছিলেন অসাধারণ নেতা। পাজ

এসতেন্সসোরোর আমলে বলিভিয়ার ভাইস-প্রেসিডেন্ট, সেনেটর, সিনেটের প্রেসিডেন্ট, খনিমন্ত্রী ও ইতালীর রাষ্ট্রদূত নির্বাচিত হন। শেষ দিকে লিচিনের সঙ্গে পাজ সরকারের তিক্ততা শুরু হয়। পরে সম্পর্কটি পুরোপুরি শত্রুতায় গিয়ে দাঁড়ায়। অনেকে মনে করেন লিচিন একজন মার্ক্সবাদী। প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট। লিচিন এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। আসলে পাজ এসতেন্সসোরোর মতই লিচিন একজন রাজনৈতিক নেতা। একজন এসেছেন বুদ্ধিজীবী মহল থেকে, শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে থেকে লিচিন উঠেছেন। পাজ এসতেন্সসোরোর বৈপ্লবিক কোনো চিন্তাধারা না থাকায় বলিভিয়ার বাহান্নোর বিপ্লব ব্যর্থ হয়। শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি, সে বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় লিচিন আস্থাশীল নন। লিচিন কোনো সময়ই শ্রমিকদের মধ্যে রাজনীতি নিয়ে যেতে পারেননি। মজুর ও বেকারীর সংগ্রামে রক্তাক্ত খনি অঞ্চল সৃষ্টি করেছেন, তাকে রাজনৈতিক রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই মানুষটি আজ প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস-এর হাতে নির্বাসিত। জুয়ান লিচিন বিদেশী প্রেসের কাছে দাবী করেছেন, পাজ-এর পর দেশ-শাসনের অধিকার তাঁরই।

আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি না জুয়ান লিচিন অনুগত এক বেপরোয়া বাহিনী এই গেরিলা সংগ্রামের মধ্যে আছে। কারণ গেরিলা প্রস্তুতির এ পর্যন্ত যেটুকু খবর নিউজম্যানদের হাতে এসেছে, তাতে মনে হয় অতি সুশৃঙ্খল রাজনীতি সচেতন প্রথম শ্রেণীর গেরিলা বাহিনী বলিভিয়াতে আজ লড়াই করছে। কামিরির উত্তরে বিষাক্ত সরীসৃপ, জাগুয়ার ও বিরাট বিরাট মাকড়শা ভর্তি ঘন জঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলে সামরিক বাহিনী গেরিলা পরিত্যক্ত যে বেস-ক্যাম্প হদিশ করেছে তাতে এ ধারণা আরও দৃঢ় হয়। সেনা বাহিনী প্রথমে যা দেখে-মরণ ফাঁদ মনে করেছে, আসলে সেটি একটি উনুন। শতখানেক মানুষের রুটি সেঁকার পক্ষে যথেষ্ট। চে গুয়েভারার ছবি ও গিয়াপের 'জনযুদ্ধ' পাওয়া গেছে কিনা জানি না, কিন্তু গ্রামে তারা একটি কৃষকের নিখুঁত এপিণ্ডিসাইটিস অপারেশন করে গেছে। শহরের সঙ্গে নিখুঁত

যোগাযোগব্যবস্থা। যে গ্রানেড উদ্ধার করা হয় সেটি হাতুড়ে হলেও অসম্ভব শক্তিসম্পন্ন।

লা পাজ স্বাভাবিক ও সুশৃঙ্খল হলেও ওটা আপাতদৃশ্য। শহরের প্রকৃত চিত্র নয়। প্রতিটি রাস্তায়, কাফে, বার ও হোটেলে গুপ্ত গোয়েন্দা অসম্ভব সক্রিয়। নিউজম্যান থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক যে কোনো মিশনের বিদেশী নিয়মিত প্রতিনিধিকেও এরা ছায়ার মত অনুসরণ করে। বিশেষ করে ল্যাতিন আমেরিকার লোক হলে তো কথাই নেই। ফায়ার ব্রিগেড এতকাল এদেশে ছিলই না। নতুন গড়া হচ্ছে। মার্কিন সাহায্যে সে কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। স্ট্যাণ্ডার্ড-জার্সির ভেনেজুয়ালার এঞ্জিনিয়ার কিন্তু শান্তিতে কাজ করতে পাচ্ছেন না। এয়ারপোর্টেই সিকিউরিটি স্টাফ স্যুটকেসের সঙ্গে সাঁটা পূর্বজর্মনীর এক হোটেলের পুরোনো ছাপ দেখে ভদ্রলোককে আটকে রাখেন। পড়তে না পেরে জর্মন ভাষায় লেখা এঞ্জিনীয়ারিং একটি বই বাজেয়াপ্ত করে। সমাজতান্ত্রিক পূর্ব জর্মনীর হোটেলের ছাপ থেকেই সন্দেহের সূত্রপাত। পাহাড়ী জায়গায় জলের অপ্রচুরতা থাকা সত্ত্বেও বড় রকমের আগুনের সঙ্গে ফায়ারম্যানদের কী কৌশলে মোকাবিলা করতে হয় তার বড় বড় ডায়গ্রাম দেখে সিকিউরিটি স্টাফ হয়তো গেরিলা যুদ্ধের গন্ধ পেয়েছিল। শেষপর্যন্ত ক্ষমা ভিক্ষা, সিকিউরিটি অফিসারদের তিরস্কার সবই হয়েছে, কিন্তু সিক্রেট সার্ভিস আজও নাকি ভদ্রলোকের ওপর নজর রাখে। তুচ্ছ একটি ট্যুরিস্ট কার্ড আমার সঙ্গে থাকার বিড়ম্বনা আমি আজও ভুলতে পারি না। মিঃ রাইনগোল্ড আমাকে উদ্ধার করেন।

প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস তবু নিরাপত্তা বাহিনীর শক্তি আরও বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন। ভারী ভারী ট্রান্সমিটার আসছে। ওয়েরলেস নেটওয়ার্ক ও ট্রুপস্ মুভ্মেন্টের জন্যে উপযুক্ত পথঘাট সম্পর্কে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্যক্তিগতভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

কফি শেষ করে জুলিও মনদেজ একটা সিগারেট ধরান। অনেকেই আমাদের লক্ষ করছেন। সিগারেটের ধোঁয়ায় আর কফির চড়া গন্ধে চারদিক ভরপুর। উঠে পড়লাম।

বাইরে হিমেল হাওয়া। পথের একপাশে ফিরিওয়ালাকে ঘিরে মানুষের ভীড়। 'ইমপানেডা সালতেনা' এখানে ফুচ্‌কার মত বিক্রী হয়। জিনিসটি শুকনো মাংস, আলু আর ঝালে তৈরি। সবাই বেশ পছন্দ করে। খুব বিক্রী। মাঝে মাঝে ডাণ্ডিওয়ালা। চারজন বা দু'জনে সোয়ারী নিয়ে চলেছে।

হোটেলে ফিরতে আবার প্রাদো সড়ক ধরতে হবে। জুলিও মনদেজ ফুলপট্টী ঘুরে যেতে চাইলেন। ভদ্রলোক দেখতে যতই কালো হোক, সাদা ফুল তিনি নিত্য কেনেন।

সান আন্দ্রিজ য়ুনিভারসিটি আজ বন্ধ। ভারী লোহার গেট ভেতর থেকে রুদ্ধ। কড়া পাহারা থাকা সত্ত্বেও দেওয়ালের নিত্য নতুন প্রাচীরপত্র বা পোস্টারের শেষ নেই; 'ইয়াঙ্কী, ভিয়েৎনাম থেকে সরে যাও', 'বারিয়েনতোস সরকার নিপাত যাক,' 'বলিভিয়ার বিপ্লবের আগুন সারা মহাদেশে ছড়িয়ে দাও', 'ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদ দূর হটো' ইত্যাদি বড় বড় পোস্টারে গোটা য়ুনিভারসিটির দেওয়াল ঢাকা।

ইয়াঙ্কী কিন্তু যায় না। 'বলিভিয়ার ছাত্রছাত্রীদের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের দ্বারা প্রেরিত,' বিজ্ঞাপন অঙ্কিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুধের ভ্যান য়ুনিভারসিটির সামনেই অপেক্ষারত।

ভ্যানের গায়ে করমর্দনরত দুটি হাত দূর থেকে চোখে পড়ে।

আর্নেস্টো চে গুয়েভারা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসের পাতায় একটি বিস্ময়কর চরিত্র। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস শুধু নন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বয়ং প্রেসিডেন্ট জনসন এই মানুষটির তালাসে আজ সারা দুনিয়ায় জাল বিস্তার করেছেন। গুপ্তচর বৃত্তিতে অসাধারণ সি. আই. এ. প্রতিনিধি এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার সর্বত্র অনুসন্ধান চালিয়েছে। লক্ষ লক্ষ ডলার খরচা হচ্ছে নিত্য। সামান্য সূত্র পেয়ে অনুসন্ধানী জেট বিমান ছুটছে কঙ্গোতে। বিপ্লবী প্যাট্রিস লুমুম্বার অসমাপ্ত সংগ্রামে তিনি নাকি নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর সর্বশেষ রাজনৈতিক প্রবন্ধ অনুসরণ করে অনুসন্ধানী দল আলজেরিয়া কভার করতে ছুটেছে। রক্তের ঢেউ সরিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় আবার নতুন করে

বিপ্লবী সশস্ত্র ফৌজ সক্রিয় হবার পেছনে এই মানুষটি আছেন বলে বিদগ্ধ পশ্চিমী প্রেস দাবি করে। সায়গনের মার্কিন দূতাবাসে গুজব ছড়ায়, চে গুয়েভারাকে মেকং এলাকায় দেখা গেছে। অতি পরিচিত বেরে ক্যাপও নাকি তাঁর মাথায় ছিল।

হঠাৎ শোনা গেল ডমিনিকান রিপাবলিকের সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থান ও বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর পেছনে চে গুয়েভারা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। আবার শোনা যায় সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হয়েছেন চে। চেহারা দেখে কেউ যাতে চিনতে না পারে, তাই তাঁর মুখ বিকৃত করা হয়েছে। দাড়ি চে কামিয়ে ফেলেছিলেন। পঁয়ষট্টির মার্চ মাসের চোদ্দ তারিখে চে গুয়েভারাকে শেষ দেখা গেছে। হাভানার ভেডেডো অঞ্চলে তাঁর ২৯১২ নম্বর গাড়িতে ইউ. এস. ইনটেলিজেন্স শেষবারের মত প্রকাশ্যে দেখে।

নানা জল্পনা-কল্পনা ছড়াতে থাকে তারপর। মাঝে একবার শোনা গেল শৈশব থেকেই চে হাঁপানী রোগী। ঐ রোগে গুরুতর পীড়িত। হার্টও নাকি দুর্বল।

গুজব, প্রচার ও নির্ভরযোগ্য সমস্ত জল্পনা কল্পনার মধ্যে স্বয়ং কাস্ত্রোই একদিন চে গুয়েভারা রহস্য প্রকাশ করেছেন। হাভানার চ্যাপলিন থিয়েটারে এক জনসভায় কাস্ত্রো তাঁকে লেখা চে গুয়েভারার একখানি পত্র পড়ে শোনান। চিঠিতে কোনো তারিখ নেই। কাস্ত্রো বলেছেন, পঁয়ষট্টির এপ্রিলে গুয়েভারার এই চিঠি তাঁর হাতে আসে। কিউবা বিপ্লবের অন্যতম স্রষ্টা, বিপ্লবী গেরিলা বাহিনীর অদ্বিতীয় বীর সন্তান কিউবার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করতে গেছেন।

ফিদেল কাস্ত্রোকে লেখা গুয়েভারার চিঠি থেকে কিছু বোঝা মুস্কিল। পরবর্তী কর্মসূচীর আভাস আছে, হদিশ নেই। পত্রটির বাঙলা তর্জমা প্রসঙ্গক্রমে আমি সামনে রাখছি :

'ফিদেল,

এই মুহূর্তে আমার অনেক কথাই মনে পড়ে—মনে পড়ে মারিয়া

আন্তানগ্না-র বাড়িতে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া, তুমি আমাকে ডাকলে, আমাদের প্রস্তুতিপর্বের আগের উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তগুলো আমার মনে পড়ে।

একদিন সাথীরা জানতে চেয়েছিল, মারা গেলে কাকে খবর পাঠাতে হবে। তখন সেই ঘটনার প্রকৃত সম্ভাবনা আমাদের সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল। পরে আমরা এই রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হয়েছি—জেনেছি এটাই বাস্তব, বিপ্লবের মাঝে (যদি সেটি সত্য হয়) মানুষ জেতে, নয় মরে। জয়যাত্রার পথে বহু কমরেডকে আমরা হারিয়েছি।

আজ আমরা অধিকতর পরিণত, তাই সব কিছুতেই নাটকীয়তা কম দেখতে পাই। তবু ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। আমার মনে হয়, আমার কর্তব্যের যে বন্ধন কিউবার বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত ছিল, আমি তা পালন করেছি। তাই আমি তোমার কাছে, কমরেডদের কাছে, আর আমার একান্ত আপনারজন তোমার দেশবাসীর কাছ থেকে বিদায় চাই।

আমি বিধিসম্মতভাবে পার্টির জাতীয় নেতৃত্বে আমার স্থান, মন্ত্রীপদ, সেই সঙ্গে 'মেজর' পদ আর আমার কিউবার নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করলাম। আইনত কিউবার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক রইলো না। যে বন্ধন থেকে গেল তা অন্য ধরনের, পদমর্যাদার মত তা সহজে ছিন্ন হবার নয়।

যখন অতীত জীবনের কথা স্মরণ করি, আমি বিশ্বাস করি যে, বিপ্লবের সাফল্যকে সুগঠিত করবার জন্যে আমি আমার কাজের মধ্যে যথেষ্ট সম্মান আর আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়েছি। আমার একমাত্র বড় খামতি ছিল সিয়েরা মায়েস্ত্রার প্রথম মুহূর্তগুলো থেকেই তোমাকে পুরোপুরি ভরসা না করা, আর বিপ্লবী ও নেতা হিসাবে তোমার গুণগুলো যথেষ্ট তাড়াতাড়ি অনুধাবন করতে না পারা।

কত অপূর্ব দিন কাটিয়েছি, আর ক্যারাবিয়ন সঙ্কটের দীপ্ত অথচ বিষণ্ণ দিনগুলো, পাশে দাঁড়িয়ে আমি অনুভব করেছি জনগণের সঙ্গে যুক্ত হবার গৌরব।

সেই দিনে তোমার দীপ্তিকে ছাপিয়ে যেতে খুব কম সময়ই কোন রাষ্ট্রনেতা পেরেছেন। আমি গর্বিত যে আমি নির্দ্বিধায় তোমাকে অনুসরণ করেছি, তোমার চিন্তাধারার সঙ্গে, তোমার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে, আর বিপদ ও মূলনীতির প্রশ্নে, তোমার মূল্যায়ণের সঙ্গে আমি এক মত হতে পেরেছি।

আজ পৃথিবীর অন্যদেশ থেকে আমার সামান্য ক্ষমতাটুকুর ডাক এসেছে। আমি যা পারি কিউবার নেতৃত্বের দায়িত্বে থেকে তুমি তা পারো না। তোমাকে ছেড়ে যাবার দিন এসেছে আমার।

আনন্দ ও দুঃখের মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে এ কাজ আমাকে করতে হচ্ছে। গড়ে তোলবার পবিত্রতম আশা আমি এখানে রেখে গেলাম, ছেড়ে গেলাম ভালবাসার প্রিয়তম সবাইকে। আর ছেড়ে যাচ্ছি এই দেশবাসীকে, যারা আমাকে সন্তানের মত গ্রহণ করেছিল। এ আঘাত আমার মনে বড় বাজে। আগামী সংগ্রামের নতুন পটভূমিতে তোমার শিক্ষাই আমি সঙ্গে নিয়ে চলেছি, জনগণের বিপ্লবী সত্তা, পবিত্রতম কর্তব্য-পূরণের সেই অনুভূতি ; যেখানেই থাকি, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। এই আমার সান্ত্বনা। এটুকুই আমার গভীরতম ক্ষতের আরোগ্য।

আমি আবার বলবো, কিউবা-কে সমস্ত দায়িত্বভার থেকে আমি মুক্তি দিলাম। অন্য কোনো আকাশের নীচে যদি আমার জীবনের চরম মুহূর্ত আসে, সম্পূর্ণ বিস্মৃতির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই দেশের কথা আমার মনে পড়বে। মনে পড়বে তোমার কথা। তোমার শিক্ষা, তোমার দৃষ্টান্তের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ রইলাম। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি এতে অবিচল থাকতে চেষ্টা করবো। যেখানেই থাকি একজন কিউবান বিপ্লবীর দায়িত্ববোধ আমার থাকবে, আর সেই ভাবেই আমি চলবো। আমার স্ত্রী আর সন্তানদের জন্যে আমি কিছু রেখে যেতে পারলাম না, তার জন্যে আমার কোনো দুঃখ নেই। বরং তাতে আমি খুব খুশি। তাদের জন্যে আমি কিছুই চাই না, কারণ আমি জানি, যে রাষ্ট্র তাদের খরচ ও শিক্ষার ভার নেবে।

আরও অনেক কথা আমার বলার ছিল। দেশবাসীকে অনেক কথাই বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তার আর এখন প্রয়োজন নেই। শুধু কথা সাজিয়ে আমার সে অনুভূতি আমি ব্যক্ত করতে পারবো না, আর এই মুহূর্তে বহু কথা বলার মূল্যই বা কতটুকু!

শুধু বিজয়ের পথে যাত্রা শুরু! মাতৃভূমি নয়তো মৃত্যু!!

আমার সমস্ত বিপ্লবী চেতনা ও উৎসাহ নিয়ে তোমাকে আলিঙ্গন জানাই।'

চে গুয়েভারার সন্ধান মেলেনি তারপর। হাজারো প্রচার, হাজারো গুজব ছড়িয়েছে। চে-র আর পাত্তা করা যায়নি। পৃথিবীর অন্য কোন্ দেশের ডাকে তিনি সাড়া দিয়েছেন তার হদিশ মেলেনি আজো। ভেনেজুয়ালার কারাকাস শহরের প্যালেসিও ব্ল্যাঙ্কো-তে মৃত গেরিলাদের জবানবন্দী আদায় করার সময় পশ্চিমী নিউজম্যানরা আশা করেছিলেন হারানো চে-র সূত্র তাঁরা নিশ্চয়ই পাবেন। গুয়াতেমালার অন্যতম গেরিলা নেতা লুইস তুরিওস্ লিমা অটো দুর্ঘটনায় মারা যাবার পরেও গেরিলা যুদ্ধ সুসংবদ্ধ ও সংহত হওয়ায় অনেকে ভেবেছেন চে জঙ্গলে নিজে থেকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। গেরিলারা আর্মি কনভয় উড়িয়ে দিয়েছে কলম্বিয়ায়, সুতরাং এই নিখুঁত আক্রমণ ও পলায়ন নীতি চে গুয়েভারার।

সবই অনুমান। সবই সন্দেহ। নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় নি। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস এখন বলছেন, বলিভিয়ার জঙ্গলে গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন চে গুয়েভারা। কামিরিতে ছত্রে সামরিক বাহিনীর সামনে এ কথা স্বীকার করেছেন বলে প্যারীর পত্রিকা দাবি করছে। অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করা শক্ত।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও বর্তমান সামরিক শাসনে জর্জরিত বলিভিয়াতে বিপ্লবী পরিস্থিতি বিদ্যমান সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটুকুই সবচেয়ে বড় কথা নয়। 'To create two, three, many Viet-Nams'—চে যদি সত্যিই সে রণাঙ্গনের রূপ দিতে চান, তবে বলিভিয়া বেছে নেবার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। জনসংখ্যা চার মিলিয়ন,

সমুদ্রোপকূল থেকে বিচ্ছিন্ন—তবু এই দেশের তাৎপর্য অসাধারণ। বলিভিয়া আরও পাঁচটি দেশের সীমান্ত। মোট এই ছ'টি দেশে দক্ষিণ আমেরিকার শতকরা আশী ভাগ মানুষের বাস। বলিভিয়াতে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তত আর্জেন্টিনা ও পেরু-তে গেরিলা বাহিনী জোরদার হয়ে উঠবেই। সাম্রাজ্যবাদকে বহু রণাঙ্গনে নাস্তানাবুদ করবার এই বৈজ্ঞানিক রণ-কৌশল চে গুয়েভারার পক্ষে বেছে নেওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

ধনবাদী দুনিয়া স্বেচ্ছায় ক্ষমতা থেকে সরে গিয়ে জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবে, নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃত জনগণের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন বলে চে বিশ্বাস করেন না। ল্যাতিন আমেরিকায় ও পৃথিবীর অনুন্নত সব দেশেই সশস্ত্র সংগ্রামই জনগণের মুক্তির পথ বলে মনে করেন।

আশ্চর্য লাগে, এই যুবা শৈশব থেকে দুরারোগ্য রোগের নিয়মিত রোগী হওয়া সত্ত্বেও অকল্পনীয় ক্ষমতার অধিকারী। আদর্শবাদে অবিচল, কল্পনাতীত সাহস, ও পরিপূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের কাছে নিজের দৈহিক খামতিটুকু কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি।

চে গুয়েভারা • নিজে বিশ্বাস করেন না, তবে এটুকু নিঃসঙ্কোচে বলা চলে কিউবার সফল বিপ্লবের পশ্চাতে তাঁর ভূমিকা অনন্যসাধারণ। 'গ্রানমা' তরীতে মেক্সিকো ত্যাগ থেকে শুরু করে হাভানার ক্যাম্প কলম্বিয়া প্রবেশ পর্যন্ত নিজের জীবন দিয়ে যে ইতিহাস তৈরি করেছেন, তার তুলনা নেই। জীবনের সেই কাদা-মাটি, অনাহার, রক্তস্রোত, নৈরাশ্য ও সাফল্য—আগুন ও ফুলে ভরা সে ভয়াবহ ও বড় আনন্দের কাহিনীতে বেশ কয়েকখানি 'ফর হুম দি বেল টোলস্' রচিত হতে পারে।

ব্যক্তিগত জীবনে সবই পেয়েছিলেন চে গুয়েভারা। অদ্বিতীয় নেতা। কিউবার অর্থনীতির একমাত্র পরিচালক। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যে কোনো দেশের এয়ারপোর্টে শতাধিক নিউজম্যান তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতো। তাঁর অফিসের ডেস্ক্ থেকেই ক্রেমলিন ও পিকিং-এ

সরাসরি কথা বলা যায়। গুরুত্বপূর্ণ দেশে রাষ্ট্রদূত নির্বাচন তাঁর মতামতের ওপর নির্ভর করতো অনেকখানি। সুন্দর ও সুখী পারিবারিক জীবন। বাকি জীবনটা এইভাবেই কাটাতে পারতেন চে। কসিগিন ও চৌ. এন লাই-এর সঙ্গে বৈঠক। জাতিসঙ্ঘে জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও সাম্রাজ্যবাদকে কলমের ডগায় দেখে নিয়ে দীর্ঘ মন্তে ক্রিস্তো সিগার ঠোঁটে ধরে অনায়াস জীবনযাপন করতে পারতেন।

চে তা করেননি। ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। আরও অসমাপ্ত 'ফর হুম দি বেল টোলস্' রচনা এখনও বাকি। নিজের জীবনের সাফল্যটুকু তাঁকে ফাঁকি দিতে পারেনি। স্থানীয় সাফল্যের পর আরামপ্রদ আলস্য সম্পর্কে চে নিজেই লিখছেন:

'The revolutionary, ideological motor of the Revolution within his party, is consumed by this uninterrupted activity that ends only with death, unless construction be achieved on a worldwide scale. If his revolutionary eagerness becomes dulled when the most urgent tasks are carried on a local scale, and if he forgets about proletarian internationalism, the revolution that he leads ceases to be a driving force and it sinks into a comfortable drowsiness which is taken advantage of by imperialism, our irreconcilable enemy, to gain ground. Proletarian internationalism is a duty, but it is also a revolutionary need.'

সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাই বিপ্লবীর প্রেরণার উৎস। আজ সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন, দুরারোহ কোনো জঙ্গলে ঘেরা গিরিবর্তে নতুন সংগ্রামের প্রস্তুতি হয়তো চে গড়ে তুলছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভিয়েতনামে তাঁকে যোগ দিতে হবেই। একদিকে সর্বাধুনিক মার্কিন মারণাস্ত্রে ও বিশেষজ্ঞদের পরিচালিত নির্দয় গ্রীণ বারেট আর্মি, লক্ষ লক্ষ ডলারের ভারী ভারী ট্রান্সমিটার ও ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস্—অন্যদিকে অল্প কিছু যুবা। অস্ত্রশস্ত্রও সামান্যই। চে-র পরনে হয় তো চেপা ট্রাউজার্স। ক্রিজ্ যার নষ্ট হয়েছে অনেকদিন। আধ ময়লা সার্টটি ট্রাউজার্স-এর

ওপর দিয়ে নেমে গেছে। একগাল দাড়ি। পরিশ্রান্ত মানুষটির চোখে অস্বাভাবিক তারুণ্য। হয়তো বিশ্রাম নিচ্ছেন। রাইফেলটি কাঁধ থেকে নামিয়ে ওয়াটার বটল্-এর জল পান করছেন। হয়তো সংগ্রামের ব্যর্থতা ও সাফল্যের অভিজ্ঞতা নিজের ডায়রীতে লিপিবদ্ধে ব্যস্ত। সাথাদের নিয়ে হয়তো বা পাঠচক্রে বসেছেন। আগামী সংগ্রামের প্রস্তুতি গড়ে তুলছেন হয়তো।

প্রবলতর শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের শুরুতে তুচ্ছ এই সামরিক প্রস্তুতিই নাকি যথেষ্ট। চে গুয়েভারা এইমত প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, দেশের বৈপ্লবিক পরিস্থিতির জন্যে অপেক্ষারও প্রয়োজন নেই। সেটা তৈরি করে নেওয়া চলে। অনুন্নত আমেরিকার যে কোনো দেশে গ্রামাঞ্চলই বিপ্লব শুরু করার সুন্দর রণাঙ্গণ। এই গেরিলা যুদ্ধ। সাইকোলজিক্যাল ওয়ার।

ছাত্রাবস্থায় ল্যাতিন আমেরিকার দেশে দেশে বিপ্লব আর উত্তেজনা খুঁজে বেড়িয়েছেন। গেছেন চিলি, পেরু, বলিভিয়া। তামার খনিতে কাজ নিয়েছেন। কোথাও ট্রাক-ড্রাইভার। নাবিকের বৃত্তি গ্রহণ করেছেন কোথাও। নার্স-এর চাকরী, হোটেলে কখনও ডিশ ধোওয়ার কাজ। বেআইনী অনুপ্রবেশের অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছেন বহু দেশে। ছাড়া পেয়েছেন। পালিয়েছেন সেখান থেকে। পকেটে শুকনো রুটি, নেরুদার কবিতা ও কলেজ নোটস্ এই যুবার সঙ্গে থাকতো। ছ'-সাত বছরের পাঠ তিন বছরে শেষ করেছেন। ছ' মাসে ষোলটি বড় রকমের পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তার মধ্যে হাঁপানীতে গুরুতর অসুস্থ হয়েছেন বহু বার। বুয়েনস্ আয়ার্স মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. ডি. ডিগ্রী যখন নিয়েছেন ল্যাতিন আমেরিকার অর্ধেক দেশ তিনি কভার করেছেন।

সার্টিফিকেট পাওয়া গেল কিন্তু ডাক্তারী করা হয়নি। আর্জেন্টিনায় পেরন শাসন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। চে পাড়ি দিলেন বলিভিয়ায়।

হয়তো পাজ এসতেন্সসোরোর বাহান্নোর বিপ্লব তাঁকে নাড়া দিয়েছিল। সরেজমিন তদন্তে এসে হতাশ হয়েছেন। আর্জেন্টিনার এক তরুণ ব্যবহারজীবী সে সময় লা পাজ ছিলেন। চে সম্পর্কে তিনি বলছেন, "I was one of many Argentines roaming South America looking for the excitement unavailable in the drab semipopulist Argentina of Peron. One day I was invited to a cocktail party at the home of a wealthy Argentine resident of La Paz. I used my last clean shirt to go, and I was stunned to see a short, about 5 foot 6 inch, sallow-faced young man standing in a corner wearing a filthy brown jacket, rumpled shirt, spotted shoes, which had no trace of leather left. I was introduced to this young beardless man, and I remember that first impression distinctly, for his fierce brown eyes showed such intensity. This was Che Guevara. He waved his hands as he spoke and jutted out his chin and had a habit of pushing back his long black hair with his bony fingers. He suffered from asthma, and when he spoke, he often went into fits of wheezing and gasping······As we saw case after case of exploitation and misery, Guevara began to talk more and more about breaking the system rather then changing it."

বলিভিয়া থেকে পেরু। তারপর ইকোয়ডোর। ঘুরতে ঘুরতে গুয়াতেমালা। সর্বত্র অনাহার আর শোষণ। একচেটিয়া মুনাফা আর অবর্ণনীয় অত্যাচার। ইয়াঙ্কী শোষণ ও দেশীয় শাসনের আকৃতিগত গঠনের হেরফেরই শুধু আছে। কোথাও খনির মালিক আর জমিদারশ্রেণীর রক্ষণশীল সরকার। কোথাও বা বিদেশী বণিকের আবাদ আর দেশীয় সামরিক বীরপুরুষের একনায়কত্ব। রোগ শোকে জর্জরিত সাধারণ মানুষের মুক্তি নেই। অর্ধ উলঙ্গ ক্রীতদাসের চোখে ভীরু জানোয়ারের চাউনী।

এক সময় চে ভেবেছিলেন ডাক্তার হিসাবে তিনি জনগণের সেবা করবেন। দরিদ্র ও রোগে জর্জরিত দেশবাসীর কল্যাণেই নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন। কথাপ্রসঙ্গে চে এক জায়গায় বলছেন,

'After graduation, due to special circumstances and perhaps also my character, I began to travel throughout America, and I became acquainted with all of it. Except for Haiti and Santo Domingo, I have visited, to some extent, all the other Latin American countries. Because of the circumstances in which I travelled, first as a student and later as a Doctor, I came into close contact with poverty, hunger, and disease, with the inability to treat a child because of lack of money, with the stupefaction provoked by continual hunger and punishment, to the point that a father can accept the loss of a son as an unimportant accident, as occurs often in the downtrodden classes of our American homeland. And I began to realize at that time that there were things that were almost as important to me as becoming a famous scientist or making a significant contribution to medical science : I wanted to help thoce people··· Then I realized a fundamental thing : For one to be a revolutionary doctor or to be a revolutionary at all, there must first be a revolution. Isolated individual endeavor, for all its purity of ideals, is of no use, and the desire to sacrifice an entire lifetime to the noblest of ideals serves no purpose if one works alone, solitarily in some corner of America, fighting against adverse governements and social conditions which prevent progress.

গুয়াতেমালার জেকব আরবেঞ্জ কিন্তু এই তরুণকে আকর্ষণ করে। আরবেঞ্জ সরকার গুয়াতেমালার একমাত্র রাহু ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর ব্যবসাপত্র জাতীয়করণ করছেন। ভূমিসংস্কারে মনোযোগী

হয়েছেন। ইয়াঙ্কী শোষণে বিপর্যস্ত গুয়াতেমালাকে আরবেঞ্জ যেন এক বিপ্লবী চেহারা দিতে যাচ্ছেন।

আর্নেস্টো গুয়েভারা এই পরিবর্তনে মুগ্ধ হন। থার্ড এভিনিউভে দৈনিক পঞ্চাশ সেণ্ট-এর বিনিময়ে থাকা-শোয়ার আস্তানা জোগাড় করলেন। কাজ জুটিয়ে নিলেন একটা।

হিলদা গেদে-র সঙ্গে চে-র পরিচয় হয় এই প্রথম। পেরুর 'এ্যাপরিস্তা ইয়ুফ মুভমেন্ট'-এর অন্যতম কর্মী এই তরুণী। তাড়া খেয়ে আশ্রয় নিয়েছেন গুয়াতেমালায়।

হিলদা-ই একদিন চে-কে এক আস্তানায় নিয়ে আসে। কিউবার ২৬শে জুলাই মানকডা দুর্গ আক্রমণের পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়-কেন্দ্র। আগে জানা থাকলেও হিলদার কাছে মানকডা অভ্যুত্থান ও ফিদেল কাস্ত্রো সম্পর্কে চে অনেক কিছু জানতে পারেন।

অবশ্য হিলদা গেদে-র মাধ্যমেই ২৬শে জুলাই অভিযানের কিউবান পলাতক বিপ্লবীদের সঙ্গে চে-র প্রথম পরিচয় নয়। কস্তা রিকার সা-জোস-এ কিউবান বিপ্লবীদের সম্পর্কে তিনি এসেছেন। ডমিনিকান রিপাবলিকের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট যুয়ান বশ পরবর্তী কালে চে সম্পর্কে বলেছেন, "It was there that Guevara first met a group who had participated in the Moncada assault. Guevara spoke very little. He would answer questions, but not volunteer information. He would sit to one side and listen. He was in a very bad economic situation, but when I tried to help him, he would never accept anything. He was intensely preoccupied with what he saw. He seemed dissatisfied with all solutions proposed up to that time, and when he was asked specific questions, he criticized all parties, but never defined his own position. However, I am convinced by the way he answered questions that he was not a Communist then."

গুয়াতেমালায় দিন কিন্তু ফুরিয়ে এসেছিল। আরবেঞ্জ সরকারের

অতিগতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর স্বার্থে সি. আই. এ. তৎপর। স্টেট ডিপার্টমেন্টের অন্যতম মধ্যমণি ফস্টার ডালেস। সি. আই. এ পরিচালক তাঁরই যোগ্য ভ্রাতা এ্যালেন ডালেস। হণ্ডুরাস ও নিকারগুয়া থেকে সি. আই. এ. আক্রমণ শুরু হয়। বিশ্বাসঘাতক কাস্তিল্লো আরমাস দেশের ভেতরে থেকে তৎপর।

তরুণদের একত্রিত করতে চেয়েছেন গুয়েভারা। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র পাচার করেছেন। বোঝাতে চেয়েছেন, দেশবাসী প্রস্তুত। মরণপণ সংগ্রাম করতে হবে। আরবেঞ্জ কিন্তু দেশবাসীর ওপর ভরসা করতে পারেননি! জনতার হাতে অস্ত্র তুলে দিতে ভয়ই পেয়েছেন তিনি। কাস্তিল্লো আরমাস গুয়েতেমালার ক্ষমতা দখল করেছেন।

নিরুপায় আর্নেস্টো গুয়েভারা আর্জেন্টিনার দূতাবাসে আশ্রয় নিলেন। আর্জেন্টিনা দূতাবাস এই যুবাকে খোলা মনে গ্রহণ করেনি। নিতান্তই এক অবাঞ্ছিত অতিথি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন,

—বুয়েনাস এয়ার্স থেকে ডাক্তারী পাশ করেছো। ভেনেজুয়ালার হাসপাতালের নিয়োগপত্রও সঙ্গে দেখছি। কিন্তু গুয়াতেমালায় তুমি রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী কেন?

শেষপর্যন্ত আশ্রয় অবশ্য মিলেছে। তবে চলাফেরা কোনো সময়ই রসুইখানার বাইরে নয়। বাইরে থেকে কেউ যেন দেখতে না পায়। অফুরন্ত অবসর। একটি নিয়মতান্ত্রিক জনপ্রিয় সরকার ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রে কীভাবে নষ্ট হলো চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করেছেন। এই অভিজ্ঞতা গুয়েভারার রাজনৈতিক ভবিষ্যত জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

দূতাবাসে ছিলেন মাস দুই। তারপর আশ্রয় খোয়াতে হলো। এদিকে হিলদা গেদে কাস্তিল্লো আরমাস-এর সেনাদের হাতে ধরা পড়েছে। জেলে অনশন ধর্মঘট করায় মুক্তি পান। গুয়েভারা হিলদা সম্পর্কে আরও খবর সংগ্রহ করেন—হিলদা গুয়াতেমালা ত্যাগ করেছে।

নদী সাঁতরে পালিয়েছে মেক্সিকো। আর্নেস্টো গুয়েভারা আর অপেক্ষা করে না। নদী সাঁতরে তিনিও পাড়ি জমালেন মেক্সিকো।

মেক্সিকোর পথে রবার্তো কাসারি-র সঙ্গে আর্নেস্টোর প্রথম আলাপ। তরুণ এই বিপ্লবী গুয়াতেমালা থেকে তাঁর মতই পালিয়েছেন। রবার্তো কাসারি পরবর্তীকালে গোটা কিউবায় এল. পাতোজো নামে পরিচিত।

মেক্সিকো নতুন দেশ। বিপ্লবী এই তরুণ বন্ধুর সঙ্গে আর্নেস্টো গুয়েভারা সস্তায় এক আস্তানা জোগাড় করলেন। দৈনন্দিন খরচা চালানোর বৃত্তিও বড় বিচিত্র। ভাঙ্গা এক ব্রাউনি ক্যামেরা নিয়ে দেহাতী মানুষের ছবি তুলে গ্রাসাচ্ছাদন। ভবঘুরে জীবন। মাঝে মাঝে হাঁপানীর টানে শয্যাশায়ী। পাশে বসে রবার্তো ট্যুরিস্ট গাইড-এর বাঁধা বুলি মুখস্ত করতে ব্যস্ত। ঘরে সারারাত ধরে আলো জ্বলে। বাড়িওয়ালার সন্দেহ হয়। ভবঘুরে দুই যুবা রাত্রে নিশ্চয়ই জুয়া আর মেয়েমানুষের কারবার ফেঁদেছে। জানালায় কান পাতেন। বোধগম্য হয় না। আর্নেস্টো গুয়েভারার আজ পাগলামোতে পেয়েছে। সারারাত ধরে ফরাসী কবিতা আবৃত্তি করে চলেছেন।

কিউবার পলাতক বিপ্লবীদের সন্ধান রবার্তোর মাধ্যমেই সেই প্রথম মেলে। ইতিমধ্যে হিলদার সঙ্গে চে-র দেখা হয়েছে। পেরুর এই সাহসী বিপ্লবী তরুণীকে আর্নেস্টোর ভাল লাগে।

শীতের এক রাত্রে আর্নেস্টো পলাতক কিউবান বিপ্লবীদের আস্তানায় আসেন। সে এক ঐতিহাসিক রাত্রি। এই রাজনৈতিক অভিসারই পরবর্তীকালে গোটা ল্যাতিন আমেরিকার শতাব্দীর অভ্যস্থ গতিপথকে পরিবর্তন করেছে।

বিদেশী এই বিপ্লবী তরুণ কাস্ত্রোকে অসম্ভব নাড়া দেয়। চোখে যেন আগুনের আলো। আদর্শবাদী, বুদ্ধিদীপ্ত, নির্ভীক দুরন্ত একটা ব্যক্তিসত্তা ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড আবেগে যেন আছড়াচ্ছে।গুয়াতেমালায় ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদ ও সি. আই. এ. ষড়যন্ত্রকে দোষারোপ করলে আর্নেস্টো স্মিত হেসে বলেছেন,

—আমরা হয়তো নিজের অজান্তেই ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদের কাছে ভালো কিছু আশা করি। ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর গুয়াতেমালার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। জন ফস্টার ডালেস শুধু সেক্রেটারী অফ স্টেটস্ নন, তিনি ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর আইন পরামর্শদাতা ও কোম্পানীর শেয়ারও তাঁর বিস্তর টাকার। কিন্তু গুয়াতেমালায় আরবেঞ্জ সরকার দেশবাসীকে প্রতিরোধ সংগ্রামে আহ্বান জানায়নি। জনতার হাতে অস্ত্র তুলে দিতে সরকার ভয় পেয়েছেন।

ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন বিদেশী এই তরুণ কাস্ত্রোকে বিস্মিত করে। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিণত। অদম্য উৎসাহ ও আদর্শে অবিচল সাহসী এই যুবাকে কাস্ত্রো তাঁর আগামী সংগ্রামে সাথী হিসাবে পেতে আগ্রহী। ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কিউবার বিপ্লবে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে আর্নেস্টো চে গুয়েভারা লিখছেন,

"মেক্সিকোতে এমনই এক শীতের রাতে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হোলো। আমার বেশ মনে পড়ে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে আমাদের প্রথম আলোচনা সুরু হয়। কয়েক ঘণ্টা পর, সেই রাত্রেই ভোরের দিকে দেখলাম আমি ভবিষ্যত অভিযাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি।"

নিরপেক্ষ দেশ মেক্সিকো। তবু বিপ্লবীদের কাজ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। দেশত্যাগের পর নিরপেক্ষ কোনো দেশে আশ্রয়প্রার্থীর নিরাপত্তা হয়তো আছে। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের ষড়যন্ত্র যাদের, তাদের নিষ্কৃতি নেই। মেক্সিকোর গোয়েন্দা, আমেরিকান এফ. বি. আই. ও মেক্সিকো দূতাবাসের কিউবান গুপ্তচর এই বিপ্লবীদের পেছনে সদা জাগ্রত।

এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই প্রস্তুতি। স্প্যানিশ জেনারেল এলবার্তো বেয়োর অধীনে গেরিলা যুদ্ধ শিক্ষা। পুলিশের হাতে ধরা পড়া। হাঁপানীতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন কখনও কখনও। চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয়। বহু কাজ ও বিপত্তির মধ্যে বিপ্লবী অভিযাত্রীদের

যাত্রা শুরু। ছাপ্পান্নোর নভেম্বরের পঁচিশ তারিখ। ফিদেল কাস্ত্রোর ঐতিহাসিক ঘোষণা, 'In 1956 we shall be free or we shall be martyrs.'

মেক্সিকো ত্যাগ করবার কিছুদিন আগে হিলদা গেদে-র সঙ্গে আর্নেস্টো গুয়েভারার বিবাহ হয়। এই বিবাহ-বন্ধনে রাউল কাস্ত্রোর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। সিয়েরার জঙ্গলে গুয়েভারা যখন ক্লান্তিহীন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, মেক্সিকোতে তার প্রথম সন্তান হিলদা বিয়াত্রিচ-এর জন্ম হয়।

বিশ্রাম মেলেনি তারপর। আর পাঁচজন সাথার মতই আর্নেস্টো গুয়েভারা বিপ্লবী অভিযাত্রীদের একজন। একে তিনি একজন বিদেশী, তা'ছাড়া চিকিৎসকের ভূমিকা ছাড়া গেরিলা যুদ্ধে কাস্ত্রো এই যুবার বিশেষ কোনো ভূমিকা থাকবে হয়তো আশাই করেননি। আর্নেস্টো চে গুয়েভারা এক একটি রণাঙ্গনে তাঁর অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে বিপুল শত্রুসৈন্যকে পর্যুদস্ত করেছেন। তাঁর নির্ভুল আক্রমণ ও পলায়ন কৌশল অসাধারণ। অতুলনীয়। সামরিক অভিযান তিনি যে নিয়মে গতি দিয়েছেন, কোথাও কোথাও জীবনের মায়া ত্যাগ করে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন তা যেমন চমকপ্রদ তেমনি বিস্ময়কর। এইভাবে কিউবা বিপ্লবী বাহিনীর সর্বোচ্চ 'মেজর' পদ পেয়েছেন। তবু তাঁর যুক্তিহীন নির্ভীকতায় অনেক সময় ফিদেল বিচলিত হয়েছেন। আহত হয়েছেন কয়েকবার। বিপদ সম্পর্কে নিদারুণ উপেক্ষায় ফিদেল কাস্ত্রো গুয়েভারাকে সতর্ক করেছেন। আলতো দি কণরাডো-র যুদ্ধে আহত হলে কাস্ত্রোকে গুয়েভারা পত্র লেখেন,

—'I got an M-1 bullet in the foot, which lodged itself there, and at the moment I cannot walk. Ramiro took charge of the column and is going on with a majority of the men to a place of which the guide will tell you. We need a rapid assist with

30·06 and 45 automatics. I am here in safety with an ambush prepared. I am very sorry I ignored your advice, but morale had fallen so low, as a result of the excessive fatigue everyone was feelig, that I considered my presence necessary in the front line. All in all, I took sufficient care of myself, and the wound was an accident."

বিপ্লবী সংগ্রাম এগিয়ে চলে। সিয়েরা জঙ্গল থেকে গেরিলা ফৌজ নিচে নেমেছে। গ্রামের পর গ্রাম মুক্ত করেছে। মধ্য কিউবার এস-কেম্‌ব্রে অঞ্চলের সঙ্গে সিয়েরার যোগাযোগ ছিন্ন করেছেন গুয়েভারা। তারপর লা ভিলা-র যুদ্ধ।

এই সময় একদিন এলিদা মার্চ হঠাৎ গুয়েভারার ক্যাম্পে এসে হাজির। '২৬শে জুলাই মানকডা দুর্গ আক্রমণের অন্যতম নারী। সেণ্টা ক্লারা-য় . থেকে তাঁর পক্ষে কাজ চালানো মুস্কিল। তাই জঙ্গলে চলে এসেছেন। গেরিলা বাহিনীতে গুয়েভারা এলিদাকে সঙ্গে নিলেন। সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত জীবনে অসুবিধে হলেও এলিদা অল্পদিনেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। গুয়েভারার সঙ্গে লা ভিলা অভিযানে তিনি পুরুষের মতই গেরিলা যুদ্ধ করেছেন। পরবর্তী জীবনে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে হিলদার সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয়। চে এলিদা মার্চকে বিবাহ করেন।

সংগ্রামের শেষ ভাগে গুয়েভারার রণকৌশল আরও গৌরবময়। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিপুল শত্রু সৈন্যকে নাজেহাল করেছেন, নিশ্চিহ্ন করেছেন, অবিশ্বাস্য নৈপুণ্যে শত শত সেনাকে বন্দী করেছেন। নজির টানলে ভুল হবে, কিন্তু রণাঙ্গনের বিশালতাটুকু বাদ দিলে চে গুয়েভারার এই অভিযানের ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হয়তো লিন পিয়াও-এর হাতে জাপানী ইটাকাগী ডিভিশন নিশ্চিহ্ন হবার ঐতিহাসিক অধ্যায়ের কিছুটা তুলনা চলে।

চে গুয়েভারার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এই সময় কী ছিল? সিয়েরা জঙ্গলে চে-র অন্যতম সাথী মারিও দালমাউ অকপটে স্বীকার করেছেন,

Che had read the complete works of Marx and Lenin, and a whole pantheon of Marxist thinkers. His views were very lucid although, like all Argentinians, he liked to argue about them.

চে একজন অক্লান্ত পাঠক। সিয়েরার গেরিলা যুদ্ধের দিনগুলিতেও নিয়মিত লেখা পড়া করতেন। রাত্রেও বড় ঘুমোতেন না। সাথীদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে আলোচনায় বসতেন। পূর্বস্মৃতি অনুসরণ করে গেরিলা যোদ্ধা রাফেল চাও চে সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

'His black beret had a tiny gilt metal star on it. He could be seen, sometimes very late, sitting on his hammock and writing. down his notes. He never took a rest without writing down some notes. He also liked discussion very much. When everyone was already asleep. he would take a walk through the camp, looking for someone who felt like having a talk.

বিপ্লব সফল হয়। মুক্তিফৌজ হাভানা প্রবেশ করে। উনষাট-এর ২রা জানুয়ারী চে গুয়েভারা হাভানার লা কাবানা দুর্গের ভার নিলেন। সেই ঐতিহাসিক দিনে দেশবাসীকে জানালেন, 'দেশের অগণিত কৃষকই প্রধান স্বাধীনতাকামী মহৎ চরিত্রের ও সরল চিত্তের মানুষ। সিয়েরা ময়েস্ত্রার নারী-পুরুষ ও দেশের কিষাণই স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম যোদ্ধা।' সংগ্রাম আজ শেষ হয়েছে। কিউবার কিষাণদের হাতে তাদের পাওনা অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে বিপ্লবী সরকারের যাত্রা শুরু।

সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ। দৃশ্যপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাইফেল নেই—কলম। যুদ্ধ নয়—শুশ্রূষা। শুধু ভেঙে চুরমার করা নয়—দেশ পুনর্গঠন।

বিশ্রাম নেই মানুষটির। চে গুয়েভারা কিউবার ঐতিহাসিক ভূমি বণ্টনের অন্যতম কর্ণধার। দেশের শিল্পোন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভার। অর্থ দপ্তরের ভার হাতে নিয়ে ব্যাঙ্কনোটেও তাঁকে স্বাক্ষর করতে হয় 'চে'।

কিউবার বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে ফিদেল কাস্ত্রোর অন্যতম পার্শ্বচর চে গুয়েভারা। গেছেন আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের নানান দেশে। সফল বাণিজ্য চুক্তি ও রাজনৈতিক মিশন পরিচালনা করেছেন। আসতে হয়েছে মস্কো আর পিকিং। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষী ও রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে বহু। হাভানাতেও তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতার শেষ নেই। একটানা ছত্রিশঘণ্টা ডেস্ক সুমুখ করে কাজ করেছেন। ডিনার, লাঞ্চ ঐ টেবিলে বসেই সারতে হয়। রাত দুটোর আগে কোন দিন কোন সাক্ষাৎকারী তাঁর দর্শন পায় নি। তার মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখছেন। নিজে হাতে চিঠির উত্তরও দেন। কখনও কখনও সময় পেলেই চাষীদের সঙ্গে ফসল তোলায় ব্যস্ত। আবাদ অঞ্চলে আখ কাটছেন চে।

দুনিয়ার প্রেস চে গুয়েভারা-র খবরের জন্য উন্মুখ। মানুষটি কিন্তু প্রচার একদম পছন্দ করেন না। ক্যামেরা দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নেন। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া জমায়েত বা প্রেসের সামনে আসেননি। ফিদেল কাস্ত্রো একরকম পীড়াপীড়ি করলে টেলিভিশনের সামনে দাঁড়ান। অতি সাধারণ পোষাক। ট্রাউজার্স-এর ওপর দিয়ে সার্ট নেমে এসেছে। পায়ে কালো প্যারাট্রুপ বুট। মাথায় কাৎ করে রাখা অতি পরিচিত বেরে ক্যাপ। আর ঠোঁটে ধরা চার নম্বর মন্তে ক্রিস্তো সিগার।

হাজারো কাজের ফাঁকেও এই মানুষটি কয়েক ঘণ্টা ঘুমের বরাদ্দ থেকে কিছুটা সময় চুরি করেন। পড়েন। কার্ল মার্ক্স, লেনিন। কখনও বা লিখে চলেছেন পূর্বস্মৃতি। তাঁর 'গেরিলা যুদ্ধ' গ্রন্থটি সারা দুনিয়ায় আজ বাইবেলে-এর চেয়ে বেশি বিক্রী হয়।

রাত্রের শেষ প্রহর। এলিদার ঘুম ছুটে যায়। শূন্য বিছানা। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন চে। অন্ধকার ঘরে অতি ধীর যন্ত্রসঙ্গীত। বিঠোফেনের সিম্ফনীতে তন্ময় হয়ে আছেন মানুষটি।

কিউবার সফল অর্থনীতিতে চে নিঃসন্দেহে অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে ধনবাদী তুনিয়াকে সন্তুষ্ট করতে পারেননি। এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাঙ্কের তুঁদে ভাইস প্রেসিডেণ্ট ওয়াল্টার সুয়ের-এর সঙ্গে চে-র একবার দীর্ঘ আলোচনা হয়। পরে ওয়াল্টার সুয়ের চে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

'Guevara knows and understands foreign exchange, balance of Payments, etc., and in fact he understands finance and economics, and he knows exactly where the hell he is going……It was just like talking to another banker, except that the son of a bitch is an orthodox Marxist.'

এই মানুষটিকে আবার কলম ফেলে রাইফেল নিয়ে দৌড়তে দেখা গেছে। বে অফ পীগস এ সি. আই. এ. আক্রমণ প্রতিহত করবার সংগ্রামে দেশবাসীকে একত্রিত করেছেন। আবার দেখা গেছে উরুগুয়ায়। মন্তেভিদোর কার্‌রাসকো ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। জন কেনেডীর 'এলায়েন্স ফর প্রোগ্রেস' পুন্তা দেল স্টেট্-এ বিধিবদ্ধ ভাবে পাশ হতে চলেছে। শতাধিক ভি. আই. পি. আসছেন। কড়া সিকিউরিটি পাহারা। হাজার হাজার উৎসাহী মানুষের ভিড়। চে এলেন। জনতা পেছনে দৌড়চ্ছে। অন্য ভি. আই. পি. ছেড়ে চে-র পেছনে মার্কিন নিউজম্যানও ছোটাছুটি শুরু করে। সেই একই পোশাক। মাথায় কাৎ হয়ে থাকা বেরে ক্যাপ। ঠোঁটে মন্তে ক্রিস্তো সিগার। ক্ষিপ্র চলন। জ্বলজ্বলে চোখ তু'টির পাশ দিয়ে নিয়মিত দাড়িতে মুখশ্রী ভরাট। পুন্তা দেল স্টেট-এ জন কেনেডীর এলায়েন্স ফর প্রোগ্রেস-এর স্বপক্ষে কিউবা প্রতিনিধিদল ভোটদানে বিরত থাকে চুক্তিপত্রে সই না দেবার যুক্তি দেখিয়ে চে গুয়েভারা এক ঐতিহাসিক বক্তৃতা দেন। ল্যাতিন আমেরিকায় ইয়াঙ্কী ডলার নৃত্য-নাট্যের ভয়াবহ চিত্রই তিনি তুলে ধরেছেন।

জাতিসঙ্ঘের অধিবেশনে এই তরুণ যুবার নাটকীয় আবির্ভাব ও

তাঁর নিজের ভাষায় 'আন্তর্জাতিক বক্তৃতার টুর্নামেণ্টের এই আসরে' তিনি দুনিয়া জোড়া রাজনৈতিক পটভূমির যে চিত্তাকর্ষক বক্তব্য রেখেছিলেন তাতে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এ ধরনের অধিবেশনে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত—কিন্তু আশ্চর্যরকম প্রস্তুত। অসাধারণ নির্ভীকতা, নিজের মতবাদ সম্পর্কে অবিচল নিষ্ঠা। অনেকের পছন্দ না হলেও চে-র বক্তৃতা সকলকেই সম্পূর্ণ নির্বাক করেছে।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ বিশ্বাস করেন চে। দুনিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই তাঁর চোখে ভাসছে। নিপীড়িত জনগণের মুক্তি একমাত্র সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় সম্ভব। তবু প্রচলিত মার্ক্সবাদীর নীতিগত গোঁড়ামী থেকে তিনি কিছুটা ভিন্ন চরিত্রের। সেই কারণে কোথাও কোথাও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বিরুদ্ধ সমালোচনার কারণ। মার্ক্সবাদ সম্পর্কে এক জায়গায় চে বলেছেন,

"........Incidentally, here one must introduce a general attitude toward one of the most controversial terms of the modern world : Marxism. When asked whether or not we are Marxists, our position is the same as that of a physicist or a biologist when asked if he is a 'Newtonian', or if he is a 'Pasteurian'.

There are truths so evident, so much a part of people's knowledge, that it is now useless to discuss them. One ought to be 'Marxist' with the same naturalness with which one is 'Newtonian' in physics, or 'Pasteurian' in biology, considering that if facts determine new concepts, these new concepts will never divest themselves of that portion of truth possessed by the older concepts they have outdated.

Such is the case, for example, of Einsteinian relativity or of Planck's 'quantum' theory with respect to the discoveries of Newton. They take nothing at all away from the greatness of the learned Englishman. Thanks to Newton, physics was able to advance until it had achieved new concepts of space. The learned Englishman provided the necessary stepping-stones for them.

The advances in social and political science, as in other fields, belong to a long historical process whose links are connecting, adding up, molding, and constantly perfecting themselves. In the origin of peoples, there exist a Chinese, Arab or Hindu mathematics. Today mathematics has no frontiers. In the course of history there was a Greek Pythagoras, an Italian Galileo, an English Newton, a German Gauss, a Russian Lobatchevsky, an Einstein, etc. Thus in the field of social and political sciences, from Democritus to Marx, a long series of thinkers added their original investigations and accumulated a body of experience and of doctrines.

The merit of Marx is in suddenly producing a qualitative change in the history of social thought. He interprets history, understands its dynamics, predicts the future, but in addition to predicting it (which would satisfy his scientific obligation), he expresses a revolutionary concept: The world must not only be interpreted, it must be transformed.

Man ceases to be the slave and tool of his environment and converts himself into the architect of his own destiny. At that moment Marx puts himself in a position where he becomes the necessary target of all who have a special interest in maintaining the old—similar to Democritus before him, whose work was burned by Plato and his disciples, the ideologues of Athenian slave aristocracy. Beginning with the revolutionary Marx, a political group with concrete ideas establishes itself. Basing itself on the giants, Marx and Engels, and developing through successive steps with personalities like Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, and the new Soviet and Chinese rulers, it establishes a body of doctrine and, let us say, examples to follow.

The Cuban Revolution takes up Marx at the point where he himself left science to shoulder his revolutionary rifle. And it takes him up at that point, not in a revisionist spirit, of struggling against that which follows Marx, of reviving 'pure' Marx, but simply because up to that point Marx, the scientist, placed himself outside of the history he studied and predicted. From then on Marx the revolutionary could fight within history. We, practical revolutionaries, initiating our own struggle, simply fulfill laws foreseen by Marx, the scientist. We are simply adjusting ourselves to the predictions of the scientific Marx as we travel this road of rebellion,

struggling against the old structure of power, supporting ourselves in the people for the destruction of this structure, and having the happiness of this people as the basis of our struggle."

প্রকাশ্য রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে হঠাৎ চে গুয়েভারা একদিন বিদায় নিলেন। দীর্ঘ সাতমাস পর নানা গুজব ও জল্পনা-কল্পনার শেষে স্বয়ং ফিদেল কাস্ত্রো চে গুয়েভারার নাটকীয় পত্র সর্বসাধারণের সামনে মেলে ধরেছেন।

অজ্ঞাতবাসের সময় পৃথিবীর কাছে নিজের কথা, নিজের ভাবনা মাঝে মাঝে লিখে জানান দিয়েছেন। আফ্রিকা, ভিয়েতনাম বা আলজেরিয়া থেকে জানিয়েছেন—'গোটা মানবতাই আজ যখন ধর্ষিত, সেখানে কোনো ব্যক্তির বা কোনো জাতির নির্যাতন ও আত্মদানের মূল্য কতটুকু?'

মৃত্যুভয় চে-কে স্পর্শ করে না। একথা তিনি লিখেই জানান দিয়েছেন—'মৃত্যু যদি অতর্কিতে আসে, আমি তাকে স্বাগত জানাই, যদি দেখি আমাদের সংগ্রামের আহ্বান ভাবগ্রাহী কিছু মানুষের কানে পৌঁছেছে ও ভূলুণ্ঠিত অস্ত্র তুলে ধরতে অন্য একটি বাহু প্রসারিত।'

বুয়েনস এয়ার্স-এ বৃদ্ধ পিতার কাছে হঠাৎ একদিন এক পত্র আসে। যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে বহুদিন। অন্য পাঁচজনের মত নিজের হারানো পুত্রের সন্ধান পান না অনেকদিন। সংবাদপত্রের উল্টো-পাল্টা খবরের ওপরই নির্ভরশীল। বুয়েনস এয়ার্স-এর এক দৈনিকে কিছুদিন আগে পুত্রের 'দ্বিতীয়, তৃতীয় ও অনেক ভিয়েতনাম' সৃষ্টির আহ্বান তিনি দেখেছেন। 'এখন শুধু আগুন আর অগ্নিকুণ্ড, আলোই শুধু দেখা যাবে', শিরোনামা দিয়ে দু' কলম সংবাদ তিনি পাঠ করেছেন।

চে লিখেছেন:

...প্রায় দশ বছর আগে তোমাকে আমি শেষবারের মত বিদায় জানিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। মনে পড়ে, তাতে দক্ষ যোদ্ধা ও ভালো ডাক্তার না হবার জন্যে অনুশোচনা করেছিলাম। পরেরটার কথা

আমি আর আজ ভাবি না, কিন্তু আগের মত অপটু যোদ্ধা আমি নই। পূর্বের চেয়ে আমি পরিণত, তা'ছাড়া বস্তুত কিছুরই বড় পরিবর্তন হয়নি। মার্ক্সবাদ সম্পর্কে আমার জ্ঞান গভীর ও পরিষ্কার। আমি বিশ্বাস করি স্বাধীনতাকামী জনগণের একমাত্র মুক্তির পথ সশস্ত্র সংগ্রাম। এই আত্মবিশ্বাস আমি কার্যে পরিণত করতে চলেছি।

অনেকে বলবেন এ আমার বিপজ্জনক কর্মপ্রচেষ্টা, কিন্তু দুঃসাহসী আমি তো বটেই, তবে তার রকমফের আছে—আমার এই আত্ম-প্রত্যয়ের সত্যতা পরীক্ষায় আমি আজ আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত।

হয়তো এই আমার শেষ চিঠি। অবশ্য এটা আমার অভিলাষ নয়, পরিস্থিতির সম্ভাব্য পরিণতি তাই বলে। যদি তাই হয়, আমি আমার শেষ আলিঙ্গন জানাই।

আমি তোমাকে খুব ভালবাসি, শুধু এই ভালবাসা প্রকাশ করতে জানলাম না। আমার ধারায় আমি চূড়ান্তভাবে গড়ে উঠেছি, তাই কোন কোন সময় আমার মনে হয় তুমি হয়তো আমাকে বুঝলে না।

অনায়সেই আমাকে বুঝতে পারা কঠিন, তবু আজ তুমি আমার কথা বিশ্বাস কোরো।

আমার দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপ ও পরিশ্রান্ত ফুসফুসকে দৃঢ়তা দেবে আমার ইচ্ছাশক্তি, যাকে শিল্পীর সতর্কতায় পূর্ণাঙ্গরূপে গড়েছি। এ আমি করবোই।

বিংশ শতাব্দীর তুচ্ছ এই বিপ্লবীর কথা মাঝে মাঝে মনে করো। সিলিয়া, রোবার্তো, জুয়ান মার্তিন, পতোতিনোকে আমার চুমু দিও। বিয়েত্রিচকে। সবাইকেই।

অবাধ্য উড়নচণ্ডে ছেলের আলিঙ্গন রইলো তোমার জন্যে।

—আর্নেস্টো'

কন্যার জন্মদিনে প্রেরিত পত্রই চে গুয়েভারার শেষ চিঠি। ল্যাতিন আমেরিকার এক অজ্ঞাত অঞ্চল থেকেই লিখছেন :

'তুমি নিশ্চয়ই জান আমি বহুদূরে। দুশমনের সঙ্গে লড়াই চালাতে অনেকদিন তোমাদের ছেড়ে থাকতে হবে। আমি যা করি সেটা খুব বড়

কিছু নয়, তবু আশা করবো তোমার বাবার জন্যে তুমি গর্ববোধ করবে, যেমন তোমার জন্যে আমি গর্বিত। মনে রেখো সামনে বহু বছরের সংগ্রাম. এমন কী তুমি যখন একজন নারী হয়ে উঠবে, এই সংগ্রামে তোমাকেও অংশ গ্রহণ করতে হবে। ইতিমধ্যে নিজেকে তুমি তৈরি করে নাও। খুবই বিপ্লবী হও, এখন তোমার অনেক কিছুই শেখার সময়। সত্য ও ন্যায়ের সমর্থনে সব সময়ই প্রস্তুত থেকো……'

চে গুয়েভারার সন্ধান মেলে নি তারপর। তিনি যে নিহত হয়েছেন তার ওপর একাধিক প্রামাণ্য প্রবন্ধ মার্কিণ প্রেস তৈরি করে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরেও উৎসাহের অভাব। কাউকেই তিনি খুশী করতে পারেন নি। হঠাৎ একদিন ফিদেল কাস্ত্রো এই নিখোঁজ মানুষটির এক প্রবন্ধ প্রকাশ করে বসলেন। সন্দেহ ও সন্ত্রাস সুরু হয় নতুন ক'রে। আগুন ছিটোনো উত্তেজনার সঙ্গে যেন মহান কাব্যের নির্ঝর। সংগ্রামী মানুষের কাছে চে বার্তা পাঠিয়েছেন,

'To die under the flag of Vietnam, of Venezuela, of Guatemala, of Laos, of Guinea, of Colombia, of Bolivia, of Brazil—to name only a few scenes of today's armed struggle—would be equally glorious and desirable for an Amercian, an Asian, an African, even a European. Each drop of blood spilt by a man in any country under whose flag he was not born is an experience passed on to those who survive, to be added later to the liberation struggle of his own country. And each nation liberated is a phase won in the battle for the liberation of one's own country. The time has come to settle our disagreements and to put everything at the service of the struggle···How close and brilliant the future would seem if two, three, many Vietnams flourished throughout the world with

'their share of deaths and their immense tragedies, 'their daily heroism and their repeated blows against imperialism, impelled to disperse its forces under the sudden attack and the increasing hatred of all peoples of the world !

······Wherever death may surprise us, let it be welcome, provided that this, our battle-cry, may have reached some receptive ear aud another hand may be extended to wield our weapons and other men be ready to intone the funeral dirge with the staccato chant of the machine-gun and new battle-cries of war and victory.'

এই শেষ সংবাদ। তারপর মানুষটির আর সন্ধান পাওয়া যায়নি। বহির্বিশ্বের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করেছেন। গুজব ছড়াচ্ছে নিত্য। সদা জাগ্রত সি. আই. এ.-র চলেছে ক্লান্তিহীন অনুসন্ধান। ল্যাতিন আমেরিকার প্রতিটি দেশের সরকার ভীত। মার্কিন দূতাবাস চঞ্চল। ইউ. এস. মেরিন-এর বিনিদ্র রজনীর কারণ। যকৃতের এক বিশেষ ধরনের পীড়ায় দৃশ্যমান সমস্ত কিছু যেমন হলদে মনে হয়, তেমনি ল্যাতিন আমেরিকার যে কোনো দেশের রাজনৈতিক সংঘর্ষের পেছনে আজ আর্নেস্টো চে গুয়েভারা। প্রেসিডেণ্ট জনসনও আজ বিচলিত। স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল অফ নিউ জার্সির সদর দপ্তরে বসে নেলশন রক ফেলার উদ্বিগ্ন। ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর মার্কিন ধনকুবের গুপ্ত ঝটিকা বাহিনীকে আবাদ অঞ্চলে পাহারায় রেখেছেন রাত্রিদিন। আর্নেস্টো চে গুয়েভারা যেন গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও হাজার হাজার মাইল ব্যাপী ল্যাতিন আমেরিকার প্রায় ডজন দেড়েক দেশের শাসকশ্রেণীকে আজ এক রাজনৈতিক সন্ত্রাসে রেখেছে। চেপা খাকী ট্রাউজার্স পরা সুদর্শন এক যুবা। পরনের সার্টটি তার ওপর দিয়ে নেমে এসেছে। ক্রিজ যার নষ্ট হয়েছে বহুদিন। মাথায় কাৎ করে পরা বেরে ক্যাপ। ঠোঁটে ধরা মন্তে ক্রিস্তো সিগার।

প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসের আজ ঘুম ছুটে গেছে। চে গুয়েভারা নাকি বলিভিয়ার জঙ্গলে গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দ্বিতীয় ভিয়েতনাম নাকি এখানে তৈরি হবে। শত্রুপক্ষ আজ সজাগ। বহু মার্ক্সবাদীদেরও তিনি বিরুদ্ধ সমালোচনার কারণ। বিপ্লব আমদানি করা যায় না। গলব্রেথ প্রিয় এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির নিউজম্যানকেও বলতে শুনেছি—চিনির পর বিপ্লবই কিউবার আজ দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি।

বিপ্লব বলিভিয়ায় হয়তো আমদানি করা যায় না। বিপ্লবে সাহায্য করা নিশ্চয়ই চলে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসই তাই বলে। উত্তর আমেরিকার বিপ্লবে ফ্রান্সের কী ভূমিকা ছিল না? রোশ্যাঁমবু-র ফরাসী সেনা ও দ্যে গ্রেসী-র রণপোত ছাড়া বৃটিশকে হারানো কী সম্ভব ছিল?

বলিভিয়া আজ চঞ্চল। সুপ্ত রাজনৈতিক উত্তাপে লা পাজ জ্বলছে। উদ্দেশ্য ভিন্ন, তবু আমিও এসেছি তালাশে। আমারও লক্ষ্য অনুসন্ধান। লা পাজ থেকে বলিভিয়ার রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ প্রেস চ্যানেলে পৌঁছে দেবার দায়িত্বে বহাল আছি। 'এখন শুধু আগুন আর অগ্নিকুণ্ড —আলোই শুধু দেখা যাবে'—এ ঘোষণা আমি শুনেছি। উত্তাপ লক্ষ করছি, কিন্তু আগুন এখনও দেখিনি।

অপেক্ষা করতে হবে। অফুরন্ত কৌতূহল নিয়ে প্রতীক্ষা করছি।

স্পেনের বিজয় অভিযান, ইন্‌কা আতাহুয়াল্‌পা র নাটকীয় পতন ও স্পেনীয় সামরিক শক্তির লিমা দখলের কাহিনীর সঙ্গেই বলিভিয়ার পূর্ব ইতিহাস। লিখিত ইতিহাসের শুরু এখান থেকে। বস্তুত গোটা আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে ভৌগোলিক সম্পর্ক এত নিবিড় যে পৃথকভাবে বিচ্ছিন্ন ইতিহাস বলিভিয়ার সৃষ্টি হয়নি। আরও ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, কলম্বাসের আতলান্টিক মহাসাগর পাড়ি থেকে স্পেনীয় রাজ্য বিস্তারকারীদের বীভৎস ও বর্বর আক্রমণে পর্যুদস্ত মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা, পেরু আর চিলিতে আদিবাসী মায়া, আজটেক্‌ এবং ইন্‌কা সভ্যতার ওপর স্পেনীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিজয়কেতন উত্তোলনের মধ্যে ল্যাতিন আমেরিকার ইতিহাসের ধারায় বলিভিয়াকে খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রাচীন ইতিহাস প্রথমত লোকসঙ্গীতে, আদিবাসী 'কুয়েচুয়া' ভাষার গাঁথায়, পাষাণগাত্রের খোদিত মূর্তিতে, অঙ্কণ ও চিত্রকলায়। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে প্রায় সাত হাজার বছর আগে বর্তমান প্যারাগুয়ার রম্য গ্রীষ্মাবাস এ্যানকোন অঞ্চলে এশিয়ার মূল ভূখণ্ড ছেড়ে বেরিং স্ট্রাট্‌ অতিক্রম করে প্রথম মানুষ এখানে বসবাসে আসে। এই বাস্তুত্যাগী অভিযাত্রীরাই আমেরিকার প্রাচীন মানুষ। এরাই ক্রমে পেরুর উচ্চ পর্বতে বসতি স্থাপন করে। খ্রীস্টপূর্ব পাঁচশো বছর আগেই এইসব অঞ্চলে পাথরের মূর্তি, মন্দির, ও চতুষ্পদ জানোয়ারের মূর্তি পাওয়া গেছে। সমুদ্র তটভূমিতেও ধীরে ধীরে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। দক্ষিণ পেরুর পারাকাস-এর উষর অঞ্চলে প্রাচীন বয়ন শিল্প ও চিত্রকলায়, উত্তরের মোচি সম্প্রদায়ের স্থাপত্য ও অঙ্কনবিদ্যায় ও পেরুর উত্তরে চিমু সম্প্রদায়ের হাতে প্রাচীন নগরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সেই

সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতি পার্বত্য উঁচু ভূমিতেই সম্ভব হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। লেক তিতিকাকার দক্ষিণে তিয়াহুয়ানাকো সম্প্রদায় ও ইয়াকুচো অঞ্চলের উয়ারী আদিবাসী যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলো তারই চূড়ান্ত রূপ ইন্‌কা সভ্যতা। মেক্সিকোর আজটেক্ সভ্যতার ধ্বংস হয়েছিলো স্পেনীয় অভিযাত্রী হেরনান্দ্ কোর্টিজ্-এর হাতে। ইন্‌কা সভ্যতা বিনষ্ট হয়েছে স্পেনীয় অভিযাত্রী পিজারোর গোলাবারুদে, আগুনে, রক্তাক্ত অত্যাচারে।

অনুমান করা হয়, যুদ্ধবাজ নিচু জায়গার লোকেদের হাতে তাড়া খেয়ে মানুষ উঁচু পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। চাষযোগ্য জমির সন্ধান এখানে পাওয়া যায়। স্থায়ী মানুষের বাস ও নিরাপদ জীবনযাত্রার মধ্যে একটা সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এ সভ্যতা প্রাচীন। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন দুর্গম এই আন্দিজ পর্বতমালার সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন। তবে কোন্ সময় এই সভ্যতার গোড়াপত্তন, তার সঠিক সময় নির্ণয় করা কঠিন। ইন্‌কা শাসক মানকো কাপেক্-এর আমল থেকেই এই প্রাচীন সংস্কৃতির হদিশ করা গেছে। পরবর্তী ইন্‌কা শাসক সিনচি রোকা, লোকুই ইউপাঙি, মেতা কাপেক্, কাপেক্ ইউপাঙি, ইন্‌কা রোকা, ইয়াহুয়ার হুয়াকাক ও ভ্যারাকুচ ইন্‌কা-দের মধ্যে কেউই সমধিক প্রসিদ্ধ নন। সাম্রাজ্য তখন ছোট। পরস্পরে যুদ্ধ এ সংঘর্ষে হামেশাই লিপ্ত থাকতো। স্পেনীয়রা আসার প্রায় এক শতাব্দী আগে পাচাচুতি ইন্‌কা ইউপাঙি কুজকো-তে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর পুত্র তোপা ইন্‌কা ইউপাঙি। ইন্‌কা শাসকদের মধ্যে এঁরাই বিখ্যাত। বিজয়ী হিসাবে তাঁদের আলেকজাণ্ডার বা ফিলিপ-এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। সাম্রাজ্য গঠনে এ দু'জনেই ছিলেন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন।

পাচাচুতি ইন্‌কা কুজকোর পার্শ্ববর্তী সমস্ত অঞ্চল দখল করে নেন। উত্তরে ইউরুবাম্‌বা উপত্যকা জয় করেন। লেক তিতিকাকা পর্যন্ত দক্ষিণ সীমানা টেনেছেন। ভাইকে পাঠিয়েছেন পেরুতে। ভাই কাপেক

কাপেক্ ইউপাঙি দলবল নিয়ে অগ্রসর হন। কিন্তু পাচাচুতির আদেশ লঙ্ঘন করে একটার পর একটা অঞ্চল দখল করে কাজামার্কা প্রদেশ অধিকারে আনেন। পাচাচুতির আদেশ অমান্য করায় কাপেক্ খুন হন। পুত্র তোপা ইন্কা ইতিমধ্যে বর্তমান ইকোয়ডর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন। কানারী ভয়াবহ আদিবাসীদের জয় করে, তাদের সাহায্যে কুইটো জাতিকে দখলে আনেন। ইকোয়ডর পর্যন্ত এসে তোপা ইন্কা মান্তা আর হুয়ানকাভিলকা শহর দখল করেছেন। প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু কিছু দ্বীপেও তিনি অভিযান পরিচালনা করেছেন। হয়তো গালাপাগোস পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন কিন্তু মূল ভূখণ্ডে পৌঁছোনোর বাধা থাকায় ফিরে আসেন। পেরুর উত্তরে চিমু জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েছেন। এই বিজয় অভিযানে হঠাৎ বাধা পড়ে। লেক তিতিকাকা অঞ্চলের আদিবাসীরা তোপা ইন্কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তোপা উত্তর-দক্ষিণে আক্রমণ চালিয়ে শেষপর্যন্ত তাঁর সীমানা বর্তমান বলিভিয়া পর্যন্ত টেনে নেন।

এই অক্লান্ত বিজয় অভিযানে বিপুল ইন্কা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাম্রাজ্যের বিস্তার ৩৮০,০০০ বর্গ মাইল। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে আদিবাসীদের হাতে সভ্যতা গড়ে ওঠে, সামাজিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষতায় পৌঁছোয় অকল্পনীয়।

ইন্কারা ঈশ্বর ভিরাকুচাকে আরাধনা করে। অন্য দেবতার মধ্যে সূর্য দেবতা। আয়মারা সম্প্রদায় পুজো করে গুহা, নদী আর পাথর। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলের আদিবাসীরা সমুদ্র পুজো করে। জমি প্রধানত মন্দিরের, যাজকদের, আর ইন্কাদের। অবশিষ্ট ভূমি দেশবাসীকে বণ্টন করা হয়েছিল। রাস্তাঘাট, ব্রীজ, ও রাত্রের আশ্রয়-কেন্দ্র। জলসেচের ব্যবস্থা, খবর পৌঁছোনোর রাণার। দূর দেশ থেকে ফল আর মাংস কুজকোতে নিয়মিত আসতো। কর্মচারীরা বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত থেকে রাজ্য শাসন করতেন।

ইন্কারা তবু লিখতে জানতো না। দড়িতে গিঁট দিয়ে, শুকনো বিনের গায়ে লাইন ও বিন্দু বসিয়ে তারা খবর আদানপ্রদান করতো।

কুয়েচুয়া ভাষার উৎকর্ষকতা দেখে ইন্‌কাদের লেখ্য ভাষা না থাকায় অবাক হতে হয়। কুয়েচুয়ার ভাষার উৎকর্ষতার পরিচয় আজও আন্দিজ অঞ্চলে বিদ্যমান। কুয়েচুয়া ভাষায় কথা বলা আজও লা পাজ-এর অন্যতম য্যারিস্টোক্রেসি। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস এই ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। রাষ্ট্রদূত বিদেশীই থাকেন, কিন্তু কুয়েচুয়া ভাষা-ভাষি আয়া রেখেছেন ছেলের জন্যে। কুয়েচুয়া বলে পরিচিত এই ভাষার প্রকৃত নাম কিন্তু ভিন্ন। কুয়েচুয়া নিতান্তই ইন্‌কাদের বিজিত কুজকো অঞ্চলের এক আদিবাসী সম্প্রদায়। ইন্‌কা ভাষা বা কুয়েচুয়া নামে পরিচিত ভাষার আসল নাম হল রুনা-সিমি—tongue of Mankind.

মুদ্রার প্রচলন ছিল না। সোনা প্রধানত মন্দিরে, ঘর সাজানোতে ব্যবহারে হয়েছে। অলঙ্কার হিসাবে খুব মর্যাদা পায়নি। ইন্‌কারা বিশ্বাস করতো সোনা দেবতার অশ্রু। সূর্য কাঁদলে সোনা। পত্নী ও উপপত্নীর সংখ্যার ওপর ইন্‌কাদের পদমর্যাদা নির্ভর করতো। ভাই-বোনে বিবাহ অতি সম্ভ্রান্ত ইন্‌কাদের মধ্যে সীমিত ছিল, সর্বসাধারণের জন্যে নয়। ইন্‌কা স্থাপত্য শিল্প সম্পূর্ণ নিজস্ব ও স্বতন্ত্র। আন্দিজ পর্বতশিখরে অবলুপ্ত মাকু-পিক্কু শহর ও কুজকোর উপকণ্ঠে স্যাকসাহুয়ামান দুর্গে আজও তার নিদর্শন মেলে। কুজকোর ঘরবাড়ি আজও বহু বিদেশীকে সম্পূর্ণ বিস্মিত করবে।

সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ সুবিশাল এই ইন্‌কা সাম্রাজ্য পাচাচুতি ইন্‌কা ইউপাঙি ও তাঁর পুত্র তোপা ইন্‌কা ইউপাঙির রাজত্বকালে উন্নতির চরম শিখরে উঠলেও তোপা ইন্‌কার পুত্র হুয়ানা কাপেক্‌-এর আমলের পর দ্রুত পতনের দিকে ছুটে চলে। কলম্বাস নতুন পৃথিবীর সন্ধান দিয়েছেন অনেক আগেই। অভিযাত্রী হেরনান্দ্‌ কোর্টিজ তার মেক্সিকো অভিযান চালিয়েছেন।

ইয়োরোপে স্পেন তখন অবাধ্য। মুরদের সঙ্গে শতবর্ষের সংগ্রামে হীনবল। কাঁচামালের অভাব। তারা দেখেছে বলপ্রয়োগেই সাফল্যের মানদণ্ড। নতুন পৃথিবীর সোনা, ভূমি ও নারী লুট করাই

সমৃদ্ধির পথ। তাই অজানিত পৃথিবীর সম্পদ, অনেক লুকোনো আশ্চর্য ঐশ্বর্য অধিকারে ভাগ্যান্বেষী ও সাম্রাজ্য গঠনকারী নির্দয় স্পেনীয়দের সমুদ্রপাড়ি ভয়াবহ রূপ নেয়। ইয়োরোপীয় সভ্যতার হাতে মাইকেল এঞ্জেলো সেন্ট পিটার তৈরি করে দিয়েছেন, শিল্পী ডুরার দিয়েছেন তাঁর কাঠখোদাই, কোপার্নিকাস পৃথিবীর রহস্য ভেদ করেছেন, লুথার ও কালভিন গির্জার সংস্কারসাধন করেছেন। পাওয়া গেছে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি-র বিভিন্নমুখী প্রতিভা। র‍্যাফেল ইয়োরোপকে দিয়েছেন তাঁর সুন্দরী ম্যাডোনা। কিন্তু স্পেনের অবাধ্য এয়ী দিয়েছেন অফুরন্ত ঐশ্বর্যের সন্ধান। বিস্ময়কর প্রাচীন সভ্যতা। অত্যাশ্চর্য সংস্কৃতি। কলম্বাস নতুন পৃথিবীর সন্ধান দিয়েছেন। হেরনান্দ্ কোর্টিজের মেক্সিকো অভিযান এনেছে সোনা আর মণি-মাণিক্যের পাহাড়। ধ্বংস করেছে আজটিক্ সভ্যতা। পিজারো সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছেন দুরারোহ গিরিবর্তে। সুবিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছেন। সোনার সঙ্গে অত্যাশ্চর্য প্রাচীন ইন্কা সভ্যতা লুট করে নিয়ে গেছেন। শুরু হয়েছে প্রথম স্পেনীয় উপনিবেশ। আদিবাসী নির্মূল যেখানে হয়নি, শৃঙ্খলিত ক্রীতদাস সৃষ্টি হয়েছে।

এসত্রিমাদুরা প্রদেশের ক্রুজুল্লোর অখ্যাত এক গির্জার আঙ্গিনায় নিভৃতে অতি দরিদ্র এক নারী যেদিন তার জারজ শিশুকে ফেলে গিয়েছিল, সেদিন কেউ কল্পনাও করেনি ভাবীকালে স্পেনের ইতিহাসে এই অবাঞ্ছিত শিশুর কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। ইনিই পিজারো। আন্দিজ পর্বতমালায় স্পেনীয় উপনিবেশ পৌঁছে দেবার অন্যতম রূপকার।

কলম্বাসের পথ অনুসরণ করে স্পেনীয় লুণ্ঠনকারী তরী তখন মহাসাগর অতিক্রম করছে দিকে দিকে। সুন্দরী নারী, সোনা আর ভূমির সন্ধানে ভাগ্যান্বেষীদের তালাশ চলছে চতুর্দিকে। নির্দয়, নিষ্ঠুর এই অভিযাত্রীদের মানুষের জীবন সম্পর্কে কণামাত্র মায়া নেই। আদিবাসী স্থানীয় মানুষের কথা বাদ দিলেও, স্বজাতীর সঙ্গেও তাঁদের কিছুমাত্র সহযোগিতা ছিল না। প্রতিটি পৃথক পৃথক অভিযান। স্বতন্ত্র দলপতি। লোভাতুর হিংস্র জীবের যেন নির্দয় তালাশ।

ভাস্কো মুনেজ দ্য বালবো তখন মধ্য আমেরিকায়। তিনিই প্রথম শ্বেতাঙ্গ যিনি পেরুর কথা প্রথম শোনেন। জাত স্পেনীয় সেনা। সম্পত্তি করেছেন প্রভূত। একজন স্থানীয় জোতদার বালবোকে স্বর্ণমুদ্রা সম্পর্কে অতিশয় সচেতন লক্ষ করে হেসে মন্তব্য করেন—দক্ষিণের লোকেরা স্পেনীয়রা লোহাকে যে চোখে দেখে, সোনাকেও তারা সেই নজরে দেখে। পরবর্তীকালে প্রশান্ত মহাসাগরের তটে বালবো যে ভূখণ্ড অধিকার করেন ও স্পেনের জমি বলে দাবী করেন, সেখানেও তিনি পেরুর কথা শুনতে পান। দক্ষিণে শুধু সোনা। অতুল ঐশ্বর্য সেখানে। এক অদ্ভুত জানোয়ার আছে সে দেশে। ভেড়ার মত দেখতে। মাথা ও গলা উটের মতন। বালবো নিশ্চয়ই 'লামা'-র কথা শুনেছিলেন।

বালবো কিন্তু কোনরকম অভিযান পরিচালনায় ব্যর্থ হন। স্পেনীয় অভিযাত্রীরা তখন পানামায়। উত্তর ও পশ্চিম অভিযানে মত্ত। আতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে একটি জলপথ অন্বেষণে ব্যস্ত। সেই সময় হেরনান্দ্ কেটিজ মেক্সিকো জয় করেছেন। আজটেক্ সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছেন।

এই সময় পিজারো পানামায় ঘুরছেন। অর্থ নেই, সমুদ্র পাড়ি দেবার জাহাজ নেই, বলিষ্ঠ নির্ভীক মানুষের বন্ধুত্ব থেকেও তিনি বঞ্চিত। কিন্তু দক্ষিণের অতুলনীয় ঐশ্বর্যের ডাকে প্রাণ মন অস্থির।

এখানেই দাইগো দ্য এ্যালমাগ্রো-র সঙ্গে পিজারোর পরিচয়। অতিশয় নির্ভীক। পিজারোর মত তিনিও দক্ষিণের স্বপ্ন দেখেন। এই সময় তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব। স্কুলশিক্ষক ও পাদ্রী হেরনান্দ্ দ্য লুকি তখন পূর্ব পাণামার দেরিণ-এর এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোষাধ্যক্ষ। লুকি অর্থ দিয়ে পিজারোকে সাহায্য করতে চাইলেন। পিজারোর স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। এ্যালমাগ্রোকে দিলেন রসদ ও জিনিসপত্র যোগানোর ভার। তিনি অভিযানের নেতৃত্ব করবেন।

প্রথম অভিযান ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় যাত্রাও কষ্টের। গাল্লাও-তে বিদ্রোহের সূত্রপাত। চরম অবস্থায় পিজারো আবার পানামায়

ফিরে আসেন। কিন্তু দক্ষিণের আকর্ষণ তাঁর তখনও দুর্দমনীয়। সমুদ্র-তীরে বালিতে তরবারি টেনে অভিযাত্রী দলকে বলেছেন, 'দক্ষিণে অনেক কষ্ট, ক্ষুধা, মৃত্যু ও ঝড় তুফান—কিন্তু অতুলনীয় ঐশ্বর্য—এপারে পানামা আর দৈন্যতা। আমি দক্ষিণই বেছে নিলাম।' পিজারো দাগ অতিক্রম করে বালির দক্ষিণে এসে দাঁড়ালেন। পিজারোর সঙ্গে অভিযাত্রী দলের আর মাত্র তের জন তরবারিতে বিভক্ত বালির দক্ষিণে চলে এলেন। এঁরাই সেই তের জন। স্পেনের ইতিহাসে তের জন বীর নামে পরিচিত।

পেরুর কাছে তুম্বিজ-এ পিজারো একটা গোছানো শহর দেখেন। সোনার মন্দির। ধনীরা সোনার পাত্রে খায়। বাসনপত্রও সোনার। শুনতে পান পাহাড়ের ওপারে রাজধানীতে আছে আরও সোনা আর রুপোর স্তূপ। কিন্তু লামা-র সন্ধান পান না। পিজারো স্থানীয় মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন। সান্তাক্রুজ-এ এক স্থানীয় রাজকুমারীকে উপহার দেন। রাজকুমারী পিজারোকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। চতুর পিজারো স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করেন। পানামায় ফিরে এলেন। তুম্বিজ থেকে উপহারের ধনদৌলৎ ও স্থানীয় কয়েকজন আদিবাসীকে দোভাষীর কাজের শিক্ষায় গড়ে তুলতে সঙ্গে এনেছেন। দক্ষিণের প্রাচুর্য্যের কথা কিন্তু মুহূর্তের জন্যে ভুলতে পারেন না।

পানামায় পিজারোকে বীর হিসাবে লুফে নেওয়া হয়। কিন্তু পানামার গবর্নর পেদ্রো দ্য লস্ রায়ো এই মানুষটিকে পাত্তা দিতে চাননি। হয়তো ভেবেছেন, পিজারো যদি নতুন উপনিবেশ স্থাপন করে, তবে তিনি কর্তৃত্ব হারাবেন। লোকক্ষয়ের জন্যে তিনি পিজারোকে দোষারোপ করেন। দক্ষিণের অতুলনীয় ঐশ্বর্যের কথা তুলে বিদ্রূপ করলেন। লামা সঙ্গে আনার জন্যে কৌতুক করেছেন।

পিজারো পানামা থেকে সোজা এলেন স্পেন। নিরক্ষর, অশিক্ষিত কিন্তু বুদ্ধি ও সাহস মানুষটির কল্পনাতীত। স্পেনের রাণীকে তিনি সাহায্যের জন্যে আবেদন জানান। স্বর্ণালঙ্কার ছাড়া লামা-ই রাণীকে

মুগ্ধ করে। রাণী পিজারোকে সাহায্য করতে চাইলেন। তিনি তখন পঞ্চম চার্লস-এর হয়ে রাজ্য শাসন করছেন।

মাদ্রিদ থেকে পিজারো তার জন্মভূমিতে এসেছেন। অভিযাত্রী দলে এবার তিন ভাইকে তিনি সঙ্গে পেয়েছেন। হারনানদো, জুয়ান ও গঞ্জালো পিজারো। মায়ের তরফের বৈমাত্রেয় ভাই। তিন ভাইয়ের মধ্যে হারনানদো ছিল পিতার বৈধ সন্তান। অন্যেরা সবাই পিজারোর মত জারজ সন্তান।

পানামায় ফিরে এসে পিজারো দক্ষিণপথে ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করেন। সঙ্গে ১৮০ জন লোক। ২৭টি ঘোড়া। তিনটি ছোট জাহাজ। পূর্ব সহচর দাইগো ছ্য এ্যালমাগ্রো পানামায় রইলেন যোগাযোগ ব্যবস্থার ভার নিয়ে। পিজারো এবার অনমনীয়। কোন বাধাই তিনি মানবেন না।

স্পেনীয় এই অভিযাত্রীদলের প্রকৃত চরিত্র এবার প্রকাশ হয়ে পড়ে। পথে যেতে শুধু ধ্বংস আর অগ্নিকাণ্ড। লুণ্ঠিত ধনদৌলত প্রেরিত হচ্ছে পানামার পথে স্পেনে। পিজারো অভিযাত্রী দলকে গুইয়াকিল-এর পুনা দ্বীপে স্থানীয় আদবাসী এবার স্বাগত জানালে মিথ্যা এক অভিযোগ তুলে পিজারো নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালালেন। অভিযাত্রীদল এলো তুম্বিজে। এই সেই তুম্বিজ যেখানে পিজারো পেয়েছেন উপহার। স্থানীয় মেয়েদের নাচ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। রাজকুমারীর অভ্যর্থনা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু তুম্বিজ জনশূন্য। যারা আছে তারাও শত্রুভাবাপন্ন। মনে হলো বিরাট এক সংঘর্ষে তুম্বিজের মনোরম শ্রী নষ্ট হয়েছে। বার্তা এসে পৌঁছোয়, বিশাল ইন্‌কা সাম্রাজ্যের অধিকার নিয়ে বড় রকমের যুদ্ধ হয়ে গেছে। সুবিশাল সাম্রাজ্য দু'টি পৃথক রাজ্যে ভাগ হয়েছে। পিজারো খুশি হয়েছেন। কোটিজ-এর অভিজ্ঞতা তাঁর মনে পড়ে। পিজারো বুঝলেন, স্থানীয় দ্বন্দ্বই তাঁর সুযোগ। বিশাল ইন্‌কা সাম্রাজ্য ভাঙতে তাতে সুবিধে হবে।

বিস্তৃর্ণ, দুর্গম এই ইন্‌কা সাম্রাজ্যের তখন ভিন্ন রূপ। হুয়ানা

কাপেক তাঁর পিতা ও প্রপিতার গড়া বিপুল সাম্রাজ্য হাতে পেয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব কিছু অতিরিক্ত পছন্দ অপছন্দ ছিল। স্থানীয় আদিবাসীদের ওপর তিনি নিয়মিত অত্যাচার চালাতেন। পরাজিত বন্দীদের তিনি সামনের দাঁতগুলো ভেঙে দিতেন। প্রচুর নির্যাতনের পর তিনি বন্দীর শিরচ্ছেদ করতেন। কুইটোর রাজকুমারীকে বিবাহ করে তিনি ইন্‌কা রাজপরিবারের ঐতিহ্য ভেঙেছিলেন। বহু স্ত্রীর দ্বারা অনেক সন্তান প্রচলন ছিল, কিন্তু প্রথম স্ত্রীরই ছিল রাণীর মর্যাদা। কিন্তু হুয়ানা কাপেক কুইটো রাজমহিষীকে শুধু প্রথম রাণীর চেয়ে ওপরে স্থান দেন নি—সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকার হুয়াস্‌কার-এর চেয়ে কুইটো স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান আতাহুয়াল্‌পাকে বেশি পছন্দ করতেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত সম্রাট হুয়ানা কাপেক সিংহাসনের উত্তরাধিকার নির্বাচনে জটিল সমস্যায় পড়লেন। আতাহুয়াল্‌পা-কে পছন্দ করেন, কিন্তু হুয়াস্‌কারকে বঞ্চিত করাও অসম্ভব। শেষ মুহূর্তে তিনি এক বিপজ্জনক সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন। সাম্রাজ্য তিনি দু'জনকেই সমান ভাগে ভাগ করে দিলেন। আতাহুয়াল্‌পা কুইটোকে রাজধানী করে পূর্বদিক শাসন করবে। আর হুয়াস্‌কার প্রাচীন ইন্‌কা সাম্রাজ্য শাসন করবে। রাজধানী হবে কুজকো।

আতাহুয়াল্‌পা-র এতে খুশি হওয়া উচিত ছিল। কারণ ইন্‌কা সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকার একমাত্র হুয়াস্‌কার। তবু তিনি খুশি হতে পারেন না। গোটা ইন্‌কা সাম্রাজ্য অধিকারের নেশায় তিনি অস্থির হয়ে রইলেন। অতর্কিতে কুজকো আক্রমণ করলেন। অপ্রস্তুত হুয়াস্‌কার প্রচণ্ড আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। পরাজিত ও বন্দী হন। ইন্‌কা সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারকে আতাহুয়াল্‌পা জাউজা দুর্গে আটক রাখলেন।

তবু শান্তি নেই। কুজকো অধিকার ও হুয়াস্‌কারকে বন্দী করেও তিনি সিংহাসন নিষ্কণ্টক মনে করতে পারেননি। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। ইন্‌কা রাজকীয় পরিবারের সবাইকে নিমন্ত্রণ জানালেন। সবার সঙ্গে মিলিত হয়ে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

অনুষ্ঠান জমজমাট। নিমন্ত্রিত অতিথিতে পূর্ণ প্রশস্ত প্রাঙ্গন। রাজকীয় উৎসবে প্রাচুর্যের কল্পনাতীত ঝলকানি। সুন্দরী রমণীদের মস্তকে বাহিত স্বর্ণাধারে দিগ-দিগন্ত থেকে আনা নানা খাদ্যসামগ্রার স্তূপ। শ্রেষ্ঠ বিবিধ পানীয় ও সুন্দরী ললনা—সে এক বর্ণনাতীত শোভা।

হঠাৎ চারিদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুদূত। সে এক ভয়াবহ দৃশ্যপট। নিষ্ঠুর সেনাদের শাণিত অস্ত্রের আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন মানুষ। ইন্‌কা রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত উপস্থিত আবাল বৃদ্ধ বণিতার কোনো ক্রমেই মুক্তি নেই। ভবিষ্যতে ইন্‌কা সিংহাসনের অধিকার নিয়ে অবাধ্য কোনো বিদ্রোহীর আবির্ভাব নির্মূল করবার জন্যে আতাহুয়াল্‌পা রাজকীয় পরিবারের সমস্ত নারীকে হত্যা করবার আদেশ দিয়েছিলেন।

গোটা ইন্‌কা সাম্রাজ্যের অবিসংবাদিত সম্রাট আতাহুয়াল্‌পা। হুয়াস্‌কার জাউজা দুর্গে আটক। এই সময় দুরারোহ পর্বতমালা অতিক্রম করে সীমান্তে এসেছেন পিজারো।

পিজারো তাঁর সেনাদলকে সংযত হতে আদেশ দিয়েছেন। রাজধানীতে পৌঁছোনোর আগে তিনি সংঘর্ষ এড়াতে চেষ্টা করেছেন। সংবাদ পাঠিয়েছেন, সমুদ্রের অন্য পারের বিশাল সাম্রাজ্যের তিনি রাজ-প্রতিনিধি। মহান ইন্‌কা সম্রাটের জন্যে তিনি শুভেচ্ছা বহন করে এনেছেন।

পিজারো বার্তা আতাহুয়াল্‌পা-র কানে পৌঁছোয়। দূত ফিরে আসে—সম্রাট আতাহুয়াল্‌পা ক্যাজামার্কা-র প্রাসাদে আসছেন বায়ু পরিবর্তনে। সেখানেই সাক্ষাৎকার হবে। আতাহুয়াল্‌পা বিপদের পদধ্বনি শুনেছেন। দেশের অভ্যন্তরে তিনি এই বিদেশী শত্রুদের আহ্বান করে হয়তো সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন।

প্রবল শীতের মধ্যে পিজারো ক্যাজামার্কার উপকণ্ঠে এসে অপেক্ষা করেন। পিজারোর শিবির ও রাজপ্রাসাদের মাঝে এক ভূখণ্ড। দূতের সংবাদের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন পিজারো।

সম্রাট আতাহুয়াল্‌পা সসৈন্যে ক্যাজামার্কা প্রবেশ করে প্রধান দরবারে এলেন। এসেই জিজ্ঞাসা করলেন,

—কই, বিদেশীরা কই।

দূত ডমিনিক্যান পাদ্রী ভিসিয়েন্ট দ্য ভালভারদি সামনে এগিয়ে আসেন। এক হাতে বাইবেল, অন্য হাতে ক্রুশচিহ্ন। অভিবাদন করে জানালেন, তাঁর দলপতির আদেশে তিনি সম্রাটকে সত্যধর্মে দীক্ষিত করতে এসেছেন। সৃষ্টি, লয় ও যীশুর দ্বারা মুক্তির পথ, যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে প্রাণবধের কাহিনী ও চল্লিশ দিন পর খ্রীষ্টের কবর থেকে উত্থান ও স্বর্গারোহনের আখ্যান ও তাঁর তিন রূপের ব্যাখ্যা করলেন। শেষে স্পেন সম্রাট পঞ্চম চার্লসের শুভেচ্ছা বহন করে আনবার কথা ঘোষণা করলেন।

আতাহুয়াল্‌পা দোভাষী ফেলিপিল্লো-র মাধ্যমে জানালেন,—আমি আমার ধর্ম পরিবর্তন করবো না। তোমরা তোমাদের ভগবানকে হত্যা করেছো, কিন্তু আমার দেবতা জাগ্রত। আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তোমাদের বিভূতিতে আমি বিশ্বাস করি না।

পাদ্রী তাঁর হাতের বাইবেল-এর দিকে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সম্রাট আতাহুয়াল্‌পা বাইবেল হাতে নিয়ে দু' পাতা উল্টেই মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। রোষের সঙ্গে বললেন, তুমি তোমার নেতাকে আমার কথা জানাও। তোমরা আমাদের দেশে যে অত্যাচার ও অন্যায় কাজ করেছো তার সদুত্তর আমি আশা করি।

পাদ্রী ভূলুণ্ঠিত বাইবেল হাতে নিয়ে পিজারোর শিবিরে উপস্থিত হন। সংবাদ জ্ঞাপন করে বললেন, আমি তোমাকে চরম ক্ষমতা দিলাম। অপেক্ষা নয়। এখনই আঘাত হানা দরকার।

পিজারো আর অপেক্ষা করলেন না। শত্রুর ওপর আঘাত হানবার আদেশ জানিয়ে চীৎকার করে ওঠেন, 'সান্ত্‌-আই গো'!

পিজারোর কামান গর্জে ওঠে। অশ্বারোহী সেনা মুক্ত তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সৈন্যবাহিনী সামান্যই। একটি জাতির বিরুদ্ধে লড়াই চালানো অসম্ভব। পাথরের অব্যর্থ আঘাতে, বর্শা ও

ব্রোঞ্জের অস্ত্রে ইন্‌কা বাহিনী পিজারোর সেনাদলকে নিশ্চিহ্ন করতে পারতো সহজেই। কিন্তু ইন্‌কা সেনাদলেই ভাঙ্গন। কার জন্যে লড়াই করছে তারা! সাম্রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত। বৈধ সম্রাট জাউজা দুর্গে আটক। তা'ছাড়া পিজারোর কামান ও আগ্নেয়াস্ত্র শত্রুপক্ষকে সম্পূর্ণ বিহ্বল করে দেয়। অত্যাশ্চর্য এই আগুনের গোলা তাদের কাছে অশ্রুত, অভূতপূর্ব। পিজারোর একটি সেনাও খোয়া গেল না। ইন্‌কা বাহিনী অল্পক্ষণেই বিপর্যস্ত, ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। অগণিত সেনা প্রাণ হারায়। সম্রাট আতাহুয়াল্‌পা তার সোনার সিংহাসনে বসে সবই দেখলেন। পালাতে চেষ্টা করেছিলেন। পারেননি। পিজারোর হাতে বন্দী হন।

কুজকো শহর পুড়িয়ে দিলেন পিজারো। হত্যা, গৃহদাহ আর অবিশ্রান্ত লুটপাট চলে বিরামবিহীন। ইন্‌কা রাজপরিবার আবার নতুন করে নিধন হতে থাকে। লামা-র সাক্ষাৎ পেয়েছেন পিজারো। মণ মণ সোনা, অতুলনীয় মণিমানিক্য লামার পিঠে পর্বত ভেঙ্গে নিচে চলেছে। পিজারো মন্দির গুঁড়িয়ে দিলেন। রাজপ্রাসাদ তছনছ করে ফেলেন। স্বর্ণান্বেষী পিজারোর অনুচর দিকে দিকে স্বর্ণ সংগ্রহে প্রেরিত হলো।

সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ প্রাচীন ইন্‌কা সভ্যতা বিদেশী লুণ্ঠনকারীদের হাতে এইভাবেই খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। আন্দিজ পর্বতমালায় আতাহুয়াল্‌পা অদ্বিতীয় সম্রাট হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার পরেই পিজারো বাইবেল নিয়ে কুজকো এসেছেন। জাউজা দুর্গে প্রকৃত সম্রাট হুয়াস্‌কার আটক আছেন। নাটকীয় পরিবর্তনে পিজারোর হাতে আবার আতাহুয়াল্‌পা বন্দী হলেন।

ঐতিহাসিক উইলিয়ম হিকলিং প্রিস্‌কোট পিজারোর এই নির্দয় অভিযান সম্পর্কে লিখেছেন,

"He [Pizarro] found a country well advanced in the arts of civilization ; institutions under which the people lived in tranquillity and personal safety ; the mountains and the uplands whitened with flocks ; the

valleys teeming with the fruits of a scientific husbandry; the granaries and warehouses filled to overflowing; the whole land rejoicing in its abundance; and the character of the nation, softened under the influence of the mildest and most innocent form of superstition, well prepared for the reception of a higher and Christian civilization. But, far from introducing this, Pizarro delivered up the conquered races to his brutal soldiery; the sacred cloisters were abandoned to their lust; the towns and villages were given up to pillage; the wretched natives were parcelled out like slaves, to toil for their conquerors in the mines; the flocks were scattered and wantonly destroyed; the granaries were dissipated; the beautiful contrivances for the more perfect culture of the soil were suffered to fall into decay; the paradise was converted into a desert. Instead of profiting by the ancient forms of civilization, Pizarro preferred to efface every vestige of them from the land, and on their ruin to erect the institutions of his own country. Yet these institutions did little for the poor Indian, held in iron bondage. It was little to him that the shores of the Pacific were studded with rising communities and cities, the marts of a flourishing commerce. He had on share in the goodly heritage. He was an alien in the land of his fathers".

আতাহুয়াল্‌পা রাত্রিদিন চিন্তা করেন। তিনি বুঝেছিলেন বিদেশী এই দস্যুদলের সোনা ও রূপোর ওপর উৎকট মোহ। একমাত্র ধর্মীয় ও সাজপোশাকের প্রয়োজন ছাড়া যে ধাতুর মূল্য তাদের কাছে কিছু নয়। মুক্তির জন্যে ব্যাকুল সম্রাট পিজারোর কাছে বার্তা পাঠালেন, তিনি মুক্তি চান। বিনিময়ে যে বিশাল ঘরে তিনি আটক আছেন, সেটি সোনায়

পূর্ণ করে দিতে তিনি প্রস্তুত। পিজারো রাজি হন। সম্রাটের বার্তা নিয়ে দূত ছোটে। লামার পিঠে, মানুষের পিঠে সোনার মূর্তি, মন্দিরের সোনার দেওয়াল, ব্যক্তিগত গহনা ও নানাবিধ সোনার বাসনপত্র ক্যাজামার্কায় আসতে শুরু করে। সে এক অবিশ্বাস্য স্বর্ণস্তূপ। অকল্পনীয় ঐশ্বর্য। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন এই সোনা সাত মিলিয়ন পাউণ্ডের বেশি, কিন্তু আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ স্যামুয়েল লথ্‌রপ তদানীন্তন স্পেনীয় ওজন ও পরিমাপ থেকে বিচার করে বলেন, পিজারোর সংগৃহীত স্বর্ণের মূল্য তখন ছিল ছয় মিলিয়ন পাউণ্ড।

এদিকে জাউজা দুর্গে বসে হুয়াস্‌কার পিজারোর সমস্ত সংবাদ পেয়েছেন। স্পেনীয় অভিযাত্রীদের হাতে কুজকো শহর ধূলিসাৎ হবার সমস্ত ঘটনাই তাঁর কানে পৌঁছেছে। গোপন দূতের মাধ্যমে হুয়াস্‌কার মুক্তির বিনিময়ে আতাহুয়াল্‌পা-র চেয়ে আরও বেশি সোনা দিতে চাইলেন। পিজারো এ সংবাদ গোপন করেননি। আতাহুয়াল্‌পা এই সংবাদে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েন। রাত্রে ঘুম ছুটে যায়। দুঃস্বপ্নে হুয়াস্‌কারকে দেখতে পান। মিথ্যা সেই উৎসব রাত্রের শোণিত স্রোতের মধ্যে থেকে ইন্‌কা রাজকীয় পরিবারের শত্রুদের আবার বেঁচে উঠতে দেখেন। স্বপ্নে আরও দেখতে পান, স্বর্ণসংগ্রহ তখনও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। আতাহুয়াল্‌পা নিজে বন্দী, তবু আগামী দিনে ইন্‌কা সিংহাসনে হুয়াস্‌কারের দাবি স্বীকৃত হবার আশঙ্কায় গুপ্ত ঘাতক প্রেরণ করে হুয়াস্‌কারকে জাউজা দুর্গে হত্যা করলেন।

প্রতিশ্রুত স্বর্ণস্তূপের পরিমাণ শেষ পর্যন্ত পিজারোকে কতটা সন্তুষ্ট করেছিল জানা যায়নি, কিন্তু 'হুয়াস্‌কার হত্যাকাণ্ড' আতাহুয়াল্‌পার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগের মধ্যে একটি জোরালো নজীর হিসাবে ব্যবহার করলেন। হুয়াস্‌কার অনুগত কিছু সম্ভ্রান্ত ইন্‌কা ও আতাহুয়াল্‌পা-র এক উপপত্নীর প্রেমে মশগুল দোভাষী ফেলিপিল্লোর ষড়যন্ত্র পিজারোকে মুক্ত বিচার সভা বসাতে সাহায্য করে। আতহুয়াল্‌পা দোষী সাব্যস্ত হন। মুক্ত প্রাঙ্গনে অপরাধীকে জীবন্ত দগ্ধ করা হবে। সাশ্রুনয়নে সম্রাট আতাহুয়াল্‌পা প্রাণভিক্ষা চাইলেন। বড় করুণ, বড় নিষ্ঠুর সে দৃশ্য।

পাদ্রা ভ্যালভারদি প্রতীক্ষা করেছিলেন। এগিয়ে এসে সম্রাটকে বললেন, সময় আছে। বাইবেল ও ক্রুশচিহ্ন আমার এখনও সঙ্গে আছে। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হোন। আমি আপনাকে শান্তিতে মরতে দেব। যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু থেকে আমি আপনাকে বাঁচাবো। স্পেনীয় নিয়মে ফাঁসী বা শ্বাসরোধ করে মৃত্যু ঘটানোতে অনেক শান্তি।

সম্রাট খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। আতাহুয়াল্‌পার ফাঁসি হলো।

সংক্ষিপ্ত সময়ে বিপুল ঐশ্বর্য হাতে পেয়ে স্পেনীয়দের লোভ ও হিংসা আরও তীব্র হয়। এক বিজয়ীর সঙ্গে অপর বিজয়ীর দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ শুরু হলো। এই দ্বন্দ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক নিদর্শন, পিজারোর সঙ্গে দাইগো দ্য অ্যালমাগ্রোর সংঘাত। যদিও তিনি পিজারোর মত অভিযাত্রীদলের সমান অংশীদার কিন্তু অ্যালমাগ্রো সব সময়ই পেছনে থেকেছেন। যোগাযোগ ও সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ ভার তিনি নিপুণভাবে পালন করেছেন। অস্ত্রশস্ত্র, লোক-লস্কর, জাহাজ, সবই ছিল তাঁর অধিকারে। দ্বিতীয় অভিযানের শেষে পিজারো যখন স্পেনে আসেন, তখন অনেক উপাধী ও খেতাব পান। অ্যালমাগ্রোর কপালে কিছুই জোটে না। তিনি ছিলেন তুম্বিস দুর্গের কমাণ্ডার। কিন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত তুম্বিস-এ অধিকার পাওয়া অর্থহীন। ক্যাজামার্কায় পিজারোর হাতে আতাহুয়াল্‌পা খুন হয়েছেন, ইন্‌কা সম্রাটের বিপুল উৎকোচ ও লুন্ঠিত ধনসামগ্রীর কণামাত্র অ্যালমাগ্রোর হাতে আসেনি।

মনোভঙ্গ হলেও অ্যালমাগ্রো সৈনিক হিসাবে ছিলেন দক্ষ। তিনি অবশিষ্ট ইন্‌কা নেতা কুইজ কুইজ-কে পরাজিত করেছেন। মেক্সিকো অভিযানের এক বীর পেড্রো দ্য আলভারেদো ইকোয়ডরকে নিজের সাম্রাজ্য বলে দাবি করলে, অ্যালমাগ্রো তাঁকে নিবৃত্ত করেন। পিজারোর সঙ্গে পরে স্পেন রাজদরবারে অ্যালমাগ্রোর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। পিজারোর নতুন দুর্গের দুশো লীগ দূরে আলমাগ্রো তাঁর নিজস্ব এলাকা বা তালুক গড়ে তোলবার অধিকার পেলেন। এই নয়া তালুকের নাম হয় নতুন তলেদো। দুই উপনিবেশের দুশো লীগের মধ্যবর্তী জায়গাটা হলো পুণা দ্বীপ—বর্তমান পেরু ও ইকোয়ডর-এর মাঝখানে।

কিন্তু এই তালুক বণ্টনে দক্ষিণের সীমানা দু'জনেরই এসে দাঁড়ায় প্রাচীন ইন্‌কা রাজধানী কুজকোর কাছাকাছি। কুজকো অধিকার নিয়েই বিরোধ। অ্যালমাগ্রো পেরুতে এসেছেন। পিজারো তখন লিমাতে নতুন শহর গড়তে গেছেন। এই সুযোগ। অ্যালমাগ্রো হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে কুজকো অধিকার করে নেন। পিজারোর দুই ভাই হেরনানদো ও গঞ্জালোকে বন্দী করলেন। পিজারো আলোচনায় বসে অ্যালমাগ্রোর সঙ্গে একটা রফায় এলেন। হেরনানদো ও গঞ্জালো মুক্ত হন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পিজারো কুজকো উপকণ্ঠে লাস সালিনাস-এ সৈন্য প্রেরণ করেছেন। অ্যালমাগ্রো তখন অসুস্থ। বাত ও সিফিলিসে কাতর। যুদ্ধ হলো নিরুত্তাপ। সংক্ষিপ্ত। হেরনানদোর হাতে বন্দী হলেন অ্যালমাগ্রো। কুজকোর প্রকাশ্য আঙিনায় অ্যালমাগ্রোর মস্তক ছেদন হওয়াই স্থির হয়। কিন্তু হেরনানদো শেষ পর্যন্ত ফাঁসির আদেশ দেন।

পিজারো খুশি হলেও সুখী হতে পারেন না। স্পেনের রাজসভা অ্যালমাগ্রোর সংবাদটি কীভাবে গ্রহণ করবে, সেই কথা ভেবে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। শেষপর্যন্ত রাজসভার সমর্থনের আশায় হেরনানদোকে ভাল্লাদোলিদ্ পাঠালেন। সত্যমিথ্যা হাজারো যুক্তির সঙ্গে বিপুল সোনা সঙ্গে এনেছেন। রাজসভায় আপ্যায়নও পেয়েছেন। অ্যালমাগ্রোর বিশ্বাসঘাতকতার কথা ও পিজারোকে কী প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজ করতে হচ্ছে, হেরনানদো যুক্তিজাল বিস্তার করে বোঝাচ্ছিলেন। কিন্তু অ্যালমাগ্রোর দিকে রাজসভা সমর্থন জানান। হেরনানদো মেদিনা দেল ক্যাম্পো দুর্গে নির্বাসিত হন। পেরুর বাস্তব অবস্থা সরেজমিনে তদন্তের জন্যে পঞ্চম চার্লস ভ্যাকা দ্য কাস্ত্রো-কে কুজকো পাঠালেন।

পিজারো ইতিমধ্যে অনেক শত্রু সৃষ্টি করেছেন। ইন্‌কা রাজকীয় পরিবারের প্রতিনিধির চেয়ে অ্যালমাগ্রোর মত স্পেনীয়রাই তাঁর প্রধান শত্রু। অ্যালমাগ্রোর পানামার আদিবাসী জাত সন্তান পিজারোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। অতর্কিতে একদিন পিজারোকে দলবল নিয়ে আক্রমণ করে। প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত এই যুবাকে প্রথম পিজারো বুঝতে

পারেননি। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হাত থেকে তরবারি কেড়ে নিয়ে নিরস্ত্র পিজারোকে আক্রমণ করা হয়। প্রাণঘাতী আক্রমণ। 'হায় যীশু', কাতরোক্তি করে পিজারো পড়ে যান। রক্তে সিঞ্চিত শরীর। নিজের দেহের শোণিতে মেঝেতে ক্রুশচিহ্ন এঁকে পিজারো যখন চুম্বন করছেন, তখন অপর একজনের চূড়ান্ত আঘাতে পিজারো নিহত হন।

তারপরের ঘটনা দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত। রাজপ্রতিনিধি ভ্যাকা দ্য কাস্ত্রো যখন কুজকো উপস্থিত, অ্যালমাগ্রোর এই পুত্র ধরা পড়েছেন। ঠিক যে মুক্ত প্রাঙ্গনে অ্যালমাগ্রোকে খুন করা হয়, সেখানেই এই তরুণকে হত্যা করা হলো। পিজারোর অপর ভাই গঞ্জালো পিজারোকে য্যাকুইয্যাগুয়ানা যুদ্ধের পর রাজদ্রোহীতার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হলো। গঞ্জালো বীরের মত শাস্তির সম্মুখীন হয়েছেন। তরবারির আঘাতে তিনি নিহত হন।

হত্যা আর হত্যা। শোণিত স্রোতে কুজকোর ইতিহাস রঙ্গিন। পাদ্রী ভালভার্দি? বাইবেল ও ক্রুশচিহ্ন নিয়ে যিনি একটার পর একটা হত্যাকাণ্ডের পূর্ব মুহূর্তে হাজির হয়েছেন? অ্যালমাগ্রোর অনুগামীরা এই শঠতাপূর্ণ মানুষটিকে পুনা দ্বীপ পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে যায়। পাদ্রী ভালভার্দি স্থানীয় আদিবাসীদের হাতে ধরা পড়েন। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত জনতা পাদ্রী ভালভার্দিকে বলে, 'সারাজীবন ধরে যে জিনিস তুমি দেখতে চেয়েছো, তাই আমরা তোমাকে দেখাবো।' ফুটন্ত সোনা পাদ্রী ভালভার্দির চোখে ঢেলে দেওয়া হয়।

ফিলিপিল্লোর কী হলো। পিজারোর দোভাষী, আতাহুয়াল্পার স্ত্রীকে যিনি ইলোপ করেছিলেন!! দোভাষী হিসাবে পিজারোর কাছে যিনি রাজার সমস্ত কথার ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছিলেন!! অ্যালমাগ্রো শঠতাপূর্ণ নোঙরা এই জীবটাকে হত্যা করেছেন।

ঐতিহাসিক রক্তাক্ত পটভূমির প্রথম অঙ্কের ওপর এভাবেই যবনিকা নেমে আসে।

বলিভিয়াকে স্পেনীয়রা বলতো আলতো পেরু বা আপার পেরু। স্পেনের আক্রমণ ও অধিকারের আগে বলিভিয়া ইন্‌কা সাম্রাজ্যের কোলাসুয়া প্রদেশের দক্ষিণের অন্তর্গত ছিল। স্থানীয় মানুষ তখন আয়মারা এবং কুয়েচুয়া ভাষাভাষি আদিবাসী, যাদের উত্তরাঞ্চলে কোচাবাম্‌বা ও চুকুইশাকায় আজও দেখা যায়, তারাই বলিভিয়ার প্রাচীন মানুষ। স্পেনীয় সম্রাট অভিযাত্রীদলের অন্যতম বীর দাইগো দ্য অ্যালমাগ্রোকে এই ভূখণ্ড তালুক হিসাবে দান করেন। কুজকোর অধিকার নিয়ে পিজারোর সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি নিহত হন। পিজারো তখন ভাই গঞ্জালো পিজারোকে আলতো পেরু দখলে প্রেরণ করেন। কাল্লাও আদিবাসীদের ওপর প্রচণ্ড অত্যাচারের পর গঞ্জালো প্রধান উপত্যকা ছেড়ে মধ্য ভূখণ্ডে শক্তি সংহত করেন। তামাম অঞ্চলের নাম দেন কারকাস। জলবায়ু মনোরম। প্রাকৃতিক দৃশ্য, জল, উর্বরা ভূমি। ক্রমে এ অঞ্চল বিশপ যাজকের তালুক ও পরে দ্বিতীয় ফিলিপের আমলে রাজকীয় আইনানুসারে লিমার রাজপ্রতিনিধির দ্বিতীয় প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। খনি আবিষ্কৃত হয়। পতোশিতে রূপোর খনি অঞ্চলে কাজ শুরু হয়। পতোশি, পরকো ও ওরুরো-খনির আকর থেকে বিপুল ঐশ্বর্য স্পেনের রাজস্বে জমা হতে থাকে। একমাত্র পতোশি থেকেই সপ্তদশ শতাব্দীতে সত্তের হাজার মিলিয়ন পাউণ্ড বলিভিয়ার মাটি থেকে স্প্যেনে গেছে। গঞ্জালো পিজারোর সঙ্গে দাইগো সিন্তিনোর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্পেনীয় অভিযাত্রী এ্যালন্‌সো দ্য মেন্‌দোজা-র হাতে লা পাজ আবিষ্কৃত হয়। যদিও পতোশির মত সম্পদ বা চুকুইশাকার মত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল না তবু কাল্লাও সবচেয়ে বড় শহর। তলেদোর শাসক উর্বর সমতল উপত্যকা দেখে বর্তমান কোচাবাম্‌বা শহর স্থাপন করেন। এদিকে বিদ্রোহী চিরিগুয়ানী আদিবাসীদের সংযত করতে দক্ষিণে তারিজা শহর গড়া হলো। বর্তমান তারিজার গ্রামীণ জনসাধারণ, যারা চাপাকো নামে পরিচিত তাদেরকে স্পেনীয় ও ভারতীয় মিশ্রণের সুন্দর জাত বলা হয়। এইভাবে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বলিভিয়ার গ্রাম ও শহরের

গোড়াপত্তন হয়েছে। আলতো পেরু চারটি প্রদেশে বিভক্ত। কারাকাস—রাজধানী চুকুইশাকা, লা পাজ, তারিজা ও আটাকামা সহ পতোশি আর কোচাবাম্‌বা, চিকুইতোস ও মোজোজ্‌ সহ সান্তা ক্রুজ।

প্রায় তিনশো বছর স্পেনীয় শাসন দক্ষিণ আমেরিকায় বড় একটা প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে পড়েনি। রাজার নাম নিয়ে নির্মম শাসন। আদিবাসী স্থানীয় প্রজাদের মেরে তাড়িয়ে ও ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করে জনসংখ্যা অসম্ভব কমিয়ে আনা হয়। কিন্তু অন্য আর একদিকে বংশবিস্তার হতে থাকে। উত্তরের প্রটেস্টান্ট-এর মত এ্যাঙ্গলো স্যাক্শন বিশেষ করে স্পেনীয়দের বর্ণের প্রতি ঘৃণা ছিল না। আদিবাসীদের সঙ্গে মিশ্রণকে তারা অধর্ম বা পাপ বলে মনে করেনি। মুরদের সঙ্গে শতবর্ষের মিশ্রণ—বর্ণকৌলিন্যের আভিজাত্য তাদের নেই। আদিবাসীদের সঙ্গে স্পেনীয় রক্ত মিশ্রণে তাই এক নতুন মানবগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। মিশ্রিত এই মানবগোষ্ঠী মেস্তিজো নামে পরিচিত। উপনিবেশ স্থাপনকারী স্পেনীয়-ইয়োরোপীয় একটি অংশ, যারা তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে শ্বেতাঙ্গ থেকেছে তারা ক্রিওল সম্প্রদায়।

স্পেনীয় শাসনের বিরুদ্ধে গোড়া থেকেই আদিবাসীরা সংগ্রাম করেছে। ঔপনিবেশিক প্রতারণার বিরুদ্ধে বর্ণশ্রেষ্ঠ ক্রিওলও বিদ্রোহ করেছে। আদিবাসীরা লা পাজ নয় মাস অবরোধ করে রাখে। দেশের অর্ধেক মানুষ অনাহারে বা আগুন লাগানো তীর ও বর্শার আঘাতে মারা পড়ে। কিন্তু কোনো সময়ই দেশবাসীকে এই বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করা যায়নি। ক্রিওল সম্প্রদায় বর্ণশ্রেষ্ঠ—স্পেনীয় শাসনের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই ক্ষমতার। দেশের সাধারণের মুক্তি তাদের কাছে বড় প্রশ্ন নয়। মেস্তিজো সম্প্রদায় ক্রমবর্ধমান—তারা শাদা বা আদিবাসী কাউকেই সুনজরে দেখে না। আদিবাসীদের মনে পূর্বস্মৃতি। স্পেনীয়দের পর বিস্তৃত ইন্‌কা সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন।

ব্যর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু স্পেনীয় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বলিভিয়ার উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পরিচালক পেদ্রো দমিনগো মুরিল্লো। তিনি আজও দেশের জাতীয় নেতার আসন পান। পেরুর ইয়াকুচোর যুদ্ধে ভবিষ্যত পুরোপুরি নির্ধারিত হলেও, এই বলিভিয়াতেই স্পেনীয় রাজতন্ত্রের সঙ্গে শেষ সংগ্রাম হয়। আন্তনিও যোশ দ্য সুক্রি তাঁর কলম্বিয়ার সেনাদল নিয়ে তুমুস্লা-র যুদ্ধে স্পেনীয় রাজকীয় বাহিনীকে পরাজিত করেন। 'আলতো পেরু' পাল্টে দেশের নাম মুক্তিযোদ্ধা সাইমণ বলিভার-এর নামে রাখা হয়। তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু বলিভার সুক্রিকে বলিভিয়া শাসনের ভার দেন। সুক্রির একনায়কত্ব ও তাঁর কলম্বিয়ার সেনাবাহিনীর স্বেচ্ছাচার দেশের মানুষের অসন্তোষের কারণ হয়। সুক্রি পালাতে বাধ্য হন।

সান্তা ক্রুজ ছিলেন করিতকর্মা পুরুষ। পিতা স্পেনীয়, মা ছিলেন আদিবাসী। সুক্রির তিনি সহকর্মী হলেও তিনিই বলিভিয়ার প্রথম যোগ্য শাসক। অস্থায়ীভাবে বলিভিয়া ও পেরুর সংযুক্তি ঘটান। কিন্তু শেষপর্যন্ত পেরুর শত্রুতা ও চিলির সশস্ত্র আক্রমণে কনফেডারেশন ভেঙ্গে পড়ে। সান্তা ক্রুজ ক্ষমতাচ্যুত হন ও ইয়োরোপ পাড়ি দেন। বলিভিয়ার অন্যতম নির্মম শাসক ছিলেন জেনারেল মারিয়ানো মেলজারিজো। স্পেনীয় রাজতন্ত্রের অবসান হলেও এক একজন শাসক অল্প সময়ের জন্যে ক্ষমতায় এসে নির্মমভাবে দেশ শাসন করেছেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় বলিভিয়ার মূল ভূখণ্ড ছিল ৯০৪,৯৫২ বর্গ মাইল। আটাকামা মরুর খনিসম্পদ ও প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলবর্তী দুশো মাইল কালক্রমে অন্য পাঁচটি দেশের কাছে হারাতে হয়। পেরু, চিলি, আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়া ও ব্রেজিল বলিভিয়ার ভূমি গ্রাস করে। যুদ্ধে চিলির সঙ্গে হেরে যাওয়ায় বলিভিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে আন্তাফাগাস্তা বন্দর সহ আটাকামা মরুর নাইট্রেট সমৃদ্ধ অঞ্চল হাত ছাড়া হয়ে যায়।

নির্মম শাসন থেকে বলিভিয়ার নিস্তার নেই। অবস্থার পরিবর্তনে দৃশ্যপটের শুধু পরিবর্তন হয়েছে। এক একজন নিষ্ঠুর শাসকের তৈরি রক্তাক্ত পটভূমির ওপর পরবর্তী শাসকের রক্তস্রোতে ইতিহাসের পাতা ভরাট।

স্বাধীনতার পর ছোট বড় একশো পচাত্তরটি বিদ্রোহ বা বিপ্লব হয়েছে। গড়ে এক বছরও কোনো স্থায়ী সরকার বলিভিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নায়কই শুধু বদলায়। আশার বাণী নিয়ে নতুন শাসক ক্ষমতায় বসেছেন। শক্তি সংহত করেই পূর্বসূরীর পথ অনুসরণ করেছেন। আজ জেনারেল ওভান্দো দেশের উপদ্রুত অঞ্চলে নাপাম বর্ষণ করছেন। খনি শ্রমিকদের ওপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ ও অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছেন, কিন্তু এই মানুষটিকেই প্রেসিডেন্ট পাজ-এর সামনে রুখে দাঁড়াতে দেখা গেছে এই সেদিন। স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে অস্বীকার করলে উদ্যত রিভালভারের মুখে প্রেসিডেন্ট পাজকে আটকে ধরে জেনারেল ওভান্দো বলেছিলেন, 'I am going to take you to the cemetery or the airport, whichever you prefer.'

পিজারো থেকে জনসন একই নিয়মে চলে। স্পেনীয় ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মার্কিনী নয়া উপনিবেশের শৃঙ্খল। বাইবেল-এর ভূমিকায় আজ জন কেনেডির এলায়েন্স ফর প্রোগ্রেস।

ল্যাতিন আমেরিকা সম্পর্কে বেশির ভাগ মানুষের স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। অনেকে জানেন এখানে শুধু বিস্তৃর্ণ গোচারণ ভূমি, পাহাড়, চিরতুষার আর অগম্য বনাঞ্চল, বন্য জাতি, অজানা জন্তু নানা সরীসৃপ আর পোকামাকড়, এমন চওড়া নদী অপর পারের তটরেখা দেখা যায় না। কারো কারো ধারণা এখানে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ শুধু এখন বিদ্যমান। আজটেক আর ইনকা সভ্যতার অবলুপ্ত শহর আজও অনাবিষ্কৃত। প্রাচীন মানুষের আজ আর অস্তিত্ব নেই। আর এক শ্রেণীর চোখে ভাসে হলিউডের প্রভাব। অর্ধসত্য ও বিকৃত কাহিনীর

ওপর নির্ভরশীল সম্পূর্ণ পৃথক চিত্র। ঘোড়া আর পিস্তল, চাবুক আর গোলটুপি, অবাধ্য মানুষের হানাহানি, রক্তপাত ও অর্ধউলঙ্গ নারীদেহের রম্য দৃশ্যকাব্য। কোনো কিছু ইতিহাসভিত্তিক নয়।

গোটা আমেরিকা মহাদেশটি আবিষ্কৃত হয়েছে প্রায় পাঁচশো বছর আগে। আতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিত এই মহাসাগরটি দু'টি ভৌগোলিক ভাগে বিভক্ত—উত্তর আমেরিকা আর দক্ষিণ আমেরিকা। রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এই বিভাগ লক্ষ করবার। মহাদেশের উত্তরাংশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা-কে নিয়ে পৃথক ভূখণ্ড মূলত ইংরেজীভাষী। অন্য দিকে বাকি মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চল প্রধানত স্প্যানীশভাষী। মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো থেকে শুরু করে আর্জেন্টিনা ও চিলি পর্যন্ত সর্বত্র এই একই ভাষা। একমাত্র ব্রেজিল ও হাইতি ছাড়া আঠারোটি দেশের ভাষা স্প্যানীশ। ব্রেজিলে পর্তুগীজ ভাষা, হাইতিতে ফরাসী। আট মিলিয়ন বর্গ মাইল ব্যাপী অঞ্চল নিয়ে ল্যাতিন আমেরিকা। একমাত্র ব্রেজিলই পঁয়ত্রিশটি গ্রেট ব্রিটেনের মত দেশকে জায়গা দিতে পারে। পশ্চিম গোলার্ধে আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে এই বিস্তৃর্ণ, বিপুল দক্ষিণ আমেরিকা যেন পৃথক একটি মহাদেশ। ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করে ল্যাতিন আমেরিকা যেন মহাদেশের মধ্যে মহাদেশ।

ল্যাতিন আমেরিকার প্রায় সমস্ত দেশের জাতীয় স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক জীবনের আশ্চর্য মিল। উচ্চারণে সামান্য টান থাকলেও একই ভাষা। একই পোষাক ও আচারব্যবহার মূলত এক। তবু আর্জেন্টিনার লোক আর্জেন্টিনার-ই। সামান্য ফুটবল খেলা নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। অথচ অনুসন্ধানে প্রকাশ পাবে, পরস্পরে তারা পলাতক ইতালিয়ন বা স্পেনীয় মাতাপিতার পৌত্র বা প্রপৌত্র। শত শত বৎসর ধরে স্পেনীয় ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনকারী ও ভাগ্যান্বেষীদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের মিশ্রণে এই মিশ্রিত মানবগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। মিশ্রিত এই মানবগোষ্ঠীই মেস্তিজো নামে পরিচিত।

রক্তের কৌলিন্যে সচেতন এক শ্রেণী যারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে শ্বেতাঙ্গ থেকেছে, সেই বিশুদ্ধ স্পেনীয়দের বলা যায় ক্রিওল। ল্যাতিন আমেরিকার মিশ্রিত মানবগোষ্ঠীর এই ক্রমশ বিবর্তন দ্রুত বা কোথাও ধীর গতিতে হয়েছে। এই ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটেছে অসমভাবে—আগে পিছে। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের এই নিদর্শন হিসাবে আমরা দেখতে পাই ইকায়েডর-এর অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা দশ ভাগ শ্বেতাঙ্গ, উনচল্লিশ ভাগ আদিবাসী আর একচল্লিশ ভাগ মিশ্রিত বা মেস্তিজো। কলম্বিয়ার অধিবাসীদের শতকরা আটষট্টি ভাগ মিশ্রিত আর মেস্তিজো, বিশ ভাগ শেতাঙ্গ, সাত ভাগ আদিবাসী ও পাঁচ ভাগ নিগ্রো। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের সঙ্গে মিশ্রণে যে মেস্তিজো সম্প্রদায় গড়ে উঠলো—তার মধ্যেও পার্থক্য কিছু কিছু রইলো। একমাত্র আর্জেন্টিনা, উরুগুয়া ও কস্তা রিকায় আশী ভাগ শেতাঙ্গ। আর্জেন্টিনায় শেতাঙ্গরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চেয়েছে। আদিবাসী যাযাবর প্যাম্পা ও পাতাগোনীয়া-রাও শেতাঙ্গ চাপ রোধ করতে চেয়েছে। বলিভিয়া, ইকোয়েডর ও গুয়াতেমালায় প্রাচীন আদিবাসী আজও শতকরা ষাট ভাগ। বাকি চল্লিশ ভাগের মধ্যে ক্রিওল ও মেস্তিজো সম্প্রদায়। পশ্চিমী প্রভাবে ক্যাথলিক ধর্মকে দেশবাসী গ্রহণ করেছে কিন্তু প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস অবলুপ্ত নয়। ভুট্টা রোপণের সময় গুয়াতেমালার চাষী ভার্জিণ মেরীর ভজনা করে, তবু অনাবৃষ্টি দেখা দিলে প্রাচীন মায়া সভ্যতার বৃষ্টির দেবতা 'চাক-মোল'র উপাসনা করতে দেখা যায়।

অনুমান করা হয়, তুষার যুগে উত্তর-পূর্ব এশিয়া ও আলাস্কা যখন একত্রে ছিল, যাযাবর শিকারীরা এই পথে এই মহাদেশে যুগ যুগ ধরে এসেছে। ভাষা, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির বদল হয়েছে কিন্তু কালো চুল, কালো চোখ ও বাদামী-হলদে চামড়ার কোনো পরিবর্তন হয়নি। জেলে ও শিকারী মানুষ হঠাৎ একদিন ভুট্টা শস্যের সন্ধান পেল। এ এক যুগান্তকারী ঘটনা। মেক্সিকোতে ভুট্টা আর ধান শস্যকে কেন্দ্র করে এক স্থায়ী সমাজ গড়ে উঠে। ক্রমাগত স্থান

পরিবর্তনের অভ্যাস ফসলের আকর্ষণে স্তিমিত হয়। ঋতুবন্দনা, প্রাকৃতিক দেব-দেবতার উপাসনা ও পুরোহিত শ্রেণীর আবির্ভাব। এই ভাবেই মেক্সিকোর মধ্য উপকূলে তিয়োতিহুয়াকান সভ্যতা গড়ে ওঠে। সেই প্রাচীন স্থাপত্যশিল্প, চিত্রকলা ও দিনপঞ্জিকার ধ্বংসাবশেষ আজও বিস্মিত করে। দেবতা কুয়েতজালকোট-এর মূর্তির (একটি পালক বিশিষ্ট সরীসৃপ, যিনি মানুষকে প্রথম কৃষি ও শিল্প শিক্ষা দেন) নিখুঁত চিত্র উৎসাহী মানুষকে নির্বাক করবে। দেবতা রূপে পূজিত কুয়েতজালকোট আজও পূজা পান। ডি. এইচ. লরেন্স-এর 'প্লামপড্ সারপেণ্ট'-এ এই দেবতার উল্লেখ আছে।

তিয়োতিহুয়াকান সভ্যতা কালক্রমে উত্তরের যুদ্ধবাজ যাযাবর শ্রেণীর মানুষের চাপ সহ্য করতে পারেনি। এই অবাধ্য মানুষেরা দেবতা কুয়েতজালকোট ও স্থানীয় সাংস্কৃতিক জীবনকে মোটামুটি মেনে নিলেও দেশের পুরোহিত শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। দেবতার পুজোয় মানুষ বলি চাই—নিতান্তই এক আধা রাজনৈতিক চাল। পুরোহিতদের হাত থেকে ক্ষমতা ক্রমে শক্তিশালী দলপতির হাতে সরে গেল। অবাধ্য যাযাবর এই দলগুলির মধ্যে 'তলতেক'-এর নাম আগে করতে হয়। এরাই তুলা নগর স্থাপন করে। কিন্তু ক্রমে নতুন নতুন দলের চাপে এরাও শক্তি হারায়। যুদ্ধবাজ এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে 'আজটেক' সবচেয়ে শক্তিশালী ও শেষ সম্প্রদায়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আজটেক সম্প্রদায় প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহাবস্থান মেনে নেয়। স্বকীয় শহর 'তিনোকৃতিকলান' প্রতিষ্ঠা করে। সৃষ্টি হয় নিজস্ব পতাকা—ঈগল একটা সাপকে কাকটাস উদ্ভিদের ওপরে ফেলে গোগ্রাসে গিলছে। লোক-কাহিনী হলো, ইনিই আজটেক-দের রক্ষাকর্তা দেবতা, শহর নির্বাচনের জন্যে ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন।

যুদ্ধ, নেতৃত্ব ও সাম্রাজ্য বিস্তারে অস্থির আজটেকগোষ্ঠী ক্রমে গোটা মেক্সিকো অধিকার করে। তিনোকৃতিকলান হয়ে ওঠে সুরম্য শহর।

মন্দির ও প্রাসাদ সুদৃশ্য রোম ও কনস্তানতিপোলকেও যেন হার মানায়।

ওদিকে হাজার হাজার মাইল ব্যাপী আন্দিজ পর্বতমালায় চিত্তাকর্ষক ইন্‌কা সভ্যতা গড়ে উঠেছে। সে বিস্ময়কর সভ্যতার উত্থান ও পতনের সামান্য পরিচয় ইতিপূর্বে প্রসঙ্গক্রমে আমি বর্ণনা করেছি।

সময় অতিবাহিত হয়। ইয়োরোপে মশলার চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। স্পেনীয় ও পর্তুগীজ ফেরী তখন এই মশলার সন্ধানে দিকে দিকে অভিযান পরিচালনা করছে। কলম্বাসের নেতৃত্বে স্পেনের কয়েকটি জাহাজ আতলান্তিক মহাসাগর উপকূলবর্তী দ্বীপের সন্ধান পেয়েছে। স্পেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রথম শিবির স্যান্ত্‌ দোমিনগো। ক্রমে স্পেনীয় অভিযাত্রী দখল করেছে কিউবা, জ্যামাইকা, পোর্তো-রিকো। আমেরিগো ভেসপুচি ও ফার্দিনান্দ মেগেল্লানের অভিযান সার্থক হয়েছে। আবিষ্কৃত হলো ভেনেজুয়ালা আর আমাজাণ। মুক্ত পথ ফ্লোরিডা ও রিভার প্লেট। পর্তুগীজ ফেরী ব্রেজিল পৌঁছেছে।

ঔপনিবেশিক অধিকারে অধৈর্য অভিযাত্রীদের সঙ্গে এলো স্পেনের সাধারণ মানুষ। তারা নতুন পৃথিবীতে বাসযোগ্য ভূমি ও ভাগ্যান্বেষণে এসেছে। সঙ্গে আনে গম, গরু, ঘোড়া, ছাগল আর আঙুর। আরও সঙ্গে এনেছে লাঙ্গল, ভুট্টার বীজ, টমেটো ও আলু। তামাক আর টার্কী পাখী। পানামা আবিষ্কৃত হয়েছে। মেক্সিকোর স্বর্ণস্তূপ কোর্টিজ্‌-এর কানে পৌঁছেছে। দেখতে দেখতে কালিফর্নিয়া থেকে মধ্য চিলি পর্যন্ত স্পেন তার সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে।

কলম্বাস যখন বর্তমান হাইতির কাছে আসেন, তখন স্থানীয় মানুষকে তিনি ভারতীয় বলে ভুল করেছিলেন। মনে করেছেন ভারতে পৌঁছোনোর পশ্চিম পথ তিনি আবিষ্কার করেছেন।

স্থানীয় মানুষ কলম্বাসকে মুগ্ধ করে। অনুগত শান্ত দেশবাসী। নির্লোভ। দেশ প্রাচুর্যে ভরা। সোনার অলঙ্কার। অজানিত এই

নতুন দেশের মানুষের চেহারা সুন্দর। প্রিয়দর্শিনী নারী—অভিযাত্রী-দলকে সম্পূর্ণ হতবাক করে

কলম্বাস নিজের বিজয় অভিযানের কাহিনী জানাতে স্পেনে ফিরে যান। আবিষ্কৃত এই নতুন দ্বীপে রেখে গেলেন অভিযাত্রীদলের কিছু নাবিক স্বর্ণসঞ্চয়ে। দেশবাসীর সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে। উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে এসেছেন পর-বছর। সঙ্গে শতাধিক স্পেনের মানুষ। নতুন পৃথিবীতে তারা বসতি স্থাপন করবে। সঙ্গে ছিল ঘোড়া ও অন্য গৃহপালিত পশু। শস্যের বীজ ও গাছের চারা। কিন্তু তটভূমিতে এসে কলম্বাস থমকে দাঁড়িয়েছেন। দৃশ্যপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি প্রত্যক্ষ করেন তাঁর অভিযাত্রী চুয়াল্লিশ জন নাবিকই নিহত হয়েছে। সোনার দ্বীপ শ্মশান হয়েছে। সরল ও নম্র সাধারণ মানুষের চোখে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দৃষ্টি। ক্রমে জানতে পারেন, তাঁর অভিযাত্রী লোভী ও নিষ্ঠুর নাবিকদের স্বর্ণ ও নারী লুণ্ঠন এমন ভয়াবহ রূপ নেয় যে, এই নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় দেশবাসী শেষপর্যন্ত মরিয়া হয়ে স্পেনীয় পুরুষসিংহদের আক্রমণ করে হত্যা করেছে।

পূর্বের বিশ্বাস আর কলম্বাস ফিরিয়ে আনতে পারেননি। তাঁর নিজের সহযাত্রীরাই বিদ্রোহ করেছে। ধনদৌলত ও স্ত্রীলোকের জন্যে তারা ব্যাকুল। ব্যর্থ হয়েছেন কলম্বাস। স্পেনের রাজসভা অপরিমিত ও অনিয়মিত স্বর্ণ সরবরাহে ক্ষুব্ধ। রাণী ইসাবেলার মন পাননি কলম্বাস। হতভাগ্য মানুষটি রাণীর সাহায্য ও সমর্থন পাবার জন্যে পাঁচশত ক্রীতদাস পাঠালেও জাহাজেই বেশির ভাগ মারা পড়ে। বাকিরা স্পেনে পৌছে মারা গেল।

ঔপনিবেশিক অভিযান তবু চলতে থাকে। দিনে দিনে স্পেন ক্যারাবিয়ন অঞ্চলে ঢুকতে চেষ্টা করে। স্থানীয় আদিবাসীদের মেরে তাড়ায় ও ভয়াবহ শ্রম করিয়ে বংশ কমিয়ে আনে। আখের ক্ষেত বিস্তারলাভ করেছে। কিন্তু সোনা কই? স্বর্ণান্বেষী শকুন ক্যারাবিয়ন ছেড়ে মেক্সিকোর পথে যাত্রা শুরু করে। স্বর্ণ সংগ্রহে বীভৎস নির্দয় তালাশ শুরু হলো।

স্বর্ণান্বেষী হেরনান্দ, কোটিজ কিউবার তটভূমি ছেড়ে যেদিন অজ্ঞাত পৃথিবীর উদ্দেশে যাত্রা করেন, তখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ ক্ষুরধার বুদ্ধি-সম্পন্ন এই মানুষটির সাহসও ছিল দুর্জয়। প্রথমে অভিযাত্রী দল নিয়ে তিনি যে দ্বীপে নামেন তার নাম কুজমেল। কোটিজ বিদ্যুৎবেগে আক্রমণ চালিয়ে স্থানীয় মন্দির ধূলিসাৎ করে সেখানে 'ভার্জিন ও শিশু'র ছবি টাঙালেন। উপকূলবর্তী অঞ্চলে লুণ্ঠিত ধনদৌলত আকর্ষণীয় কিছু নয়, তবে এখানে কোটিজ এক আশ্চর্য মানুষের সন্ধান পেলেন। তাঁর ঠোঁটে নির্ভুল স্প্যানীশ উচ্চারণ শুনে কোটিজ বিস্ময়োক্তি করেন,

—আপনি!

—আমি জারোনিমো দ্য আগুইলার।

স্বাস্থ্য শ্রীহীন। মানসিক শক্তিও নিঃশেষিত। কোটিজ লুণ্ঠিত ধন-দৌলতের সঙ্গে এই আগন্তুককেও জাহাজে নিয়ে আসেন।

জারনিমো দ্য আগুইলার প্রায় সাত-আট বছর আগে ডেরিন থেকে ফেরার পথে সাথীদের সঙ্গে সাইক্লোনের মধ্যে পড়েন। কিছু সহযাত্রীর সঙ্গে তিনি সমুদ্র সাঁতরে ইউকাতান-এর তটে প্রাণ নিয়ে পৌঁছোতে পেরেছিলেন, কিন্তু স্থানীয় মানুষের হাতে ধরা পড়েন। একমাত্র আগুইলার কোনোক্রমে পালাতে সক্ষম হন, স্থানীয় আদিবাসী পুরোহিতের ধর্মীয় বেদীতে অন্য সবাইকেই পূজার বলি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

তবে আগুইলার বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। এক শক্তিশালী রাজকুমারের হাতে ধরা পড়েন। কল্পনাতীত নিগ্রহ চলে প্রথমে। নির্দয় অত্যাচার দিনের পর দিন। আগুইলার-এর সহ্যশক্তি ও সাহসে পরে রাজকুমার মুগ্ধ হন। আগুইলার-কে মুক্ত করে দিয়ে উপহার হিসাবে এক সুন্দরী রমণী প্রেরণ করলেন। কিন্তু আগুইলার নিজে পুরোহিত ও আপন ধর্মে অবিচল। রাজকুমার এই মানুষটির ওপর উত্তেজক লোভ ও জৈবিক প্রবৃত্তির নানা ছলাকলার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। আগুইলার তবু অবিচল। রাজকুমারের

এই অনন্যসাধারণ মানুষটির প্রতি এইভাবে পরিপূর্ণ বিশ্বাস জন্মায়। আগুইলারকে নিজের হারেমের অধ্যক্ষের পদে বসান। মুক্ত আগুইলার তবু অদৃশ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সমস্ত পথই তাঁর রুদ্ধ।

কোটিজ এই মানুষটিকে নিজের অন্যতম সাথী হিসাবে গ্রহণ করলেন। অজ্ঞাত দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে আগুইলার-এর সাহায্য যথেষ্ট কাজের হবে বুঝতে পারেন।

ছোটখাটো দলবল নিয়ে কোটিজ তাবাস্কো এসেছেন তারপর। স্থানীয় আদিবাসীদের এক বৃহৎ বাহিনীর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হলো। অশ্বপৃষ্ঠে স্পেনীয়দের দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় আদিবাসী যোদ্ধারা পিছু হটে। ইতিপূর্বে এই অদ্ভুত জানোয়ার তারা কখনও দেখেনি। অশ্বারোহী স্পেনীয়দের তারা বৃহদাকার দানব হিসাবে মনে করেছে। রণক্ষেত্র ছেড়ে তারা পালায়। পরদিন ভিন্ন মনোভাব নিয়ে ফিরে আসে। আনে উপঢৌকন। লোভনীয় বিবিধ দ্রব্যের মধ্যে কুড়ি জন সুন্দরী রমণী কোটিজকে উপহার দেয়। আজটেক এক রাজকুমারী মেলিঞ্চি ছিলেন তার মধ্যে পরমাসুন্দরী। কোটিজ মুগ্ধ হন। নাম পাল্টে এই সুন্দরীকে ডাকলেন—মেরিনা।

সামান্য সময়ের মধ্যে কোটিজ মেরিনা-র অনন্যসাধারণ পরিচয় পেয়েছেন। মেক্সিকোর নানা উপজাতিদের ভাষায় এই তরুণীর নিখুঁত জ্ঞান। দোভাষী হিসাবে মেরিনার প্রয়োজন কোটিজ বুঝতে পারেন। মেরিনা কোটিজ-এর সেক্রেটারী হিসাবে কাজে নিযুক্ত হন। প্রথম থেকেই তিনি কোটিজ-এর বিশেষ অনুগত। অসাধারণ বুদ্ধিমতী, পরমাসুন্দরী এই রমণী পরবর্তী অভিযানে স্পেনীয় বাহিনীকে নানা-ভাবে রক্ষা করেছেন, আবার নিজের দেশবাসীকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচিয়েছেন। ক্রমে মেরিনাকে ভালবেসেছেন কোটিজ। কোটিজ বিবাহিত ছিলেন, মেরিনাকে বিবাহ করেননি। মেরিনার গর্ভে তাঁর এক পুত্র সন্তান হয়। তার নাম ডন মার্টিন।

অভিযাত্রীদল অগ্রসর হয়। তুষারাবৃত ওরিজাবা পর্বতমালা দৃষ্টি-

গোচর হয়। কালক্রমে বর্তমান ভেরা-ক্রুজ বন্দরের সামনে কোটিজ তাঁর জাহাজ নোঙর করেছেন।

প্রবল পরাক্রান্তশালী আজটেক সম্রাট মনতেজুমা-র নাম ইতিপূর্বে স্পেনীয়দের শোনা ছিল। এদিকে সম্রাট মনতেজুমা শ্বেতাঙ্গ ভগবান কুয়েতজালকোট-এর আবির্ভাব আশা করছিলেন। কোটিজ-এর বার্তা নিয়ে প্রাসাদের দূত পৌঁছে যায়। সম্রাটকে কুয়েতজালকোট দূতের আগমনবার্তা জ্ঞাপন করে। সম্রাট মনতেজুমা এই বার্তা শুনে উপহার প্রেরণ করলেন।

কোটিজ সেই বর্ণনাতীত উপঢৌকন ও উপহারের স্তূপ প্রত্যক্ষ করে সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে যান। উপলব্ধি করেন, স্পেন অতুলনীয় স্বর্ণস্তূপ ও ঐশ্বর্যের যে অজ্ঞাত দেশের স্বপ্ন দেখেছে এতদিন, এই সেই দেশ। নির্মম ও কঠোর বাধাবিপত্তি সামনে যাই থাক, এই দেশ জয় করতেই হবে।

কোটিজ সম্রাট মনতেজুমাকেও উপহার প্রেরণ করেন। কিন্তু সম্রাটের প্রেরিত উপঢৌকনের তুলনায় সে নিতান্তই হাস্যকর। কোটিজ দূতের হাতে বার্তা পাঠান, সম্রাট মনতেজুমা-র সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে তিনি মেক্সিকো ত্যাগ করবেন না।

চতুর কোটিজ ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন সম্রাট মনতেজুমা যত পরাক্রমশালীই হোন, বিরোধী উপজাতি ও শক্তিশালী অবাধ্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনি যুদ্ধে লিপ্ত। পূজার বেদীতে নিয়মিত নরবলির প্রয়োজনে ভয়াবহ মানুষের তালাশে বিরোধী উপজাতীদের সঙ্গে সংঘর্ষ লেগেই আছে। কুশলী কোটিজ আজটেক সম্রাট বিরোধী তোতোনাকোস উপজাতিকে নিজের দলে টানলেন। দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশপথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে হয়।

কোটিজ পৌঁছোলেন কেম্পোয়ালা। নিখুঁত সাজানো শহর। আকর্ষণীয় গোলাপের বাগান, চওড়া রাস্তা ও বিস্ময়কর অট্টালিকা অভিযাত্রীদের মুগ্ধ করে। দুরারোহ, দুর্গম ও অজানিত দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় হাজারো বাধা, অনেক বিপদ। প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর

হাতছানি। লোভাতুর অভিযাত্রীদের মধ্যেই বিদ্রোহের পদধ্বনি আরও একটি গুরুতর সমস্যা। মন স্থির করেছেন কোর্টিজ। অনেক ভেবে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক দুঃসাহসী পরিকল্পনা, সম্পূর্ণ বিস্ময়কর কৌশলের দৃষ্টান্ত আর নেই। কোর্টিজ অভিযাত্রীদের বোঝালেন, এই নতুন পৃথিবী জয় করতেই হবে। পিছু হটা অসম্ভব। যুদ্ধে জয়লাভ বা রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা নেই। সঙ্কল্পে দৃঢ় ও লক্ষ্যে অবিচল অভিযাত্রীদের আরও বেপরোয়া ও দুর্মদ করে তোলবার জন্যে কোর্টিজ পেছনের সমস্ত আকর্ষণ ধ্বংস করে দিলেন। সংবাদ প্রেরণের এক ক্ষুদ্র তরী রেখে কোর্টিজ তাঁর সমস্ত জাহাজ ও জলযান ধ্বংস করলেন।

পর্বতারোহণ শুরু হয়। খাড়াই পর্বতগাত্রে ভারী কামান তোলা সে এক দুঃসাধ্য কাজ। মালপত্রে বোঝাই হয়ে এবড়ো-খেবড়ো কঠিন দীর্ঘ পাথুরে পথে মানুষ ও ঘোড়ার অনির্ণীত পথপরিক্রমাও নিদারুণ ক্লেশকর। তালাক্সকালান নগরের উপকণ্ঠে স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে একটা ছোটখাটো সংঘর্ষ হলো। কোর্টিজ পরে তাদের সঙ্গে মিত্রতা করলেন।

এই ভাবেই কোর্টিজ তলতেকস সম্প্রদায়ের পবিত্র শহর চলুলা-তে পৌঁছেছেন। কুয়েতজালকোট পিরামিড—এক অবিশ্বাস্যকর দৃশ্য। সাজানো শহর। চওড়া এভিনিউ। ব্যস্ত যানবাহন।

মন্দিরসংলগ্ন প্রকাণ্ড চত্বরে কোর্টিজ তাঁবু ফেলেন। কোর্টিজ শহরের মানুষের মনোভাব জানতে চান। মেরিনা রাতের অন্ধকারে গোপনে তাঁবু ত্যাগ করে যান। কোর্টিজ-এর কাছে চলুলা-র গোপন অভিসন্ধি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। মেরিনা বলে—শহর অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে স্পেনীয় অভিযাত্রীদল আক্রান্ত হবে। চলুলা-র মানুষ গোপন আক্রমণ প্রস্তুতি চালাচ্ছে। নগর উপকণ্ঠে তারা ওৎ পেতে থাকবে।

কোর্টিজ কোন সময় নষ্ট করেননি। বিদ্যুৎবেগে অতর্কিত আক্রমণ চালালেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কারো রেহাই নেই। মন্দির ও পিরামিড ধূলিসাৎ করে ক্রুশচিহ্ন ঝুলিয়েছেন। দৃকপাতহীন লুণ্ঠন ও

অগ্নিসংযোগ—চলুলা বিধ্বস্ত হলো। এই সময় সম্রাট মনতেজুমা-র দূত এসে পৌঁছোয়। সম্রাট স্পেনীয় অভিযাত্রীদের আজটেক রাজধানী তিনকতিকলান-এ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

তিনকতিকলান কোটিজকে মুগ্ধ করে। সম্পূর্ণ নির্বাক করে দেয়। আজটেক সভ্যতার চূড়ান্ত সাফল্যে স্পেনীয় অভিযাত্রীরা প্রথমে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে। চওড়া প্রশস্ত রাজপথের দুদিকে সুরম্য অট্টালিকা, পানীয় জল মাটির পাইপে পাহাড় থেকে শহরে এসেছে। ঝরণা আর ফুলের বাগান। পথে সুন্দর পোশাকে কৌতূহলী মানুষের ভিড়। সে এক বিচিত্র শোভা।

সম্রাট মনতেজুমার নিজস্ব কতগুলো প্রাসাদ। দূরদূরান্ত থেকে সংগৃহীত হাজারো রকমের পাখি আর পায়রা। চিড়িয়াখানা। জানোয়ার ও বিচিত্র সরীসৃপের বিপুল সমাবেশ। তাঁর চূড়ান্ত নির্দয় শাসনের নিষ্ঠুর সংগ্রশালাটি ভয়াবহ।

হারেম আর এক অন্যতম আকর্ষণ। প্রতি সুন্দরীর পৃথক গৃহাঙ্গণ। স্নানের বিচিত্র কায়দাকানুন। স্বর্ণাধারে সুগন্ধী টলটলে জলের ওপর অবিশ্রান্ত ফোয়ারার অস্থিরতা। রাজা নিজে দিনে চারবার পোশাক পরিবর্তন করেন। একবার যে পোশাক ত্যাগ করেন সেটি আর ব্যবহার করেন না। অনুগত ভৃত্যদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ধন্য করেন। পালা করে সম্ভ্রান্ত আজটেক পুরুষসিংহেরা রাজার ভৃত্যের কাজ সানন্দে মেনে নেন।

সম্রাট মনতেজুমা-কে স্বয়ং অষ্টম হেনরীও ঈর্ষা করবেন নিশ্চয়ই। একা খেতে বসতেন মনতেজুমা। সামনে শতাধিক স্বর্ণাধারে খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত। খাদ্য আনা-নেওয়ায় সম্ভ্রান্ত আজটেকরা ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু খাদ্য পরিবেশনায় নিখুঁত স্বাস্থ্যের অতি সুন্দরী মেয়েদেরই শুধু ব্যবহার করা হয়। সোনার টেবিল, নিয়মিত ব্যবধানে সুগন্ধী আগুনের আলো। কখনও শুরু হয় ভোজবাজি বা ম্যাজিক। কখনও ভাড়ামী। নাচ দেখতে কোনদিন রাজা ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

পবিত্র বেদীতে আজটেক ঈশ্বরকে কোটিজ প্রত্যক্ষ করেছেন।

স্বয়ং সম্রাট তাঁর সঙ্গে ছিলেন। দুঃসাহসী কোর্টিজ নরবলির বেদী দেখে চমকে উঠেছেন। দেহ থেকে বিযুক্ত মানুষের হৃদপিণ্ডের স্পন্দন তখনও থামেনি। রক্তাক্ত আলখাল্লায় নির্দয় পুরোহিতের পূজা কোর্টিজকে স্তব্ধ করে দেয়।

আরও বিস্ময় অপেক্ষায় ছিল। সম্রাটের ব্যক্তিগত ধনভাণ্ডারের সামনে এসে কোর্টিজ নির্বাক হয়ে যান। পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যের যেন একত্র সমাবেশ। স্বর্ণস্তূপ, মণি-মাণিক্য ও বিবিধ দ্রব্যসামগ্রীর বিপুল পাহাড়। কোর্টিজ সম্রাট মনতেজুমাকে বন্দী করাই ঠিক করলেন। দুঃসাহসী পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে কোর্টিজ মনতেজুমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। অতিথিদের আদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন সম্রাট। নিজের একটি কন্যাকে কোর্টিজ-এর সঙ্গে বিবাহ দিতে চেয়েছেন। কোর্টিজ বলেছেন—কিউবায় আমার বিবাহিত স্ত্রী বর্তমান, আমার ধর্মে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। কথাবার্তা দোভাষী মেরিনার মাধ্যমেই হয়। কোর্টিজ-এর এই উক্তি যখন মেরিনা সম্রাট মনতেজুমাকে স্থানীয় ভাষায় জানান, মেরিনার মনের কেমন লেগেছিল আন্দাজ করা কঠিন.

কোর্টিজ সম্রাট মনতেজুমাকে তাঁর শিবিরে আমন্ত্রণ করলেন। সম্রাট বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কোর্টিজ-এর একজন অনুচর হঠাৎ মন্তব্য করে, 'এঁকে বন্দী করুন। বাধা দিলে হত্যা করুন। সময়ই শুধু নষ্ট হচ্ছে।' সম্রাট মেরিনার কাছে কথাগুলোর তাৎপর্য জানতে চান। চতুর মেরিনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাখ্যা করলেন। দু'দণ্ড ভেবেছেন সম্রাট। তারপর কোর্টিজের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

স্পেনীয় অভিযাত্রীদের শিবিরে জনতার ভিড়। সম্রাট মনতেজুমা কোর্টিজ-এর এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করায় ক্ষুব্ধ। সম্রাট উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করবার চেষ্টা করেন। জনতা প্রত্যক্ষ করে সম্রাট মনতেজুমা যেন শেতাঙ্গ এই অভিযাত্রীদের ক্রীড়নক। ভয়াবহ জানোয়ার শত্রুর খাঁচায় বশ্যতা স্বীকার করেছে।

তার পরের ঘটনা আশ্চর্যরকম নাটকীয়। অশান্ত জনতার

উত্তেজনা বাড়তে থাকে। চীৎকার করে প্রতিবাদ জানায়। সম্রাট মনতেজুমাকে ভীরু, কাপুরুষ ও স্ত্রীলোক আখ্যা দেয়। রাজা জনতাকে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। হঠাৎ ছুটে আসে শাণিত-বর্শা। শুরু হয় পাথর বৃষ্টি। অব্যর্থ তীর ছুটে আসতে শুরু করে।

স্পেনীয় গার্ড ঢাল এগিয়ে সম্রাটকে বাঁচাতে চেষ্টা করেন কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে সম্রাট মনতেজুমা পড়ে যান।

স্পেনীয় পাদ্রী ওলমেদো ক্রুশচিহ্ন হাতে নিয়ে নতজানু হয়ে সম্রাটকে বলেন, এই ক্রুশচিহ্ন আলিঙ্গন করুন। এটি প্রায়শ্চিত্তের প্রতীক।

সম্রাট মনেতেজুমা স্মিত হেসে ক্রুশচিহ্ন সরিয়ে দিয়েছেন,

—আমি আর অল্পক্ষণ জীবিত থাকবো। আমার নিজের ধর্মে আমাকে অবিচল থাকতে দিন।

সম্রাট মনতেজুমা কোটিজের শিবিরেই দেহত্যাগ করেন।

তারপর ?

শুরু হয় বিদ্রোহ আর অভ্যুত্থান। কোটিজও প্রস্তুত। বিশেষ ব্যক্তি বা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়—গোটা দেশবাসীর বিরুদ্ধেই লড়াই। রক্তপাত, অগ্নিকাণ্ড ও হননে উন্মত্ত স্পেনীয় অভিযাত্রীদের সে কল্পনাতীত নির্দয় অভিযান। কোটিজ অশ্বপৃষ্ঠে নিজে এই অভিযান পরিচালনা করছেন। মন্দির, পিরামিড, সুরম্য অট্টালিকা কামানের গোলায় ধূলিসাৎ হতে থাকে। পাথরের সে বিপুল প্রাসাদ গুঁড়িয়ে যেতে শুরু করে। অভিযান তবু থামে না। কোটিজ আহ্বান জানান—সজীব সমস্ত কিছু ধ্বংস করো। আত্মসমর্পণে যারা প্রস্তুত, তাদেরও হত্যা কর। যারা সাহায্য করতে চায় তাদেরকেও পরে নিশ্চিহ্ন কর। তিনোকতিকলান আমি ধ্বংস করে দিতে চাই। আজটেক সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে আমি শুধু ছাই রেখে যাব।

এই হেরনান্দ্ কোটিজের ঐতিহাসিক বিজয় অভিযান।

মেক্সিকোতে স্পেনীয় উপনিবেশ স্থাপনের আখ্যান। আজটেক সভ্যতা ও ঐতিহাসিক তিনোকতিকলান ধ্বংসের সংক্ষিপ্ত নিষ্ঠুর ইতিহাস।

সময় অতিবাহিত হয়। পূর্বসূরীর ঐতিহাসিক নজীর অনুসরণ করে দুঃসাহসী পিজারো যাত্রা করেছেন দক্ষিণে। আজটেক সভ্যতার মত দক্ষিণে তখন ইন্‌কা সভ্যতা। বর্তমান কলম্বিয়া থেকে উত্তর আর্জেন্টিনা ও চিলি পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানেও স্বর্ণস্তূপ ও প্রবল পরাক্রান্তশালী সম্রাট। পিজারোর অভিযান, প্রাচীন সভ্যতার পতন ও স্পেনীয় পতাকা রাজধানী কুজকোতে পৌঁছে দেবার নির্দয় কাহিনী।

লা পাজ-এ প্রাদোর এক অঞ্চলের ভিন্ন্ পরিচয় 'মারিস্কেল সান্তা ক্রুজ'। সব দিক দিয়ে লা পাজ-এর হৃদপিণ্ড বলা চলে। রেস্তোঁরা, বার, কাচে মোড়া আকর্ষণীয় দোকান, নিয়ন আলোর বর্ণনাতীত শোভা আর সেই সঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞাপন—মার্কিনী ছবির চিত্তাকর্ষক হোর্ডিং সবই আছে। কিন্তু এ অঞ্চলের অন্যতম আকর্ষণ সাইমন বলিভার-এর মূর্তি। অশ্বপৃষ্ঠে বীর সাইমন বলিভার। প্রথম দর্শনে সবাইকেই থমকে দাঁড়াতে হবে।

ল্যাতিন আমেরিকার জনগণের জাতীয় মুক্তির মরণপন সংগ্রামের ইতিহাসে এই মানুষটি আজও কোটি কোটি মানুষের প্রাণে সাড়া জাগান। অনেক কিছুই বদলায়, বহু কিছুর পরিবর্তন হবে; ল্যাতিন্ আমেরিকার ইতিহাসে বহু বীরপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে সত্যি, কিন্তু সাইমন বলিভার তুলনাহীন। ইতিহাসের পাতায় কোনো ঐতিহাসিকই এই অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও তাঁর জীবনেতিহাসকে অস্বীকার করতে পারবেন না।

দক্ষিণ আমেরিকাকে স্পেনীয় শাসন-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করবার অন্যতম প্রযোজক কোর্টিজ ও পিজারো। আর সেই তিনশো বছরের শৃঙ্খলকে মুক্ত করে কোটি কোটি জনগণের মনে শৃঙ্খলা আনবার মহান সংগ্রামের অন্যতম রূপকার সাইমন বলিভার।

চিলিতে স্পেনীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিখ্যাত আদিবাসী বিদ্রোহী

যোদ্ধার স্মরণে ‘লতারো লজ’ নামে লণ্ডনে এক সমিতি গঠিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভেনেজুয়ালার বিখ্যাত পণ্ডিত ফ্রানসিস্‌কো দ্য মিরান্দা এই সমিতি স্থাপন করেন। মিরান্দা ছিলেন বহুভাষাবিদ বুদ্ধিজীবী। একজন কুশলী যোদ্ধা ও কূটনৈতিক চালে দক্ষ ব্যক্তি। জন্ম ভেনেজুয়ালার কারাকাস-এ। জীবনও তাঁর বিচিত্র। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের সময় তিনি ছিলেন এক জেনারেল। ইংলণ্ড থাকাকালীন আইরিশ-চিলিয়ান বার্নারদো ও হিগিনি নামে পেরু-র এক শাসনকর্তার জারজ সন্তানের শিক্ষকতা করেছেন। আর্জেন্টিনার য়্যারিস্টোক্রাট ও স্পেনীয় আর্মিতে কর্মরত যোশ দ্য সান মার্টিন-এর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। মার্টিন হয়তো ও হিগিনির প্রভাবেই ‘লতারো লজ’-এর সভ্য হন।

মিরান্দা প্রথমে ভেনেজুয়ালা থেকে দুটি মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। স্পেনীয় উপনিবেশে বৃটিশ ও মার্কিন স্বার্থ থাকায় এই দু’টি দেশের সাহায্য পান। কিন্তু পূর্বাহ্নেই স্পেনীয় সরকার মিরান্দার এই পরিকল্পনার কথা জানতে পারায় মিরান্দার মুক্তি সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। মিরান্দার দ্বিতীয় অভ্যুত্থানও দুর্বল ছিল। মিরান্দার ব্যর্থতা সত্ত্বেও ভেনেজুয়ালায় স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সময় ক্রিওল পরিবারের অন্যতম ধনী সন্তান সাইমন বলিভার জনপ্রিয় নেতা হয়ে উঠছেন। তরুণদের মধ্যে বলিভার প্রভাব বিস্তার করেছেন।

মিরান্দার জন্মের প্রায় তেত্রিশ বছর পর বলিভার কারাকাসে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রথমে তিনি আবাদ অঞ্চলে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতেন। নিজস্ব দল সৃষ্টি করেছেন। বলিভার ছিলেন এক অতুলনীয় ঘোড়সওয়ার। খাটতে পারতেন অসুরের মত। দার্শনিক, ভাবপ্রবণ কবিচিত্তে দেশপ্রেম। ভেনেজুয়ালার র‍্যাডিক্যাল সাইমন রোডরিগো-র কাছে স্পেনীয় কু-শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করবার প্রেরণা পেয়েছেন। রোডরিগো তাঁর গৃহশিক্ষক। বলিভার ইয়োরোপীয় বিভিন্ন মনীষীর লেখা পড়তেন। রুশো তাঁকে

সম্পূর্ণ মুগ্ধ করে। বলিভার সাইমন রোডরিগোর কাছে শপথ নেন, 'স্পেনীয় শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত না করা পর্যন্ত আমার জীবনের কোনো সার্থকতা নেই। আমি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করে যাব।' এই সময় বলিভার-এর সঙ্গে বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত আঁন্দ্রে বেলোর সঙ্গে পরিচয়। তিনিও এক সময় বলিভার-এর শিক্ষকতা করেছেন। পরবর্তীকালে এই মানুষটি চিলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও উনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম কবি ও শিক্ষাবিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

কারাকাস বিপ্লবী পরিষদ সাইমন বলিভার ও আঁন্দ্রে বেলোকে গোপনে লণ্ডনে প্রেরণ করেন। এই দুই অসাধারণ পুরুষ লণ্ডনে মিরান্দার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। বলিভার মিরান্দাকে বলেন,

—আপনিও আমাদের মধ্যে আসুন। নৈতিক সমর্থন ও পরামর্শ যথেস্ট নয়। সক্রিয় আন্দোলনে আপনাকে আমাদের প্রয়োজন।

সাইমন বলিভার-এর সঙ্গে মিরান্দা ভেনেজুয়েলায় ফিরে এসেছেন। তিনি বিপ্লবী পরিষদের ভার নিয়েছেন। কিন্তু মিরান্দার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। প্রবল ভূমিকম্পে কারাকাস ধ্বংস হয়েছে। ভেনেজুয়েলার সংগ্রামী দল ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। মিরান্দার মুক্তিফৌজ থেকে লোক পালাতে শুরু করে। বলিভার-এর হাতে থেকে অন্যতম দুর্গ হাতছাড়া হয়ে যায়। মিরান্দা স্পেনীয়দের হাতে ধরা পড়েন। বলিভার নির্বাসিত হন। মিরান্দা নিক্ষিপ্ত হন কারাগারে। দক্ষিণ আমেরিকার প্রবীন এই বিপ্লবীকে পরে স্পেনে আনা হয়। কারাগারেই দেহত্যাগ করেছেন মিরান্দা।

বলিভার কিছুকাল কুরাকাও-তে অজ্ঞাতবাসের পর আবার দেশে ফেরবার চেষ্টা করেন। কার্তাজেনা তখন পলাতক বিপ্লবীদের অন্যতম ঘাঁটি। কৌশলে বলিভার এই কার্তাজেনার সেনাবিভাগে কর্নেল পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু নিজস্ব দল গঠন করে সরকারী সমস্ত আদেশ

অবজ্ঞা করেন। স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করবার আহ্বান জানান। শক্তি সংহত করে মেগদেলেনা নদী অতিক্রম করে অতর্কিতে স্পেনীয়দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সামরিক প্রস্তুতির চেয়ে স্বাধীনতাকামী এই মুক্তিবাহিনীর দুর্জয় সাহসই ছিল অন্যতম প্রধান শক্তি। স্পেনীয়রা বলিভারের হাতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ মুক্তিবাহিনীর হাতে আসে। বলিভার ছিলেন আপন লক্ষ্যে অবিচল, দুর্ধর্ষ, সাহসী পুরুষ। তিনি বুঝেছিলেন শত্রুকে দ্রুত ও শীঘ্র আঘাত হানতে হবে। শক্তি সংহত করবার সুযোগ দেওয়া চলবে না। বলিভার ভেনেজুয়ালার পুবদিকের উষ্ণ অঞ্চলের জঙ্গল অতিক্রম করে হিমশীতল আন্দেন গিরিবর্ত অতিক্রম করেছেন। তিন মাসে দুর্গম আটশো মাইল পাড়ি দিয়েছেন। ছয়টি যুদ্ধের মধ্যে পাঁচটি স্পেনীয় সামরিক বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করেন। বলিভার কারাকাসে প্রবেশ করেছেন তারপর। দেশবাসী বলিভারকে মুক্তিদাতা আখ্যা দিয়েছে।

সহজে স্বাধীনতা তবু আসে না। তীব্র ও ভয়াবহ যুদ্ধে বলিভার পরাজিত হয়ে আত্মগোপন করেছেন। পালিয়ে এসেছেন জ্যামাইকা। তারপর হাইতি। হাইতির প্রেসিডেন্টকে কথা দেন, দেশ মুক্ত হলে তিনি ক্রীতদাস প্রথা লোপ করবেন। বলিভার আবার ভেনেজুয়ালা প্রবেশ করেছেন। স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা এগিয়ে চলে। এবার স্পেনীয় সেনাদল ছেড়ে আসা দলত্যাগী অশ্বারোহী সেনাদলের সাহায্য পান। নেপোলিয়ানিক যুদ্ধের অনেক ইংরেজ ও আইরিশ কৃতিকর্মা যোদ্ধাকেও বলিভার সঙ্গে পান। অনেকেই তারা নেপোলিয়নের ওয়াটারলু-র যুদ্ধের শেষে দক্ষিণ আমেরিকায় কাজের সন্ধানে এসেছেন। ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে। স্পেনীয় শাসন হীনবল হয়ে পড়ে। বলিভার ভেনেজুয়ালার প্রেসিডেন্ট ও কমাণ্ডার ইন চীফ নির্বাচিত হন।

অল্পদিন পরেই বলিভার কলম্বিয়ার বয়াকা শহরে রাজানুগত বাহিনীর সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত যুদ্ধের সম্মুখীন হন। এখানেও

দেশবাসী তাঁকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে মেনে নেন। এদিকে ভেনেজুয়েলার কারাবোবোতে স্পেনীয় সেনাদলকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ভেনেজুয়ালাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেন।

সাইমন বলিভার এবার স্পেনীয় শাসনে বিপর্যস্ত পার্শ্ববর্তী দেশের মুক্তি সংগ্রামের কথা চিন্তা করেন। সামনে তাঁর আরও গুরুত্বপূর্ণ পাড়ি। আন্দিজ অতিক্রম করে ইকোয়েডর দখল করে বৃহৎ কলম্বিয়া সৃষ্টি তাঁর চোখে ভাসে সাইমন বলিভার সান মার্টিনকে পেরুর স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্যের ইচ্ছা প্রকাশ করে পত্র প্রেরণ করেন।

বলিভার যখন দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশকে বিদেশী শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবার সংগ্রাম করছেন, সান মার্টিন তখন দক্ষিণে ঐ একই স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনায় ব্যস্ত।

সাইমন বলিভারের মত সান মার্টিনও নিঃসন্দেহে অনন্যসাধারণ যোদ্ধা ও অসাধারণ প্রতিভাধর। বলিভার অসাধারণ কৌশলী. সান মার্টিনও ছিলেন সামরিক পরিকল্পনার দক্ষ রূপকার। তবে সান মার্টিন রাজনীতিতে অপটু, তাই সামরিক বিজয়ের পর বলিভারের রাজনৈতিক দূরদশাতাই প্রয়োজন ছিল। সান মার্টিনের আর্মিতে ছিল আর্জেন্টিনার প্যাম্পাসের দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী দল। নেপোলিয়ন ও ডিউক অব ওয়েলিংটন ছিলেন মার্টিনের আদর্শ।

সান মার্টিন আলতো পেরু বা বর্তমান বলিভিয়া থেকে রাজানুগত সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করবার পরিকল্পনা রচনা করেন। তিনি বলেছিলেন পেরুর রাজানুগত আর্মিকে এই দুর্গম অঞ্চলে যুদ্ধে হারানো কঠিন। চিলিকে আগে মুক্ত করা দরকার। চিলি থেকে পেরু আক্রমণ সোজা হবে। সান মার্টিনের প্রস্তুতি ছিল অসামান্য। সঙ্গে নেন সেনাদলের রসদ, প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্যে পর্যাপ্ত কম্বল ও গরম পোশাক; বন্দুক ও গোলাবারুদ। বিশেষ ধরনের জুতো। কামান বহনের পৃথক ইউনিট, এমন কী প্রয়োজনে ব্রীজ তৈরীর আনুষঙ্গিক যাবতীয় টুকিটাকি।

মেনদোজা-তে সান মার্টিনের সঙ্গে চিলির বিপ্লবী বারনারদো ও

হিগিনির সাক্ষাৎ হয়। হিগিনি দক্ষ সেনাপতি কিন্তু র‍্যানচাগুয়াতে রাজানুগত বাহিনীর হাতে প্রচণ্ড পরাজয় স্বীকার করেছেন। সান মার্টিন ভরসা দেন। এক পৃথক রণাঙ্গণ তৈরি করে, আন্দিজ দিয়ে স্পেনীয়দের আক্রমণ পরিকল্পনা রচিত হয়। সান মার্টিন আন্দিজের তুষারাবৃত বিশ হাজার ফিট উঁচু পথে মুক্তিবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন।

মাইপু-র যুদ্ধ তারপর। চিলিতে স্পেনীয় শক্তি নির্মূল হলেও দক্ষিণে বিদেশীরা কিছু রয়ে গেল। ওগিনির দৃষ্টি তখন পেরুর দিকে নিবদ্ধ। দেখতে দেখতে সান মার্টিনের সেনাদল পিস্কোতে প্রবেশ করেছে। দেশব্যাপী প্রচারপত্র বিলি হয়—আমরা জয় করতে আসিনি। স্পেনীয় শাসন থেকে তোমাদের মুক্ত করতে এসেছি। ভ্যালপারাইজো থেকে সান মার্টিনের ঐতিহাসিক লিমা মার্চ—সে এক বিস্ময়কর অভিযান। কিন্তু সান মার্টিনের রণক্লান্ত সেনাবাহিনীর পক্ষে শত্রুর সঙ্গে চরম সংঘাতের মুখোমুখি হওয়া মুস্কিল। রাজানুগত সেনাদল দেশের অভ্যন্তরে শক্তি সংহত করেছে।

এই সময় বলিভার সান মার্টিনকে সাহায্য দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন। দক্ষিণের মুক্তিযোদ্ধা সান মার্টিন ও পূর্বের মুক্তিদাতা বলিভার-এর সাক্ষাৎ হলো। বলিভার কলম্বিয়া থেকে যাত্রা শুরু করে পেস্তোর যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। কুইটো-তে তাঁর অগ্রবর্তী বাহিনীর নেতা আন্তনিও যোশ দ্য সুক্রি-র সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। সুক্রি একটার পর একটা যুদ্ধ জয় করে চলেছেন।

গুইয়াকিল-এ দুই মুক্তিযোদ্ধার দেখা হয়। সান মার্টিনের বয়স পঁয়তাল্লিশ, বলিভার তখনও চল্লিশের নিচে। দু'জনেই ক্লান্ত। তবে বলিভারের চোখে তখনও আগামী সংগ্রামের দীপ্তি। সান মার্টিন মনের দিক দিয়ে শ্রান্ত। পেরুর মুক্তিসংগ্রাম নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলে। রাজানুগত আর্মি সেখানে প্রবল ও প্রস্তুত। বলিভার বলেন, তীব্র ও ভয়াবহ সংগ্রামের জন্যে আমরা তৈরি হবো।

কিছুদিন পর হঠাৎ সান মার্টিন মাঝরাতে অন্তর্ধান হন। তিনি

চিলি-তে এসেছিলেন। কিন্তু তারপর আর সংগ্রামের পটভূমিতে এই অনন্যসাধারণ মানুষটির দেখা মেলেনি। অকস্মাৎ দক্ষিণ আমেরিকার মুক্তিসংগ্রামের ঐতিহাসিক প্রধান একটি চরিত্র সক্রিয় পটভূমি থেকে সরে গেলেন।

বলিভার কিন্তু অনমনীয়। সঙ্গে তাঁর প্রধান সেনাপতি স্থক্রি। বলিভার ক্রুজিল্লো থেকে যাত্রা শুরু করেন। সাক্রামেন্তো-তে বলিভারের আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী মিলিত হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের তারা মুক্তিযোদ্ধা। কলম্বিয়া, ভেনেজুয়ালা, চিলি, আর্জেন্টিনা বা পেরুর বাসিন্দা। তাছাড়া ইয়োরোপের কিছু সংগ্রামী মানুষ। দক্ষিণ আমেরিকায় আন্তর্জাতিক এই সেনাবাহিনীর ঐতিহ্যের ইতিহাস বড় বিচিত্র।

প্রথমে জুনিন-এ রাজানুগত বাহিনীর সঙ্গে বলিভারের অশ্বারোহী সেনাদলের সংঘর্ষ হলো। কামান ব্যবহার হলো না। বলিভার এখানে তরোয়াল ও বল্লম নিয়ে যুদ্ধ করেন। আরও চার মাস পর প্রবল শীতের মধ্যে আয়াকুচো-র যুদ্ধে স্পেনীয়রা পরাজিত হলো। স্থক্রি-র নেতৃত্বে বিপ্লবী ছয় হাজার সেনা স্পেনীয়দের দ্বিগুণ সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে। পেরু থেকে স্পেনীয়রা দ্রুত হটে যেতে বাধ্য হন। বিশ্রাম নেননি বলিভার। আলতো পেরুর মুক্তির জন্যে স্থক্রিকে প্রেরণ করেছেন। স্পেনীয়দের শেষ পা রাখবার জায়গা তখন আলতো পেরু। বলিভার এখানে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র গঠন করেছেন।

এই সেই আলতো পেরু। নাম পাল্টে সাইমন বলিভার-এর নামে আজ হয়েছে বলিভিয়া। এই ভাবেই স্পেনীয় শোষণ থেকে দক্ষিণ আমেরিকা মুক্ত হয়েছে। তবু 'একজাতি এক প্রাণ'-এর স্বপ্ন বলিভার-এর সার্থক হয়নি। পরস্পরের বিরোধ থেকে দল-উপদলের সৃষ্টি। এদেশের সঙ্গে ওদেশের সংঘর্ষ। সামরিক বীরপুরুষদের অভ্যুত্থান। তিনশো বছরে স্পেন কোন কিছুই দেয়নি। রেখে গেল শুধু লাখ লাখ জারজ সন্তান। বাইবেল। ট্রাউজার্স। আর দিয়ে গেল ঠোঁটের ভাষা।

ঐতিহাসিক এই স্মরণীয় নেতাদের পরিনতিও বড় করুণ।

ওহিগিনি চিলির ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত। সান মার্টিন আর্জেন্টিন ফিরে যেতে বাধ্য হন। আততায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন সুক্রি।

সাইমন বলিভার স্বেচ্ছায় নির্বাসন বেছে নেন। কপর্দক শূন্য। মুক্ত সংগ্রামে তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছেন। যক্ষায় কাতর। কারো সাহায্যও পাননি। কলম্বিয়ার তটে সান্তা মার্তাতে দক্ষিণ আমেরিকার এই অতুলনীয় বীর সন্তান দেহত্যাগ করেন।

খনি সমৃদ্ধ ওরোরো। লা পাজ থেকে একশো পঁয়ত্রিশ মাইল। জায়গাটা রেলওয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে খণ্ডদেশীয় রেলপথ। আর্জেন্টিনার বুয়েনস এয়ার্স ও চিলির আণ্ডাকাগাস্তা পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন এখান থেকেই পাওয়া যাবে।

পূর্বে গেছে ব্রাঞ্চ লাইন। ওরোরো থেকে কোচাবাম্বা একশো সাতাশ মাইল। সময় লাগে আটঘণ্টা।

প্রথম শ্রেণীর কামরায় আমরা দুজন। প্রচণ্ড শীত। কুয়াশাও আজ প্রচণ্ড। কামরার বাইয়ে কিছু নজরে আসে না। কুয়াশার সমুদ্রের মধ্যে যেন ট্রেনটি ভাসতে ভাসতে চলেছে।

ছোট কামরা। আমার সহযাত্রিনীও শীতে কাতর। পায়ের দিকটা কম্বল চাপিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গের লটবহর সামান্যই। একটি সচিত্র পত্রিকা পাঠে অতিশয় মনযোগী। উপেক্ষা ঠিক নয়, তবে কামরায় দ্বিতীয় প্রাণীর উপস্থিতি তিনি যেন টেরই পান নি।

বেশ খানিকটা পথ আসা গেল। কোচাবাম্বার প্রেস কনফারেন্সের কথা ভাবছিলাম। ইলিও মনদেজ-ওরোরো-তে রয়ে গেলেন। টিন খান অঞ্চলে ব্যাপক সফর করবার অনুমতি তিনি পেয়েছেন।

শুধু শীতের জন্যে নয়, পুরো সিগারেট টিনটি হোটেলে ফেলে আসায় আমার আরও অস্বস্তি লাগছিল। প্রায় প্রতি স্টেশনে নামছিলাম। সিগারেট হয়তো আছে, কিন্তু অনভ্যস্ত নতুন জায়গায় কুয়াশার ঢেউ সরিয়ে তার নাগাল পাওয়া দুস্কর। ট্রেন থামেও খুব কম সময়। কামরা ভুল করবো তাই প্লাটফর্মে নেমে বেশি দূর যেতে ভয় হয়।

এবার একটা বড় স্টেশনই মনে হলো। দৃশ্যমান সমস্ত কিছু ধূসর—তবু আন্দাজ করা যায় জায়গাটায় ট্রেন কিছুক্ষণ দাঁড়াবে। দোকানের সন্ধান পেলাম। আমেরিকান সিগারেটের খোঁজ করতে

হাতে এক প্যাকেট 'প্যাসেফিক' তুলে দিয়ে লোকটা কাঁপতে কাঁপতে বলে,

—ভাল সিগারেট। আমাদের দেশের জিনিষ, আমেরিকা থেকে খারাপ নয়। আর্জেন্টিনার 'জকি ক্লাব', 'চিলির 'হিলটনস' বা ব্রেজিলের 'মিনিস্টার'-এর চেয়ে আমাদের সিগারেট নিশ্চয়ই ভাল।

আমি বিদেশী। লোকটা চিনতে পেরেছে ঠিক।

আপনি!

বাথরুমের পাল্লা সরিয়ে আমার আসনের দিকে দুপা সামনে এগুতেই সহযাত্রী তরুণীর বিস্ময়োক্তিতে থমকে দাঁড়াই।

যেন ভূত দেখেছেন। হাতের পত্রিকাটি কোল বেয়ে মেঝেতে খসে পড়লো। শুধু বিস্ময়াবিষ্ট নয় যেন সম্পূর্ণ দিশেহারা। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমি সম্পূর্ণ হতবাক।

—আপনি ভেতরে ছিলেন?

হেঁয়ালার লেশমাত্র নেই। বিস্ময়াভিভূত প্রশ্ন অনেকটা স্বগতোক্তির মত শোনালো। কথার খেই খুঁজে না পেয়ে আমি থ হয়ে তাকিয়ে থাকি। তরুণীকে বুঝতে চেষ্টা করি।

—আমি যে আপনার লাগেজ স্টেশনে ফেলে দিলাম। প্লাটফর্মেই তো আপনাকে আমি দেখেছি। কারো সঙ্গে আপনাকে ভুল করেছি। আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

স্যুটকেশ নেই। ব্যাগটি আমার সিটের পাশে না দেখে আমি একরকম আর্তনাদ করে উঠি,

—ব্রিফকেস।

—আমার এতটা ভুল হবে!

গাড়ি পূর্ণ গতিতে ছুটে চলেছে। কুয়াশায় সমস্ত কিছু ঢাকা।

আমার জিনিষ আপনি কাকে দিয়েছেন? ব্রিফকেস আমার যাবতীয় জিনিষপত্র বহন করছে।

—আমাকে ক্ষমা করুন। পরের স্টেশনের আগে কিছুই করা

সম্ভব নয়। গাড়ির চেন টেনেও লাভ হবে না। স্টেশন থেকে ফোন করতে হবে। কুয়াশার মধ্যে আমি অন্য কারো সঙ্গে ভুল করে এই অপরাধ করেছি। আপনাকে প্লাটফর্মে আমি নেমে যেতে দেখেছি কিন্তু যখন ফিরে এসে টয়লেট-এ ঢুকেছেন জানি না। কিন্তু এ আমি কী করলাম।

হতবাক এবার আমার হবার পালা। মনে হলো পহেলা নম্বর প্রতারক। ট্রেনে চুরি-রাহাজানী বৃত্তিতে পারদর্শিনী তরুণী আমাকে একটার পর একটা মিথ্যে বলে যাচ্ছে। তরুণী একা নয়, নিশ্চয়ই সঙ্গে আরও লোক আছে। কিন্তু সবটা মিলিয়ে এ ধারণা পুরোপুরি সন্দেহে দাঁড়ালো না।

—অসম্ভব কুয়াশা, আমাকে অন্যের সঙ্গে ভুল হয়তো হতে পারে কিন্তু আপনি আমার জিনিষপত্র ছুঁড়ে দিলেন কেন? আমাকে তো আপনি মত্ত অবস্থায় দেখেন নি। আমার সঙ্গের জিনিষপত্র ট্রেনের কামরায় ফেলে নেমে যাব, এতটা বেকুব মানুষ আমাকে ঠাওরানোর পেছনে কী যুক্তি থাকতে পারে বুঝি না। কিন্তু ব্রিফকেসটি হারানোতে আমি যে সর্বস্বান্ত হয়েছি।

তরুণী সম্পূর্ণ নিভে গেছেন। অপ্রস্তুতের একশেষ। ম্লান একটুকরো হেসে বললেন,

—ব্যাপারটা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটে গেছে। দেখলাম আপনি হাত নাড়ছেন। তাতে আমার মনে হয়েছে আপনি চলন্ত গাড়ি থেকে আপনার জিনিষগুলো ছুঁড়ে দেবার ইঙ্গিত করছেন। আমি আর ভাবতে সময় পাইনি। কুয়াশায় কিছু দেখাও বড় যাচ্ছিল না। ব্যাগ দুটো ছুড়ে দেবার পরই ট্রেন প্লাটফর্ম ছাড়লো। আমি ভাবতেই পারি নি আমি কী ভুল করলাম। এখন বুঝতে পাচ্ছি যিনি হাত নাড়ছিলেন তিনি অন্য ব্যক্তি। আপনাকে ট্রেন থেকে নামতেই আমি দেখেছি, কখন উঠে টয়লেট-এ গেছেন জানি না।

—এখন উপায়।

—পরের স্টেশনে খোঁজ করতে হবে। তাছাড়া উপায় নেই।

—আপনার সঙ্গে মূল্যবান কী ছিল ?

—মূল্যবান বিশেষ কিছুই আমার সঙ্গে নেই। তবে ব্রিফকসে আমার সমস্ত কাগজপত্র, পাসপোর্ট-ভিসা বা ট্রাভলার্স চেক-এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যিনি পাবেন তাঁর কোনো কাজেই লাগবে না কিন্তু আমার ক্ষতি অপূরণীয়। আপনার কী মনে হয় খোয়ানো জিনিস ফেরত পাবার সম্ভাবনা আছে ?

—আমি তো ঐ ভরসাতেই আছি। আমার জন্যে আপনার অপূরণীয় ক্ষতি হবে, এটা শুনতেও আমার খুব খারাপ লাগছে। আপনি বিদেশী। আপনি কী ট্যুরিস্ট ?

তরুণী আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। গাড়ির গতি হ্রাস পায়। আঁকা ভ্রূলতায় অপ্রস্তুতের আভাস,

—আসুন। স্টেশন আসছে। ছোট স্টেশন, গাড়ি এখানে ডাক নামাতে থামে। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবে না।

গাড়ি স্টেশনে এসে দাঁড়াতেই দু'জনে নেমে এলাম। এ পথে মেয়েটি অভ্যস্থ। নিয়মিত যাতায়াত আছে মনে হলো।

স্টেশন মাস্টারের এক মাথা টাক। জোড়া ভ্রূর মধ্যে বিস্ময়রেখা। খর্বকায় গঠন। সংক্ষেপে ঘটনাটি বলতে একগাল হেসে বলেন,

—এখনই আপনাকে কিছু বলতে পারবো না। পরের স্টেশনে খোঁজ করবেন হয়তো সেখানে সংবাদ পাঠানো যাবে। আমি টেলিফোনে সংবাদ পাঠাচ্ছি। আপনার জিনিসপত্র রেলওয়ের হাতে পড়লে আপনি নিশ্চয়ই ফেরত পাবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি কেউ সরিয়ে ফেলে তা'হলে মুস্কিল হবে। যা হোক, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। আশা করি পরের স্টেশনে খবরটা আপনি জানতে পারবেন। অনেককাল চাকরি করছি কিন্তু আপনার মত বিভ্রাটে কাউকে পড়তে দেখিনি। আপনি যাবেন কোথায় ?

—কোচাবাম্বা।

—আপনারা অপেক্ষা করবেন না। সামনে আরও কতগুলো স্টেশন আছে। খবর আপনি একটা পাবেন। ট্রেন ছাড়বার সময়

হলো। গাড়িতে একজন ভি. আই. পি. আছেন। লেট করা যাবে না।

নিরুপায়। তরুণীকে বলি,

—পরের স্টেশনের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। চলুন গাড়িতে যাই।

বিনা বাক্যব্যয়ে তরুণী আমার সঙ্গে আসেন। স্টেশন মাস্টারকে আর এক প্রস্থ অনুরোধ জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি।

কামরায় ফিরে এলাম। যেমন শীত, তেমন কুয়াশা। ভাল করে কিছুই ঠাওর করা যায় না। কথাপ্রসঙ্গে স্টেশন মাস্টারের কাছে আমার পরিচয় রাখতে হয়েছে। তরুণী আগ্রহ প্রকাশ করেন,

—আপনি জার্নালিস্ট ?

—হ্যাঁ, আমি নিউজম্যান।

—কোচাবাম্‌বা যাচ্ছেন কেন ?

—প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোস ওখানে প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন। ট্রেন থেকে নেমেই আমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে। ট্রেনের এই অঘটন বিপদে ফেললো দেখছি।

কথাপ্রসঙ্গে তরুণীর পরিচয় জানলাম। লা পাজ য়ুনিভারসিটির অর্থনীতির ছাত্রী। বাড়ি কোচাবাম্‌বা। নাম মরিয়াম গার্শিয়া।

য়ুনিভারসিটির অর্থনীতির ছাত্রী মরিয়াম, তাই কৌতূহল হলো। ছাত্র আন্দোলনে লা পাজ উত্তপ্ত। তবে চেহারা ঠাট-ঠমকে পরিপূর্ণ বিত্তের ছাপ ও ফ্যাশনদুরস্ত মরিয়াম যতটা মার্কিণ প্রসাধনের খবর রাখে সে তুলনায় রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক হয়তো খুবই ক্ষীণ।

—আমাদের দেশ আপনার কেমন লাগছে ?

—রাজনৈতিক উত্তাপ আমাকে একটার পর একটা ঘটনাতে এমন ব্যস্ত রাখছে, দেশটা ভাল করে দেখবার সুযোগ এখনও হয়নি। তবে ল্যাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের সঙ্গে এ দেশের ফারাক বিস্তর।

—ইতিহাস আর ভূগোল দুটোই চরম। জলবায়ু তীব্র, প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোসের শাসন তীব্রতর।

—প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসকে আপনারা পছন্দ করেন না?

—আদৌ না। অশিক্ষিত, গোঁয়াড় আর অশান্ত এই মানুষটি বলিভিয়ার সমস্যা সমাধান করতে পারবে না। প্রেস কনফারেন্সে যাচ্ছেন, ভালো ভালো কথা শুনবেন, কিন্তু লোকটার মাথায় কিছু নেই। বলিভিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা বা জনগণের সুখশান্তি আনতে পারবে না।

—বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কোন দেশের সুখশান্তি শুধু প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসের মত শাসকের ওপর নির্ভর করে কী? আপনি অর্থনীতির ছাত্রী।

—আসলে সামরিক একনায়কত্ব আমি অসম্ভব অপছন্দ করি।

—পাজ সরকারের বিরুদ্ধেও তো আন্দোলন হয়েছে। বেচারা পালিয়েছেন জীবন নিয়ে। তিনি তো গণতন্ত্র বুঝতেন। ভোটের অধিকার থেকে কাউকে তিনি বঞ্চিত করেননি। সমস্যার সমাধান তিনি কতটা করেছেন?

—বাহান্নোর বিপ্লবের সঙ্গে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।

—একজন মাত্র মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় বিপ্লব নষ্ট করা যায় না। বাহান্নো সালের অভ্যুত্থানকে আমি বিপ্লব বলি না। আসলে লা পাজ-এর বাইরে ব্যাপক ঘটনা কিন্তু ঘটেনি। জনগণের এই রাজনৈতিক পটভূমিতে বড় একটা ভূমিকা ছিল না।

—আমাদের দেশ সম্পর্কে আপনি দেখছি বিস্তর খবর রাখেন।

—খবর সংগ্রহ করাই আমার কাজ।

—ইদানীং প্রচুর রিপোর্টার আমাদের দেশে এসেছেন। আমি প্রথম একজন আপনার মত লোকের সঙ্গে কথা বলছি। আলাপের আগেই অবশ্য নির্বিঘ্নে আপনার চূড়ান্ত সর্বনাশও করেছি।

খুব একটা আগ্রহ না থাকলেও মরিয়াম গার্শিয়ার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ স্বচ্ছ। কণ্ঠস্বরটি সুন্দর। সুন্দরী। চোখেমুখে ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট।

বেশ কিছুক্ষণ খোলামনে গল্প করলেন। প্রথমটা মনে হয়েছিল

বিত্তবান ধনীর ফ্যাশনদুরস্ত তনয়া। হয়তো তাই। নানা কথায় অন্তর সম্পদেরও পরিচয় পেলাম।

পরের স্টেশন। হুড়মুড় করে নামতে যাব, সামনে একজন রেলকর্মী। নামতে হলো না, ভদ্রলোক নিজেই কামরায় উঠে এলেন,

—আপনি মিঃ সেন ?

—হ্যাঁ কথা বলছি।

—আপনার মাল পাওয়া গেছে।

—'ব্রিফকেস', মরিয়াম কথাটা একরকম ছুঁড়ে মারে।

—সুটকেস ও একটা ব্যাগ পাওয়া গেছে প্ল্যাটফর্মে। পরের ট্রেনে কোচাবাম্‌বা আসছে। আপনি প্রমাণ দিয়ে স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে কাল মাল নিয়ে নেবেন।

—কাল ?

—হ্যাঁ, আমার কাছে এই রকম খবর আছে।

মনে মনে বলিভিয়ার রেলওয়ে সার্ভিস-কে ধন্যবাদ দিলাম।

—আপনি অনুমতি দিলে আমি যেতে পারি।

সুন্দর শিষ্টাচারে মুগ্ধ হই। মাথা নাড়লাম। ভদ্রলোক নেমে গেলেন।

বাইরে কুয়াশা কম। মরিয়ামের চোখেমুখে এতক্ষণের অপ্রত, অপরাধী ভাব সম্পূর্ণ অপসৃত।

—এত তাড়াতাড়ি খবর পাব ভাবতে পারিনি।

—জিনিসপত্র যে আদৌ ফিরে পাব সত্যিই আমি আশা করিনি। আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে আমার মুস্কিল হবে। পোশাক পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা চলার মত পর্যাপ্ত মুদ্রায় আমার হয়তো টান পড়বে। ট্রাভলার্স চেক আমার ব্রিফকেস বহন করছে।

মরিয়াম একটুকরো হেসে বলে,

—কোচাবাম্‌বা পৌঁছোনোর পর আর আপনার চিন্তা নেই। আমার বাবা নিশ্চয়ই স্টেশনে আসবেন। অপরাধী আমি নিজে।

আমার জন্যেই এত বিভ্রাট। তাই কোচাবাম্‌বায় আপনার অসুবিধের দায়িত্বটুকু স্বচ্ছন্দে আমার ওপর ছেড়ে দিন। হোটেলে নয়, ট্রেন থেকে নেমে আপনি আমার বাড়িতে উঠবেন। আশা করি আপনার অসুবিধে হবে না। তা'ছাড়া আমার বাবাকে আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

—প্রয়োজন হবে না। আপনাকে বিব্রত হতে হবে না। কোনো রকমে একদিনের খরচা চালানো যাবে। আমি রাজাবাদশা নই। তা'ছাড়া পরিচিত নিউজম্যান ওখানে আমি পাব।

— আজ অন্তত আমার ওখানে আপনাকে উঠতে হবে। আপনার স্যুটকেস আর ব্রিফকেস হাতে নিয়ে কাল বরং হোটেলে আপনাকে ফেরত দিয়ে আসবো।

একটু হাসলাম। ঘড়িতে দশটা। এখনও সামনে তিনটি স্টেশন। কোচাবাম্‌বা এখনও অনেকটা পথ। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক আরও লাগবে। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন বেলা দুটোয়। তিনি নিজে উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করে আসছেন। সাম্প্রতিক সংঘর্ষে সরকারী সেনাদের বড় রকমের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। খনি অঞ্চলে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ ও দ্যব্রের গ্রেপ্তারের পর প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস এই প্রথম সমস্ত নিউজম্যানদের সামনে নিজের বক্তব্য রাখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ইতিপূর্বে নিউজম্যানদের তিনি এড়াতে চেষ্টা করেছেন। লা পাজ-এর এল আলতো এয়ারপোর্টে সেদিন বলেই বসলেন,

—নিউজম্যানদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। দিনকে এরা রাত করেন। বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করার পেছনে এই রিপোর্টারদের যথেষ্ট হাত আছে। তা'ছাড়া বলিভিয়াতে অনেকেই দ্যব্রের মত জার্নালিস্ট-এর মুখোশ পরে ঘুরছেন। গেরিলাদের প্রতি দু'একজন মার্কিন নিউজম্যানও চূড়ান্ত সহানুভূতি দেখাচ্ছেন।

তাই পূর্বাহ্নে জানান দিয়ে প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস-এর এই প্রেস কনফারেন্স বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকেই আশা করছেন, প্রেসিডেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ জ্ঞাপন করবেন। দ্যব্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে সরকারের বক্তব্য রাখবেন।

জেনারেল ওভানদোর সঙ্গে প্রেসিডেন্টের সম্পর্কের নাকি গুরুতর অবনতি ঘটেছে। এখন কেউ কাউকে বিশ্বাস করছেন না। জেনারেল ওভানদোর ঘন ঘন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রেসিডেন্ট আদৌ সুনজরে দেখছেন না। গোড়া থেকেই সম্পর্ক মধুর নয়। কবরস্থান বা এয়ারপোর্ট বেছে নেবার নির্দেশ দিয়ে রিভলভারের ডগায় প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পাজ-কে দেশত্যাগে বাধ্য করে জেনারেল ওভানদো নিজেকে যেদিন যুগ্ম প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন এবং তার কয়েক ঘন্টা পর অবাঞ্ছিত বৈঠকের শেষে জেনারেল বারিয়েনতোসের পদাঘাতে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে প্রবলবেগে নিক্ষিপ্ত হন, সম্পর্ক তখন থেকেই তিক্ত।

তবে, আশা করা যায় প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস এখনও বিপদমুক্ত। দু'জনের মার্কিণ আনুগত্য জরিপ করবার এখন সময় নয়, মার্কিন রাষ্ট্রদূত একথা ভালই জানেন। জেনারেল ওভানদো দেশের এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ক্ষমতা দখল করবার চেষ্টা করলে চালে ভুলও করবেন। সেনাবিভাগেও তিনি খুব জনপ্রিয় নন। অপর দিকে মার্কিন বণিক-শ্রেণী প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসকে পছন্দ করেন। 'গাল্‌ফ অয়েল কোম্পানী' কালিফর্নিয়ায় প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসের নামে একটা মনোরম কটেজ করে দিয়েছেন, বলে জনশ্রুতি। 'গ্রেস অয়েল'-এর কোটিপতি ডিরেক্টর-এর সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড়। লা পাজ-এ এলেই তিনি প্রেসিডেন্ট-এর অতিথি। একসঙ্গে শিকারে যান। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস সান্তাক্রুজ থেকে চিলির সীমান্ত পর্যন্ত সাড়ে তিনশো মাইল পাইপ লাইন পাহারা দিচ্ছেন। দৈনিক 'গ্রেস অয়েল'-এর তেল যাচ্ছে পঁচিশ হাজার ব্যারেল।

কোচাবাম্‌বায় ট্রেন পৌঁছোলো সাত মিনিট দেরিতে। দিনটা এখন পরিষ্কার। উচ্চতায় লা পাজ থেকে অনেক কম। প্রায় চার হাজার ফিট নিচে। বনেদী জায়গা। ধনীদের বাস। লা পাজ-এর সঙ্গে বিস্তর ফারাক। আর্জেন্টিনার করদোবা, পেরুর যেমন আরকুইপা— বলিভিয়ার তেমন কোচাবাম্‌বা। এখানে বেশির ভাগ মানুষই

ইউরোপীয় বা চোলো। বিত্তবানেরা নরম জলহাওয়ার আকর্ষণেই জায়গাটা পছন্দ করেছেন। কোচাবাম্বায় বলিভিয়ার ধনীদের একটি বাগান বাড়ি থাকবেই।

মরিয়াম-এর মনোভাব আমি জানি। আমি কিন্তু সাফল্যের সঙ্গে হোটেল পৌঁছোনোর কথা ভাবছিলাম। চব্বিশ ঘণ্টার অসুবিধেতে বিব্রত হবার আশঙ্কা নেই। একটা দিনের জন্যে শুধু আমার সঙ্গের পুঁজিতেই চালিয়ে নিতে হবে।

—বাবা এসেছেন।

মরিয়ামের কথায় ফিরে দেখি প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক। দুই কাঁধের ওপর হাত রেখে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। পাশে অপরিচিত আমাকে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই মরিয়াম সংক্ষেপে ট্রেনের ঘটনাটি বর্ণনা করে। ভদ্রলোক হো হো করে হাসতে থাকেন।

—আমি অবাক হইনি। আমার মেয়ের পক্ষে এটা অসম্ভব কিছু নয়। এরকম প্রাণান্ত মজা সৃষ্টি মরিয়ামের স্বভাবের অন্যতম ব্যসন।

স্টেশনমাস্টারকে আমার জিনিসপত্র সম্পর্কে জানান দেবার কথা মনে হলো। কথা তুলতেই ভদ্রলোক এক গাল হেসে বললেন,

—ব্যস্ত হবেন না। মরিয়াম আপনাকে বিপদে ফেল্লেও আমি যখন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছি, আপনার আর চিন্তা করবার দরকার নেই। দায়িত্ব আমার। জিনিসপত্র কাল আপনার হোটেল কামরায় পৌঁছে যাবে। আমি ফোনে বলে দেব। স্টেশন মাস্টার আমার পরিচিত।

মরিয়ামের সঙ্গের সামান্য বোঝা ভদ্রলোক হাতে তুলে নেন। আমরা হাঁটতে থাকি। মরিয়াম হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলে,

—হোটেলে নয়, এখন আমার বাড়িতে যাচ্ছেন।

—প্রয়োজন হবে না। তা'ছাড়া সময়ও আমার হাতে কম।

ভদ্রলোক কিন্তু খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করেন না। ইচ্ছেও দেখলাম আদৌ নেই। মেয়ের সঙ্গে পেছনে আসছিলেন। কী যেন কথা হলো দু'জনের। বাড়িতে আমাকে অতিথি হিসাবে পেতে

মরিয়ামের আগ্রহও স্তিমিত হলো। মরিয়াম কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছিল। বললেন,

—ক'দিন থাকবেন এখানে ?

—দিন তিনেক।

—কাল রাত্রে আমার বাড়িতে আপনার ডিনারে নিমন্ত্রণ। আমরা সবাই অপেক্ষা করবো। আপনি কাজের মানুষ, তবু সময় করবার অনুরোধ জানাই। আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করলে ধন্য হবো।

অমায়িক ভদ্রলোক। অতি সুন্দর ব্যবহার। নিজেই গাড়ি চালিয়ে আমাকে নিয়ে চললেন ক্যাপিটল হোটেল।

—কোচাবাম্‌বা হোটেলের চেয়ে ক্যাপিটল হোটেল আপনি নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন। আপনার জিনিসপত্রের জন্যে আপনার চিন্তা নেই। আমি সে দায়িত্ব নিচ্ছি। হোটেলেই কাল আপনি পেয়ে যাবেন। আমার অনুরোধটুকু রাখবেন। কাল আপনাকে ডিনারে আসতেই হবে। আপনার সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ পয়সাকড়ি নিশ্চয়ই নেই। আপত্তি না থাকলে একশো পেসো আপনি এখন সঙ্গে রাখুন। পরে আমাকে ফেরত দিলেই চলবে।

—প্রয়োজন হবে না। একটা দিনের খরচা আমার সঙ্গে আছে। হয়তো কিছু বেশিই আছে।

—তা হ'লেও আমি একশো পেসো আপনাকে সঙ্গে রাখতে বলি। কাল ট্রাভলার্স´ চেক ভাঙ্গানোর সময়ই হয়তো আপনার করা মুস্কিল হবে।

ক্যাপিটল হোটেল। স্নান করলে আট, নইলে দৈনিক সাড়ে পাঁচ ডলার। একশো পেসো আমার হাতে একরকম গুঁজে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন,

—হোটেলের মধ্যেই দোকানে আপনি সব পাবেন।

মরিয়াম বাড়ির ঠিকানা দিল। কাল ডিনারে আসতে বারবার অনুরোধ করলো। ভদ্রলোক হাঁ হাঁ করে ওঠেন,

—আমার ছেলে খুব নামকরা ফুটবল প্লেয়ার। রোমানো গার্শিয়াকে সবাই চেনে। আপনার কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না।

হোটেল বুক নিজেই করলেন। আমার মতামত না নিয়েই আট নম্বর কামরা ঠিক করলেন। আমি এশিয়ান, স্নান আমি নিশ্চয়ই করবো, সেটাও জিজ্ঞেস করলেন না।

হোটেলের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। মরিয়াম হেসে বলে,

—আপনাকে তো এখনই বেরুতে হবে।

—এখনও অনেক সময় আছে। আপনাদের অজস্র ধন্যবাদ। কাল ডিনারে পৌঁছোতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

করমর্দন করে ভদ্রলোক গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। মরিয়াম হাত নেড়ে বলে,

—আমি কিন্তু অপেক্ষা করবো।

মিউজিয়াম সংলগ্ন সামরিক ক্লাবে প্রেস কনফারেন্স। গোটা অঞ্চলে সামরিক পাহারা। ট্রাফিক ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রেস-এর গাড়ি ছাড়া সাধারণের এ পথ আজ নিষিদ্ধ। কোচাবাম্বায় ধনীদের বাস। তা'ছাড়া প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস-এর নিজস্ব এলাকা। তবু প্রচারপত্রে জোরালো জেহাদ ঘোষণার শেষ নেই। 'খুনে বারিয়েনতোস নিপাত যাক,' 'স্বৈরাচারী সরকার ধ্বংস হোক', 'শ্রমিক কৃষক ও ছাত্র হত্যাকারী বারিয়েনতোস ফিরে যাও', ইত্যাদি স্লোগান বড় বড় হরফে দেওয়ালে সাঁটা। মিউজিয়ামের চওড়া দেওয়াল জুড়ে **'Yankees—Get Out of Vietnam'** সবার চোখে পড়বে।

নির্ধারিত সময়ের একটু আগেই আমি এসে পৌঁছেছি। দৈবাৎ প্রেসকার্ডটি আমার পকেটে ছিল, নইলে এখানে মুস্কিলে পড়তাম। সিকিউরিটির হাতে নাজেহাল হতে হতো। কনফারেন্স রুমে হয়তো ঢুকতেই পারতাম না। পাহারা একটু বেশি। সামান্য ক' বছরেই প্রেসিডেন্ট-এর প্রাণনাশের বেশ কয়েকবার চেষ্টা হয়ে গেছে। দৈবাৎ অব্যর্থ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। সেদিক দিয়ে প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস মুসোলিনির সমগোত্রীয়।

কনফারেন্স রুমের বাইরে নিউজম্যানদের ছোট ছোট জটলা। পরিচিত একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। আর্জেন্টিনার এক টেলিভিশন কোম্পানীর তরফ থেকে ভদ্রলোক এদেশে আছেন।

ইয়াকী আর নাকাহুয়াসু অঞ্চলে গেরিলারা তাদের বেস ক্যাম্প তৈরি করেছে বলে সামরিক কর্তৃপক্ষ যে দাবি করেছে, সেকথা দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করে ভদ্রলোক বললেন,

—এসব পুরোনো গুজব। নাকাহুয়াসু গেরিলা অধ্যুষিত এলাকা

হলেও আসল ঘাঁটি আরও গভীরে। চিলির যে সাংবাদিক পরিত্যক্ত গেরিলা ক্যাম্প পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান চালিয়ে বলেছেন যে, চে গুয়েভারা বলিভিয়ার জঙ্গলে নিশ্চয়ই আছেন। দাঁড়ি কামিয়েছেন, চুরুট না খেয়ে তিনি পাইপ ধরেছেন এবং নিজের বক্তব্যের প্রামাণ্য নজির হিসাবে একখানি ফটোগ্রাফ প্রকাশ করেছেন; সে সম্পর্কে আমার আদৌ কেনো উৎসাহ নেই। ঐ ফটোগ্রাফটি চে-র হলেও হয়তো ছবিটি কঙ্গো বা আর্জেন্টিনায় তোলা। আমি গোটা ব্যাপারটাই ভিন্ন নিয়মে দেখি। আমার মনে হয় বলিভিয়ার জঙ্গলে আজ প্রথম শ্রেণীর গেরিলা যোদ্ধারা অংশগ্রহণ করেছে। তৈরি হয়েছে এখানে একটা আন্তর্জাতিক গেরিলা ফ্রন্ট। বলিভিয়ার গ্রামীণ অঞ্চলে এখনও তারা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। গেরিলা বাহিনীতে মোট কত বলিভিয়ার মানুষ আছে সে সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন এই গেরিলারা পায়নি। সি. পি. বি. মনে করে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বর্তমান সরকারকে উচ্ছেদ করা যায় না।

মন্তব্য না করে আমি ভদ্রলোকের কথা অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছি। একগাল হেসে বললেন,

—আমি শীঘ্রই মুয়ুপম্পায় যাচ্ছি। ফ্রন্ট লাইনে না গিয়ে শুধু এখানে ওখানে ঘুরে আমার কাজ হবার নয়। কিন্তু সামরিক ছাড়পত্র সম্পর্কে এরা এত বেশি কড়াকড়ি করছে যে আমার টেলিভিশনে শেষ পর্যন্ত হয়তো আজেবাজে জিনিসে ভরাট করতে হবে।

—অনেকেই ফ্রন্ট লাইনে যাবার চেষ্টা করছেন। দু'একজন পেয়েছেনও।

ভদ্রলোক চোখ টিপলেন। ছোট্ট করে হেসে বলেন,

—দশ হাজার পেসো খরচ করলে আপনিও ছাড়পত্র পেতে পারেন।

—দশ হাজার পেসো!

—চমকে উঠলেন যে! বিশ হাজার কবুল করার লোকও এখানে

আছে। এখানকার মিলিটারীতে সাংঘাতিক ঘুষ চলে। শুনেছি সিপাইরাও তার ভাগ পায়। মিলিটারী বেস্-এর কাছাকাছি অঞ্চলে পেট্রোল পাম্পগুলোতে কোনো বিক্রীই নেই। অর্ধেক দামে সিপাইরা নিয়মিত পেট্রোল বেচছে। এমন মেরুদণ্ডহীন সামরিক বাহিনী হয়তো একমাত্র হাইতি-তে পাবেন। আজ তাদের টনক নড়েছে কিন্তু খেয়াল অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস যখন প্রথম সাহায্যের কথা বলেছেন, তখন তাঁকে উপেক্ষা না করে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। আমেরিকা সব কিছুই বড় দেরিতে শুরু করে।

প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস সময় দিয়েছিলেন দুটো। কনফারেন্সে এলেন দু'মিনিট পর। প্রিয়দর্শন। চোখের দৃষ্টি গভীর। ক্ষিপ্র তাঁর চলন। বুলেট প্রুফ গাড়ি থেকে নামলেন হাসিমুখে। দামী খাকীর কোথাও এতটুকু টোল খায়নি। প্রতি পদক্ষেপে ব্যক্তিত্ব ও আত্ম-প্রত্যয়। চাল-চলনে অভ্যস্ত সামরিক ব্যস্ততা। সামনে-পেছনে দেহরক্ষী। নিরাপত্তার চূড়ান্ত আয়োজন। তা'ছাড়া অদৃশ্য সিকিউরিটি স্টাফ চারদিকে ছড়িয়ে আছে। নিউজম্যানদের মধ্যেও তাদের ঘোরাফেরা বন্ধ নেই।

চওড়া করিডর অতিক্রম করে প্রশস্ত হলঘরে এসে ঢুকলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিউজম্যান ও সিকিউরিটি স্টাফে ঘরের অনেকটা পূর্ণ হয়ে গেল। আমার পা মাড়িয়ে মুখে ক্রমাগত ক্ষমা ভিক্ষা করতে করতে একজন ক্যামেরাম্যান ভিড় ঠেলে প্রেসিডেন্টের কাছাকাছি পৌঁছোনোর চেষ্টা করেন।

প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস উপস্থিত নিউজম্যানদের দিকে ফিরে বললেন,

—আমার হাতে সময় কম। কথা দিয়েছি তাই জরুরী প্রয়োজন ফেলে আমাকে আসতে হয়েছে। কাজ শেষ করে আমাকে এখনই রওনা হতে হবে। পথে আসতে আসতে ভাবছিলাম, আপনাদের আমি কী বলবো? কী বল্লে আপনারা খুশি হবেন আমি ভেবে পাই না।

তবে আমার বক্তব্য রাখবার আগে আমি উপস্থিত নিউজম্যানদের কাছে একটা অনুরোধ রাখতে চাই। আশা করি আপনারা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। যদি মনে হয় আপনাদের মধ্যে কেউ সংবাদ আহরণ ছাড়াও এদেশে বিশেষ রাজনৈতিক প্রচার চালাচ্ছেন, কোন ভাবে অংশ গ্রহণ করছেন ; আপনারা আপনাদের পবিত্র বৃত্তির সম্মানে অন্তত সেই ধরণের চরিত্র সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করবেন। আমি জানি বেশ কয়েকজন বিদেশী ভদ্রলোক—নিউজম্যান, ক্যামেরাম্যান ও রিপোর্টার-এর পরিচয়পত্র নিয়ে এদেশে প্রবেশ করেছেন, যাঁরা এখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে নানা ধ্বংসাত্মক ও সন্ত্রাসমূলক কাজের সঙ্গে লিপ্ত।

আমাকে অনেকে পরামর্শ দিয়েছেন নিউজম্যানদের প্রবেশ বন্ধ করে দিতে। বিদেশী রিপোর্টারদের বহিষ্কারের প্রয়োজনায়তা সম্পর্কে আমার সহকর্মীদের কেউ কেউ আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি সামান্য কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারীদের জন্যে গোটা প্রেসকে শাস্তি দেওয়া চলে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে সংবাদ সেন্সার করার বিরোধী। পবিত্র গণতন্ত্রের ওপর আস্থাশীল মানুষমাত্রেই আমার সঙ্গে একমত হবেন। একমাত্র ষড়যন্ত্রকারী ও জঙ্গলের হায়নারা হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবেন না।

একজন সাংবাদিক কাল আমাকে কামিরিতে বলেছেন, গেরিলা প্রস্তুতি কতটা তিনি জানেন না, কিন্তু দ্বিতীয় ভিয়েতনামের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে বর্তমান বলিভিয়া সরকার প্রস্তুত। মার্কিন সামরিক সাহায্যকে তিনি কটাক্ষ করেছেন। কিন্তু আমি আপনাদের স্পষ্টভাবে বলতে চাই, এ সাহায্য বর্তমান জরুরী পরিস্থিতির সঙ্গে সম্ভাব্য মোকাবিলার প্রয়োজনে আসেনি। এসব সাহায্য পুরোনো চুক্তির শেষ কয়েক কিস্তি। এমন কী মার্কিন সামরিক উপদেষ্টা পাঠানোর সঙ্গে বর্তমান গেরিলাদলের ঘটনার কোনো যোগ নেই। এই উপদেষ্টা পাঠানোর ব্যাপারটা অনেক আগে থেকেই ঠিক ছিল। অবশ্য এটাকে দ্বিতীয় ভিয়েতনাম বানাবার

ভূমিকা হিসাবে কোনো নিউজম্যান যদি চেষ্টা করেন সে অন্য কথা।

—হ্যব্রে সম্পর্কে আপনি কী ঠিক করেছেন ?

সামনের এক নিউজম্যান হঠাৎ বেমওকা প্রশ্ন করে বসে।

—হ্যব্রে সামরিক ব্যারাকে সেনাবাহিনীর হাতে প্রচুর নিগৃহীত হচ্ছেন। তাঁর ওপর দৈহিক অত্যাচার করা হচ্ছে, একথা সত্যি ?

—হ্যব্রে সম্পর্কে সরকার অসাধারণ গোপনীয়তা অবলম্বন করছেন। তাঁর সঙ্গে প্রেসের যোগাযোগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আপনার গণতন্ত্রে কী বলে ?

পরপর তিনজনের প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস নীরব উষ্মা প্রকাশ করেন। অসন্তুষ্ট চটে যান। কিন্তু নিজেকে সংযত করে খুব স্বাভাবিক নিরুত্তাপ ভঙ্গীতে হেসে বলেন,

—হ্যব্রে সম্পর্কে নতুন কিছু বলবার আছে বলে আমি মনে করি না। হ্যব্রে তাঁর কৃতকর্মের ফলভোগ করবেন। তিনি নিগৃহীত, দৈহিক অত্যাচার করা হয়েছে—এ সম্পূর্ণ মিথ্যা রটনা। তিনি নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনে পরস্পরবিরোধী অনেক কথা বলেছেন, এখনও বলছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই ফরাসী-যুবা সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজখবর করেছি। সন্দেহাতীতভাবে বলা যেতে পারে তিনি আপনাদের মত সাংবাদিকের সততা নিয়ে এখানে আসেননি। মেক্সিকো ও প্যারীর কাগজের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে দাবি করলে, বা সে সম্পর্কে প্রামাণ্য কাগজপত্র দাখিল করলেই তিনি রেহাই পেতে পারেন না। আমাদের হাতে প্রচুর দলিল এসেছে, তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা চলে তিনি গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন। বলিভিয়াতে সশস্ত্র বিপ্লব চালু করার পেছনে তিনি অন্যতম একজন প্রধান চরিত্র। মহামান্য প্রেসিডেন্ট ছ্যগল হ্যব্রের নিরাপত্তা সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করে আমাকে জানিয়েছেন। ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর বেশ কিছু মনীষী এই তরুণ অধ্যাপক সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে তাঁর মুক্তির জন্যে অনুরোধ করেছেন। জানি না

তাঁরা কতটা অবহিত, কিন্তু আমি নিরুপায়। দ্ব্রের পূর্বপরিচয় সম্পর্কে আমার আগ্রহ কম। কিন্তু তিনি আমাদের দেশে হত্যা, লুণ্ঠন ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বর্তমান সরকারকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করছিলেন। এই নিকৃষ্ট ধরনের হীন জীবদের তিনি মন্ত্রণাদাতা। তিনি কিউবার বিপ্লব বলিভিয়াতে আমদানি করার অন্যতম প্রধান চরিত্র। তাঁকে আমরা সহজে ছেড়ে দিতে পারি না। দেশের স্বার্থে ও গণতন্ত্রের প্রাথমিক শৃঙ্খলা মেনে আমি প্রকাশ্য আদালতে দ্ব্রেকে হাজির করবো। আইন তার নিয়ম মেনে চলবে। তবে আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই হীন চক্রান্তকারী দেশদ্রোহীকে বড় বেশি মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে, মহামান্য দ্যগল কেন যে এই নোংরা ইঁদুরটি সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করছেন আমি বুঝি না। রাজনীতির লড়াই নয়, দ্ব্রে তাঁর রাজনৈতিক গবেষণা আমাদের য়ুনিভারসিটির ক্লাসে বোঝাতে আসেননি। তিনি এসেছেন গুপ্তচরের দায়িত্ব নিয়ে। হত্যা, অগ্নিসংযোগ, ডাকাতি ও বলিভিয়ার নিয়মিত সামরিক বাহিনীকে পর্যুদস্ত করবার ভয়াবহ পরিকল্পনার তিনি অন্যতম রূপকার। আদালতেই তাঁর বিচার হবে। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও পাবেন। দুঃখের কথা আন্তর্জাতিক প্রেস এই সামান্য মানুষটিকে অযথা প্রাধান্য দিচ্ছে। সার্ত্রে জনসভায় দ্ব্রের মুক্তির জন্যে আন্দোলন গড়ে তোলবার আহ্বান জানিয়েছেন। এ সমস্তই আমি জানি। প্রচার কৌশলে এই তুচ্ছ মানুষটিকে অতিমানব করবার যতই চেষ্টা করা হোক না, সে প্রচারে বিভ্রান্ত আমি হব না। আমি প্রশ্ন করি, আজ ফরাসী সরকারের পতনের ষড়যন্ত্রে কোনো বলিভিয়ার তরুণ যদি সেদেশে ধরা পড়ে তবে তার প্রতি কী আচরণ করা হবে? সার্ত্রে কী তার মুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবেন? আজ পিকিং-এ দ্ব্রের মত অপরাধীর সঙ্গে কী নিয়মে মোকাবিলা হয় সে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। বেশি দূরে যাবার প্রয়োজন নেই. স্বয়ং ফিদেল কাস্ত্রোকে আমি প্রশ্ন করি, হুবার মাতো-কে তিনি অন্ধকার জেলে আটকে রেখেছেন কেন? হুবার মাতো একদিন তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন। সিয়েরাতে পাশাপাশি সংগ্রাম করেছেন। তবু তিনি আজ

দেশদ্রোহী। কারণ হুবার মাতো ঘোষণা করেছিলেন কমিউনিজম-এর জন্যে তিনি বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেননি। তাই তিনি দেশদ্রোহী। কিউবায় হুবার মাতো মর্মান্তিক শাস্তি আজও ভোগ করছেন। অন্ধকার জেলে বছরের পর বছর তিনি বন্দী আছেন। আপনারা নিউজম্যান, আপনারা ক'জন হুবার মাতোর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছেন? আমি কিছুমাত্র গোপনীয়তা অবলম্বন করিনি। দ্যব্রের সঙ্গে নিউজ-ম্যানদের সাক্ষাৎ সব সময়ই হতে পারে। কিন্তু আমাদের এখনও অনুসন্ধান শেষ হয়নি। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ল্যাবরেটারী হিসাবে বলিভিয়াকে আজ ব্যবহার করা হচ্ছে। উত্তাপ এখানে বেশি। দ্যব্রের তীব্র রাজনৈতিক চোলাই-এর উৎস আবিষ্কারে সময় লাগে। তাই সতর্কতার প্রয়োজন। সাবধানতার প্রয়োজন একটু আছে বৈকি। তবে শীঘ্রই নিউজম্যানের আমরা সুযোগ দেব। কয়েকজন ইতিমধ্যে সাক্ষাতের সুযোগও পেয়েছেন। রেডিও আর্জেন্টিনা হঠাৎ ঘোষণা করে বসলো দ্যব্রে নিহত হয়েছেন। নিতান্তই এক দায়িত্বহীন প্রচার। কয়েকজন নিউজম্যানদের সাক্ষাতের সুযোগ ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে।

আমরা আজ এক কঠিন পরীক্ষার মধ্যে চলেছি। আগামী দিনে শুধু এদেশে নয়, গোটা দক্ষিণ আমেরিকার প্রতিটি দেশ তার ফলাফল ভোগ করবে। আমাদের সেনাবাহিনীকে অতিমাত্রায় সুশিক্ষিত এমন এক গেরিলাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে, যে দলে গেরিলা রণনীতিতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেছেন। এতদিন আমার সংশয় ছিল। সন্দেহ ছিল নানা কারণে। কিন্তু আমি এখন নিশ্চিত করে বলতে পারি আর্নেস্টো চে গুয়েভারা বর্তমানে বলিভিয়ার জঙ্গলে নিজে থেকে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। তাই আমাদের সমস্যা শুধু আমাদের দেশের সমস্যা নয়। গোটা দক্ষিণ আমেরিকা এক ভয়াবহ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বাস করছে। বিশেষ করে পেরু, চিলি, ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনার বর্তমান সরকারের এ গুরুত্ব উপলব্ধি করা উচিত।

—আপনার কাছে চে সম্পর্কে কী প্রমাণ আছে আমরা জানতে ইচ্ছুক।

—ছ্যব্রে কী একথা স্বীকার করেছেন?

পরপর দু'জন রিপোর্টারের প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস মৃদু হেসে বলেন,

—প্রমাণ নিশ্চয়ই আছে। প্রামাণ্য দলিল আমরা হস্তগত করেছি। তবে কীভাবে চে গুয়েভারা বলিভিয়াতে প্রবেশ করেছেন, কবে তিনি এসেছেন, সে সম্পর্কে সঠিক সংবাদ আমাদের হাতে নেই। অবশ্য ভুয়া পরিচয়পত্র, ও জাল ছাড়পত্র তিনি ব্যবহার করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। আমরা গভীর গুরুত্ব দিয়ে এই অসাধারণ শত্রুর মোকাবিলা করছি। গেরিলা বাহিনী দক্ষিণ আমেরিকার কোটি কোটি মানুষের কাছে বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছে। আমিও দক্ষিণ আমেরিকার দুশো কোটি মানুষের কাছে আবেদন জানাই, গণতন্ত্র, মানুষের অধিকার ও কমিউনিজমের করাল গ্রাস থেকে দেশকে রক্ষা করতে।

আমি বিশ্বাস করি শত্রুপক্ষ যত কৌশলীই হোক আমরা তাদের নিশ্চিহ্ন করতে পারবো। দেশের মানুষ আজ খাকী পল্টনকে নিজের লোক বলে মনে করে। সামরিক বাহিনীর সঙ্গে দেশবাসীর এতকাল কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু আমি এই ব্যবধান ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা করছি শুরু থেকেই। আমাদের 'এ্যাকশান সিভিকা' প্রোগ্রাম সফল হয়েছে। দেশবাসী দেখেছে সেনারা খালি বন্দুক চালায় না। আমার 'এ্যাকশান সিভিকা' লা পাজ থেকে সান্তা ক্রুজ পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় জনগণের মধ্যে কাজ করছে। রাস্তা তৈরি করছে। অনাথ আশ্রম পরিচালনা করছে। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে গৃহ নির্মাণে সাহায্য করছে। প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা করছে। দেশবাসীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে আমার সামরিক বাহিনীর যোগাযোগ। তাই জনগণ থেকে আমাদের দেশের সামরিক বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা সার্থক হতে পারে না। উপদ্রুত অঞ্চলে এই অভিজ্ঞতা আমি ব্যক্তিগতভাবে সঞ্চয় করেছি। উপদ্রুত অঞ্চলে গ্রামবাসীকে আমরা সর্তক করেছি। গেরিলাদলকে

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্যের শাস্তি তাদের ভোগ করতে হবে। গেরিলাদের সন্ধান দিলে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে বলে আমি ঘোষণা করেছি।

প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস আত্মপ্রসাদের হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তুলে বললেন,

—কাজ খুব ভালভাবেই চলেছে। আশা করি গেরিলাদল এখনও প্রচণ্ড শক্তিশালী নয়। তারা কুশলী। বিশেষ ধরনের যুদ্ধে তারা পারদর্শী কিন্তু সংখ্যায় বিপুল নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে শত্রুকে প্রবল আঘাত হানতে পারলে আশা করা যায় অবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে না। শত্রুপক্ষকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হবে।

বর্তমান সরকার প্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করছে না শুনতে পাই। প্রেসকে আমরা ইচ্ছেমত ব্যবহার করছি—অভিযোগ উঠেছে। এখানে আমার নিজস্ব বক্তব্য খুব স্পষ্টভাবে রাখতে চাই। আমাদের দেশের বর্তমান এই রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতির জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। এই বিশেষ ধরনের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইতে আমরা অনভিজ্ঞ। শত্রুপক্ষের দলপতি হিসাবে এমনই একজন মানুষকে আমরা পেয়েছি যাঁর নাম অতিবড় সামরিক বীরপুরুষের হৃদকম্পের কারণ। আমি লুকোতে চাই না, শত্রুকে খাটো করে দেখা আমি ঘৃণা করি। আমি নিজে সৈনিক। আমি বৈমানিক। আমি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। সংগ্রামের প্রথম স্তরে অস্বাভাবিক গোপনীয়তার প্রয়োজন হয়। প্রবল ষড়যন্ত্রের মধ্যে বাস করে পুরোপুরি নিরুত্তাপ, নিরুদ্বিগ্ন থাকা সম্ভব নয়। লা পাজ-এ এ পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু আমি জানি গেরিলাদলের অন্যতম ঘাঁটি লা পাজ। সক্রিয় সাহায্য যাচ্ছে সেখান থেকে। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্য চলছে।

বেশ কিছু সংখ্যক তরুণ সভ্য সশস্ত্র সংগ্রামের স্বপক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলছে। সভ্যপদ ত্যাগ না করে পার্টির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে পার্টি নেতৃত্ব গেরিলাদলকে

সমর্থন করছে না। এটা আমার অনুমান নয়, প্রকৃত অভ্রান্ত সংবাদই আমার হাতে এসেছে। নেতৃস্থানীয় কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। সুতরাং রাজনৈতিক বড় ধরনের চাপ আপাতত নেই। আমি খনি অঞ্চলে ইউনিয়ন অফিস অক্ষত রেখেছি। সেখানে লেনিন, স্তালিন, মাও বা কাস্ত্রো—কারো ছবি আমি দেওয়াল থেকে নামিয়ে নিতে বলিনি। ইউনিয়ন নেতাদের প্রতিনিধির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিনি। তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত খনি অঞ্চলের হাঙ্গামা আমি বরদাস্ত করবো না। গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছি।

অতি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি আমার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি যথেষ্ট পরিমাণ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি এখনও করছে না। তাদের কোন সক্রিয় সহযোগিতা আমরা পাইনি। উপরন্তু সীমান্তে আমাদের নিয়মিত পাহারা রাখতে হচ্ছে। গেরিলাদল যে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করছে, তাতে মনে হয় কোনো কোনো দেশের সীমান্ত তারা ব্যবহার করছে। মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র আমরা সবাই পেয়েছি, তবু গেরিলা পরিত্যক্ত ক্যাম্প থেকে ও মৃত বা ধৃত ব্যক্তির অস্ত্র বিশেষভাবে পরীক্ষা করে মনে হয়েছে ঐসব অস্ত্র আমাদের দেশের নয়। বিদেশ থেকে চোরা পথে আমদানি করা হয়েছে। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশের বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের গভীর উৎকণ্ঠা ও অত্যল্প সময়ে সামরিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসা আমি মনে রাখবো। দেশবাসী এই অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথা জীবনেও ভুলে যাবে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ। পানামার যে মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞদল আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন, তাদের পরিকল্পনা ও কর্মপ্রণালী বিস্ময়কর। অতি অল্প সময়ে এই বিশেষজ্ঞদল আমাদের প্রায় হাজার সেনাকে গেরিলা রণনীতিতে দক্ষ করে তুলেছে।

আপনাদের কাছে আমার আর কিছু জানানোর নেই। আপনাদের আমি খুশি করতে পারবো না, তবু আশা করি আমার বক্তব্যে আপনারা খুব হতাশ হবেন না। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলুন, আমি আরও কয়েক মিনিট আপনাদের মধ্যে থাকতে পারি।

—জেনারেল ওভানদোর অনুগত তরুণ সামরিক অফিসারদের একটি চক্র আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার চেষ্টা করছিল একথা কী সত্যি ?

—আপনারা দেখছি বিস্তর খবর রাখেন। জেনারেল ওভানদোর প্রতি আমিও ব্যক্তিগতভাবে অনুগত। তিনি যোগ্য ব্যক্তি। আমাদের স্বার্থ এক। লক্ষ্য স্থির। ষড়যন্ত্রের কথা সম্পূর্ণ আপনাদের তৈরি খবর। উত্তেজনা না থাকলে আপনারা সৃষ্টি করে নেন। সামরিক বাহিনীতে চক্রান্তের কথা আমার জানা নেই। জেনারেল ওভানদোকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আমি খুশি হব।

—দ্বিতীয় রেঞ্জার ডিভিশনের চারজন জুনিয়ার অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আমি জানি।

—আমিও শুনেছি।

—তাদের অপরাধ ?

—তারা দেশদ্রোহী।

—অভিযোগটা কী ?

—খনি শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল। সেনাদের মধ্যে রাজনীতি ছড়াচ্ছিলো। অফিসারদের মেসে 'দিয়েন বিয়েন ফু-'র গল্প বলে গিয়াপ সম্পর্কে মোহ সৃষ্টি করেছিল। আরও শুনতে চান ?

—আর একটা 'দিয়েন বিয়েন ফু' ঠেকাতে হলে গিয়াপ আপনার সেনাবাহিনীতে পড়া দরকার। আমি যতদূর জানি মার্কিন মিলিটারী আকাদামিতে গিয়াপের বই পড়ানো হয়। চে গুয়েভারার 'গেরিলা যুদ্ধ' ফোর্ট লিভেনওয়ার্থে নিয়মিত পাঠ্য। স্বয়ং ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড মাও ৎসে-তুং-এর 'গেরিলা রণনীতি' মুখস্ত বলতে পারেন। আপনি কী গিয়াপের বই পড়েননি ?

—পড়েছি। তবে আজ বলিভিয়াতে গিয়াপ অচল। এখানে কোনো বিদেশী প্রভু নেই।

—চারজন জুনিয়ার অফিসারকে কী আদালতে হাজির করা হবে ? তাঁরা কী আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবেন ?

—সামরিক আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ তাঁরা নিশ্চয়ই

পাবেন। তবে আশা করি আপনাদের জুরী হিসাবে নিয়োগ করবার আমার কোনো বাসনা নেই।

নিজের চেষ্টাকৃত রসিকতায় নিজেই হাসতে থাকেন। একজন তরুণ সামরিক অফিসারকে পথ করে সামনে এগিয়ে যেতে দেখা গেল। নিচু গলায় কী যেন বললেন। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস গোপনীয় কিছু নির্দেশ দিয়ে আবার নিজের বক্তব্যে ফিরে এলেন,

—দেশদ্রোহীদের সঙ্গে দেশপ্রেমিকদের লড়াই সর্বত্রই তীব্র ও ক্ষমাহীন। শাস্তি তাঁদের ভোগ করতে হবেই।

আলোচনা ক্রমেই নিরুত্তাপ ও মামুলী পাঁচ কথায় ভেসে যাচ্ছিলো। দু'একজন পরিচিত নিউজম্যানকে প্রেসিডেন্ট তাঁর কাছে ডেকে কথা বলছেন। মনে হয় ইতিপূর্বে প্রেসের সঙ্গে প্রকাশ্যে যে একটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল, প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস সেই অপ্রাতিকর আবহাওয়াটুকু কাটিয়ে তুলতে চান।

নতুন কিছুই বলেননি। অসমর্থিত চে গুয়েভারা সংবাদটুকুর শুধু সমর্থন পাওয়া গেছে। ইতিপূর্বে প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস গেরিলা যুদ্ধে চে গুয়েভারার অংশ গ্রহণের সংবাদ এত দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করেননি। কিছুদিন আগেও তিনি চে গুয়েভারার কথা গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

—আপনি এখানে কোন টিন ব্যারনের অতিথি ?

পরিচিত কণ্ঠস্বর। ফিরে দেখি মিঃ রাইনগোল্ড। নিখুঁত আঁটো পোশাক। হাতে চৌকো ভারি ব্রিফকেস। বেশ একটু খুশি খুশি ভাব।

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করি,

—লা পাজ থেকে সেই যে উধাও হলেন! এখানে আপনাকে পাব একবারও মনে হয়নি। দূতাবাসও দেখছি আজকাল আপনার খবর রাখে না। এখানে কবে এসেছেন ?

—একঘণ্টা আগে। ওরোরো থেকে সোজা কোচাবাম্বায় এসেছি। তবে এই প্রেস কনফারেন্সের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এখানে পৌঁছে শুনলাম প্রেসিডেন্ট এখানে। চলে এলাম।

প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোস বিদায় নিলেন। সব কিছুই মাপা মাপা। প্রচুর সামরিক পাহারা, তবু সিকিউরিটি স্টাফের আনাগোনার শেষ নেই। আগে চললো পাইলট কার। প্রেসিডেণ্টের গাড়ির সামনে পেছনে দেহরক্ষী দল।

মেল ট্রেন ছেড়ে যাবার পর প্ল্যাটফর্মের যে হাল হয় কনফারেন্স রুমের সেই অবস্থা। সবাই ছড়িয়ে যেতে শুরু করেছেন। ব্যস্ত নিউজম্যানদের ইতস্তত আনাগোনা। যে যার গাড়ির দিকে ছুটলেন।

মিঃ রাইনগোল্ড আমার সঙ্গে রইলেন। বললেন,

—প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোসকে আমি যত দেখছি ততই যেন ভাল লাগছে। বলিভিয়াতে ইতিপূর্বে এতবড় যোগ্য শাসক আর ক্ষমতায় আসেননি। সামরিক নায়ক হিসাবে দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে আমরা যে ধরনের মানুষের সাক্ষাৎ পাই, প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোস আদৌ সে চরিত্রের লোক নন। আমি এই দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সফর করেছি, নিজে প্রত্যক্ষ করেছি মানুষটি এ ক'বছরে আশাতীত কাজ করেছেন। প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোস-এর সবচেয়ে বড় কাজ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে অসামরিক জীবনের একটা যোগসূত্র তৈরি করা। 'এ্যাকশান সিভিকা' পুরোপুরি সফল হয়েছে বলা চলে। আপনার কী মনে হয়?

—একজন কর্মঠ পুরুষ সন্দেহ নেই। বিপদসঙ্কুল এই রাজনৈতিক পটভূমিতে আজ সাহসী ও কর্মঠ মানুষের বড় দরকার।

আমার মন্তব্যটুকু পুরোপুরি নিষ্প্রাণ। ইদানীং কেন যেন এই মানুষটিকে আমার কেমন সন্দেহ হয়। জুলিও মন্‌দেজ আমাকে সতর্ক করেছেন কয়েকবার। এ্যাণ্টি গেরিলা স্পেসাল ট্রেনিং স্কুলের সেনাদের গেরিলা যুদ্ধে হাতেকলমে শিক্ষা দিতে পানামার যে মার্কিন সামরিক উপদেষ্টা এসেছেন তাঁদের সঙ্গে মিঃ রাইনগোল্ড যুক্ত। কিন্তু সর্বত্র অবাধ গতিবিধি। প্রথম দিকে জুলিও মন্‌দেজ-এর মন্তব্যে আমি মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছি। কিন্তু কোনো প্রামান্য নজীর টেনে দেখাতে না

পারলেও আজ কেমন যেন সন্দেহ হয় মানুষটিকে। ভদ্রলোক যে আসলে কী কাজে যুক্ত, এ প্রশ্ন বার বার মনে উঁকি দেয়। এই মানুষটি আমাকে সাহায্যও করেছেন যথেষ্ট। সে ঘটনা আমি অন্যত্র বর্ণনা করেছি। তবু জুলিও মন্‌দেজ-এর কথা আমি অনেক ভেবে দেখছি। সতর্কভাবে বেহিসাবী কোনো মন্তব্য করবো না ঠিক করেছি।

—তবে প্রেসিডেন্ট আজ নতুন কিছু বলতে পারেননি।

—চে গুয়েভারার কথা আজ সমর্থন করেছেন।

—আপনি কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করেন নি।

—প্রমাণ কিন্তু এখনও মেলেনি। তবে প্রেসিডেন্ট যখন বলছেন তখন স্বীকার করতেই হবে।

—কেন, হাভানায় চে গুয়েভারার যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা চলে চে এখন বলিভিয়াতেই আছেন।

—আপনার কথা আমি অবিশ্বাস করিনি। তবে চে সম্পর্কে গত দু'বছর এত জল্পনাকল্পনা হয়েছে, এত রণাঙ্গনের অভ্রান্ত রিপোর্ট দেখেছি তাতে কোনো সংবাদই আজকাল বিশ্বাস হয় না।

—আপনাকে আমি এমন বস্তু দেখাতে পারি যে, লাফিয়ে উঠবেন। দেখুন, নিউজম্যান আমি নই। তবে মনে হয় আপনাদের বৃত্তি গ্রহণ করলে খুব ভুল করতাম না।

—আপনি অসাধারণ যোগ্য লোক।

—কাল আসুন, আপনাকে আমি এমন প্রমাণ দেখাবো যাতে আপনি হতবাক হবেন। যে কোনো নিউজম্যান মোটা টাকা কবুল করবে।

—কী দেখাবেন আপনি?

—আসুন না। একমাত্র আপনাকেই আমি দেখাতে পারি। পরশু থেকে জিনিষটা আমার হাতে আর থাকছে না।

—রহস্য শুধু বাড়ছে। কৌতূহলই জমা হচ্ছে।

—সময় হবে না?

—কী সম্পর্কে আপনি এত রহস্য করছেন বলুন না।

—প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসের কথা না শুনেও সে জিনিস দেখে আপনি চে গুয়েভারা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন। সে এক অমূল্য দলিল।

—আমি নিশ্চয়ই আসবো।

—পরশু আমি ফিরে যাচ্ছি লা পাজ। আপনি কোচাবাম্বায় ক'দিন আছেন?

—দিন দুই। পরশু না হলেও রবিবার আমি লা পাজ রওনা হবো।

—দেখা যখন এখানে হয়ে গেল আপনাকে এ সুযোগটা আমার দেওয়া উচিত। তা'ছাড়া আপনাকে আমি পছন্দ করি। আপনি খুব নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সবটা দেখুন। আপনার মতামত আমারও কাজে আসবে। আসবেন তো?

—নিশ্চয়ই। দরকার হলে এখনই আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি।

কথায় কথায় রাস্তায় এসে নামি। ট্যাক্সির প্রয়োজন হলো না। মিঃ রাইনগোল্ড আমাকে গাড়িতে আসতে বললেন। গাড়িতে উঠে আমার ট্রেনবিভ্রাটের আখ্যান বর্ণনা করি। ভদ্রলোক এক চোট হাসলেন। চতুর চোখে তাকিয়ে বলেন,

—সিনেমার শুরু হিসাবে চমৎকার। মেয়েটি দেখতে কেমন?

জবাবের অপেক্ষা না করে মিঃ রাইনগোল্ড হো হো করে হাসতে থাকেন।

হোটেল ক্যাপিটল-এর সামনে আমাকে নামিয়ে দিলেন মিঃ রাইনগোল্ড। করমর্দন করে বলেন,

—আপনি আমার আস্তানায় আসছেন কাল সন্ধ্যার পর যে কোনো সময়। আশা করি আপনাকে আমি খুশি করতে পারবো।

নিতান্তই অমায়িক ভদ্রলোক। মেরীনোস মার্কিন সদর দপ্তর সংলগ্ন ছোট্ট বাগানবাড়ি। ব্রিফকেসের ওপর অদৃশ্য আঁক কষে নিজের ঠিকানাটি ভাল করে রপ্ত করে দেন। কোচাবাম্বার যে কোনো ট্যাক্সিওয়ালা রেল স্টেশনের মত নাকি জায়গাটা চেনে।

কামরায় না ঢুকে লাউঞ্জ পেরিয়ে বারে ঢুকে এক পাত্র স্কচ নিয়ে বসি। একটি সিগারেট ধরিয়ে জুত হয়ে সবে বসেছি, এমন সময় পাশ থেকে একজন মন্তব্য করেন,

নতুন খবর শুনেছেন ?

সামান্য মুখচেনা। ভদ্রলোকের সঙ্গে লা পাজ-এ একবার আলাপও হয়েছিল। বলিভিয়ার প্রচার দপ্তরের একজন রিপোর্টার। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস-এর প্রেস কনফারেন্সেও ভদ্রলোককে দেখেছি বলে মনে হলো।

মুখ তুলে একটু হেসে বললাম,

—আপনি এখানে উঠেছেন বুঝি !

—না, একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি। বলিভিয়ার প্রচার দপ্তরে চাকরী করে কী এসব হোটেলে ওঠা যায় ! যে কথা বলছিলাম, তাপেরাস আর সান জুয়ান দেল্ পোর্ত্রেরো-তে তুটো বড় রকমের সংঘর্ষ হয়ে গেছে। সরকার পক্ষের একজন কর্নেল সহ পনের জন বন্দী হয়েছে। গেরিলারা সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করেছে।

—গেরিলাদের ফ্রন্ট আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

—এক মাসের হিসেব কষে দেখলে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়, গেরিলারা ক্রমাগত তাদের ঘাঁটি পাল্টাচ্ছে। আক্রমণ চালাচ্ছে সামনে-পেছনে। গেরিলাদের আক্রমণ পরিচালনা এমন অদ্ভুত যে সরকারী ফৌজ কোনো অপারেশন টেকনিক্ চালু করতে পাচ্ছে না। রণাঙ্গন যে কোনো জায়গায় যখন তখন শুরু হতে পারে। সান জুয়ান দেল্ পোর্ত্রেরো—কোচাবাম্বা-সান্তা ক্রুজ পথেই পড়বে। আবার দেখেছেন এল্ দোরাদো অঞ্চলে সুমাইপাতা আর রিও গ্রাঁদে-এর মধ্যে লড়াই হয়ে গেছে। আমাদের সেনাবাহিনীর বিখ্যাত 'অপারেশন সিন্তিয়া' শেষ পর্যন্ত রণাঙ্গন খুঁজে না পেলে তো মহা বিপদ।

ভদ্রলোক রসিক। গায়ে পড়ে আলাপ জমানোর আগ্রহ প্রকট। সরকারী প্রচারযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। নিজে স্থানীয় লোক। ভেতরের খবর

কিছু কিছু নিশ্চয়ই রাখেন। ইঙ্গিতে ডাকতেই একরকম হুড়মুড় করে সামনের চেয়ারে এসে বসলেন। চোখে অফুরন্ত কৌতূহল।

কথা প্রসঙ্গে জানালেন, হ্যব্রে যখন গ্রেপ্তার হন সে সময় তিনি উপদ্রুত অঞ্চলের কাছাকাছি ছিলেন। লাগুনিলাস পুলিশ আর পল্টন গেরিলাদের ঠিক ঠিক অবস্থান হয়তো জানতো না কিন্তু তাদের গতিবিধি সম্পর্কে মোটামুটি সবারই একটা ধারণা ছিল। সবারই ধারণা গেরিলারা সংখ্যায় বিপুল, অস্ত্রশস্ত্র অনেক। ক'দিন ধরেই লাগুনিলাসে জোর গুজব ছড়াচ্ছিল। মুয়ুপম্পায় বসতি সামান্যই। সরু পাথুরে রাস্তা। পাহাড়ের ঢালুতে বিচ্ছিন্ন লোকালয়। সাদা পোশাকে কিছু গোয়েন্দা ও স্থানীয় পুলিশ ক'দিন ধরেই ওৎ পেতে ঘুরছিঁলো। বিশে এপ্রিল দিনটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমি তখন এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাচ্ছিলাম। এমন সময় একজন এসে খবর দিল তিন জন গেরিলাকে মুয়ুপম্পার সাদা পোশাকের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। খবরটা পেয়েই দৌড়লাম। স্থানীয় ফাঁড়িতে তখনও তাঁরা আটক আছেন। তিনজনকেই দেখলাম। তিনজনই তরুণ। একজন জর্জ রুথ নামে এক ইংরেজ ফটোগ্রাফার। দ্বিতীয়জন একজন আর্জেন্টিনার যুবা। নাম রোবার্তো বুস্তস্। পরিচয় দিয়েছেন তিনি একজন চিত্রকর। অপর জন রেজী হ্যব্রে। সবাই নিজেদের সাংবাদিক হিসেবে দাবি করেছেন।

—এ রা কখন গ্রেপ্তার হন বলতে পারেন?

—সকাল আটটা আন্দাজ হবে।

—এদের পরনে কী পোশাক ছিল?

—অসামরিক পোশাক। লক্ষ্য করেছি এঁরা অবস্থার গুরুত্ব আদৌ দেননি। দিনের বেলা প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁরা জঙ্গল থেকে মুয়ুপম্পায় প্রবেশ করেছেন। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। গ্রেপ্তার এড়ানোর চেষ্টাও এঁরা করেননি। সারাটা দিন এই নিয়ে হৈ চৈ হট্টগোল চললো। মুয়ুপম্পা সরগরম। একজন ব্রিগেডিয়ার সেনাবাহিনী নিয়ে হাজির হলেন। দেহাতী জায়গায় এই তিন বন্দীকে নিয়ে পুলিশ আর মিলিটারী সবাই নাজেহাল। শেষ পর্যন্ত ওপর থেকে নির্দেশ এলো

বন্দীদের মুয়ুপম্পা থেকে সরিয়ে নিতে। সেই দিন রাত্রে আর্জেন্টিনা রেডিও ঘোষণা করলো একজন ফরাসী, একজন ইংরেজ আর একজন আর্জেন্টিনা বাসী গেরিলা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নিহত হয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রেসনোট কোনো মন্তব্য করছে না। পরদিন শুনলাম আর্জেন্টিনার রেডিওর খবর পুরোপুরি মিথ্যে। শেষ পর্যন্ত জর্জ রুথকে ছেড়ে দেওয়া হয়, কিন্তু বুস্তস্ ও দ্যব্রেকে ছাড়া হলো না। দু'জনকে নিয়ে আসা হলো কামিরিতে। রুথের ভিসা ছিল পোর্তো রিকোর। বলিভিয়ার সেনাদের নিয়ে নাকি তিনি অনেক ছোট-গল্প লিখেছেন। ঘুরতে ঘুরতে লাগুনিলাস-এ গিয়েছিলেন। তিনি গেরিলাদের খপ্পরে পড়েন। আদৌ কিছুই জানতেন না। দ্যব্রেকে আমি যতটুকু দেখেছি তাতে মনেই হয়নি তিনি এতবড় একজন নাটের গুরু। মুয়ুপম্পার পুলিশ ব্যারাকে আমাদের কাছে বলেছিলেন—আমি বুঝতে পারি না আমার গ্রেপ্তারের কারণটা কী। গোপন আমি কোনো কিছুই করিনি। পাশপোর্ট ভিসা আমার নিখুঁত। মেক্সিকো ও প্যারীর সংবাদপত্র প্রতিনিধির পরিচয়-পত্রও আমার সঙ্গে আছে। আমি সাংবাদিক। এই পরিচয় নিয়ে এদেশে এসেছি।

ভদ্রলোক একটু থামলেন। সঙ্কোচের হাসি টেনে বললেন,

—যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রশ্ন করবো ?

—অনায়াসেই।

—আপনি কী রিপোর্টার ?

—হ্যাঁ।

—কাদের হয়ে কাজ করছেন ?

—লণ্ডন প্রেস প্রতিনিধি।

—আপনার সঙ্গে মিঃ রাইনগোল্ড-এর আলাপ আছে দেখছিলাম।

—তিনি আমার বন্ধু।

—আমার একটু উপকার করবেন ?

প্রমাদ গুনি। এক নজর তাকিয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ না করে শুকনো হেসে বলি,

—কী ব্যাপারে ?

—এই চাকরী-বাকরীর ব্যাপারে বলছিলাম। আমি লা পাজ য়ুনিভারসিটির স্নাতক। পাঁচ বছর কাজ করছি সরকারী প্রচার দপ্তরে। কিন্তু মাইনেপত্র বড় কম। শুনলাম মার্কিন প্রচার দপ্তরে ক'জন লোক নেবে। এসব ব্যাপারে মার্কিন দূতাবাসের কালচারাল এ্যাটাশে মিঃ ফগ্‌লার-ই সব। মিঃ রাইনগোল্ডের সঙ্গে মিঃ ফগ্‌লার-এর বন্ধুত্ব খুব নিবিড়। আপনি একবার চেষ্টা করবেন ?

—আপনার নাম কী ?

—সান মার্কোস্ ফেব্রী।

—চেষ্টা করতে পারি।

—একবার দেখুন না। আসলে তদ্বির করার মত আমার কেউ নেই। আশ্চর্যরকম পরিস্থিতিতে আপনার সঙ্গে পরিচয় হলো। আমি নিজেকে যোগ্য লোক মনে করি। আমার যোগ্যতার পরীক্ষাও আমি দিতে প্রস্তুত।

—আপনার নাম সান মার্কোস্ ফেব্রী। সরকারী প্রচার দপ্তরে আছেন। এত কাজে আমি হয়তো ভুলে যাব, আপনি আমাকে লা পাজ-এ মনে করিয়ে দেবেন। কথা দিলাম না। তবে মিঃ রাইন-গোল্ডকে আমি বললে যদি আপনার কাজের সুবিধে হয়, আমার নিজের তরফ থেকে খুব একটা আপত্তি নেই। লা পাজ-এ আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন। ওখানে খোঁজ করে আমাকে পেতে আপনার অসুবিধে হবে না।

মার্কোস্ ফেব্রীর মুখ আনন্দে জ্বল জ্বল করে ওঠে। এক গাল হেসে বললেন,

—আমি আপনাকে ঠিক খুঁজে বার করবো।

—ইতিমধ্যে ভাল করে খোঁজপত্র নিন। কী কাজের লোক তারা খুঁজছে, ক'জন লোক দরকার। আমি তাঁকে একবার বলে দেখতে পারি।

—পরিচয়ের শুরুতেই আপনাকে এমন একটা অনুরোধ করে

বসলাম, কিন্তু এছাড়া উপায়ই বা কী বলুন। আপনি কিছু মনে করবেন না।

—মনে করবার কী আছে। আপনার কোনো উপকারে লাগলে আমি নিশ্চয়ই খুশি হব।

—দয়া করে আমার কথা মনে রাখবেন।

—আপনি লা পাজ-এ দেখা করবেন।

—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

—আপনি কোচবাম্বা-য় কী কাজে এসেছেন ?

—আমাদের প্রচারসচিব এখন এখানে। আমরা দু'জন প্রচার সচিবের সঙ্গে এসেছি। অবশ্য প্রেসিডেন্ট-এর প্রেস কনফারেন্সের সঙ্গে আমাদের কাজের কোন সম্পর্ক নেই। প্রচারসচিব অবশ্য ছিলেন, সেই সুযোগে আমরাও ঢুকেছিলাম। আমাদের কাজ এখন প্রধানত কোচাবাম্বা সান্তা ক্রুজ এলাকায় নিয়মিত সরকারী প্রচার চালানো। ছোট ছোট ইউনিট তৈরি করে গ্রামে গ্রামে বর্তমান জরুরী অবস্থা সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করা। সন্দেহজনক মানুষ সম্পর্কে চৌকীতে খবর দেওয়া, বিদেশীদের ওপর নজর রাখা; এ ছাড়া নানা ভাবে দেশবাসীকে বর্তমান জরুরী অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা। খবর সংগ্রহ করবার জন্যে যে পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়েছে সে সম্পর্কে জানানো। গেরিলা বাহিনীর প্রামাণ্য খবর গুরুত্ব অনুযায়ী সরকার এখন পাঁচ ডলার থেকে এক হাজার ডলার ইনাম হিসাবে কবুল করতে রাজি হয়েছে। এইসব কাজেই এখন ক'দিন এ'দিকে থাকবো। পুরস্কারের নাম শুনলে অনেকেই রাজি। আমরা অবশ্য সংবাদদাতার নামধাম গোপন রাখবো।

—সাড়া পাচ্ছেন ?

—মন্দ নয়। তবে এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো খবর আমরা এ ভাবে পাইনি। শুনেছি একজন দলত্যাগী জঙ্গল থেকে পালিয়ে এসে সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক কথাই ফাঁস করে দেয়। দু' একটা সাফল্যের পেছনে সেই ব্যক্তির খবর আমাদের খুব কাজের হয়েছে।

—অবস্থা কেমন বুঝছেন। আপনারা সরকারী লোক। ভেতরের অনেক খবরই জানেন।

—খুব খারাপ। তারপর প্রেসিডেন্ট আজ যা কনফারেন্স-এ বললেন, তাতে মনে হয় শীঘ্রই আমাদের দেশে একটা দারুণ কাণ্ড হতে চলেছে। সত্যি কথা বলতে কী, একমাত্র কোচাবাম্‌বা ছাড়া বলিভিয়ার কোনো জায়গায় বর্তমান সরকার জনপ্রিয় নয়। জঙ্গলের ফৌজ ও শহরের মানুষের অসন্তোষ ভবিষ্যতে কী রূপ নেবে বলা দুঃসাধ্য। কাতাভি আর সিগ্‌লো অঞ্চলের শ্রমিক এলাকায় যে কোন সময় আগুন জ্বলে উঠতে পারে।

সান মার্কোস ফের্‌রী-র সঙ্গে আর রাজনৈতিক আলোচনায় গেলাম না। পানীয় শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে লাউঞ্জের দরজা পর্যন্ত এলেন। বিনয়ী। অমায়িক ছোকরাকে ভালই লাগল। লা পাজ-এ দেখা করবার কথা মনে রাখতে বলে আমার কামরার দিকে পা বাড়ালাম।

ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছিলাম কোচাবাম্বা মিউজিয়মে। শহরের একপ্রান্তে বিরাট এক প্রাসাদ। বলিভিয়ার টিন খনি মালিক পাতিনোর নিজস্ব প্রাসাদ ছিল এককালে। প্রাসাদটি তুলনাহীন। সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো বিরাট এই অট্টালিকার ছাদ পুরু তামা দিয়ে তৈরি। রাজসিক চেহারা ও জানালা দরজার কাজ দেখে বিস্মিত হতে হয়।

সাইমন পাতিনো ছিলেন অখ্যাত এক আদিবাসী প্রজা। খচ্চর আর লামা চরিয়ে প্রথম যৌবন গেছে মাঠে-ময়দানে। নিতান্তই বলিভিয়ার হাজারো দরিদ্র মানুষেরই একজন। এতই অখ্যাত পরিবারের অবহেলিত সন্তান যে তাঁর আসল বংশপরিচয় তিনি নিজেই জানতেন না। সৌভাগ্যক্রমে সামান্য ভূ-সম্পত্তির মালিক হন। নিজের দক্ষতায় আরও কিছু জমি-জায়গা করেন। পরবর্তীকালে যে বিরাট টিন খনি কাতাভিতে আবিষ্কৃত হয় সবটাই সাইমন পাতিনোর জমি। সৌভাগ্য নিঃসন্দেহে, নিজের অধ্যাবসায়ও ছিল অনন্যসাধারণ। দেখতে দেখতে ঐশ্বর্য যেন মানুষটিকে তাড়া করে নিয়ে ছোটে। বলিভিয়ার টিনের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি বুঝেছিলেন মালয়ের টিনের চেয়ে বলিভিয়ার টিন নিকৃষ্ট ধরনের, তাই দেশে-বিদেশে কল-কারখানা তৈরি করেছেন। লিভারপুলে তৈরি করেছেন টিন গালানোর বিরাট কারখানা। পৃথিবীর বাজারে নিজের টিন নিয়ে হাজির হয়েছেন। হাতে এসেছে কোটি কোটি ডলারের একচেটিয়া মুনাফা।

সাইমন পাতিনো বলিভিয়া ছেড়ে বিদেশেই থেকেছেন দীর্ঘ দিন। স্পেন ও ফ্রান্সে কিছুকাল তিনি রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত হন। অবশ্য

বলিভিয়ার স্বার্থের চেয়ে নিজের ব্যক্তিগত ব্যবসার প্রসার ও কর ফাঁকিই এ ধরনের সামান্য কর্মভার গ্রহণ করবার অন্যতম যুক্তি। সাইমন পাতিনো পৃথিবীর সপ্তম ধনী ব্যক্তি ছিলেন।

টিন খনির মালিকানা পাতিনোকে ঐশ্বর্য দিয়েছে। কোটি কোটি ডলার অর্জন করেছেন কাতাভি আর সিগ্‌লো খনি থেকে। যেখানে বারিয়েনতোস শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়েছেন এই সেদিন। অবর্ণনীয় দারিদ্র্য ও অর্ধ-ক্রীতদাস এই শ্রমিক শ্রেণীকে কিছুই দেন নি পাতিনো। অফুরন্ত দারিদ্র্য, ক্ষয়রোগ ও কষ্টের জীবনের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ব্রেজিলের ভূমিহীন ক্রীতদাসের হয়তো তুলনা চলে। অন্ধকার খনি। ভেজা, স্যাঁতস্যাঁতে তীব্র গন্ধের মধ্যে জীবন কাটে। খনিজ উত্তোলনের কায়দাও মান্ধাতার। মার্কিন বুদ্ধিজীবীও মন্তব্য করেন—'The miners were trapped in the 16th Century. They had to work by literally tearing the metal from the walls of the deep caverns with their fingers.'

হোটেলে ঢুকে অশ্বখুরাকৃতির ডেস্কের ওপাশ থেকে কামরার চাবি নিয়ে সিঁড়ির দিকে সবে এগিয়েছি, কাউন্টারের সুন্দরী তরুণীর হাত নাড়ায় থামতে হয়। ইঙ্গিতে অপেক্ষা করতে বলেন। টেলিফোনে কথা শেষ করে হেসে বলেন,

—আপনার লাগেজ এইমাত্র এসে পৌঁছোলো।

—কতক্ষণ ?

—এক ভদ্রলোক পৌঁছে দিয়ে গেলেন। একটু দাঁড়ান, তিনি চিঠিও একটা দিয়ে গেছেন।

ড্রয়ার থেকে একখানি খাম আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে হেসে বললেন,

—আপনার জন্যে তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষ করেছিলেন। আপনি কামরায় যান, মালপত্তর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চিঠিটা পড়তে পড়তেই ঘরে এলাম। অতিশয় ভদ্রলোক।

স্টেশন থেকে মাল ছাড়িয়ে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বার বার নিমন্ত্রণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

কয়েক মিনিট পর হেটেলের বয় আমার পরিচিত ব্যাগ ও ব্রিফকেস নিয়ে ঘরে ঢোকে। মুহূর্তে খুলে ফেলি। সব ঠিক আছে। শুধু ব্রিফকেসের এক জায়গায় ঘষা দাগ। প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়ে ফেলবার আঘাতের চিহ্ন।

ভেবে দেখি প্রোফেসার গার্শিয়ার নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আজ অসম্ভব। নইলে মিঃ রাইনগোল্ডের সঙ্গে সন্ধ্যার বৈঠক আমাকে বাদ দিতে হয়। সেটা সম্ভব নয়। চে গুয়েভারা সম্পর্কে তিনি কিছু প্রামাণ্য দলিল দেখাবেন বলেছেন। কাল জিনিসটা তাঁর হাতে আর থাকছে না সে কথাও তিনি আমাকে জানিয়েছেন।

লাঞ্চের টেবিলে বসে ব্যাপারটা স্থির করলাম। আজ সন্ধ্যেতে প্রোফেসার গার্শিয়ার নিমন্ত্রণ রক্ষা করা যাবে না। তবে ব্যবহারিক ভদ্রতা শুধু নয়, একবার দেখা করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। কাল কোচাবাম্‌বা আমি ছেড়েও যেতে পারি। নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব না হলেও একবার দেখা করে মালপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার, একশো পেসো ফেরত দেওয়া ও তাঁর মত উদার মানুষের সান্নিধ্যে এসে যে ধন্য হয়েছি একথা কবুল করবার নৈতিক তাগিদ অনুভব করি।

লাঞ্চ শেষ করেই বেরিয়ে পড়ি। প্রথম কাজ ট্রাভলার্স চেক ভাঙ্গানো। সেখানে সময় লাগলো দু'মিনিট। ট্যাক্সি ধরে সোজা চললাম প্রোফেসার গার্শিয়ার বাড়ি। মিঃ রাইনগোল্ড-এর সঙ্গে দেখা করবার আগেই দিনের অন্য কাজকর্ম মিটিয়ে ফেলাই স্থির করি।

খেলোয়াড় পুত্রের সন্ধান করবার প্রয়োজন হলো না। প্রোফেসার গার্শিয়াকে এ তল্লাটে সবাই চেনে।

ছবির মত বাড়ি। সামনে খানিকটা বাগান। পোর্টিকোতে একজন ক্ষীণস্বাস্থ্যের অল্পবয়সী তরুণ যেন আমার জন্যেই অপেক্ষারত। প্রোফেসার গার্শিয়ার নাম করতেই হেসে মাথা নেড়ে বললো,

—আসুন!

ক্ষীণস্বাস্থ্য হলেও যুবা সুদর্শন। মুখের আদলখানি দেখে মনে হয় মরিয়ামের ভাই। মরিয়াম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পূর্বের মত হেসে বলে,

—সবাই আছে। আপনি আসুন।

আমার পরিচয় যেন জানা। নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে কথা হয়েছে। হয়তো একটু বেশি আলোচনাই হয়েছে, নইলে যুবা আমাকে দেখেই চিনবে কেমন করে! এ সময়ে আমার আসবার কথাও নয়।

পোর্টিকো পেরিয়ে লাউঞ্জের পাশ দিয়ে চওড়া সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। যুবা আগে চলে। সব কিছুই কেতাদুরস্ত। দেওয়ালে মূল্যবান ছবি। নিয়মিত ব্যবধান রেখে সিঁড়িতেও কয়েকটা ছবি। ভারি পর্দা। সিঁড়িতে পুরু কার্পেট। আসবাবপত্রে স্পেনীয় আভিজাত্যের ছাপ। কাঠের জাফরী ও দেওয়ালে সৌখীন কাঠের কারুকার্য লক্ষ্য করবার।

পর্দা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়াই। যুবা আমাকে একেবারে লাঞ্চের টেবিলে নিয়ে এসেছে। প্রোফেসার গার্শিয়া আমাকে দেখে হকচকিয়ে যান। মরিয়াম বিস্ময়ে নির্বাক। ঠিক লক্ষ্য করিনি, শুধু বুঝলাম লাঞ্চ ফেলে চেয়ার থেকে একজন উঠে সামনের ঘরে প্রবেশ করলো। ভাবসাব দেখে আমি অসম্ভব অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি।

বেশ বুঝলাম ভুল হয়েছে। ক্ষীণস্বাস্থ্যের যুবারই হয়েছে গোড়ায় গলদ। অসোয়াস্তির ভাবটুকু কাটিয়ে উঠে প্রোফেসার বললেন,

—বসুন! এখানেই বসে পড়ুন। পেড্রোকে নিচে রেখেছিলাম এতক্ষণ। এক ভদ্রলোকের আসার কথা। পেড্রো ভুল করে আপনাকে নিয়ে এসেছে। ভালই হয়েছে, বসুন না।

অপ্রস্তুতের ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারিনি তখনও। সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম,

—আমারও একটু ভুল হয়েছে। অবশ্য নিজের পরিচয় দেবার সুযোগই পাইনি। আপনার নাম বলতেই এই তরুণ আমাকে এখানে নিয়ে এলো।

—তাতে কী হয়েছে। আপনি কী আমার অচেনা? ভুল করে

আমি তো মেয়েদের স্নানের ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম একবার। আমার মেয়ে কুয়াশার ঘাড়ে দোষ দিয়ে আপনার সমস্ত জিনিসপত্র ছুঁড়ে দিতে পারলো। বরং মানুষ হিসাবে আপনিও দেখছি আমাদের মত।

কাঁটা চামচে আঁচড় কেটে দুষ্টু হেসে মরিয়াম বলে,

—আপনি কেন এসেছেন এখন আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি।

—কেন বলুন তো?

—সন্ধ্যেবেলা ডিনারে আপনি আসছেন না। কাজের চাপ। হঠাৎ প্রেসিডেন্ট জাতীয় কোনো বীরপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, তাই প্রোগ্রাম বদলাতে হলো। সেই কারণেই দিনের বেলা এসে ক্ষমাভিক্ষা, ব্যবহারিক শিষ্টাচার বজায় রাখবার অভ্যস্ত কায়দাকানুন।

—আপনার অনুমান অভ্রান্ত। তবে ব্যবহারিক শিষ্টাচার বা অভ্যস্ত কায়দাকানুনটুকু আমার মাথায় নেই। সেই কারণেই অসময়ে সোজা খাবার টেবিলের সামনে হুড়মুড় করে এসে পড়েছি। ভেবে দেখলাম সন্ধ্যেতে এখানে আসা সম্ভব হবে না। টেলিফোনে নিমন্ত্রণ নাকচ করা আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি।

—ঘুরে ফিরে নিয়মতান্ত্রিক শিষ্টাচার ও ব্যবহারিক ভদ্রতাতেই হাত পড়ছে কিন্তু। টেলিফোনে জানান দিলে আমি অবশ্য কিছু মনে করতাম না।

প্রোফেসার গার্শিয়া মেয়ের কথা সম্পূর্ণ হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেন,

—সন্ধ্যেতে তা'হলে আজ আসছেন না। হঠাৎ কী হলো?

—একটু কাজে আটকে পড়েছি। বুঝতেই পারেন, অপরের ইচ্ছা অনিচ্ছার সঙ্গে তাল দিতে হয়। সন্ধ্যের পর আমি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকবো। আদৌ সময় করতে পারবো না।

—আপনার হাতে ব্রিফকেস দেখে বুঝতে পাচ্ছি, জিনিসপত্র পেয়েছেন।

—ধন্যবাদ জানালে আপনার মেয়ে বলবেন আনুষ্ঠানিক শিষ্টাচার, তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে সঙ্কোচ হচ্ছে।

প্রোফেসার গার্শিয়ার সঙ্গে মরিয়ামও হো হো করে হেসে ওঠে।

—কাল প্রেসিডেন্টের প্রেস কনফারেন্স কেমন হলো বলুন।

—নিউজম্যানদের ওপর ভদ্রলোক খুবই চটা। বিদেশী রিপোর্টারদের বিরুদ্ধে বিষোদগারের শেষ নেই।

—বিদেশী নিউজম্যানরা আমাদের দেশে এসে খুব সততার পরিচয় দিচ্ছেন না। প্রেসিডেন্ট তাই ক্ষুব্ধ।

—আজকের কাগজে দেখলাম বিদেশী রিপোর্টারদের গতিবিধি সম্পর্কে আগে নাকি সিকিউরিটিকে জানাতে হবে। এই ধরনের একটা পরিকল্পনা স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে চালু করবার প্রশ্ন উঠেছে।

প্রোফেসার গার্শিয়া মরিয়ামের কথায় উষ্মা প্রকাশ করেন,

—তাতে কোনো কাজ হবে কী? সরকার বিরোধীরা সবাই তো আর নিউজম্যানের ছদ্মবেশে এদেশে আসছেন না। এটা চালু করলে প্রেসের কাছে আমরা হেয় হবো। এ নিয়ে লেখাপত্র চলবে। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকানো সম্ভব হবে না। লাঞ্চ কী আপনি শেষ করে এসেছেন মিঃ সেন?

—হ্যাঁ।

—তবু কিছু একটা দিক আপনাকে।

—কিছু না! কিছু না! এই মাত্র লাঞ্চ শেষ করে আমি আসছি।

প্রোফেসার গার্শিয়া নিজের কথা বলতে থাকেন। ক্ষীণ স্বাস্থ্যের তরুণ তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। মরিয়ামের চেয়ে ছোট। খেলোয়াড় পুত্র গেছেন সান্তা ক্রুজ। প্রোফেসার গার্শিয়া বিপত্নীক।

হঠাৎ নজরে পড়লো তৃতীয় প্লেটটা মরিয়াম টেবিল থেকে সরিয়ে নিয়েছে। অর্ধ-সমাপ্ত লাঞ্চের প্লেট ছেড়ে যাওয়া মানুষটিও আর ওঘর থেকে ফিরছেন না। আমার কৌতূহল অবাধ্য। আমি কেমন যেন হিসাব মেলাতে পারি না। ঐ লোকটি কে? অন্য কারণ নিশ্চয়ই থাকতে পারে, কিন্তু পর্দা সরিয়ে আমার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অতি দ্রুত চেয়ার ছেড়ে খাওয়া ফেলে সামনের ঐ ঘরে আশ্রয় নেবার কী কারণ থাকতে পারে? প্রোফেসার গার্শিয়া বা মরিয়াম এই তৃতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব

কেন? প্রোফেসার গার্শিয়া কার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন? কার আসার কথা? পেড্রো যাঁর সঙ্গে আমাকে ভুল করেছে তিনি কে? পেড্রোর যখন অপরিচিত, তখন তিনিও এ বাড়িতে আমার মত নতুন ব্যক্তি সন্দেহ নেই। যোগসূত্রহীন টুকরো টুকরো প্রশ্ন একত্রে আমার কাছে কেমন যেন রহস্য হয়ে দাঁড়ালো। পরিপূর্ণ সন্ত্রাস ও অস্থির পরিস্থিতিতে সাময়িক একটা টেনসেন্ থেকে মন গড়া তৈরি সমস্যা হতে পারে। কিন্তু কথার ফাঁকে ফাঁকে বার বার এই প্রশ্নগুলো মনে উদয় হয়। প্রোফেসার গার্শিয়া ও মরিয়াম সম্পর্কে অবশ্য আমার কিছু বলবার নেই। আবিলতামুক্ত প্রাণখোলা মানুষ। অতিশয় অভিজাত। ভদ্রতা ক্রুটিহীন। সামান্য সময়ে এই প্রৌঢ় মানুষটির অন্তর-সম্পদের যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছি।

ভারত সম্পর্কে প্রৌঢ় মানুষটির উৎসাহ অসীম। অনেক খবর রাখেন। ভারতীয় বিবাহিতা মেয়েরা সিঁথিতে সিঁদুর পরে মরিয়াম জানে। আর জানে ভারত অনুন্নত দেশ।

খাবার টেবিল থেকে পর্দা সরিয়ে অন্য ঘরে আসি। যোগসূত্রহীন নানা কথার হিজিবিজি চলে। রাজনৈতিক আলোচনা প্রোফেসার এড়িয়ে যেতে চাইলেন। নিজস্ব মতামত একটা নিশ্চয়ই আছে, তবে সে প্রসঙ্গ তুলতে চান না। মরিয়াম অন্য কী প্রয়োজনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—সন্ধ্যের আগে আপনার আর কী কাজ!

আমি যেন স্পষ্ট বুঝলাম, আমি কেটে পড়লে ভদ্রলোক খুশি হন। মাঝে মাঝে কেমন অন্যমনস্ক হয়েপড়ছেন। সাইমন পাতিনোর প্রাসাদের কথা বলছিলাম—প্রোফেসার গার্শিয়া মনে ভাবছিলেন আমি সাইমন বলিভার-এর কথা তুলেছি। মরিয়াম কেমন যেন নিরুৎসাহ। অভিযোগ তোলা সম্ভব নয়, কারণ গোটা ব্যাপারটাই আমি অনুমান করেছি। মরিয়ামকে আমি যেটুকু দেখেছি তাতে তার রকমসকম এখন যেন কিছুটা ভিন্ন। নজীর টানতে পারবো না। প্রমাণ বা যুক্তি আমার কিছুই নেই। শুধু মনে হচ্ছিল আমি যেন এই মুহূর্তে এক অবাঞ্ছিত অতিথি। আগ্রহ না-ই বা থাকলো, তবে এতটা নিশ্চেতনা আমি আশা

করিনি। অদৃশ্য একটা সমস্যায় এঁরা যেন ভেতরে ভেতরে ব্যস্ত। এই অসঙ্গতিটুকু প্রোফেসার গার্শিয়ার প্রশ্নে এবার স্পষ্ট ধরা পড়লো। ঘড়ি দেখে ব্যস্ততার ভান করি,

—আপনার এখানে একবার বসলে জমে যাব। ভেবেছিলাম ট্যাক্সি ছাড়বো না, মনে মনে সময় নিয়েছিলাম দশ মিনিট। আধঘণ্টা হয়ে গেল। এ সপ্তাহের ডেসপ্যাচ আমার তৈরি করা বাকি। কাল সকালের মেলেই সেটা পাঠাতে হবে। তা'ছাড়া ফেরার পথে এখানকার সামরিক প্রচার বিভাগে একটু কাজ সারবো। কাল যদি কোচাবাম্বায় থাকি আপনাকে আমি টেলিফোনে জানাবো।

প্রোফেসার গার্শিয়ার চোখেমুখে খুশির হাসি ছড়িয়ে পড়ে,

—আমি ধন্য হবো। এমনও হতে পারে হোটেলে আমিই গিয়ে হাজির হবো। আমি আপনাকে টেলিফোনে ধরতে চেষ্টা করবো। আপনি কি এখান থেকে সোজা লা পাজ যাবেন?

—হ্যাঁ, লা পাজ ফিরেই আমাকে আবার কামিরি যাবার জন্যে তৈরি হতে হবে।

প্রোফেসার গার্শিয়া আমার হাতে টুপি ও ওভারকোট তুলে দেন। সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন,

—মরিয়াম আর পেড্রো নিচে আছে। ওখানেও আপনার দু'চার মিনিট সময় যাবে। মরিয়াম হয়তো আপনাকে হোটেলে ছাড়বার জন্যে ধরবে। গাড়ি আমার বিকেলের আগে দরকার হবে না। আপনি আবার আপত্তি করবেন না। এ অঞ্চলে ট্যাক্সি সব সময় পাওয়া যায় না। বেশ খানিকটা হাঁটতে হয়।

একটা টেলিফোন এলো। প্রোফেসার গার্শিয়া করমর্দন করে বললেন,

—আমি আর নামলাম না। কাল আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবার নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো।

কথা শেষ করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে থাকি। প্রোফেসার গার্শিয়া টেলিফোন ধরতে চলে গেলেন। হঠাৎ খেয়াল হলো,

একশো পেসো এখনও আমার ফেরত দেওয়া হয়নি। কথায় কথায় সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। কয়েক মুহূর্ত সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে রইলাম। কোনো কারণে যোগাযোগ করা যদি সম্ভব না হয়, টাকাটা ফেরত দেওয়া তাহলে একটা সমস্যা হবে। অগত্যা আবার ওপরে উঠতে হলো।

পর্দা সরাতেই মুখোমুখি দেখা। সাদা ফ্রিজের পাশে এক তরুণ যুবা। মুহূর্তে বুঝতে পারি এই সেই তৃতীয় ব্যক্তি। কিছুক্ষণ আগে ঘরে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে লাঞ্চ ফেলে সামনের ঘরে যিনি আত্মগোপন করেছিলেন। যুবা সম্পূর্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। স্থির, অচঞ্চল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন। আমার স্মরণশক্তি মোটামুটি পাশ নম্বর পায়। যুবাকে চিনতে আমার এতটুকু ভুল হয়নি। উপরন্তু যুবার বিহ্বলতা, অপ্রস্তুত অস্বাভাবিক ভাবভঙ্গিতে আরও নিশ্চিত হলাম।

—আপনাকে আমি চিনি।

যুবা নিরুত্তর।

—আপনার পরিচয় আমি জানি।

যুবা নির্বাক।

টেলিফোন শেষ করে প্রোফেসার গার্শিয়া উল্টোদিকের দরজা পেরিয়ে ঢুকেই থমকে দাঁড়ান। মানুষটি মুহূর্তে সাদা হয়ে গেলেন। অস্পষ্ট কাতরোক্তি করেন,

—আপনি!

স্বাভাবিক, অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলি,

—প্রোফেসার আমাকে মাপ করবেন। একশো পেসো ফেরত দিতে এসে এঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল।

প্রোফেসার বিচলিত বোধ করেন। মরিয়ামও এসে থমকে যায়। বিস্ময়োক্তি করে,

—আপনি এঁকে চেনেন নাকি?

—ডাঃ রোমানো মোরেনো অযথা আমাকে শত্রু মনে করছেন। পকেটে আপনি রিভলভার ধরে আছেন অকারণে। আমি আপনার

শত্রু নই। সরকারী পুরস্কারের বিনিময়ে আপনাকে ধরিয়ে দেবার তিলমাত্র আমার বাসনা নেই।

ডাঃ মোরেনো অল্প একটু হাসতে চেষ্টা করলেন। পকেট থেকে হাত তুলে ছ'পা সামনে এগিয়ে এলেন। প্রোফেসার গার্শিয়া ভাবলেশ-হীন চাউনি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

—আপনি আমাকে কতটুকু চেনেন?

মরিয়ামের চোখেমুখে উৎকণ্ঠার মেঘ। অপলক নয়নে চিত্রার্পিতের-মত আমার দিকে চেয়ে থাকে। নাটকীয় উত্তেজনাটুকু আমি ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করেছি। সহজ হেসে বলেছি,

—আপনি আমেরিকান ক্লিনিকের অনেক টাকাকড়ি নিয়ে পলাতক —একথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। আমার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ায় নিজেকে আপনি হতভাগ্য মনে করতে পারেন কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি খুব খুশি হয়েছি। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। তবে পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও, কোনো কারণেই মরিয়াম ও প্রোফেসার গার্শিয়ার অমঙ্গল হতে পারে এমন কোনো কাজ আমি কখনই করবো না এটুকু নিশ্চয়ই বোঝেন।

অল্পক্ষণেই যে তীব্র সন্দেহ ও গুমট ভাবটা গড়ে উঠেছিল সেটুকু অনেকটা কেটে গেল।

প্রোফেসার গার্শিয়া ভাবাবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠেন,

—আপনাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কোনো কারণে আমার ওপর যদি সন্দেহ হয় তার পরিণতি কী হবে তা' আপনি খুব ভালই জানেন। আমাকে খুবই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে চলতে হচ্ছে। মোরেনোকে এখান থেকে না সরানো পর্যন্ত আমি শান্তি পাচ্ছি না। অথচ এমন ব্যাপক প্রচার চালিয়েছে, প্রকাশ্যে বেরুলেই ধরা পড়বার আশঙ্কা। আপনিও চিনতে পারলেন!

ক্রমে ডাঃ মোরেনোর সঙ্গে আমার কথাবার্তা অনেক সহজ হয়ে এলো। আমরা দু'জনে আলাদা বসলাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন

করি। প্রথমটা একটু আড়ষ্ট, তবে অল্পক্ষণেই সঙ্কোচটুকু কাটিয়ে উঠতে দেখলাম।

কামিরিতে চতুর্থ ডিভিশন মিলিটারী ক্লাবে আটক হ্যব্রে সম্পর্কে ডাঃ মোরেনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন,

—দৈহিক টর্চার সহ্য করা চলে কিন্তু মানসিক নির্যাতনই মানুষটিকে হয়তো কাহিল করেছে সবচেয়ে বেশি। যেমন ধরুন, একদিন জেরা করবার সময় মাথার এক ইঞ্চি ওপর দিয়ে সামনে থেকে বেশ কয়েক রাউণ্ড গুলি করা হলো। পায়ের ফাঁক দিয়ে একজন রিভলভার চালিয়ে দিল। খাতির করে কফিপাত্র হাতে তুলে দিয়ে পরক্ষণেই চুমুক দেবার মুহূর্তে সেই একই ব্যক্তি হ্যব্রের হাত থেকে লাথি মেরে কাপটি ফেলে দিল। হ্যব্রের বই থেকে পাঠ করে করে নানা ব্যাখ্যা ও 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' গ্রন্থটিই যে বর্তমান বলিভিয়ার রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণ সেই অভিযোগ তুলে কোনো কোনো দিন দৈহিক অত্যাচার ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে থাকে।

—হ্যব্রে কী চে গুয়েভারা সম্পর্কে কিছু বলেছেন?

—আমি শুনিনি।

—আপনি আমেরিকান ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত। আপনার বিরুদ্ধে প্রকৃত অভিযোগ আমি জানি। আপনার মত একজনকে আমার খুব দরকার। কী ভাবে শপথ করলে আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন জানি না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি বলিভিয়ার এই মুক্তিযুদ্ধ গোটা ল্যাতিন আমেরিকার স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রতীক। নিতান্ত গোপনীয় সংবাদ ছাড়া অন্য সমস্ত খবর দিয়ে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।

—আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনার প্রকৃত পরিচয় আমি নিশ্চয়ই জানতে পাব। অবিশ্বাসের মাধ্যমে বিশ্বাস অর্জনের ঝুঁকি কম। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা কাউকেই বিশ্বাস করি না। চে একজায়গায় বার বার সতর্ক করেছেন—শত্রু পরিবেষ্টিত এলাকায় নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস করবে না। ক্রমাগত জায়গা পরিবর্তন করবে।

আপনাকে আমি পুরোপুরি বিশ্বাস এখনও করতে পারিনি। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস দাবি করেছেন বিদেশী নিউজম্যানদের মধ্যে কিউবার গুপ্তচর আছেন। কিন্তু একথা জোরের সঙ্গে বলতে পারি, আজ বলিভিয়াতে বিদেশী নিউজম্যানদের একটা বিরাট অংশ সি. আই. এ.-র হয়ে কাজ করছে। এঁরা বেশির ভাগই অমার্কিন। অনেকেই ল্যাতিন আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ। বিপ্লবের পর কিউবা থেকে পলাতক কিউবানদের নিয়ে ইয়াঙ্কীরা মিয়ামী ও পানামায় যে প্রতিবিপ্লবী সংস্থা গড়ে তুলেছে, তাদের ঝানু ঝানু গুপ্তচর আজ লা পাজ-এ সক্রিয়। মার্কিন দূতাবাস আজ ষড়যন্ত্রের কারখানা। ভাবতে পারেন কামিরির চতুর্থ ডিভিশন মিলিটারী ক্লাবে যেখানে দ্যব্রে আটক আছেন ও নিষ্ঠুর বিচার প্রহসন চলেছে তাঁর নেতা আজ মার্কিন দূতাবাসের কালচারাল এ্যাটাসে মিঃ ফাউলার। দ্যব্রে সম্পর্কে সমস্ত মিথ্যা মামলা ও অভিযোগের তিনিই প্রধান রূপকার। একথা সবাই জানে 'অপারেশন কামিরি' তাঁরই তৈরি সাজানো মামলা। মিঃ ফাউলার দ্যব্রের কাছে বার বার প্রস্তাব করেছেন তাঁর মিথ্যা সাজানো ঘটনাকে সমর্থন করতে। সরাসরি প্রস্তাব দিয়েছেন দ্যব্রেকে— আপনি স্বীকার করুন আপনার এতদিনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদ নিতান্তই অসার। যা কিছু লিখেছেন সবই ভুল, মিথ্যা। আপনার মুক্তির ব্যবস্থা আমি করবো। এই ষড়যন্ত্র, আর এই চক্রান্ত আজ কামিরিতে চলছে।

—দ্যব্রের সঙ্গে চে গুয়েভারার দেখা হয়নি?

—নিশ্চয়ই হয়েছে। তবে বলিভিয়াতে সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা জানি না। তা'ছাড়া চে আদৌ এখানে এসেছেন কিনা, সে সম্পর্কে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।

—সি. পি. বি.-র লাইন এখন কী? এই গেরিলা সংগ্রাম পার্টি কী চোখে দেখছে? আপনি কী কমিউনিস্ট?

—হ্যাঁ, আমি কমিউনিস্ট। পার্টির মধ্যে শীঘ্রই বড় রকমের পরিবর্তন

আসবে বলে মনে হয় না। তবে নিয়মিত ক্যাডারস্-দের সঙ্গে নেতৃত্বের গুরুতর মতপার্থক্য ঘটছে। তরুণরা নেতৃত্বকে দোষ দিচ্ছে।

— কমরেড মোন্‌জে বুলগারিয়া সফরে গিয়েছিলেন। শুনেছি তিনি লড়াই চালানোর স্বপক্ষে কথা বলেছেন। তারপর আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

ডাঃ মারেনো একটু হেসে বলেন,

—কমরেড মোন্‌জে একজন চূড়ান্ত সুবিধাবাদী নেতা। নেতৃত্বের কাঙ্গাল। আমরাও জানতাম তিনি বিপ্লবী, সংগ্রামের পথে চলবেন। কিন্তু এখন অবস্থা সম্পূর্ণ ঘুরে গেছে। কমরেড মোন্‌জে বর্তমান বিপ্লবী গেরিলা বাহিনীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রচার চালিয়েছেন পার্টির মধ্যে। নিজস্ব মিলিশিয়া তৈরি করেছেন। তাঁর গোপন নোটবুকে বিদ্রোহী সভ্যদের তালিকা নিত্য বাড়ছে। সি. পি. বি. নেতৃত্ব জনগণের সঙ্গে পুরোপুরি বিশ্বাসঘাতকরা করেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের কোনো আস্থা নেই।

—পার্টি বিপ্লবীদের সাহায্য করছে না?

—আদৌ নয়। শুনতে হয়তো খুবই খারাপ শোনাবে, তবু স্বীকার না করে উপায় নেই পার্টির ভূমিকা এখন প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্য করছে। আগামীদিনে নেতৃত্ব পরিবর্তনের কোনো আশাও নেই।

—আপনার বিরুদ্ধে সরকারের অভিযোগটা কী?

—প্রতিটি সুস্থ চিন্তাধারার মানুষের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের যে অভিযোগ।

—আপনি আমেরিকান ক্লিনিকের টিমের সঙ্গে কামিরিতে যাবার আগে আপনার সম্পর্ক নিশ্চয়ই ভাল ছিল?

—খুবই ভাল ছিল।

—আপনি কী ছাত্রের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন?

—নিষ্ফল প্রতিবাদের মূল্য কতটুকু। তা'ছাড়া সম্ভাব্য পরিণতির কথা যখন আমার জানা, সেখানে এ ধরণের প্রতিবাদ নিতান্তই বোকামো।

—আপনার ওপর সন্দেহের কারণ কী ?

—কামিরিতে আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রকাশ পায়নি। রেজি ছ্রেরের সঙ্গে একা আমি কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি। একমাত্র তিনি ছাড়া কেউ বুঝতেই পারেননি, আমি তাঁকে সমর্থন করি। একদিন অনেকক্ষণ সময় পেয়েছিলাম। শরীরের দু' একটা ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করবার সময় অনেক কথাই হয়েছে। তাঁর সঙ্গের কাগজপত্র ডায়রী আর বইপত্র সবই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দৈনিক আট থেকে দশ ঘণ্টা যখন তখন মাথামুণ্ডহীন জেরায় দিন কাটছে। ঘৃণ্য আসামীদের পোশাক পরিয়ে রাখা হয়েছে। আমি এই ডোরাকাটা পোশাকের পরিবর্তনের কথা বলেছিলাম। সেটা অগ্রাহ্য হয়। লা পাজ-এ ফিরে ছ্রেরের ওপর অত্যাচারের কিছু ফটোগ্রাফসহ আমি হাতেনাতে ধরা পড়ি। আপত্তিকর এই ছবিগুলো আমি কামিরিতে তুলেছিলাম। আমার বাড়িতে পুলিশ হানা দেয়। পুলিশ আমার ডাক্তারী কেতাব ও নানা পত্রপত্রিকার মধ্যে থেকে লেনিনের 'শিল্প ও বিপ্লব', আর ছ্রেরের এক কপি বই উদ্ধার করে। নেরুদার কবিতার সঙ্কলনকেও তারা দেখলাম একই মর্যাদা দিল। সবচেয়ে প্রামাণ্য মারাত্মক নজির হিসাবে সাংকেতিক ভাষায় লেখা একটি চিঠি তারা হস্তগত করলো। আমারই ভুল, চিঠিটা নষ্ট করবার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমি নিশ্চিত বিপদের পদধ্বনি শুনে বাথরুম দিয়ে পালাই। পুলিশ তখনও আমার বাড়িতে তালাশ চালিয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করতে করতে আজ দু'দিন এখানে এসেছি। তবে শীঘ্রই আমি কোচাবাম্বা ছেড়ে যাব।

—জঙ্গলের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে ?

—তার জন্যেই অপেক্ষা করছি। ডাক্তার আজ সেখানে বড় দরকার। প্রোফেসার গার্শিয়ার আমি ছাত্র। মরিয়ামকে আমি ভালবাসি। প্রোফেসার গার্শিয়াকে পুলিশ সন্দেহ করবে না। যোগসূত্র না পেলে এ বাড়িতে হানা দেবার আদৌ আশঙ্কা নেই। আপনি দৈবাৎ আমাকে চিনে ফেললেন। খবরকাগজের ফটোগ্রাফ থেকে

আমাকে সরাসরি দেখেই চিনতে পারায় সত্যিই আমি একটু অবাক হয়েছি।

—ছোট ছোট টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন ঘটনা অবশ্য আপনাকে চিনতে আমাকে সাহায্য করেছে। মরিয়াম আর প্রোফেসার গার্শিয়ার সঙ্গে অ:মার পরিচয়ের মজার ঘটনাটি হয়তো আপনি শুনেছেন।

—খুব নাটকীয়।

—মরিয়াম হোটেলে উঠতে প্রথমে আমাকে বাধা দিয়েছিল। সে এই বাড়িতে আমাকে অতিথি হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে বারবার। প্রোফেসার গার্শিয়া আত্মভোলা সুন্দর মানুষ। কিন্তু তিনি প্রসঙ্গটি চাপা দিয়েছেন কাল। হয়তো আপনি এখানে আছেন জেনে আমাকে অতিথি হিসাবে পেতে পরে মরিয়াম-এর সমস্ত উৎসাহ নিভে গেল। প্রোফেসার গার্শিয়া একশো পেসো আমাকে বলপূর্বক ধার দিয়েছেন, হোটেলের কামরা বাছাই করেছেন। রেল স্টেশন থেকে আমার ব্যাগ ও ব্রিফকেস উদ্ধারের দায়িত্ব নিয়েছেন ; কিন্তু নিজের বাড়িতে একদিনের অতিথি হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাবটি এড়িয়ে গেছেন। তখন বিশেষ কিছু মনে হয়নি। ব্যাপারটা নিয়ে আদৌ আমি ভাবিনি। আজ আমাকে রাত্রে ডিনারে ডাকা হয়েছে। কিন্তু অনিবার্য কারণে এ অনুরোধ রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তাই জানান দিতে এসেছিলাম। পেড্রো অন্য কারো সঙ্গে ভুল করে একেবারে খাওয়ার টেবিলের সামনে আমাকে নিয়ে এলো। আপনি আমাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে লুকোলেন। তৃতীয় প্লেটের হিসেব না মেলায় আমার খট্‌কা লেগেছে। নানা কথাবার্তার মধ্যে আমি মাঝে মাঝে উপলব্ধি করছিলাম যেন আমি এই বাড়িতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। মরিয়াম ও প্রোফেসার গার্শিয়ার কথাবার্তা মাঝে মাঝে কেমন খেই হারিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা যেন অন্য কিছু চিন্তা করছেন। আমার খুবই অসোয়াস্তি লাগছিল। মরিয়াম নিচে চলে গেল। প্রোফেসার গার্শিয়া যেন আমার সঙ্গে কথার খাতিরে কথা বলে চলেন। আমি উঠে পড়বার ব্যস্ততা দেখালে খুশি হলেন। হঠাৎ একশো পেসো ফেরত দেবার কথা আমার মনে হলো। আপনি আশাই

করতে পারেননি আমি আবার ফিরে আসবো। আমার জন্যেই পুরো লাঞ্চ আপনার সারা হয়নি। আমার যতদূর অনুমান পেড্রো যাঁর সঙ্গে ভুল করে আমাকে এখানে এনে হাজির করেছে, সেই অনুপস্থিত মানুষটির পুরো লাঞ্চ এখনও নিশ্চয়ই আছে। সেই ভদ্রলোকটিকে হয়তো নিচ থেকে বিদেয় করা হয়েছে। অজান্তে আমি অসময়ে এসে পড়ায় অনেক বিভ্রাট ঘটিয়েছি। আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্ষুধার্ত ডাঃ মোরেনো।

ডাঃ মোরেনোর চোখেমুখে রহস্যদ্রষ্টা শিশুর বিহ্বলতা,

—আপনি আমাকে সম্পূর্ণ বিস্মিত করেছেন। আপনার প্রতিটি অনুমান অভ্রান্ত। অনুপস্থিত একজনের পুরো লাঞ্চের কথাও মিথ্যে নয়। মরিয়ামকে বলে নিচের থেকেই তাঁকে বিদেয় করেছি। সত্যিই আপনি আমাকে অবাক করেছেন।

ভেবে দেখলাম আমি আরও কিছু সময় এখানে কাটাতে পারি। আমার ছিল ইচ্ছে। ডাঃ মোরেনোর আগ্রহ।

বয়সে তরুণ। বছর তিরিশের বেশি কখনও নয়। দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ। নিজের কর্তব্যে অবিচল। কে কোনো ঝুঁকি নেবাব প্রস্তুতি আছে চোখেমুখে।

অনেক আলোচনা হলো। অনেক কিছু শুনলাম। বিপ্লবী সংগ্রাম সম্পর্কে অবিচল দৃঢ়তা আমাকে মুগ্ধ করে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুন্দর খবর রাখেন। খনি অঞ্চলে শ্রমিকদের ওপর নিষ্ঠুর সেনাদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

—এ শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সমস্ত স্বৈরাচারী শাসনের অন্যতম প্রত্যঙ্গ এই সেনাবাহিনীর একই চরিত্র। এদের কোনো দেশ নেই, অন্ধ জানোয়ারের মত এঁরা নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে। ইতিহাস থেকে এরা কোনো শিক্ষাই নেয় না। চে একজায়গায় বলছেন, যথেষ্ট পরিমাণে আর্য না হবার জন্যে যে বেলজিয়ানদের হিটলার দাঁড় করিয়ে হত্যা করেছেন, সেই নিহত বেলজিয়ানদের সন্তানেরা আজ কঙ্গোতে গায়ের চামড়া ফর্সা না হবার জন্যে হাজার হাজার কঙ্গোলীকে

পিটিয়ে পিটিয়ে খুন করছে। প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে খাকী পরা এই নিষ্ঠুর জীবদের সর্বত্র এই একই ভূমিকা। এই নির্বোধ সেনাদের জন্যে আমার দুঃখ হয়।

জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে চে-র বিখ্যাত ভাষণ আমারও জানা ছিল। বক্তৃতা দেবার ঢঙে আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে চে-র কথার পুনরাবৃত্তি করি,

— …Perhaps the sons of Belgian patriots who died defending their country are now assassinating thousands of Congolese in the name of the white race, just as they suffered under the German heel because their blood was not purely Aryan. But the scales have fallen from our eyes and they now open upon new horizons, and we can see what yesterday, in our conditions of colonial servitude, we could not observe—that "Western civilization" disguises under its showy front a scene of hyenas and jackals. That is the only name that can be applied to those who have gone to fullfill "humanitarian" tasks in the Congo. Bloodthirsty butchers who feed on helpless people! That is what imperialism does to men, that is what marks the 'white' imperialists.

ডাঃ মোরেনোর চোখেমুখে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়,

—আপনি মনে করে রেখেছেন দেখছি।

—আমাদের সবকিছু মনে রাখতে হয় ডাঃ মোরেনো। তবে জাতিসঙ্ঘে চে-র এই বক্তৃতাটি রাজনীতির ছাত্রদের খুবই প্রয়োজনীয়। আমি মার্কিন বন্ধুদের মুখেও এই বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা শুনেছি।

—আপনার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে জানি না, কিন্তু আপনাকে আমি আমাদের বন্ধুভাবেই গ্রহণ করেছি।

—বন্ধুত্বের দাবি না করলেও শত্রু আমি কখনই নই। আমিও আমার মত শ্রেণীস্বার্থ বুঝি, অবশ্য এখানে আমি সাংবাদিকের শ্রেণী-স্বার্থের কথা বলছি। খবর সংগ্রহের বাসনা থেকে অত্যুগ্র কৌতূহল। আপনার সঙ্গে দেখা করার বিপদ অনেক জানি, কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে আমি খুশি হব।

—আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথা নিশ্চয়ই আপনি গোপন রাখবেন।

—কথা দিলাম। তা'ছাড়া আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার খাতিরে দায়িত্বহীন কোনো কথা বলা সম্ভবও নয়।

—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

—আপনার সুন্দর ও সুখী জীবন কামনা করি।

প্রোফেসার গার্শিয়া ও মরিয়ামের কাছে বিদায় নিয়েছি। পুরোপুরি বিশ্বাস আমাকে কেউ করেননি। প্রোফেসার গার্শিয়ার চোখেমুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। মরিয়াম হাজার চেষ্টা করেও সহজ হতে পারলো না। ডাঃ মোরেনো অনেক কথাই গোপন করেছেন বুঝতে পারি। একটা অজানা ভীতি, প্রচ্ছন্ন সন্দেহ এঁদের কথাবার্তায়। প্রোফেসারের ঠোঁটে লেগে থাকা হাসিটুকু সম্পূর্ণ অপসৃত। মরিয়ামের নিষ্কলুষ হৃদয় সন্দেহের আবিলতায় আচ্ছন্ন।

তবে এঁরাই ঠিক। দুর্বল মানসিকতা বা ভাবপ্রবণতার কোনো মূল্যই নেই আজ। বলিভিয়াতে আজ সরকারী পুরস্কারের কাছে সুন্দর একটি হৃদয়ের মূল্য কতটুকু? ডাঃ মোরেনো স্পষ্টই বলেছেন, শত্রু পরিবেষ্টিত অঞ্চলে নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস করবে না।

মিঃ রাইনগোল্ড-এর কাণ্ড-কারখানাই আলাদা। টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। হাত দুটো শূন্যে ঝুলছে। ওপরে-নিচে দু'টুকরো পোশাক পরা এক তরুণী পাশে দাঁড়িয়ে ম্যাসাজে ব্যস্ত। ইতস্ততঃ হস্ত সঞ্চালনে তরুণীর অনেকটা অনাবৃত দেহশ্রী উঠছে-পড়ছে। আগে অসুবিধে হতো, এখন বুঝতে পারি। তরুণী এদেশেরই। ক্রিওল সম্প্রদায়ের।

—কোমরে একটা ব্যথা কিছুতেই যাচ্ছে না। ইনফ্রা রে নিয়েও খুব সুবিধে হলো না। লা পাজ-এ ফিরে একবার দেখাতে হবে। আপনি অবশ্য ঠিক সময়ে প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। আমিই একটু অপ্রস্তুত।

তরুণীর কাধে ভর দিয়ে উঠে বসেন রাইনগোল্ড। এক লহমা হেসে বলেন,

—তবে অ্যানার ম্যাসাজের গুণে তবু অনেকটা ভাল। অ্যানা আমাদের স্টাফ নার্স। সত্যি কথা বলতে কী, অ্যানার শুশ্রূষার গুণে যা হোক আমি কোচাবাম্‌বা-য় চলছি ফিরছি।

হ্যাঙার থেকে গেঞ্জি আর ড্রেসিং গাউন রাইনগোল্ড-এর হাতে তুলে দিয়ে অ্যানা পাশের ঘরে চলে গেল। একবার শুধু ফিরে তাকিয়ে অল্প একটু হাসলো।

—আমি কিন্তু অনেক আশা নিয়ে এসেছি।

—বুঝতেই পাচ্ছি।

—আপনার ফ্ল্যাটটি চমৎকার।

—পুরো বাড়িটাই দূতাবাস থেকে ভাড়া করা। তবে গোটাটাই একরকম আমাদের মত বানিয়ে নিতে হয়েছে।

আলোচ্য প্রসঙ্গ তুলতেই মিঃ রাইনগোল্ড চোখ টিপলেন। ঝুঁকে পড়ে একরকম কানে কানে বলেন,

—অ্যানা চলে যাক। আমি চাই না এসব অন্য কেউ শুনুক।

—সময় লাগবে নাকি?

—বলা খুব কঠিন। মেয়েদের পোশাক পরিবর্তনে কতটা সময় লাগে সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা মুস্কিল।

—এসব ব্যাপারেও মৌলিকতা আছে দেখছি।

—মেয়েদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা সুপ্রচুর।

অভিজ্ঞ মিঃ রাইনগোল্ডেরও শেষ পর্যন্ত ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। অ্যানা পোষাক পরিবর্তন করে বিদায় নিল প্রায় মিনিট পনের পর। অ্যানা স্টাফ নার্স। খোদ মিঃ রাইনগোল্ড যে কার স্টাফ সেটাই যখন ধোঁয়াটে, সেখানে অ্যানা আমার কাছে মূর্তিমতী রহস্য।

সামনের একটা স্টিল আলমারি খুলে ব্রিফকেস টেনে বার করেন। নিজের চেয়ারে ফিরে এসে সযত্নে ব্যাগটি খুললেন। একটি প্যাকেট বার করে বলেন,

—দেখুন তো, এই ছবিটা আপনি চিনতে পারেন কী না!

প্যাকেট থেকে একটি ফটোগ্রাফ আমার হাতে তুলে দেন মিঃ রাইনগোল্ড।

ফটোগ্রাফটি হাতে নিয়েই চিনলাম। চেহারার এক পাশ এসেছে। অতি পরিচিত মুখশ্রী।

—দেখেছেন?

—চিনলাম। কিন্তু এ ছবি কোথায় পেলেন? এ তো পুরোনোছবি মনে হচ্ছে।

—ঠিকই ধরেছেন। এ ছবি কিউবায় তোলা। চে-র এই ছবি আত্মগোপন করবার কিছুদিন আগের তোলা। এবার এই ছবিটা সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

চোখে কালো সেলের চশমা, মাঝবয়সী এক ভদ্রলোকের পাশ থেকে তোলা ছবি। অনেকক্ষণ ভাল করে লক্ষ্য করলাম। অনেকটা

চওড়া কপাল। মাথার চুল সুন্দরভাবে আঁচড়ানো। কিন্তু চিনতে পারলাম না।

পাতলা হাসি মিঃ রাইনগোল্ডের ঠোঁটে বয়ে যায়। এক নজর ছোট করে তাকিয়ে বললেন,

—আপনার মতামতের আমি খুবই মূল্য দেব। ভেবে বলুন। চে-র ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন এবার।

বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে ছবি দুটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাই। কিন্তু যোগসূত্র পেলাম না। বললাম,

—এ দুটো একই ব্যক্তির ছবি নয়।

মিঃ রাইনগোল্ড আমার হাত থেকে নিয়ে সামনের টেবিলে পাশাপাশি ছবি দুটো সাজিয়ে রাখেন। তারপর অন্য একটি ছবি হাতে তুলে দিয়ে বলেন,

—এটা কার ছবি ?

একটি অসম্পূর্ণ মুখাবয়বের চিত্র। মাথার চুলের সীমান্তরেখা ছুঁয়ে চওড়া কপাল নেমে এসেছে। নিয়মিত বলিষ্ঠ ভ্রূযুগলের তলায় জ্বলজ্বলে গভীর চোখ দু'টির মাঝখানে খাড়াই নাক। একফালি ঠোঁটের ওপরে নরম গোঁফ। ছবিতে একটা কান অস্পষ্ট এসেছে। নিচের ঠোঁটটি নেই।

—চিনেছি। এটা চে-র ছবি নিঃসন্দেহে।

—ছবিটা হাতে রাখুন। এবার এই ছবিটা পাশে রেখে দেখুন।

মিঃ রাইনগোল্ড অপর একটি ছবি আমার হাতে দেন। কালো সেলের চশমা পরা ভিন্ন আর একটি ছবি। একই ঢঙয়ের ছবি। তলার ঠোঁটটি নেই। দুটো কানই এসেছে। ভদ্রলোকের দাড়িগোঁফ কামানো।

—ভাল করে দেখুন। কপালটা লক্ষ্য করেছেন ভাল করে ?

দুটো ছবি খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করি। কপাল দু'টির আশ্চর্যরকম মিল। তবে চশমা পরা ছবিটির দু'পাশের মাথার চুল পাতলা আর বাদামী। নাকটা মেলে। ঠোঁটটাও খানিকটা আসে। তা'ছাড়া

গোটাটা মিলিয়ে দু'টি ছবির সঙ্গে মোটামুটি একটা যোগসূত্র টানা চলে।

—কপাল দু'টির আশ্চর্যরকম মিল।

—হাজারো চেষ্টা করে ঐটাই গোপন করা কঠিন। কভার করবার সমস্ত কৌশল এই একটা জায়গায় অনেক সময় ব্যর্থ হয়। এটাও চে-র ছবি।

—ষোলআনা সমর্থন না করলেও, মোটামুটি নির্ভরযোগ্য অনুমান।

—একথা যদি স্বীকার করেন, তবে চশমা পরা আগের যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ছবিটি আপনি নাকচ করলেন, সে সম্পর্কে আপনাকে আবার নতুন করে ভাবতে হবে। কারণ চশমা পরা একই ব্যক্তির দু'টি ভিন্ন ভঙ্গির ফটোগ্রাফ আপনাকে আমি দেখিয়েছি। এই দুটো যদি একই ব্যক্তির হয়, তবে চশমা পরা প্রথম ছবিটাও অভ্রান্ত।

মিঃ রাইনগোল্ড আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণপত্র হাজির করার ভঙ্গিতে একটানা বকবক করে চলেন। অপর একটি ছবি আমার হাতে দিয়ে বলেন,

—দেখুন, চেনেন নাকি।

চার ছেলেমেয়ে নিয়ে এলিদা মার্চ। নাবালক পুত্র-কন্যাকে চিনি না কিন্তু চে-র পত্নী এলিদা মার্চ-এর বহু ফটোগ্রাফ ইতিপূর্বে দেখেছি।

—এ সব ছবিই আমরা উদ্ধার করেছি জঙ্গল থেকে। গুরুতর এক সংঘর্ষের পর গেরিলারা পিছু হটে। অনেক কিছুর সঙ্গে কতগুলো ন্যাপস্যাক তারা ফেলে যায়। অন্য বহু কিছুর সঙ্গে এই ফটোগ্রাফ সেই ন্যাপস্যাক থেকে উদ্ধার করা হয়। জাল পাশপোর্টে চে গুয়েভারা এই চশমাপরা প্রৌঢ় ব্যক্তির ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছেন।

—কোথাকার পাশপোর্ট।

—নিখুঁত কাজ সন্দেহ নেই। কিউবার নামগন্ধ নেই। চে নিজেকে উরুগুয়ার এক ব্যবসায়ী হিসাবে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছেন। এই জাল পাশপোর্ট থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় চে বলিভিয়াতে ৬৩ সালে একবার এসেছেন। গত বছর অল্পদিনের জন্যে ঘুরে গেছেন। পুরো

প্রস্তুতি গড়ে এবছর আবার এসেছেন। একজন মৃত গেরিলার ফিল্ড ডায়রীর সঙ্গে বহু ঘটনায় চে-কে আন্দাজও করা চলে। বলিভিয়ার রেঞ্জার ব্যাটালিয়ন চে গুয়েভারার নাম রেখেছে 'পাপা'। নিজের গেরিলা যোদ্ধাদের মধ্যে 'রোমানো' নামে চে গুয়েভারা পরিচিত।

—প্রমাণ আপনার হাতে আছে ?

—জঙ্গলে একটি গেরিলা অপারেশনের যে নির্দেশ মৃত গেরিলার ফিল্ড ডায়রীতে পাওয়া যায়, সেটি 'রোমানো' নামে লেখা। হাতের লেখাটা নিসন্দেহে চে-র। তা'ছাড়া কামিরিতে চে-র এই ছদ্মনামের কথা আমরা জেনেছি।

—দ্যব্রে এসব স্বীকার করেছেন ?

—দ্যব্রে নয় রোবার্তো বুস্তস্। অনেক কথাই চাপ দিতেই প্রকাশ করেছে। একটা ইন্টারোগেশন-এর পুরো টেপ রেকর্ডিং আজ সকাল পর্যন্ত আমার কাছে ছিল। আমার টেপ-এ ট্রান্সফার করে মিলিটারীকে ফেরত দিয়েছি। আমার স্পুল এখন প্যান আমেরিকানে হাজার মাইল বেগে ওয়াশিংটনে দৌড়চ্ছে।

—বুস্তস্ স্বীকার করেছেন চে-র ছদ্মনাম 'রোমানো' ?

—হাঁ।

—বলিভিয়ার জঙ্গলে চে-র সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে ?

—নিশ্চয়ই। চে দ্যব্রের সঙ্গে প্রায় মুয়ুপম্পা পর্যন্ত এসেছিলেন। দ্যব্রে হয়তো ধরাই পড়তেন না, কিন্তু গেরিলা বাহিনী থেকে পলাতক দু'জন দলত্যাগী গেরিলা সরকারী বাহিনীকে সাহায্য করে। এই দলত্যাগীদের কথামত সরকারী বাহিনী লাগুনিলাস কভার করে। ঘটনার দু'দিন আগে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে সরকারী ফৌজের সাতজন মারা যায়। বিশে এপ্রিল চে মুয়ুপম্পার সীমান্তে এসে দ্যব্রের কাছ থেকে বিদায় নেন। দ্যব্রে মুয়ুপম্পায় ধরা পড়েন।

—রোবার্তো বুস্তস্ আর কী কথা বলেছেন ?

—'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' রচয়িতা বাস্তব বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে খুব বিব্রত বোধ করেন। চে গুয়েভারা নাকি দ্যব্রেকে জঙ্গল

ছেড়ে গিয়ে বলিভিয়ার বিপ্লবের সমর্থনে আন্তর্জাতিক আন্দোলন গড়ে তোলবার পরামর্শ দেন। বুস্তস্-এর উল্টোপাল্টা কথা থেকে এই কথাই প্রতিপন্ন হয়। চে গুয়েভারা এই ফরাসী বুদ্ধিজীবী বিপ্লবীকে নিয়ে নাকি মহা সমস্যায় পড়েন। সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত গেরিলাজীবনে ছত্রে নিজেকে খুব অসহায় মনে করেন। রোবার্তো বুস্তস্ একথা স্বীকার করেছেন। বুস্তস্ আরও কিছু কথা বলেছেন, তবে এই মুহূর্তে সে আলোচনায় না যাওয়াই ভাল। আপনাকে আমি পাকা খবর দিলাম। আমি যে প্রমাণপত্র আপনাকে দেখিয়েছি তাতে এতটুকু ভুল নেই। আমার কাছে যা নজির আছে বলিভিয়ার সরকারীমহলও তার পুরোপুরি হদিশ রাখে না। সুতরাং যতটা সহজ মনে করা হয়েছিল, সমস্যা তত লঘু নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গেরিলা যোদ্ধারা আজ বলিভিয়াতে লড়াই করছে। হাভানা থেকে ফিদেল কাস্ত্রো এই গোটা মহাদেশের বিপ্লব শুরু করবার অন্যতম নেপথ্য চরিত্র। আমি ষোল আনা বিশ্বাস করি, সামনে আমাদের ভয়ঙ্কর লড়াই। এই আগুন পেরু ও চিলিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভিয়েৎনামের মধ্যে আমরা জড়িয়ে পড়তে চলেছি। বলিভিয়ার সিকিউরিটি ফোর্সও বড় অপদার্থ। প্রেসিডেন্টের প্রেস অফিসের অধিকর্তা গঞ্জালো লোপেজ মুনোজ-এর অতি বিশ্বাসভাজন ও সরকারী দায়িত্বপূর্ণ পদে এতদিন যিনি ছিলেন, সেই লাউরা গুতিয়েরেজ বাউয়ের নির্বিঘ্নে জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন কিন্তু সিকিউরিটি কোনো সময়ই এই তরুণীকে সন্দেহ করেনি।

—আপনি কী তানিয়ার কথা বলছেন?

মিঃ রাইনগোল্ড আমার কথায় কর্ণপাত না করে বলে চলেন,

—আজ আমাদের বলা হচ্ছে মেয়েটি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে। মেয়েটি যে এতদিন ধরে গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছিল সে কথা কল্পনা করতেই পারেনি। হ্যাঁ, মিঃ সেন, আমি তানিয়ার কথা বলছি। ভাবুন একবার, নাকের ডগায় ওপর দিয়ে লা পাজ থেকে কামিরি পর্যন্ত নিজের জীপে রেজি ছত্রে ও রোবার্তো বুস্তস্-কে সঙ্গে নিয়ে

জঙ্গলে ফেরার হয়ে গেল, অথচ এই সরকারের কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। পরিত্যক্ত জিপের সন্ধান চালিয়ে তানিয়ার সূত্র প্রকাশ পেয়েছে অনেক পরে। নিজেরা ব্যর্থ হয়ে এতদিন পরে গোটা ব্যাপারটা আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। একমাত্র তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদের খবর ছাড়া এখানকার সিকিউরিটি কোনো সূত্র আমাদের দিতে পারেনি। সিকিউরিটি অধিকর্তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে একটা গাধাকে বসালেও কাজ হয়। ভদ্রলোক নিউ ইয়র্ক থেকে ইলেকট্রিক্যাল গ্যাজেট্‌স্ আনিয়েছেন বিস্তর টাকার, কিন্তু লা পাজ-এর ইলেকট্রিসিটির ভোল্টেজ যে একশো দশ—পঞ্চাশ সাইকেলস্ জানেন না। সামরিক বিভাগের একজন পলিটিক্যাল অফিসারের দায়িত্ব নিয়েই বলছি, সম্পূর্ণ বলিভিয়া যখন জরুরী পরিস্থিতির মধ্যে চলছে, তখন পুরো ক্ষমতাই আমাদের হাতে তুলে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস ক্রমেই উপলব্ধি করছেন। সৌভাগ্যের কথা কাউন্টার ক্যু-ডে-টার ভয় আপাতত এখানে নেই। যাক্ এতক্ষণ নিজেই বকবক করলাম। আপনার খবর বলুন।

চতুর, ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন মিঃ রাইনগোল্ড ব্রিফকেস বন্ধ করে আবার পূর্বের জায়গায় রেখে এলেন। তালে তাল দেবার দিকে নজর রেখে কথা বলি। বেশ বুঝতে পারি জুলিও মনদেজ-এর সতর্কবাণী এতটুকু অতিভঙ্গি নয়। রাইনগোল্ড একজন রহস্যময় ব্যক্তি। কোথায় যে এই মানুষটির হাত পৌছোয় নির্ণয় করা কঠিন।

গুপ্তচর ঘেঁষা এই মার্কিন পলিটিক্যাল অফিসারের কোন্ কথার কী অর্থ, কোন্ কাজের কী অভিসন্ধি বোঝা দুষ্কর। প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিষ্ট দিয়েমকে সায়গনের শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে ল্যান্সডেল-এর ভূমিকার কথা আমার মনে পড়ে। মিঃ রাইনগোল্ড আমাকে পছন্দ করেন, কিন্তু মনে হয় রক্তমাংসের নির্দয় স্বয়ংক্রিয় এক যন্ত্রের মুখোমুখি যেন আমি বসে আছি।

পরদিনই আমাকে কোচাবাম্বা ছাড়তে হলো। স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে

জরুরী তলব করা হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও প্রোফেসার গার্শিয়ার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারি না। শেষপর্যন্ত হোটেলেই একটা চিঠি রেখে গেলাম।

নিরুত্তাপ অনুত্তেজিত কোচাবাম্বা। ঐশ্বর্যের প্রকাশ আছে, কিন্তু প্রাণ-প্রাচুর্য অনুপস্থিত।

আমি শুধু একা নই, প্রেস ব্যুরোতে খবর পেলাম রোমের এক নিউজম্যানকেও ডেকে পাঠানো হয়েছে। বাইরে থেকে আন্দাজ করা কঠিন, ভেতরটা যেন দুর্গ বিশেষ। বলিভিয়ার সামরিক বাহিনীর হাতে পরিচালনা ভার থাকলেও, পীস কোর-এর দু'জন মার্কিন উপদেষ্টা সিকিউরিটি ফোর্সের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

অপেক্ষা করতে হলো না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক এলো। বিরাট একটা হলঘর। একপাশে লম্বা টেবিলকে ঘিরে অনেকগুলো চেয়ার। দুই তারকা যুক্ত কর্মঠ এক বীরপুরুষ ঘরের মধ্যমণি। দামী সার্জের পোশাক। ঠোঁঠে অল্প হাসি। সতর্ক চাউনী। ইঙ্গিতে বসতে বলেই সিগারেট-কেস মেলে ধরেন। পর মুহূর্তেই লাইটার জ্বেলে ধরেন। আমার পাশে এক তরুণীর সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত। এখনই হাতখালি হয়ে যাবে গোছের জেশ্চারের পর তরুণীর দিকে ফিরে তাকান,

—আপনার পিতা 'ওনসা'-র সভ্য ছিলেন কিনা আমি জানি না, আর তাতে আমাদের কোনো আগ্রহও নেই। আপনি স্বয়ং হিটলারের ভক্ত হতে পারেন কিন্তু আপনার স্বামীকে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে আটক রেখেছি। আমি আপনার কোনো উপকারে লাগতে পারবো না। আপনি আসতে পারেন। সাধারণত এ ধরনের সমস্যা নিয়ে কেউ এলে আমি দেখা করি না। আপনি অভিজাত, স্বয়ং ফেরনান মন্দেজা আমাকে ফোন করেছিলেন, তাই আপনাকে আমি ফেরাতে পারিনি।

—কিন্তু এতবড় অবিচার আমার স্বামীর ওপর হচ্ছে। তিনি নির্দোষ। সম্পূর্ণ নিরপরাধী।

—আমি নিরুপায়।

—ভুল করে আপনারা আমাকে শত্রু করে দিচ্ছেন। দরকার হলে আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করবো। তিনি নিশ্চয়ই নির্দোষ ব্যক্তির শাস্তি সহ্য করবেন না। নিতান্তই সন্দেহের বশে অনেক গ্রেপ্তার গত দু'সপ্তাহে হয়েছে। নির্দোষ মানুষকে শাস্তি—আমি আইনের আশ্রয় নেব।

তরুণী খুব উত্তেজিত। সামরিক অফিসারের চোখেমুখে এতটুকু রোষ বা বিরক্তি নেই। ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে খুব ধীর কণ্ঠে বলেন,

—আপনার স্বামী নির্দোষ হলে আমি খুবই খুশি হব। আপনাদের মত পরিবারের কেউ এধরনের নোংরামীর মধ্যে না থাকাই বাঞ্ছনীয়। তবে একটা সহজ কাজ করতে আপনাকে আমি অনুরোধ করি। আপনার পিতা যদি লিখিতভাবে আপনার স্বামীর দায়িত্ব নিতে রাজি থাকেন, তবে আমি তাঁর মুক্তির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবো। হয়তো সেটা অসম্ভব নয়।

তরুণী সম্পূর্ণ নিভে যায়।

—আমি জানি আপনার পিতা তাতে রাজি হবেন না। তিনি দায়িত্বশীল ব্যক্তি। হয়তো আপনার সম্পর্কে কোনো ঝুঁকি তিনি আজ নেবেন না। কথাটা রূঢ় হলেও সত্যি। আপনি নিশ্চয়ই আমার নিরুপায় অবস্থা বুঝতে পাচ্ছেন। আমি আপনার জন্যে অনুভব করি।

—অশেষ ধন্যবাদ।

তরুণী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। নরম একটা মেয়েলী গন্ধ নাড়া খেয়ে ওঠে। দিঘল গড়ন। ঠাট-ঠমকে আভিজাত্যের সুস্পষ্ট আভাস। খাকী খাকী পরিবেশে ভীত নয়, বরং উপেক্ষা আর পরিপূর্ণ বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছিলো।

তরুণী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অফিসার বোতাম টিপে বেতারে কাকে যেন ডাকলেন। নিঃশেষিত সিগারেটের আগুনে অন্য একটি সিগারেট ধরিয়ে বললেন,

—ভদ্রমহিলা চলে যাচ্ছেন। আর ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। গেটের বাইরেই এঁকে গ্রেপ্তার কর। তবে খেয়াল রেখো ইনি খুবই অভিজাত পরিবারের। তোমার সারা জীবনের বেতন দেবার মত চেকবই হয়তো তাঁর ব্যাগে ভরা আছে। হেঁজিপেজি নয়। গায়ে হাত দিও না। গ্রেপ্তার করার পর আমাকে জানাও।

আমি কঠিন লোক, তবু যেন চমকে উঠলাম। বোতামে চাপ দিয়ে বেতার যন্ত্রটি বন্ধ করে এক লহমা হেসে বলেন,

—আমি নিতান্তই দুঃখিত। এত কাজের চাপ। আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হলো!

—সে কিছু নয়, সে কিছু নয়, ব্যস্ত মানুষেরাই কাজ করেন। ব্যস্ততা দেখতেও আমার খুব ভাল লাগে।

—আপনাদের মত মানুষের নাগাল আমরা বড় পাই না! আলাপ করবার সুযোগ পাওয়ায় ধন্য হলাম। আপনি কামিরি যাচ্ছেন?

—সে সম্পূর্ণ আপনাদের ওপর নির্ভর করে। আমার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে কী?

—সেই কারণেই ডাকা। আরও একজন আজ এসেছিলেন। তিনিও যেতে চান।

—অনুমতি দিচ্ছেন?

—দেখুন, গোড়াতেই আপনাদের ভুল হয়েছে। অনুমতি সব সময়ই আমরা দিতে চাই। প্রেসিডেণ্ট নিজে প্রেসের গতিবিধি সীমিত করার বিরোধী। প্রেসের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে আমরা কোনো সময়ই চাই না। তবে আমাদের দেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন আজ বিশেষ ভাবে জড়িত। আশা করি দেশের স্বাধীনতার চেয়ে প্রেসের স্বাধীনতা আমাদের কাছে অন্তত উর্ধে নয়। তাই প্রতিটি কাজে, খুঁটিনাটি সব কিছুই আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হচ্ছে। ট্যুরিস্টদের জন্যে এতকাল আমরা নিয়মিত পাশপোর্টও চাইনি। দুনিয়ার মানুষের কাছে আমাদের দ্বার মুক্ত ছিল। সামান্য এক পারমিটের জোরে একজন নব্বই দিন, প্রয়োজনে আরও নব্বই দিন

থাকতে পারেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের নতুন নিয়মে ভাবতে হচ্ছে। চারদিকে ষড়যন্ত্র, আমাদের সতর্ক না হয়ে উপায় নেই। মেয়েটিকে তো দেখলেন। আমি গ্রেপ্তার করবার আদেশ দিয়েছি। ভদ্রমহিলার স্বামীর এক গুদাম থেকে আমরা বিপুল পরিমাণ ডিনামাইট উদ্ধার করেছি। আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি দেখানো হচ্ছে গুদামঘরটি ভাড়া দেওয়া। ডিনামাইটের মালিক তিনি নন, তাঁর ভাড়াটে। সে লোকটার কোনো পাত্তা নেই। আসলে সবটাই সাজানো। ভদ্রলোক শুধু নন, এই মহিলাও ধ্বংসমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বিরাট অবস্থা, তাই প্রতিপদক্ষেপে আমাদের সতর্ক হতে হয়েছে। নিঃসন্দেহে বলতে পারি, আজ ভদ্রমহিলাকে গ্রেপ্তার না করলে আমরা আর তাঁর পাত্তা করতে পারতাম না। পিতা 'ওনসা'-র সমর্থক ও স্বামীকে নির্দোষ প্রমাণ করবার তিনি আর চেষ্টা করবেন না। আত্মগোপন করবেন। তাই এই সাবধানতা। প্রেস সম্পর্কেও আমাদের একটু সতর্ক হতে হয়েছে। আপনার কামিরি প্রবেশ ও বিখ্যাত বন্দীর সঙ্গে সাক্ষাতে কোনো বাধা নেই। আপনার ছাড়পত্র এসেছে। কিছুক্ষণ আগে রোমের কোনো ইতালিয় ভদ্রলোকও অনুমতিপত্র নিয়ে গেছেন। তবে কতগুলো নিষেধাজ্ঞা আছে। ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার, ডিক্টোফোন বা ঐ ধরনের কোনো যন্ত্রপাতি আপনি সঙ্গে রাখতে পারবেন না। কোন কারণেই সাক্ষাৎকার এক ঘণ্টার বেশি বাড়ানো হবে না। একাকী সাক্ষাৎ করা চলবে না। উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো আলোচনাচক্রে যোগ দেবেন না। ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের পর চার ঘণ্টার মধ্যে কামিরি ত্যাগ করতে হবে।

পূর্বের মতই অফিসারের ঠোঁটে লেগে থাকা হাসি। অত্যন্ত বিনয়ী। একটার পর একটা যুক্তিহীন নিষেধাজ্ঞার কথা বলছেন, অথচ ভাবভঙ্গি যেন সবটাই আমার অনুমোদন সাপেক্ষ। আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর যেন সব নির্ভর করে।

—অবশ্য মহামান্য বীরযোদ্ধা আপনাকে কথা বলবার কতটা সময় দেবেন সে সম্পর্কেও আমার সন্দেহ আছে। প্রথমেই ক'জন নিউজম্যান

যে সাক্ষাৎ করেছেন, তাঁরা হতাশ হয়েছেন। দ্যব্রে মনে করেন সবাই ইয়াঙ্কীদের দালাল। কিন্তু আমার ধারণা ইদানীংকালে এতবড় একটা বাজে লোকের জন্যে এত হৈচৈ হয়নি। ফরাসী রাষ্ট্রদূতের প্রতিবাদ, প্রেসিডেন্ট দ্য গলের ব্যক্তিগত পত্র, হিউমান রাইটস্ কমিশনের প্রতিবাদ-পত্র, বার্ট্রেণ্ড রাসেল নিজস্ব পর্যবেক্ষক প্রেরণ করছেন। আপনারা দেখা করবার জন্যে ব্যাকুল। তবে আমি জানি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির যে কোন নিউজম্যান হতাশ হবেন। মুয়ুপম্পায় ধরা পড়বার পর থেকে ভদ্রলোক মিথ্যার পর মিথ্যা বলে চলেছেন।

ভদ্রলোকের হাসি হাসি মুখ আমার অসহ্য লাগছিল। এই মানুষটির রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও দ্যব্রে ভাষ্যে আমার তিলমাত্র আগ্রহ ছিল না। তবু খুশি হতে চেষ্টা করি।

—আপনার কথাগুলো হয়তো আমার কাজের হবে।

—অনুমতি তৈরি। একটু অপেক্ষা করুন।

বেল টিপলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একজন সেনা এসে ঘরে ঢোকে। ক্যাপ্টেন ভিদোনিকে ডেকে পাঠালেন। প্রায় এক মিনিটের মধ্যেই অনুমতিপত্র আমার হাতে এলো। সামান্য দু' লাইন চিঠি। কামিরিতে চতুর্থ ডিভিশন মিলিটারী ক্লাবে আগামী শনিবার বেলা একটায় আটক রেজি দ্যব্রের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করতে পারি।

কাগজটি ব্রিফ কেসে পুরি। উঠে পড়বার শুধু ইচ্ছে নয়—আগ্রহ। তবু চতুর অফিসারকে খুশি করবার মত দু'চার কথা বলছিলাম। হঠাৎ জানান না দিয়ে উল্কার মত একজন এসে ঘরে ঢোকে,

—তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না।

অফিসার যেন চমকে ওঠেন,

—তার মানে!

—তিনি পালিয়েছেন।

—এই দুর্গ থেকে কীভাবে পালালো?

—বাইরের গেট ব্যবহার না করে, দোতলার বারান্দা দিয়ে গ্যারাজের ছাতে যায়। সেখান থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে। একটা

গাড়ি তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। পরনে কালো ওভারকোট থাকায় গার্ড প্রথমে বুঝতে পারেনি। আমাদের কারো সঙ্গে দূর থেকে সে ভুল করেছিল।

বিকারগ্রস্ত উন্মাদের মত অফিসার চীৎকার করে ওঠেন,

—তোমাদের শাস্তির কথা আমি পরে ভাববো। সমস্ত সেণ্টারে খবর জানিয়ে দাও। সমস্ত গাড়ি সার্চ কর। রাস্তা সব সীল করে দাও। দারোয়ানীর যোগ্যতা নেই, তুমি ক্যাপ্টেন হয়েছো। সামনে থেকে সরে যাও।

সেলাম ঠুকে ক্যাপ্টেন এক রকম দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। উত্তেজিত অফিসার যান্ত্রিক নিয়মে করমর্দন করে ইশারায় আমাকে চলে যেতে বলেন। বোতাম টিপে বেতারে একটানা চীৎকার করতে থাকেন তারপর,

—অপারেশন ভি! অপারেশন ভি!!

পথে নেমে রাস্তার সে বিচিত্র রূপ। ওয়েরলেস ভ্যান আর জিপ চারদিকে ছুটছে। ভ্যানের তীব্র বিপদজ্ঞাপক সিটির গোঙানীতে পথচারীরা বিভ্রান্ত। কেউ কেউ পালাচ্ছে। মুহূর্তে দৃশ্যপট সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

অফিসারের সঙ্গে কথাবার্তা থেকে বা হাবভাবে তরুণীকে এত বড় দুঃসাহসী মুহূর্তের জন্যেও মনে হয়নি। পিতা 'ওনসা'র প্রাক্তন সভ্য—ও স্বামীকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে বরং তাঁকে দুর্বল চাতুরীর আশ্রয় নিতেই দেখা গেছে। অফিসার ঘর থেকে ছেড়ে দিলেনই বা কেন? তরুণীই বা কিভাবে এই সিকিউরিটি অফিসারের মনোগত অভিপ্রায় বুঝতে পারেন! সবটাই কেমন রহস্যময়। ধোঁয়াটে।

অয়েল টাউন কামিরি। চতুর্থ ডিভিশন মিলিটারী ক্লাব শহরের এক প্রান্তে। অপ্রধান শহর, রাস্তাঘাট সুন্দর। পেট্রোল আনা নেওয়ার সুবিধার জন্যেই অবশ্য ভালো রাস্তার তাগিদ। গ্রেস কোম্পানীর মার্কিন ধনকুবেরের তৈলবাহী ট্যাঙ্কারের এখানে সবচেয়ে বেশি আনাগোনা।

রোমের নিউজম্যানের সঙ্গে হোটেলে দেখা। মুখচেনা, পরিচয় ছিল না। আলাপ হলো। বললেন,

—আরও তিনজন নিউজম্যান সাক্ষাতের অনুমোদন পেয়েছেন। আমরা পাঁচজন আজ দেখা করছি।

ভদ্রলোক বৃদ্ধ। লা পাজ-এর সিকিউরিটি অফিসারের ঠোঁটের হাসি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। বললেন,

—এমন শয়তান আমি ইদানীংকালে দেখিনি। আমাকে প্রশ্ন করলো, বলিভিয়ার কমিউনিস্টদের সংখ্যা কত জানেন? বললাম, যতদূর শুনেছি সভ্যসংখ্যা হাজার বারো। তার উত্তরে বলে, কাস্ত্রোপন্থীদের হিসেব দিতে পারবেন? আমি বলেছি, 'অপারেশন সিন্থিয়া'র সঙ্গে আমাকে যেতে অনুমতি দিন। জঙ্গলের ফিগার না পেলে কোনো পরিসংখ্যানই কাজের হবে না। আপনারা পূর্ব বলিভিয়ার তেরশো বর্গমাইল বিস্তৃত অঞ্চলকে 'ওয়ার জোন' বলে ঘোষণা করেছেন কিন্তু শত্রুবাহিনীর কোনো হিসেবই আপনাদের হাতে নেই। ভদ্রলোক দমে গেলেন। দু'চার কথার পর একটানা বকবক করলেন। ভদ্রলোকের ঠোঁটের হাসি আমি দীর্ঘদিন মনে রাখবো।

—দ্ব্রের পিতা এখন লা পাজ-এ। শুনলাম তিনি ছেলের পক্ষ নিয়ে লড়বেন। কিন্তু অসামরিক ফৌজদারী আদালতে না মিলিটারী ট্রাইবুনালে দ্ব্রের বিচার হবে সেটাই তো এখনও স্থির হয়নি।

—মিলিটারী ট্রাইবুনাল ছাড়া এ মামলার বিচার হবে না। অসামরিক আদালতে এই মামলা ফেঁসে যাবার আশঙ্কা ষোল আনা। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস এতটা সাহস করবেন না। দ্যব্রের পিতা জর্জেস দ্যব্রেও এই শঙ্কা প্রকাশ করছেন। তাঁকে নানাভাবে নাজেহাল করা হচ্ছে। দ্যব্রের মাতা খুবই সুন্দর মানুষ। ভদ্রমহিলা প্যারীর কাউন্সিলার। প্রাণখোলা মহৎ চরিত্র। তিনি ভুলে গেছেন দ্যব্রে আজ প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস-এর শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। তিনি মনে করেন দ্যব্রে এখনও যেন তাঁর নাবালক পুত্র। তাই শৈশবের গবর্নেস্-কে সঙ্গে এনেছেন। আমি প্রশ্ন করেছি, আপনি দ্যব্রের বিখ্যাত গ্রন্থটি পড়েছেন ? ভদ্রমহিলা একগাদা মানুষের মধ্যে বললেন, 'It was very difficult for me to understand his book. I think he has invented a new brand of Marxism.'

রোমের এই বৃদ্ধ সাংবাদিকের নাম রোবার্তো আচের্বো। অভিজ্ঞতা দীর্ঘ ও বিস্তৃত। মুসোলিনীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ছিলেন চার বছর। সন্ত্রাস ও নির্দয় শাসনের অভিজ্ঞতা জীবনের ভূরি ভূরি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সুইস ফ্রন্টিয়ারে আত্মগোপন করেন। লিবারেশন ফ্রণ্টে কিছুদিনের জন্যে যুক্ত ছিলেন।

—প্রায় দুই যুগ পর কামিরিতে যেন একটা ভেরোনা ট্রায়াল হতে চলেছে। কাউন্ট চিয়ানোর অনেকটা দ্যব্রের হালই হয়েছিল। এড্ডা চিয়ানো বৃথাই স্বামীর মুক্তির চেষ্টা করেছেন, দ্যব্রের পিতা জর্জেস্ দ্যব্রে যেমন আজ দরজায় দরজায় ঘুরছেন। ভেরোনায় ছিল নাজি প্রভু, কামিরিতে আজ আছে মার্কিন উপদেষ্টা। তফাৎ খুব একটা দেখি না। অবশ্য দ্যব্রে আর কাউন্ট চিয়ানোর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত বিপরীত। আমি শুধু জীবন-নাট্যের কথা বলছি।

বৃদ্ধ রোবার্তো আচের্বোর মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠলো,

—আপনার উপমা তুলনাহীন। সত্যিই ভেরোনা ট্রায়ালের সঙ্গে সমস্ত কিছুরই আশ্চর্য মিল।

নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই আমরা পৌঁছে যাই। চতুর্থ

ডিভিশন মিলিটারী ক্লাবের ধারে কাছে অসামরিক দু'একটা দপ্তর থাকলেও সাধারণের চলাচল প্রায় নিষিদ্ধ। তবু অনেক দ্রেব্রে-বিরোধী পোস্টারে এ অঞ্চলের দেওয়ালগুলি ঢাকা—"He who kills with steel will die by steel," "We want the heads of Debray and Bustos", "Murderer" ইত্যাদি।

আনুষঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কাগজপত্র ফিরিয়ে দিয়ে আমাদের ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। সংখ্যায় আমরা পাঁচজন নিউজম্যান। বার্ট্রেণ্ড রাসেল ফাউণ্ডেশন-এর প্রতিনিধি মিঃ সোহেনমান, তিনি তখনও কামিরি প্রবেশে অনুমতি পাননি। একজন ইতালিয়ন প্রকাশক যিনি দ্রেব্রের 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' গ্রন্থের ইংগালিয়ন স্বত্ব ক্রয় করেছেন, তাঁকে শেষ মুহূর্তে কামিরিতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

রোবার্তো আচের্বো বললেন,

—সিনিওর ফেলত্রিনিল্লি মিলানের একজন বিখ্যাত প্রকাশক। রেজি দ্রেব্রের মামলা পরিচালনায় তিনি দায়িত্বপূর্ণ ভূমিক নেবেন। যাবতীয় খরচ বহন করতেও রাজি হয়েছেন।

বেলা একটা বাজার ক'মিনিট আগে আমাদের অপর এক কক্ষে আনা হলো। দরজায় দরজায় সশস্ত্র পাহারা। ঘরে মেশিনগান ঝোলানো হেলমেট পরা সেনা নিয়মিত ব্যবধান রেখে অপেক্ষারত। নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। অকারনেই অতিরিক্ত সতর্কতা।

তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর ডোরাকাটা ঢিলে পোশাকে দ্রেব্রে ঘরে প্রবেশ করবেন বলে আশা করছি। একজন মার্কিন সংবাদদাতা এক গাদা প্রশ্ন লিখে এনেছেন। প্রশ্ন করতেই হেসে বললেন,

—আমি কামিরি ট্রায়াল সম্পর্কে বেশি কথা বলতে চাই না। আমি দ্রেব্রের গ্রন্থটি পড়েছি। কিছু প্রশ্ন আমার জমা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমি সরাসরি জিজ্ঞাসা করবে ঠিক করেছি। আমি জানি তিনি চটে যাবেন। আমি মার্কিন সংবাদদাতা, সুতরাং আমি গুপ্তচর। কিন্তু একথা বলতে চাই যে, দ্রেব্রে নীতি যদি বলিভিয়াতে পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়, তবে এ সংগ্রাম ব্যর্থ হবে। আদর্শ যত মহতই

হোক, আসলে এই গ্রন্থটি স্বপ্নবিলাসী, জনগণের প্রতি পরিপূর্ণ অবিশ্বাসী, দুঃসাহসী কিছু বিচ্ছিন্ন অবাধ্য চরিত্রকেই একত্রিত ক'রে।

ভারি বুটের আওয়াজে ফিরে তাকাই। ডোরাকাটা কামিজ পরে ছুব্রে নন, মাঝবয়সী তিন তারকা যুক্ত এক আর্মি অফিসার অসামরিক পোশাকের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন।

ঘড়িতে একটা বেজে সাত।

আর্মি অফিসার কিছুমাত্র ভূমিকা না করে বললেন,

—সাংবাদিক যে ক'জন আপনারা এসেছেন তাঁদেরকে জানানোর জন্যে একটা ঘোষণা আছে। আজ বেলা একটায় বন্দী রেজি ছুব্রের সঙ্গে যে আপনাদের সাক্ষাৎকারের কথা ছিল, তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আজ সকালে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ডাক্তার পরিপূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে ছুব্রে আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহ প্রকাশ করলেও কর্তৃপক্ষ বন্দীর স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে এই বৈঠক বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন। দিন স্থির করে পরে আপনাদের জানানো হবে।

আকস্মিক, তবু যেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নয়। শেষ মুহূর্তে অনিবার্য অজুহাত তুলে আমাদের সাক্ষাতে বাধা দেওয়া হবে আমার মনে হয়েছিল। তবে এত তুচ্ছ, নিতান্তই যুক্তিহীন অজুহাত, কোনো-ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ ঘোষনা অনেক আগেই করা যেত।

—তিনি কী খুবই অসুস্থ ?

—শারীরিক নির্যাতনই কী অসুস্থতার কারণ ?

—আমরা ছুব্রের সেলে গিয়েও দেখা করতে পারি।

মার্কিন সাংবাদিকের কণ্ঠ সবার উপরে,

—প্রেসকে এভাবে ডেকে অপমান করা বর্তমান সরকারের দেউলিয়া মনোবৃত্তির পরিচয়। রাসেল ফাউণ্ডেশনের প্রতিনিধি মিঃ সোহেনমানকে আপনারা অনুমতি না দিয়ে ভীরুতার পরিচয়ই দিয়েছেন। গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মুন্যতম ন্যায়নীতি আপনারা লঙ্ঘন করছেন। এ সব কথা আপনার ফটোগ্রাফ দিয়ে লিখলে কী অন্যায় হবে ?

—আমি সরকারের আদেশ পাঠ করে আমার দায়িত্ব পালন করেছি। আপনাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবার ইচ্ছা আমার নেই। নীতিগতভাবে সেটা অন্যায়ও হবে। আমার ক্ষমতা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। তবে যতটুকু জানি বন্দী ছাত্রের অসুস্থতা স্বাভাবিক। শরীরতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ না হলেও আমরা সবাই জানি যে, কেউ যখন তখন অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন।

—বলিভিয়ার শাসনযন্ত্রই আজ অসুস্থ। আপনারা প্রত্যেকেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন।

তরুণ মার্কিন সাংবাদিক ক্রোধে জ্বলতে থাকেন।

আর্মি অফিসার মার্কিন সাংবাদিকের কথায় কর্ণপাত না করে বলেন,

—আপনাদের ফিরে যেতে হচ্ছে বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাদের মূল্যবান সময়ের অপচয় হলো, কিন্তু আমরা নিরুপায়।

সাথীদের সঙ্গে নিয়ে আর্মি অফিসার বিদায় নেন।

আমাদের সবার মনের অবস্থা একরকম। প্রেসমহলের জোরালে প্রতিবাদ প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোসের সামনে হাজির করার প্রস্তাবে আমরা সবাই একমত হলাম। অনির্দিষ্টকালের জন্যে আটকে না রেখে বন্দী ছাত্রেকে আদালতে হাজির করার ব্যাপারেও জোরালো রাজনৈতিক উত্তেজনা গড়ে তোলবার কথা আমি তুলি। একজন মন্তব্য করেন, সাক্ষী, প্রমাণ ও দলিল সংগ্রহেই সময় যাচ্ছে।

রোবার্তো আচের্বো জানতে চাইলেন,

—ছাত্রের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত সরকারের সুনির্দিষ্ট অভিযোগটি কী

বিদ্রূপ ও তামাশার ঢঙে মার্কিণ সাংবাদিক হাত নেড়ে বলে চলেন

—Crimes of murder, robbery, infliction of grav wounds and robbing armaments and provisions fro the Bolivian State—প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোস এখন ছাত্রে বিরুদ্ধে নারীধর্ষণের সাক্ষীপ্রমাণ হাজির করলেও আমি অন্তত অবা হবো না।

সপ্তাহের ডেসপ্যাচ তৈরি করছিলাম।

খবরের অনেকটা জায়গা নিয়ে এবার চে-র কথা। চে গুয়েভারা যে বলিভিয়ার জঙ্গলে থেকে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করছেন, এতদিনের সরকারী বেসরকারী নানা সূত্রে সংগৃহীত খবরাখবর পর্যালোচনা করে আমি আমার বক্তব্য রেখেছি। শুধু নিউজ নয়, এবারের ডেসপ্যাচটি একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধই বলা চলে। ল্যাতিন আমেরিকার মহাদেশব্যাপী মুক্তিসংগ্রাম বলিভিয়াকে কেন্দ্র করে কী ভাবে গড়ে ওঠা সম্ভব, কেনই বা চে এই দুর্গম অঞ্চল বেছে নিয়েছেন, তার ওপর আমার ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করেছি। তবে এই মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে কিছু শঙ্কা প্রকাশও করেছি। কিউবার কথা উঠেছে। সিয়েরা মেয়েস্ত্রায় যখন ফিদেল ও চে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তখন প্রতিবিপ্লবীদের বড় রকমের কোনো ভূমিকা নেই। ফিদেল-এর এই কিউবার বিপ্লবের চরিত্র কী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে সম্পর্কে অবহিত ছিল না। পানামায় য়াঙ্কীদের এ্যান্টি গেরিলা ট্রেনিং ক্যাম্প তৈরি হয় নি। বাতিস্তার সেনা-:লে ইয়াঙ্কী উপদেষ্টা ও গ্রীন ব্যারেট রেঞ্জার ডিভিশন্ ছিল না। চে-র [illegible]ম কেউ জানতো না। অর্থোডক্স পার্টির সভ্য ও মানকডা দুর্গ ব্যর্থ [illegible]াক্রমণের দৃঢ় রাজনৈতিক প্রত্যয়হীন যুবগোষ্ঠীর বক্তৃতায় পারদর্শী [illegible]বপ্রবণ অবাধ্য এক দলপতি ছাড়া ফিদেল কাস্ত্রোর গুরুত্ব কিছু ছিল [illegible] ল্যাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের হাজারো অভ্যুত্থানের মতই [illegible]বা বিপ্লবকে মনে হয়েছে। সেই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাতিস্তাকে [illegible]ন ক্ষমতায় রাখতে চাইলেও তাঁর সমর্থনে বড় রকমের সক্রিয় ভূমিকা [illegible]নি। উপরন্তু শেষ পর্যন্ত 'আর্মস-এমবারগো' দিয়েছেন প্রেসিডেণ্ট [illegible]জেনহাওয়ার। মার্কিন ধনকুবের মনে করেছেন কিউবা বিপ্লবের

সরাসরি বিরোধীতা করলে ও বাতিস্তা গদিচ্যুত হলে পরিবর্তীত রাজনৈতিক পটভূমিতে তাঁদের ভবিষ্যতে ডলার বিনিয়োগে বিরাট জটিলতার সৃষ্টি হবে। কিউবার শতবর্ষের ডলার নৃত্যনাট্য হয়তো সাময়িকভাবে বাধার সামনে পড়বে। ফিদেল কাস্ত্রো যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সিয়েরা-র জঙ্গল থেকে হাভানায় নিয়ে আসছেন, একথা স্বয়ং এ্যালেন ডালেস মুহূর্তের জন্যে কল্পনাও করতে পারেননি। হাজার হাজার মাইল দূরে কোরিয়া আর ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত যখন ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে উন্মত্ত, সীগম্যান রী আর নগো দিন দিয়েম-এর মত রাজনৈতিক রক্ষিতার পেছনে যখন ঢালা হচ্ছে কোটি কোটি ডলার, তৈরি হয়েছে 'সিয়াটো-র' রাজনৈতিক হারেম, তবু কারাবিয়ন সঙ্কটের কথা তাঁরা ভাবতে পারেননি। কিউবায় শতবর্ষের শোষণ, খনি মালিকদের প্রচণ্ড মুনাফা আর লক্ষ লক্ষ একরের ফলের বাগান যে হাতছাড়া হয়ে যাবে একথা স্বপ্নেও ভাবা যায়নি।

আজ দৃশ্যপট সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ওয়াশিংটনের মনোযোগ মিটার আজ ল্যাটিন আমেরিকায় নিবদ্ধ। পেন্টাগনের ভয়াবহ অনুপ্রবেশের চিত্র তুলে ধরতে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী নথিপত্রই সামনে রেখেছি। Arms Sales and Foreign Policy ; Staff Study Prepared for the Use of the Committee on Foreign Relations, U. S. Senate, Washington, 1967, Military Assistance and Foreign Military Sales Facts, Department of Defence, U. S. A, Latin American Growth Trends. Seven years of the Alliance for Progrees, U. S. Department of State, April, 1967, ও U. S. Foreign Aid and the Alliance for Progress, Agency for International Development থেকেই আমি আমার বক্তব্য রাখতে নজীর হিসাবে ব্যবহার করেছি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে আগামী দিনে কোনো সংঘর্ষের ক্ষীণতম আশঙ্কা না থাকা সত্ত্বেও একটি দেশের সামরিক প্রস্তুতি দস্তুরমত বিস্ময়কর। গত সাত বছরে (সমাজতান্ত্রিক শিবিরে কিউবা যুক্ত হবার পর) পেরুর সামরিক-

ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৬২ ভাগ, প্যারাগুয়ার ৬১, এল স্যালভাডোর ও ব্রেজিলের ৫৭ ভাগ, গুয়াতেমালার ৫৫ ভাগ, উরুগুয়ার ৪৭ ভাগ, কলম্বিয়ার ৪৫ ভাগ, নিকারগুয়ার ৪৩ ভাগ আর বলিভিয়ার বেড়েছে ৪২ ভাগ। যদিও ইউ. এস. চার্টারের ১৫ নং ধারায় স্পষ্ট বলা আছে, 'No state or group of states has the right to intervene directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other state', তবু ডমিনিকান রিপাবলিক-এর দেশবাসী যখন ডোনাল্ড রীড কাব্রেল-কে সরিয়ে জুয়ান বশ-কে ক্ষমতায় বসাতে চেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন বিশ হাজার মেরিন আর প্যারাট্রপার ডমিনিকান রিপাবলিক আক্রমণ করেছে। কারাবিয়ন অবরোধ করেছে। ও. ও. এস.-কে জিজ্ঞেস না করেই সান্ত্ দমিনগো-র পরিত্যক্ত পোলো গ্রাউণ্ডে মার্কিন ট্যাঙ্ক গড়াতে শুরু করে। স্বয়ং জনসন ঘোষণা করলেন, 'The American nations cannot, must not and will not permit the establishment of another Communist Government in the western hemisphere.'

এই তীব্র প্রস্তুতিই গোটা দৃশ্যপটের সম্পূর্ণ চিত্র নয়। বামপন্থী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ সংগ্রামবিমুখতা। উৎকট দেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতায় মার্ক্সবাদীরা বৃহন্নলা। বলিভিয়া-র মারিও মোন্‌জে-র মত নেতৃত্ব আজ ল্যাতিন আমেরিকার প্রতিটি দেশের বৈপ্লবিক শ্বেতকণিকা নষ্ট করছে।

বেশ রাত। ডিনার শেষ হয়েছে বহুক্ষণ। ফোন এলো। হোটেল কর্মচারী জানায় লা পাজ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে একজন অফিসার আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। ভদ্রলোককে আমার কামরায় পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিলাম।

—আপনাকে এত রাত্রে বিরক্ত করতে হলো। আমি খুবই দুঃখিত।

সুদর্শন পুলিশ অফিসার কুণ্ঠার সঙ্গে সোফায় বসেন।

—সে কিছু নয়। আমি জেগেই আছি। কাজ করছিলাম। কী ব্যাপার বলুন তো। নিশ্চয়ই জরুরী কোনো প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে।

—আপনাকে একবার আসতে হবে।

—কোথায়?

—হেডকোয়ার্টার্স-এ।

—এখনই!

—আপনাকে আমি নিতে এসেছি। গাড়ি আমার সঙ্গে আছে।

—কী প্রয়োজনে আমাকে ডাকা হয়েছে বলতে পারেন?

—আপনাকে তুলে নিয়ে যাবার আদেশই শুধু বহন করছি। প্রয়োজন সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। সে সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা।

পুলিশ অফিসারটি অতিশয় ভদ্র। মিষ্টি চেহারা। এত রাতে আমাকে বিরক্ত করায় ভদ্রলোক যথেষ্ট লজ্জিত। কিন্তু উপায় নেই। জরুরী প্রয়োজন। কথা না বাড়িয়ে বললাম,

—আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিন। পোশাক পরিবর্তন করে তৈরি হয়ে নি।

—বিশ মিনিট সময় লাগলেও আমার খারাপ লাগবে না। আপনি কাজ করছিলেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

—খুব অসুবিধে করলাম আপনার।

—হ্যাঁ, অসুবিধে একটু হলোই। কাজটাও জরুরী।

—আপনি নিউজম্যান?

—জানেন দেখছি।

—আমাদের দেশ কেমন দেখছেন। আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেছেন?

—কিছুটা। তবে অসুস্থ আমি এখনও হইনি। ট্যাবলেট খাইনি। অক্সিজেন সিলিণ্ডারের প্রয়োজন হয়নি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে আমি পোশাক পরিবর্তন করছিলাম। পুলিশ অফিসারটির সহজ কথাবার্তা আমার বেশ লাগছিল।

আমি সাত মিনিটের মাথায় তৈরি হয়ে নিয়েছি। খাকী রঙের জীপে যখন এসে বসলাম তখন ঘড়িতে এগারোটা পনের।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর দিকে গাড়ি কিন্তু যাচ্ছে না। জিজ্ঞেস করতে বললেন,

—পলিটিক্যাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেণ্ট আলাদা বাড়িতে। প্রাদো এলাকার কাছেই। তবে আপনার হোটেল থেকে দুটো বাড়ির দূরত্ব সমান। আজকাল আমাদের এত কাজ বেড়ে গেছে পুরোনো বাড়িতে কাজ চালানো মুস্কিল।

প্রমাদ গুনি। এত রাত্রে পলিটিক্যাল ইনভেস্টিগেশন থেকে আমাকে ডেকে পাঠানোর সকারণ কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না। অনেক ভেবেও কোনো সূত্র আবিষ্কার করতে পরি না। স্বাভাবিক, নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলি,

—আমাকে ডেকে পাঠানোর কী কারণ বুঝি না। আপনি কী কিছুই জানেন না ?

—কিছুক্ষণ আগে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনাকে নিয়ে যাবার আদেশ পাই। কী প্রয়োজনে আপনাকে ডাকা তার কারণ সত্যিই আমার জানা নেই। তবে মনে হয় কোন কারণে আপনার সাহায্য আমাদের প্রয়োজন। গিয়েই জানতে পাবেন।

পুরোনো বাড়ি। বাইরে থেকে বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না। ভেতরটা কিন্তু জমজমাট। এত রাত্রেও পুলিশী এই বিশেষ দপ্তর সরগরম।

চওড়া করিডোরের দু'পাশে এত রাত্রেও অপেক্ষারত কিছু মানুষের বিক্ষিপ্ত জটলা আমাকে অবাক করলো। শুনলাম জিজ্ঞাসাবাদের জন্যেই ডেকে পাঠানো। তা'ছাড়া অনেকেই নিজেদের আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবরে এসেছে। এই দপ্তর রাত্রিদিন খোলা থাকে।

অপেক্ষা আমাকে করতে হলো না। তরুণ পুলিশ অফিসার

আমাকে একটা ঘরে সোজা নিয়ে এলো। বিরাট ঘর। উচ্চপদস্থ একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক দু'জন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। পরনে ইউনিফর্ম নেই। চোখেমুখে বিস্তর অভিজ্ঞতার ছাপ। চওড়া ঠোঁটে হাসির বিন্দুমাত্র আভাস নেই। আমাকে দেখেই যেন টেবিলের আসরটি ভেঙে দিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করে বসতে বললেন ইঙ্গিতে। পুলিশ অফিসার দু'জন উঠে গেলেন।

—আপনাকে আমি ঘণ্টা চারেক ধরতে চেষ্টা করছি।

—আমি তো হোটেলেই ছিলাম।

—কী জানি।

—কী কারণে হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠানো হল বুঝলাম না।

—আমাদের কাজগুলো সব সময়ই হঠাৎ হয়। আমি দুঃখিত। বুঝতেই তো পারেন কাজ চালাতে হলে এ ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই।

—বলুন। আমি আপনাদের কী কাজে লাগতে পারি?

—আপনি কতদিন আছেন লা পাজ-এ।

—মাস তিনেক হলো।

—মিঃ সেন, আমি আশা করবো আপনি আমাকে ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন। আপনি কবে লা পাজ-এ এসেছেন। বলিভিয়াতে ঢুকেছেন কবে?

—জুন। ১৩ই জুন। চিলি থেকে এসেছি।

—বলিভিয়াতে আপনি এই প্রথম?

—হ্যাঁ।

—আপনি শুধু নিউজম্যান?

—পুরোপুরি।

—এখানে আসবার আগে লা পাজ-এর কাউকে জানতেন না?

—কাউকে নয়।

—ভেবে বলুন। লা পাজ-এর কাউকে আপনি জানতেন না?

—কাউকে নয়। তবে প্রেসের সঙ্গে যুক্ত, অন্য দেশে পরিচয়, এমন কয়েকজন বিদেশী নিউজম্যানদের সঙ্গে এখানে আবার আমার দেখা হয়।

—আমি এই দেশের লোকের কথা বলছি।

—এ দেশের কাউকে আমি চিনতাম না।

—বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কোনো নেতাকে জানতেন?

—না।

—শ্রমিক নেতা কাউকে জানতেন?

—না।

—আপনার সঙ্গে একটা বাড়তি ট্যুরিস্ট কার্ড ছিল?

—ছিল। কিন্তু সে কাগজ আমি অনেক আগেই ফেরত দিয়েছি গোলমাল একটা হয়েছিল, কিন্তু সে সব অনেকদিন মিটে গেছে। ট্যুরিস্ট কার্ডের কথা তুলছেন কেন?

—আমি আপনার পরিচয়টুকু জানতে চেষ্টা করছি। পাশপোর্ট থাকা সত্ত্বেও একখানা ট্যুরিস্ট কার্ড আপনার সঙ্গে ছিল?

—ছিল।

কার্ডখানা আপনি কোথায় নিয়েছেন?

—চিলিতে। তবে বাড়তি কার্ডটি সম্পর্কে······

আমার কথায় বাধা দিয়ে উচ্চপদস্থ এই পুলিশ অফিসার একটু ধমকের স্বরে বলেন,

—মিঃ সেন, আপনাকে আমি যেটুকু প্রশ্ন করি তার শুধু জবাব দেবেন। আপনি চিলি থেকে একখানা ট্রানজিট ট্যুরিস্ট ভিসা পেয়েছিলেন।

—পেয়েছিলাম।

—নিয়মিত পাশপোর্ট করার সময় এই কার্ডটি আপনি ফেরত দেননি। পাশপোর্টে কোনো উল্লেখও করেননি।

—ভুল হয়েছিল। পরে লা পাজ-এ আমি কার্ড ফেরত দিয়েছি।

—আপনি এ মাসে লা পাজ থেকে কোথাও গিয়েছেন?

—কামিরি। কামিরিতে হুব্রের সঙ্গে প্রেস কনফারেন্স হবার কথা ছিল।

—অন্য কোথাও?

—না।

—ভেবে বলুন।

—এ মাসে অন্য কোথাও যাইনি। এ সপ্তাহের প্রোগ্রামও কিছু নেই।

—কোচাবাম্‌বা ছিলেন আপনি?

—গত মাসে। প্রেসিডেণ্টকে কভার করতে গেছি।

—কোথায় ছিলেন?

—হোটেলে।

—কোন্ হোটেল?

—কোচাবাম্‌বা হোটেলে।

—মিঃ সেন, আপনি আমার কথাগুলোর খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আপনার জানা থাকা উচিত আপনার সমস্ত কথাই আমাদের এখানে রেকর্ড হয়ে থাকছে। অসত্য বা মিথ্যা কথার বিরুদ্ধে আমি এই মুহূর্তে কোনো অভিযোগ তুলবো না। কারণ সেটি ইচ্ছাকৃত। কিন্তু আমি চাই না, এই সাক্ষাৎকারের আদৌ কোনো গুরুত্ব না দিয়ে আপনি অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল কথা বলেন। বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে উল্টো-পাল্টা বলেন।

আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করি,

—মাপ করবেন, আমি হোটেল ক্যাপিটল-এ উঠেছিলাম। কোচাবাম্‌বাতে আমি ছিলাম না। কিন্তু ভদ্রলোকের কথায়—

—ভদ্রলোকটি কে?

—আমার পরিচিত।

—কোচাবাম্‌বায় থাকেন?

—হ্যাঁ।

—কোচাবাম্‌বা-র লোকের সঙ্গে আপনার আগেই আলাপ ছিল?

—ওখানেই আলাপ হয়।

—হোটেলে ওঠার আগেই ?

—হ্যাঁ।

তাঁর কথাতেই আপনি হোটেল বদল করলেন ? ভদ্রলোকের পরিচয় জানতে পারি কী ?

—প্রোফেসার গেতেউলিও গার্শিয়া।

—প্রোফেসারের সঙ্গে আপনার কী ভাবে আলাপ হয় ?

—সে এক মজার ব্যাপার।

—জানতে পারি কী ?

আমি ওরোরো থেকে কোচাবাম্‌বা ট্রেন বিভ্রাটের ঘটনা বর্ণনা করি। হোটেল ক্যাপিটল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে মারিয়াম ও প্রোফেসার গার্শিয়ার চলে যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত কিছুই জানালাম। হেসে বললাম,

—সে এক নাটকীয় ব্যাপার।

পুলিশ অফিসার গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমার কথা শুনতে থাকেন। ঠোঁটে হাসির লেশমাত্র আভাস নেই। দৃষ্টি আমার প্রতি নিবদ্ধ। আমার জামা, টাই, কোট বা হাতের ঘড়ি সব কিছুর মধ্যেই যেন কিসের সন্ধান চালাচ্ছেন। আমার এই ট্রেন-বিভ্রাটের কাহিনীতে কৌতুক বোধ করতে দেখেছি অল্পবিস্তর সবাইকেই। কিন্তু এই পুলিশ অফিসার আমাকে অবাক করলেন। কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম না। কথা শেষ হতে কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে রইলেন—যেন আমি নাটকের শেষ দৃশ্যটি সম্পূর্ণ চেপে গেছি।

—আপনার সঙ্গে প্রোফেসার গার্শিয়ার আর কোনদিন দেখা হয়নি ?

—বাড়িতে গেছি। ঐ একদিনই আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

—এ সব বলুন। আপনি চেপে যাচ্ছেন কেন ?

—সে আমার ব্যক্তিগত কথাবার্তা। এখানে অপ্রয়োজনীয়।

—আমার কাছে সব কথাই প্রাসঙ্গিক। প্রয়োজনের।

ধুরন্ধর এই পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আমি টুক টুক করে কথা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এবার আমি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলি,

—অফিসার, আমি এতক্ষণ আপনার সমস্ত কথার জবাব দিয়েছি। আরও প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি নিশ্চয়ই ইচ্ছুক। কিন্তু আপনার কথাবার্তায় প্রচ্ছন্ন একটা অবিশ্বাসের ইঙ্গিত ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। আপনি সোজাসুজি প্রশ্ন না করে নানা ভাবে কোনো বিশেষ ঘটনার যেন সূত্র টেনে বার করবার চেষ্টা করছেন। আপনার প্রশ্নগুলো অবান্তর। আসল কথাটা আপনি ভাঙছেন না। এত রাত্রে ডেকে এনে যে প্রশ্নগুলো এ পর্যন্ত করেছেন তার মধ্যে জরুরী কিছু দেখছি না। উপরন্তু এ সব কিছুই আপনার জানা। কোচাবাম্বা হোটেলে না উঠে আমি যে ক্যাপিটল-এ ছিলাম, সেটার খবরও আপনার অভ্রান্ত। আপনি সোজাসুজি আমার কাছে আপনার কাজে আসতে পারে এমন কিছুর সন্ধান জানতে চাইলে আমি সাধ্যমত জবাব দিতে পারি। কিন্তু এ ধরনের অর্থহীন প্রশ্নতে আমি বিরক্ত বোধ করছি। আমাদের সময়ের মূল্য আছে। আপনি একজন উচ্চক্ষমতাশালী পুলিশ অফিসার, আন্তর্জাতিক প্রেস প্রতিনিধির মর্যাদা আশা করি আপনার জানা আছে। আমি আপনার কোনো কাজে আসলে খুসি হবো। ইতিপূর্বে আপনি বলেছেন আমার ইচ্ছাকৃত অসত্য বা মিথ্যা কথায় এখন আপনি কোনো অভিযোগ তুলবেন না। অনিচ্ছাকৃত ভুল সংবাদ জ্ঞাপনের আশঙ্কায় আপনি আমাকে সতর্ক করেছেন। এতে প্রমাণ হয়, অসত্য বা মিথ্যা কথা আমি যে বলতে চেষ্টা করবো, সে সম্পর্কে আপনার খুব একটা সংশয় নেই। আমার আপত্তি এখানেই। এই দৃষ্টিভঙ্গির। একটা আরোপ করা ধারণার ওপর ভিত্তি করে কথা চালানো। আপনার হাতে কোনো অভিযোগ থাকলে সরাসরি জানালে আমি খুশি হবো।

পুলিশ অফিসারের বড় বেশি ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। কয়েক মুহূর্ত স্থির ভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন,

—আপনার জন্যে পৃথক কোনো নিয়ম চালু করতে না পারায় দুঃখিত। অভিযোগ, সন্দেহ কোনো কিছুই আমাদের আপনার বিরুদ্ধে

নেই। কিন্তু কোনো বিশেষ ধরনের বিপ্লবী, সরকার উচ্ছেদে উঁচু ধরনের ষড়যন্ত্রকারীর ব্যাগে যদি আপনার শুভেচ্ছা পত্র আবিষ্কার করা যায়, তাতে আপনার সম্পর্কে আমাদের একটু সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। আপনি নিজে নিউজম্যান। আশা করি দেশের অবস্থা সম্পর্কে আপনি সম্পূর্ণ অবহিত।

—শুভেচ্ছাপত্র!

—প্রোফেসার গেভেউলিও গার্শিয়ার বাড়ি খানাতল্লাসি করে অনেক কিছুর সঙ্গে আপনার চিঠিখানাও আমরা পেয়েছি।

—শুভেচ্ছাপত্রটি দেখতে পারি?

বিনা বাক্যব্যয়ে অফিসার ড্রয়ার খুলে একটা ফাইল টেনে বার করেন। সাদা মাঝারী সাইজের একফালি কাগজ আমার হাতে তুলে দিলেন। চিনলাম। আমারই লেখা। ক্যাপিটল হোটেলের প্যাড-এ লেখা। কোচাবাম্‌বা ছাড়বার দিন প্রোফেসার গার্শিয়ার নামে এই পত্রটি রেখে এসেছিলাম।

—হ্যাঁ, এটি আমারই লেখা। প্রোফেসার গার্শিয়াকে আমি ক্যাপিটল হোটেল থেকে লিখেছিলাম। শুভেচ্ছাপত্র নয়, নিতান্তই আনুষঙ্গিক ভদ্রতার খাতিরে সৌজন্যপত্র বলতে পারেন। কিন্তু প্রোফেসার গার্শিয়ার বাড়ি খানাতল্লাসি হওয়াতে আমি খুব অবাক হয়েছি।

—তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

—কবে?

—এক সপ্তাহ আগে।

—অপরাধ?

—ধ্বংসমূলক কাজের আস্তানা ছিল তাঁর বাড়িটি। প্রোফেসার গার্শিয়ার কন্যা মরিয়াম গার্শিয়া বর্তমানে পলাতক।

—পলাতক?

—মরিয়াম গার্শিয়ার খোঁজে আমরা সর্বত্র অনুসন্ধান চালাচ্ছি। আপনাকে সেই কারণেই ডাকা।

—আশ্চর্য।

—আপনি কিছু জানেন? সোজাসুজি প্রশ্নই আমি এবার সামনে রাখছি। মরিয়ামকে আপনি কতটুকু জানেন?

—পরিচয়ের সূত্র ও একটা দিনের বন্ধুত্ব প্রোফেসার গার্শিয়ার সঙ্গে। সবটাই আপনাকে বলেছি। তাতে কোচাবাম্বা ছাড়বার পর এই পরিবারের কারো সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক আদৌ গড়ে ওঠা সম্ভব কী? আপনি যদি সেই ট্রেনের যাত্রী হতেন আপনার ভূমিকাও ঠিক আমার মত হতো। মরিয়ামকে আমি যেটুকু জানি আপনাকে বলেছি। তার চেয়ে বেশি কিছু আমার জানা নেই। জানবার ইচ্ছেও নেই। তবে মরিয়ামের কোনো রাজনৈতিক চরিত্র থাকতে পারে আমি ভাবতে পারি না। মরিয়ামের বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী? প্রোফেসার গার্শিয়াকে আপনারা গেপ্তার করেছেন কেন?

—দেখুন, সব কথা খুলে বলতে এই মুহূর্তে কিছু বাধা আছে। তবে আমাদের হাতে প্রমাণ আছে জঙ্গলের গেরিলাদদের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন প্রোফেসার গার্শিয়া। সম্ভ্রান্ত, ধনী ও প্রতিষ্ঠাবান শিক্ষিত ব্যক্তি, কোচাবাম্বা-র য়্যারিস্টোক্রাট্ অঞ্চলের বাসিন্দা—আমাদের সন্দেহের খুব একটা কারণ ছিল না। তা'ছাড়া লা পাজ য়ুনিভারসিটি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মরিয়াম গার্শিয়ার কোনো বিশেষ ভূমিকা কোনো দিনও ছিল না। এদিকে প্রোফেসার গার্শিয়া গোপনে গোপনে নিজেকে সম্পূর্ণ বাইরে রেখেই কাজ করে চলেছিলেন। এবারও আমাদের সন্দেহের বিশেষ কোনো কারণ ঘটতো না, যদি না ধরা পড়া একজন সব ফাঁস করে দিত। আপনাকে অন্য পাঁচজনের মতই ডাকা হয়েছে। সন্দেহ আপনাকে প্রথমে আমাকে করতেই হবে। এই আমাদের কাজ। তবে আপনার কথার সঙ্গে আমাদের রিপোর্টের পুরোপুরি মিল। ট্রেনের ঘটনাটি ইতিপূর্বে আমাদের হাতে এসেছিল। ক্যাপিটল হোটেল থেকে যেটুকু খবর সংগ্রহ হয়েছে তার সঙ্গে আপনার কথার পুরো সমর্থন পাওয়া যায়। আমি জানি আপনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আপনার পদমর্যাদার প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করেই আমি কথা

চালাচ্ছিলাম ইচ্ছে করেই। তার জন্যে আমি লজ্জিত নই। আমার উদ্দেশ্য দেশদ্রোহী ও ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বার করা। তার জন্যে আমি যে কোনো অবাঞ্ছিত ও দরকার হলে অশালীন কাজে হাত দোবো। কিছু ভুলচুক হবে। নিরপরাধ মানুষের অবমাননা ও পীড়ন হয়তো সহ্য করতে হবে, কিন্তু যেখানে আমাদেব শাসনযন্ত্র বিপদাপন্ন, দেশ বিপন্ন, সেখানে কোনো ব্যক্তিবিশেষের মানমর্যাদার মূল্য আমার কাছে বেশি নয়। আমি জানি আপনাকে। আন্তর্জাতিক প্রেস প্রতিনিধির মর্যাদা আমি জানি। আপনি আমাদের দেশে একজন সম্মানী অতিথি। কিন্তু এ সবের মূল্য আমার কাছে এই মুহূর্তে সামান্যই। আমি আপনাকে প্রোফেসার গার্শিয়ার গুপ্ত ধ্বংসমূলক ষড়যন্ত্রের পটভূমিতে ফেলে দেখছি। নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। আপনি শুনে অবাক হবেন, আমি আমার ভাইকে যদি পাই, এখনই গ্রেপ্তার করবো। তিনি একজন শ্রমিক নেতা। বর্তমানে পলাতক। তাঁর পুত্র আমার বাড়িতে থেকে মানুষ হচ্ছে। কিন্তু দেশের স্বার্থে আমি আমার ব্যক্তিগত আত্মীয়তার কিছুমাত্র মূল্য দেব না। এখানে কঠোর হতে হবে। নির্দয় হতে হবে যন্ত্রের মত। আপনি আমার সঙ্গে একমত না হতে পারেন কিন্তু এই চিন্তাধারায় আমি বিশ্বাসী। এখানে আমি ক্ষমাহীন। আমি পশুর মত হিংস্র। একজন পুলিশ অফিসার হিসাবে নয়, একজন দেশপ্রেমিক হিসাবে আমি মনে করি এ সিদ্ধান্ত আমার নির্ভুল।

—আপনি প্রোফেসার গার্শিয়ার গ্রেপ্তার সম্পর্কে কী যেন বলতে চাইছিলেন।

—প্রোফেসার গার্শিয়া থানাতে খবর দেন তাঁর গাড়ি চুরি গেছে। হয়েছে বলেননি। সেইদিনই আমরা কোচাবাম্বা থেকে প্রায় শ'খানেক মাইল দূরে গাড়িটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পাই। গাড়ি প্রোফেসার গার্শিয়াকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে কামিরির কাছাকাছি কোনো একটা জায়গায় একটা জীপ গাড়ি প্রচুর ওষুধপত্রসহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। অনুসন্ধানে আরও আপত্তিকর কিছু কাগজপত্র আমরা

উদ্ধার করি। দু'জন গ্রেপ্তার হয়। এই ওষুধপত্র জঙ্গলে পাচার হচ্ছিল। গ্রেপ্তারের পর দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। একজন সব ফাঁস করে দেয়। তাতে প্রোফেসার গার্শিয়ার গাড়ির কথা আমরা জানতে পারি। প্রোফেসার গার্শিয়া ঐ ওষুধপত্র নিজের গাড়িতে চাপিয়ে তাদের জীপে পৌছে দেন। প্রোফেসারের রাজনৈতিক পরিচয়ের মোটামুটি চিত্র আময়া জানতে পারি। প্রোফেসারকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসবাদ করায় তিনি জানান থানাতে তিনি পূর্বাহ্ণেই গাড়ি চুরির কথা জানিয়েছিলেন। দুষ্কৃতকারীরা তাতে ওষুধপত্র বা রাইফেল্‌ বহন করেছে কিনা তিনি জানেন না। যে তরুণ কথা ফাঁস করে তার কথা থেকে অন্য এক বিপজ্জনক ফেরারীর হদিশ করা যায়। প্রোফেসার গার্শিয়ার মেয়ে মরিয়ামের সঙ্গে তিনি বাগদত্তা। কিন্তু মরিয়ামের কোনো পাত্তা করা যায়নি। মরিয়াম লা পাজ ছিলেন কিন্তু মনে হয় কোনো চর মারফৎ কোচাবাম্‌বা-য় তার পিতার ধরা পড়বার কথা ও পুলিশী অনুসন্ধানের খবর তিনি আগেই জানতে পারেন। তিনি বর্তমানে পলাতক। প্রোফেসার গার্শিয়ার বাড়িতে তালাশ চালানোর সময় আপনর শুভেচ্ছাবাণী বা সৌজন্যপত্র যাই বলুন আমাদের হাতে আসে। অনুসন্ধান চলতে থাকে। প্রোফেসার গার্শিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। হোটেলেও খোঁজ চলে। টুকরো টুকরো নানা প্রমানপত্র থেকে আপনার জবানবন্দীর পুরো সমর্থন পাওয়া যায়। গভীর সন্দেহ নিয়ে আপনাকে ডাকা। এই মুহূর্তে আমার ধারণা আপনার সম্পর্কে অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন আপনাকে আমরা আমারে সাহায্যে আসতে বলবো। প্রোফেসার গার্শিয়া বা মরিয়াম সম্পর্কে আমরা ভাবছি না বেশী। ফেরারী অপর একজনের কথা আপনাকে বলেছি, মরিয়ামের সঙ্গে বাগদত্তা সেই তরুণকে আমাদের পেতেই হবে। আপনি কিভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারেন জানি না কিন্তু আমার অনুরোধ আপনি সূত্র বার করবার চেষ্টা করবেন। সামান্যরকম হদিশ পেলে উপেক্ষা করবেন না। সব কিছুই আমাদের কাছে প্রয়োজনীয়।

—ফেরারী এই আসামীটি কে?

—ডাঃ রোমানো মারেনো, চেনেন নাকি ?

—নামই শুনিনি কোনদিন। অভিযোগটি কী ?

—ডাঃ মোরেনো বর্তমানে সি. পি বি.-র বিদ্রোহী সভ্যদের নেতা। অনেক দিন ধরে আমরা এই তরুণকে ধরতে চেষ্টা করছি।

—এ ব্যাপারে আমি আপনাদের কীভাবে সাহায্যে আসবো ভেবে পাচ্ছি না।

—আপনাকে হয়তো আমাদের প্রয়োজন হবে। আপনাকে দরকার হলে আমরা ব্যবহার করবো। আপনি সহযোগিতা করবেন।

—আমি সর্বসময়ই প্রস্তুত থাকবো। অফিসার, প্রেফেসার গার্শিয়ার সঙ্গে আমার রাজনীতির কথাও উঠেছে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও আমার সন্দেহ হয়নি। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস সম্পর্কে তিনি সশ্রদ্ধভাবে কথা বলেন।

—ঐটাই তো কভার। পুলিশ ও সামরিক বিভাগে প্রোফেসার গার্শিয়ার মত মন নিয়ে চলাফেরা করছেন তাদের সংখ্যাও খুব কম নয়। বাইরে থেকে এঁদের চিন্তাধারার হদিশ পাওয়া যায় না। এঁরা গোপনে কাজ করেন।

—দস্তুর মত বিস্ময়কর।

—আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন ?

—আপনাদের উপকারে লাগলে অমি ব্যাক্তিগতভাবে খুশি হব। কিন্তু জানি না, আমি কীভাবে আপনাদের সাহায্যে লাগবো।

—আপনাকে এ সম্পর্কে জানানো হবে। একটা জায়গায় আপনার উপস্থিতি হয়তো প্রয়োজনও হবে। ইতিমধ্যে আপনি মরিয়াসের কোনো সন্ধান যদি পান, তা সে যত তুচ্ছই হোক না, আপনি আমাকে জানাবেন।

—আমার মনে থাকবে। যথাসাধ্য সহযোগিত করবো। তবে প্রকাশ্যে আমার কোনো ভূমিকা থাকা হয়তো বাঞ্ছনীয় নয়।

—একান্ত গোপনীয়। আপনার নিরাপত্তাও আমাদের দেখতে হবে।

কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একজন হন্তদন্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করে। একজন পুলিশ সার্জেণ্ট সশব্দে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো।

—নতুন কোনো খবর আছে?

—স্যার, ইলেকট্রিক শক্-এও যে কাজ হয়নি আজ দু'দিন, ঘণ্টা খানেক আগে আপনার কথামত কাজ করায় আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।

—কিছু বলেছে? মুখ খুলেছে?

—না, শুধু সময় চাইছে। মনোবল একদম ভেঙে গেছে। মনে হয় আর বেশিক্ষণ লাগবে না। আপনি একবার দেখবেন নাকি স্যার?

বেসরকারী পোশাকে প্রবল পরাক্রান্ত এই পুলিশ অফিসার সার্জেণ্টকে ইশারায় চলে যেতে ইঙ্গিত করেন। তারপর বলেন,

—জানলেন মিঃ সেন, ইণ্টারোগেশনের নয়া ফর্মুলা আমি চালু করেছি। কথা বার করার জন্যে অভ্যস্ত শারীরিক অত্যাচার সব সময় কাজের হয় না। বিশেষ করে তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে যখন মোকাবিলা করতে হয়। এদের ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়ে আমরাই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি। এরা জ্ঞান হারায় কিন্তু মুখ খোলে না। এদের শক্তি মনোবল। উৎকট আদর্শবাদ। প্রচণ্ড মানসিক একটা চাপ সৃষ্টি করতে পারলে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়।

—মানসিক চাপ!

—ঠিক তাই। মানসিক একটা যন্ত্রণায় ফেলতে হবে। এই কেসটিই ধরুন। প্রাণে বাঁচিয়ে রেখে যতটা শারীরিক পীড়ন সম্ভব তাই করা হয়েছে। একটা কথাও বার করা যায়নি। কিন্তু ঘণ্টা খানেক আগে এই তরুণের সামনে যখন বাচ্চা ছেলেটিকে পেটানো শুরু হলো, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। বিপ্লবী তরুণের কান্না আমি কিছুক্ষণ আগে নিজের চোখে দেখে এসেছি। অথচ আগে মার খেতে খেতে জ্ঞান হারিয়েছে তবু অসম্ভব অনমনীয়। এখন ভাবছে। সময় চাইছে।

—বাচ্চা ছেলেটাকে পেটানো শুরু হলো। এই বাচ্চা ছেলেটা কে? ঐ তরুণের সঙ্গে বাচ্চাটার সম্পর্ক কী?

—কিছু নয়। বাচ্চাটা রাস্তা থেকে ধরে আনা। তরুণকে বলা হয়েছে, সে যদি কথা ফাঁস না করে তবে বাচ্চাটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে তার সামনে মারা হবে। তার অপরাধের শাস্তি ঐ কিশোর ভোগ করবে। ব্যাপারটা শুনতে এমন কিছু নয়। কিন্তু জানেন, এক রাউণ্ড হাল্‌কা টর্চার শেষ হতেই বাচ্চাটা যখন অসহায় অবস্থায় কান্না আর চীৎকার জুড়ে দিল, তরুণের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে তখন থেকেই। আমি জানি এতে কাজ হবে। সকালের আগেই বিপ্লবী মুখ খুলবেই। এখন একবার যাব। আমার নতুন ফর্মুলা কতটা কাজের হয়েছে একবার দেখতে হবে। নতুন কিছু নয়—তবে বলিভিয়াতে এই কায়দা আমি চালু করেছি।

—যদি তরুণ মুখ না খোলে?

—মানসিক চাপ সৃষ্টি করবার জন্যে তখন বাচ্চাটার মাকে ধরে আনবো। একটি স্ত্রীলোকের ওপর যত ভাবে অত্যাচার সম্ভব ঐ বিপ্লবীর সামনেই করা হবে। মিঃ সেন, অভিজ্ঞতা আপনার নেই, কিন্তু এ ধরনের জটিল কেস-এ এই ফর্মুলা কাজের হবে।

—মানসিক চাপ সৃষ্টি করবার আপনার এই নয়া ফর্মুলায় মৌলিকতা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এখনও গবেষণার স্তরে। কতটা কাজের হবে বলা শক্ত।

হঠাৎ ভদ্রলোক প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন,

—আজ এখানেই থাক। আপনি কিন্তু আমার সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। দরকার হলে আপনাকে আমি খবর দেব।

ঘড়ি দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেন। করমর্দন করে বলেন,

—নিচে আপনার জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করছে। এত রাত্রে আপনি কষ্ট পেলেন। কিন্তু আমি নিরুপায়।

সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছি। নিষ্ঠুর এই মানুষটির নির্দয় ফর্মুলা আমাকে সম্পূর্ণ হতবাক করেছে। মনে হয়েছে প্রোফেসার গার্শিয়ার কথা। মরিয়ামের মুখটা মনে পড়ে। সব চেয়ে বেশি করে মনে হয়েছে ডাঃ মোরেনোর কথা। ডাঃ মোরেনো হয়তো নিরাপদ থাকবেন কিন্তু মরিয়ামের পক্ষে গ্রেপ্তার এড়ানো কঠিন।

পুলিশ অনেক কিছুই জানে। তবে ডাঃ মোরেনোর সঙ্গে আমার দৈবাৎ সাক্ষাৎ হবার ঘটনাটির হদিশ করতে পারেনি। প্রোফেসার গার্শিয়াকে আমার সম্পর্কে হাজারো প্রশ্ন করা হয়েছে নিশ্চয়ই কিন্তু ডাঃ মোরেনোর সঙ্গে আমার দেখা হবার অধ্যায়টি নিশ্চয়ই তিনি উল্লেখ করেননি। অসতর্ক অবস্থায় আমি নিজে কোনো সূত্র ফেলে এসেছি কিনা ভাবতে থাকি।

যুক্তিহীন সন্দেহ, অযথা হয়রানী আমাকে আরও কতটা বিব্রত করবে কে জানে।

—আপনি এত নিঃসঙ্গ!

অন্যমনস্ক ছিলাম। নারী কণ্ঠে ফিরে তাকাই। সুন্দরী এক ললনা। অনিমেষ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কথাটা আমাকেই বলা।

—কই বসতে বললেন না?

শূন্য চেয়ার আরও ছিল। থতমত খেয়ে কিছু আন্দাজ করতে না পেরে ছোট্ট করে মাথা নাড়ি।

মেয়েটির কণ্ঠে গদগদ জড়িমা,

—আপনি বুঝি নতুন।

—হ্যাঁ, লা পাজ-এ আমি এই প্রথম।

—সঙ্গে আপনার গাড়ি আছে?

কেমন যেন খটকা লাগলো এতক্ষণে। 'ভয়েস অফ আমেরিকা'র ঘোষণা আর জুলিও মনদেজ-এর চিন্তাই আমার মাথায় ছিল। মেয়েটির বিশেষ ধরনের কথা বলার ভঙ্গি, বিলোল কটাক্ষ ও গাড়ি সম্পর্কে প্রশ্ন করায় প্রমাদ গুনি। হুইস্কির পাত্রটি হাতে তুলে নিয়ে বলি,

—সঙ্গে আমার গাড়ি নেই। আপনাকে তো আমি চিনলাম না।

—দুষ্টু।

মেয়েটির কৃত্রিম রক্তিম ঠোঁটে অভিমান। এ ছলাকলায় অভ্যস্ত না হলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না। প্রধান প্রধান হোটেলে আর পাব-এ এ ধরনের আপদ পূর্বেও দু'একবার দেখেছি। তবে অন্যমনস্ক থাকায় বুঝতে আমার একটু বেশি সময় লেগেছে। সোজাসুজি জানাই,

—আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন। একটা পেসো বা এক পেগ

হুইস্কিও আপনাকে আমি দেব না। বিরক্ত করলে, ম্যানেজারকে ডাকবো।

কথার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার থেকে ছিটকে মেয়েটি দাঁড়িয়ে গেল। আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে অতি দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। দক্ষিণ দিকের ছোট ছোট কেবিনের পাশ দিয়ে এগিয়ে পর্দা সরিয়ে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ভেবে দেখলাম, এ নিয়ে হোটেল ম্যানেজারের সঙ্গে লাগিয়ে নেওয়া অর্থহীন। এখানে এই দস্তুর। একশ্রেণীর ট্যুরিস্টদের অন্যতম আকর্ষণই মেয়েমানুষ। ব্যাভিচারের আনন্দ পরের আঙ্গিনাতেই প্রশস্ত। আমি সমঝদার না হলেও রসিক ব্যক্তির অভাব নেই।

জুলিও মনদেজ-এর দেখা নেই। অপেক্ষা করে করে অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম। ভয়েস অফ আমেরিকার প্রচার অথচ স্থানীয় সমস্ত প্রচার যন্ত্রের অখণ্ড নীরবতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সামরিক চ্যানেলে জুলিও মনদেজ সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। কামিরি জোনে কিউবান নেতা জোয়াকুইন-এর নেতৃত্বে যে গেরিলা ইউনিট কাজ করছিল, সেটি বলিভিয়ার রেঞ্জার ডিভিশনের হাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সংঘর্ষের খবর নিত্য আসে। ছোট খাটো যুদ্ধ লেগেই আছে। কিন্তু গত এক সপ্তাহ গুরুত্বপূর্ণ কোনো সংবাদই প্রেসকে দেওয়া হয়নি। 'ওয়ার জোন' সম্পর্কে স্থানীয় রেডিও নীরব। ভয়েস অফ আমেরিকা দাবি করছে, এই সংঘর্ষে গেরিলা ইউনিটের সেরা যোদ্ধারা নিহত হয়েছে। গেরিলা দলে তানিয়া একমাত্র নারী যোদ্ধা। এই সংঘর্ষে তিনিও নিহত হয়েছেন।

বিশ্বাস হয়নি অনেকের। আমি কিন্তু এই ঘোষণা অপপ্রচার বলে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে পারি না। প্রেসের অতি উৎসাহী কয়েকজন অবশ্য দাবি করেনে—স্বয়ং চে গুয়েভারাকে এই সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করতে দেখা গেছে। গ্রীন ব্যারেটস্ রেঞ্জার ডিভিশনের হাতে তিনিও নিহত হয়েছেন। তাই কর্তৃপক্ষ অসম্ভব গোপনীয়তা অবলম্বন করছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা চে সম্পর্কে নীরব। কিন্তু তানিয়ার নিহত

হবার কথা একাধিকবার ঘোষণা করেছে। জুলিও মনদেজ ভয়েস অফ আমেরিকা একদম বিশ্বাস করেন না কিন্তু এই খবরটা তিনি উড়িয়ে দেননি। কী সূত্রে তিনি অভ্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করবেন জানি না, কিন্তু গত চব্বিশ ঘণ্টা ভদ্রলোক এই একটিমাত্র খবরের সন্ধানে ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করেছেন। এই বারে আমাদের বিকেল পাঁচটায় দেখা করবার কথা। এখন ঘড়িতে সাড়ে পাঁচ, উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষাই করছি শুধু। জুলিও মনদেজ-এর দেখা নেই।

যদিও আমার প্রধান সূত্র মার্কিন মহল থেকে সংগ্রহ করা। মিঃ রাইনগোল্ড অসম্ভব ব্যস্ত। তানিয়া সম্পর্কে ভয়েস অফ আমেরিকা-র প্রচারের কথা জিজ্ঞাসা করলে বললেন, আপনি অন্তত এ প্রশ্ন করবেন না। এ ধরণের সংবাদ নিয়ে মিথ্যা প্রচার ভয়েস অফ আমেরিকা কখনই করতে পারে না। কৌশলগত দিক থেকে এ অপপ্রচার চালানো যুক্তিহীন। এটা নাতিগত কোনো প্রচার নয়। তানিয়া যদি নিজের আকৃতি নিয়ে কাল চলাফেরা করেন তবে এ ধরনের সংবাদের বিকৃতি ভয়েস অফ আমেরিকা-র খুব গৌরবের বিষয় হবে না। আমি যতদূর জানি খবরটা সত্যি। তানিয়া সহ জোয়াকুইন ইউনিট সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এখানকার সামরিক চ্যানেল কেন প্রেসনোট ছাপছে না সেটা আমাদের বিচার্য বিষয় নয়। তবে লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, সামরিক দপ্তর এই তানিয়া কাহিনী সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেনি। অপপ্রচার বা ভ্রান্ত বলে দাবি করছে না।

অতিরিক্ত ব্যস্ত মিঃ রাইনগোল্ড। টেলিফোন নামিয়ে রেখেছেন।

অল্পদিনে তানিয়া নিতান্তই একটি বিতর্কমূলক চরিত্র হিসাবে লা পাজ-এর রাজনৈতিক টেবিলে টেবিলে আলোচিত হচ্ছে। তানিয়া নাকি অঘটন পটিয়সী গুপ্তচর। পুরোপুরি ডবল ক্রশ। তানিয়ার মস্কো এসাইনমেণ্ট ছিল। একজন গুস্তার মেনিয়েল তানিয়া রহস্য সামরিক দপ্তরে ফাঁস করে দেন।

এখন পর্যন্ত যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করা গেছে তাতে প্রমাণ হয়েছে, তানিয়ার প্রকৃত নাম হেদি তামারা বাঙ্কি। পিতা একজন জর্মন

কমিউস্টনিস্ট। মাতা রাশিয়ান ইহুদী। বুয়েনাস এয়ার্স-এ তানিয়ার জন্ম হয়।

গুস্থার মেনিয়েল একজন স্বদলদ্রোহী। পূর্ব জর্মনীতে ফরেন ইনটেলিজেন্স-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রায় সাত বছর আগে তিনি পশ্চিম জর্মনীতে পালিয়ে আসেন। পূর্ব জর্মনীর সিক্রেট সার্ভিসের নেট-ওয়ার্ক প্রকাশ করে দেন। পরে গুস্থার মেনিয়েলের নিরাপত্তার খাতিরে মার্কিন দূতাবাস বার্লিন থেকে গুস্থার মেনিয়েলকে সরিয়ে ফেলেন। প্রথমে তাঁকে ইউরোপের নানা জায়গায় রাখা হয়। পরে ওয়াশিংটনে চলে আসেন। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসের আমন্ত্রণে কদিন আগে গুস্থার মেনিয়েল বলিভিয়ার অতি গোপনীয় এক আলোচনা চক্রে যোগ দিতে এসেছিলেন। কামিরি-তে তানিয়ার পরিত্যক্ত জিপ থেকে যে নথিপত্র ও দলিল উদ্ধার করা হয়, সেই সঙ্গে নিহত গেরিলার হ্যাপস্থাপ থেকে যে ফিল্মরোল পাওয়া যায়, সবই সেই আলোচনায় হাজির করা হয়েছিল। এ সবই নাকি বিশেষ কাজের হয়। গুস্থার মেনিয়েল আশাতীত সাহায্য করেছেন।

গুস্থার মেনিয়েল বলেন, পূর্ব জর্মনীর ফরেন ইনটেলিজেন্স পুরোপুরি মস্কো নিয়ন্ত্রিত। কিউবা থেকে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র তুলে আনবার পর মস্কোর সিক্রেট সার্ভিস ল্যাতিন আমেরিকা সম্পর্কে তৎপর হয়ে ওঠে। ফিদেল কাস্ত্রোর সারা লাতিন আমেরিকাব্যাপী ভয়াবহ বৈপ্লবিক সংগ্রাম সম্পর্কে গোপন অনুসন্ধান ও রাজনৈতিক তালাশ শুরু হয়। পূর্ব জর্মনীর হামবোল্ড য়ুনিভারসিটি থেকে তানিয়া নির্বাচিত হন।

আর্জেন্টিনা থেকে মা বাবার সঙ্গে তানিয়া পূর্ব জর্মনী চলে আসেন প্রায় পনের বছর আগে। কমিউনিস্ট যুব সংস্থায় তানিয়া ছিলেন সক্রীয় কর্মী। হামবোল্ড য়ুনিভারসিটির আকর্ষণীয় চরিত্র। পূর্ব জর্মনীর এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তানিয়া সাত বছর আগে প্রথম হাভানায় যান। পূর্ব জর্মনীর নাগরিক, আর্জেন্টিনা অরিজিন, আবার মাতৃভাষা স্প্যানিশ—রুশ দূতাবাস তানিয়া সম্পর্কে বিস্তর সুপারিশ করে। প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তানিয়া আবার পূর্ব জর্মনীতে ফিরে আসেন।

পূর্ব জর্মনীর ইনটেলিজেন্স সার্ভিস তানিয়াকে নিয়োগ করে হাভানায় প্রেরণ করে। গুন্থার মেনিয়েল এ সমস্তই জানেন। তানিয়াকে নিয়োগ করার ব্যাপারে তাঁরও কিছু ভূমিকা ছিল। হাভানায় যখন প্রেরণ করা হয় তখন তানিয়ার বয়স পঁচিশ।

তানিয়া অল্পদিনেই নিজের স্বকীয়তা ও অনন্যসাধারণ ক্ষমতায় হাভানা মিলিশিয়ার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেন। মহিলা বিভাগে সুনাম অর্জন করেন। এদিকে তিনি হাভানা য়ুনিভারসিটির ছাত্রী।

এ সমস্ত কথাই গুন্থার মেনিয়েল অভ্রান্ত বলে দাবি করেছেন। পরবর্তী অধ্যায় বলিভিয়ার ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের অনুসন্ধান থেকে প্রকাশ পেয়েছে। তবে মার্কিন টিম এই রাজনৈতিক তালাশের অন্যতম নেপথ্য চরিত্র সে সম্পর্কে আদৌ সন্দেহ নেই। স্বয়ঃ মিঃ রাইনগোল্ডের কথায় সে কথা প্রকাশও পেয়েছে।

চে গুয়েভারা আত্মগোপন করবার আগেই তানিয়া হাভানা ত্যাগ করেন। আর্জেন্টিনার এক ভুয়া পাশপোর্টের সাহায্যে বলিভিয়া প্রবেশ করেছেন। নাম নিয়েছেন লয়রা গুতিয়েরেজ বেউয়ের। শিক্ষয়ত্রীর বৃত্তিতে থেকে লা পাজ-এর বুদ্ধিজীবীমহলে এই তরুণী অল্প দিনেই সুপরিচিতা হন। সুন্দরী শিক্ষিতা এই তরুণী লা পাজ-এর ইনটেলেকচুয়াল মধ্যমণিদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির আসরে দিনের পর দিন অংশ গ্রহণ করেছেন। বৈদেশিক বিভিন্ন দূতাবাসে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। সুললিত কণ্ঠে ঝংকার তুলে নেরুদার একই কবিতার স্প্যানিশ ও ইংরেজী আবৃত্তি ছুঁদে মার্কিন ডিপ্লম্যাটকেও মুগ্ধ করেছে।

এইভাবেই গেঞ্জালো লোপেজ মুনোজ-এর সঙ্গে তানিয়ার পরিচয়। প্রেসিডেণ্ট ভবনের নিজস্ব প্রেস-এর অধিকর্তা গঞ্জালো লোপেজ মুনোজ। তানিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অধিকর্তা মুনোজ-এর আগ্রহ দেখা গেছে। পরীক্ষা নীরিক্ষার নিয়মিত কায়দাকানুন উপেক্ষা করে তানিয়াকে নিয়োগপত্র দিয়েছেন। প্রেস-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজে খোদ প্রেসিডেণ্ট ভবনে নিযুক্ত হয়েছেন তানিয়া।

মারিও আন্তনিও মার্তিনেজ এ্যালভারেজ-এর সঙ্গে বিবাহ তানিয়ার

জীবনে নাকি আদৌ উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। বলিভিয়ার নাগরিক অধিকার ও দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে নিরাপদ ভ্রমণের নিয়মিত ছাড়পত্র কব্জা করাই তানিয়ার ছিল প্রকৃত উদ্দেশ্য। তানিয়াকে তারপরই হামেশাই দেশের অভ্যন্তরে দিনের পর দিন ঘুরতে দেখা গেছে। আদিবাসীদের ভাষা, লোকসঙ্গীত ও আচার-ব্যবহার রপ্ত করেছেন। হাজার হাজার ফুটেজ সেই সেই অঞ্চল ত্যাগ করার সময় টেপ করে গেছেন।

ফিরে এসেছেন লা পাজ। সরকারী প্রশাসনিক দপ্তরে, বেসরকারী উঁচুমহলে ও কূটনৈতিক বীরপুরুষদের সঙ্গে তানিয়াকে লক্ষ্য করা গেছে। বলিভিয়ার কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে তানিয়ার সবিশেষ পরিচয়। পার্টির চরমপন্থী গ্রুপের সঙ্গেও তাঁর নিয়মিত সম্পর্ক ছিল।

এই বছরের গোড়ার দিকে তানিয়ার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। মারিও আন্তনিও আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। তানিয়ার জীবনে স্বামীর কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই ছিল না। স্বল্পকালের বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি রেজি দ্ব্রে ও রোবার্তো বুস্তস্ লা পাজ-এ তানিয়ার সঙ্গে দেখা করেন। বুস্তস্ নিজে বুয়েনাস এয়ার্স-এর মানুষ। আর্জেন্টিনার এই তরুণ চিত্রকর নিজের দেশের সংগ্রামবিমুখ কমিউনিস্ট নেতৃত্ব সম্পর্কে বীতস্পৃহ। মস্কোপন্থী সংগ্রামবিমুখ শোধনবাদী ল্যাতিন আমেরিকার কমিউনিস্ট নেতৃত্বের প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা চলে। ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে হাভানায় সমাজতান্ত্রিক শিবিরের তৃতীয় শক্তি 'ওলাস' (অর্গানাইজেশন অব ল্যাতিন আমেরিকান স্ট্রাগল)-এর আন্তর্জাতিক ভূমিকা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা হয়।

রেজি দ্ব্রে ও রোবার্তো বুস্তস্-কে সঙ্গে নিয়ে তানিয়া লা পাজ ত্যাগ করেন। অয়েল টাউন কামিরি ছাড়িয়ে আবাদ অঞ্চলে নিরাপদে এসেছেন। চে গুয়েভারার গেরিলা বেস সম্পর্কে তানিয়ার নির্ভুল জ্ঞান।

রোবার্তো বুস্তস্-এর জবানবন্দী থেকে যে সংবাদ সংগ্রহ করা হয় তাতে প্রকাশ পেয়েছে, অতিবিপ্লবী, ফরাসী-যুবা রেজি দ্ব্রে তত্ত্বমূলক 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব'-এর লেখক হলেও বলিভিয়ার বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে আদৌ নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। অল্প সময়েই আদর্শবাদী সহধর্মী তরুণ এই ফরাসী ধনী তনয়কে নিয়ে চে গুয়েভারা বিব্রত বোধ করেন। ইয়োরোপের দেশে দেশে বলিভিয়ার মুক্তিসংগ্রামের স্বপক্ষে বুদ্ধিজীবী মহলে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলবার পরামর্শ দিয়ে বলিভিয়ার গেরিলা ফ্রন্ট দ্ব্রে-কে চে গুয়েভারা ছেড়ে যেতে বলেন। অগ্নিকুণ্ড থেকে তাপ সংগ্রহই বুস্তস্-এর বাসনা ছিল। চে গুয়েভারার কাছে পাঠ নিয়ে স্বদেশে ফেরাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

তানিয়া গেরিলাদের মধ্যে থেকে যান। রেজি দ্ব্রে ও রোবার্তো বুস্তস্ মুয়ুপম্পায় ধরা পড়েন।

চে গুয়েভারার সঙ্গে তানিয়ার কী পূর্বপরিচয় ছিল ? থাকলে সে কতটুকু ?

বলিভিয়ার ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট দাবি করে, তানিয়ার সঙ্গে চে গুয়েভারার প্রথম আলাপ পূর্ব জর্মনী। বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। তানিয়া তখন হামবোল্ড য়ুনিভারসিটির ছাত্রী। চে গুয়েভারা কিউবার নাম্বার টু ম্যান। চে কিউবার এক রাজনৈতিক প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে মস্কো ও পূর্ব ইয়োরোপ সফর করছেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে পরিচয়ের সূত্রপাতে, আলাপের শুরুতেই দু'জনেই বুয়েনাস এয়ার্সের মানুষ, একই দেশের লোক ও দু'জনার বিশেষ ঢঙের স্প্যানিশ উচ্চারণ হয়তো স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তা' ছাড়া হাভানায় তানিয়া চে-র অনেক কাছাকাছি থেকেছেন। বলিভিয়াতে জাল পাশপোর্টের সাহায্যে ঢোকা ও লা পাজ-এ শিক্ষয়ত্রীর বৃত্তি অবলম্বনের পেছনে যে যুক্তিই থাক, বলিভিয়ায় সশস্ত্র বিপ্লবের প্রাথমিক নেট ওয়ার্ক-এ চে তানিয়াকে নিশ্চয়ই মনোনীত করেছিলেন।

চে গুয়েভারার বলিভিয়া প্রবেশ আজও পরস্পরবিরোধী নানা

কাহিনীতে আকীর্ণ। কেউ বলেন মেক্সিকোর এক ভুয়া ছাড়পত্রের সাহায্যে ডাক্তারের কাজ নিয়ে প্রথমে তিনি পেরু আসেন। সীমান্ত অতিক্রম করে জঙ্গলে আশ্রয় নেবার আগে বলিভিয়াতে ট্যুরিস্ট পরিচয়ে সর্বত্র ঘোরাফেরা করেছেন। ভিন্ন আর এক শ্রেণীর অভিমত, মিথ্যা পরিচয়ে চিলির আন্তাফোগাস্তা থেকে সোজা ট্রেনে চেপে বলিভিয়ার ওরারো-তে প্রবেশ করেন। কোচাবাম্‌বা-য় চে গুয়েভারা দীর্ঘদিন থেকে প্রস্তুতি গড়ে তুলেছেন। মার্কিন ভাষ্য অন্যরকম। মিঃ রাইনগোল্ডের অভিমতের সঙ্গেও তার মিল আছে। প্রায় বছর খানেক আগে উরুগুয়ার এক ব্যবসায়ী মাদ্রিদ ও সাও পাউলো হয়ে লা পাজ-এর এল আলতো এয়ারপোর্টে এসেছিলেন। উরুগুয়ার ভুয়া পাশপোর্ট তাঁর সঙ্গে ছিল। মাঝবয়েসী, মাথার সামনে বেশ কিছুটা টাক। ঠোঁটে পাইপ। চোখে মোটা লেন্সের চশমা। ইনিই ছদ্মবেশী আর্নেস্টো চে গুয়েভারা।

তানিয়ার সঙ্গে চে-র বেশ কয়েকবার লা পাজ-এই দেখা হয়। সি. পি. বি.-র পলিটব্যুরোর সঙ্গে তানিয়াই যোগাযোগ করেন। বিশেষ সুবিধা হয় না। মোন্‌জে বুলগারিয়ায়। জঙ্গলের পথে চে লা পাজ ত্যাগ করেন।

তানিয়ার মার্চ মাসের মাঝামাঝি দ্যব্রে ও বুস্তস্‌কে সঙ্গে নিয়ে কামিরি আসার কথা পূর্বেই আমি বলেছি।

বর্তমান রাজনৈতিক মহলে তানিয়ার নিহত হবার খবরের চেয়ে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ণই সাড়া তুলেছে। কামিরিতে পরিত্যক্ত জিপে মূল্যবান কিছু দলিল ফেলে যাবার কী যুক্তি? জঙ্গলে গেরিলাদের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করলেও রাশিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে নাকি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতেন তানিয়া।

ভয়েস অব আমেরিকা দাবি করছে তানিয়ার মৃতদেহ অন্যান্যদের সঙ্গে রিও গ্রাঁদে-তে পাওয়া গেছে।

জুলিও মনদেজ এলেন আরও মিনিট পনের পরে।

খুবই চিন্তিত। ক্লান্ত মুখশ্রী। দীর্ঘদেহী কালো মানুষটির চোখে

অবসাদ। একপাত্র ঝাঁজালো স্কচ পান করে একটি সিগারেট ধরিয়ে তিনি বললেন,

—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন জানি, কিন্তু দেরি হবার পেছনে আমার আদৌ হাত ছিল না। তবে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য খবরই এনেছি। ভয়েস অব আমেরিকা-র জোয়াকুইন ইউনিট নিশ্চিহ্ন হবার প্রচার পুরোপুরি সত্যি। তানিয়াও নিহত হয়েছেন।

—কীভাবে পাকা খবরটা সংগ্রহ করেছেন ?

আমার কথার জবাব না দিয়ে জুলিও মনদেজ বলেন,

—এখানকার সামরিক ওপর মহলে উৎসব চলেছে বলতে পারেন। শুনলাম প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস উপদ্রুত অঞ্চলে যাত্রা করেছেন। তানিয়া সম্পর্কে আমার আর সন্দেহ নেই। সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছি। তানিয়ার মৃত্যু ও জোয়াকুইন ইউনিট ধ্বংস হওয়ায় গেরিলাদলের অন্যতম একটি প্রত্যঙ্গ নষ্ট হলো।

—আমার কিন্তু প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছিল। এ ধরনের অপপ্রচার ভয়েস অব আমেরিকার পক্ষে চালানো শুধু যুক্তিহীন নয়—কৌশলগত দিক থেকেও অপরিনামদর্শিতার।

—গেরিলা যুদ্ধের প্রকৃতি দীর্ঘস্থায়ী ও নির্মম তবু ঘাঁটি অঞ্চল যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সতর্কতার অভাব আছে বলে মনে হয়। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বলয় গেরিলা তৎপরতার বৈজ্ঞানিক প্রয়োগরীতি কাজের হচ্ছে না। উপদ্রুত অঞ্চলে শত্রু বাহিনীকে হয়রাণি ও সন্ত্রস্ত রাখবার অভ্যস্ত কৌশল কার্যকরী হয়নি। দলত্যাগীদের সংখ্যা বাড়ছে। জনগণের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

মাও-এর 'অন প্রোট্র্যাকটেড ওয়ার'-এর নজীর টেনে জুলিও মনদেজ 'মাস-লাইন'-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আমাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বোঝালেন। গেরিলাদের দ্রুততা, আক্রমণাত্বক প্রয়োগরীতি, আচমকা একই স্থানে প্রচণ্ড আক্রমণ, মুহূর্তে গেরিলাদের কেন্দ্রীভূত ও বিকেন্দ্রীভূত করবার দক্ষতা আবার অকস্মাৎ পশ্চাদপসরণ সম্পর্কে চে-র লেখা থেকেও জুলিও মনদেজ উদ্ধৃতি দেন।

জুলিও মনদেজকে আমি বলেছি।

—দেখুন, গেরিলা রণনীতি সম্পর্কে আমার নিজের খুব একটা ধারণা নেই। তবে জনগণের ভূমিকা বা 'মাস-লাইন' সম্পর্কে আপনি যা বললেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি বলিভিয়ায় বর্তমান 'ওয়ার জোন'-এ জনগণের কোনো ভূমিকাই নেই। কিউবার সিয়েরা ময়েস্ত্রা-র পটভূমিতে আজ বলিভিয়ার রণাঙ্গনকে ফেলে যদি আমরা বিচার করি তা'হলে হয়তো ভুলই হবে। আপনি কতটা জানেন আমি ওয়াকিবহাল নই, তবে আমার মনে হয় জনগণের মধ্যে বিপ্লবীদের ছড়িয়ে থাকবার কোনো সুযোগই গেরিলারা পায়নি। দুর্গম জঙ্গল আর দুরারোহ গিরিবর্তই তাঁদের একমাত্র কভার।

—আপনি কী জনবসতির কথা বলছেন?

—ঠিক তাই। গ্রামীণ জনসংখ্যার উচ্চ ঘন বসতির কথা বাদই দিলাম, আসলে নাকাহুয়াস অঞ্চলের ওপারে লোক বসতি নেই বল্লেই চলে।

—এ খবর কতটা সত্যি?

—থাকলেও সে সামান্যই। যদি বলি দুই স্কোয়ার কিলোমিটারে একজন মানুষের বাস তা'হলেও ভুল হবে না। অবশ্য আত্মগোপন করবার চমৎকার জঙ্গলা ও দুর্গম অঞ্চল সন্দেহ নেই। গেরিলা বেস হয়তো প্রতিষ্ঠিত হলো, কিন্তু গ্রামীণ অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা মুস্কিল। কোথাও কোথাও অসম্ভব। জায়গা বাছাই করতে গিয়ে গুরুতর এই ভুল হয়তো কিছুটা হয়েছে। নাকাহুয়াস বা তার প্রত্যন্ত প্রদেশে বসতির মধ্যে যা-ও বা আছে তার অর্ধেক সরকারী চৌকিদার, গীর্জার পুরোহিত আর 'এ্যাকশন সিভিকা'-র আধা বদমায়েস। এক সময়ে এ অঞ্চলে বসতি যথেষ্ট ছিল। পুরোনো গেজেট ঘাঁটলে তা আপনি দেখতে পাবেন, কিন্তু আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে এই তামাম অঞ্চলে বুবনিক্ প্লেগ দেখা দেয়। শরীরের গ্লাণ্ড ফুলে ওঠা মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। বিস্তর লোক মারা যায়। যারা পালিয়ে বাঁচে তারা আর ফেরেনি। নাকাহুয়াস-এর পর থেকে বিস্তৃর্ণ তামাম অঞ্চল তাই একরকম জনশূন্য।

জুলিও মনদেজ একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যেন নতুন কিছু শুনলেন। বললেন,

—জেনেই বলছেন নিশ্চয়ই, এটা কিন্তু আপনার কাছে আমি নতুন শুনলাম।

—তবে যাঁরা এ ধরনের সংগ্রামের রূপকার, বিশেষ করে ইতিহাস সৃষ্টি করার মত চরিত্র যে লড়াইয়ের পেছনে আছেন, তিনি এতবড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উপেক্ষা করছেন এ কথা নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বার ছেড়ে উঠে পড়লাম। বাঁকের মুখে নজরে পড়লো—সেই মেয়েটা। লম্বা নাকওয়ালা এক মাঝবয়সী মরদকে জুটিয়েছে। সস্তা পেপার ব্যাক ক্রাইম ফিকশনের ক্রিমিন্যালের মত লোকটার চেহারা। মেয়েটি এনতার মাল খাচ্ছে। সঙ্গসুখের আনন্দে ভদ্রলোকের চোখ দুটি বিভোর। নিশ্চয়ই গাড়ি আছে।

সারা দিন ধরে আজ লা পাজ-এ গ্রেপ্তার চলেছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে বেশির ভাগই শিক্ষক ও ছাত্র। য়ুনিভারসিটি ছাত্রী লোয়োলো গুজমান লারাকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে পুলিশ দপ্তরেও হৈ চৈ হচ্ছে।

মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল পুলিশ হস্তগত করেছে। কোনো বন্দী বহু কথাই ফাঁস করে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। লোয়োলো নাকি গেরিলাদলের সঙ্গে লা পাজ-এর সংযোগ রক্ষাকারীদের অন্যতম নেত্রী। পুলিশ লোয়োলোর বাড়ি খানাতল্লাশি করে বিস্তর কাগজপত্র উদ্ধার করে।

প্রথমে অনেককেই গুরুত্ব দিতে দেখা যায়নি। পুলিশের হেফাজতে বন্দী লোয়োলোকে যখন প্রথম দেখি তখন আমিও খুব একটা উৎসাহ বোধ করিনি। বেশ মিষ্টি চেহারা। স্বীয় আদর্শে অবিচল, নির্ভীক তরুণী প্রেসম্যানদের সঙ্গে খোলা মনে কথা বলেছেন। আমার কোনো সময়ই মনে হয় নি লোয়োলো-র আদৌ গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিপ্লবী ভূমিকা আছে।

এখন জানা যাচ্ছে লোয়োলো নাকি গেরিলা দলের অন্যতম এক প্রধান চরিত্র। লা পাজ-এর গেরিলা দলের সংযোগ রক্ষা করাতেই শুধু নয়, কাগজপত্র ও দলিল অন্বেষণ করে জানা যায়, বহির্বিশ্বের সঙ্গে খবর আদানপ্রদানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও ছিল লোয়োলোর হাতে। বেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রা লোয়োলোর বাড়ি থেকে পুলিশ উদ্ধার করে।

পুলিশ দপ্তর থেকে সোজা এসেছি প্রেস দপ্তরে। অনেকেই দেখি উপস্থিত। মার্কিন তরুণ নিউজম্যান র‍্যামেশে ক্লার্ক আসরের মধ্যমণি। অতি স্বল্প সময়ে এই তরুণ সাংবাদিক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অসাধারণ নির্ভীক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক

নীতির অতি উগ্র সমালোচক। অতি উচ্চ ক্ষমতাবান বলিভিয়ান বীর-পুরুষকেও তিনি তিক্ত প্রশ্নে নাজেহাল করেন।

আলোচনা চলছিল পুরস্কারের সামান্য অঙ্ক নিয়ে। সরকারী প্রচার বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে, খবর দিয়ে জীবিত বা মৃত অবস্থায় যিনি চে গুয়েভারাকে ধরিয়ে দেবেন তাঁকে ৫০,০০০ বলিভিয়ান ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ৪,২০০ ডলারের কাছাকাছি। এতবড় ব্যাপারে পুরস্কারের পরিমাণ নিতান্তই তুচ্ছ। র‍্যামশে ক্লার্ক বললেন,

—৫০,০০০ বলিভিয়ান ডলারের চেয়ে বেশি কবুল করায় বাধা আছে। লোকে বিশ্বাস করবে না। স্থানীয় মানুষের হিসেবের বাইরের কোনো অঙ্ক তাই দেওয়া হয়নি। সাধারণ গ্রামবাসীর বিশ্বাস অর্জনের জন্যেই এই ঘোষণা। এর চেয়ে বেশি পরিমাণ পুরস্কার ঘোষণা করলে অনেকেই বিশ্বাস করতো না।

আমাদের মধ্যে র‍্যামশে ক্লার্ক একমাত্র সাংবাদিক যিনি কামিরিতে আইনের ছাত্র আর্নেস্তো লোপেজ ক্যানিদোর সঙ্গে রেজি দ্যব্রের উত্তপ্ত এক আলোচনা চক্রে যোগদান করেছিলেন।

তরুণ ছাত্রটি পপুলার খৃষ্টান মুভমেণ্ট-এর একজন সক্রিয় কর্মী। সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোস-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। দ্যব্রের ব্যাপারে বলিভিয়ান সরকার যে অসম্ভব গোপনীয়তা অবলম্বন করেছে সেটুকু খণ্ডন করবার উদ্দেশ্যই ছিল এই বৈঠকের অন্যতম কারণ। আইনের ছাত্র চতুর আর্নেস্তো লোপেজ ক্যানিদো প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন দ্যব্রে তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। কারণ তিনি বলিভিয়ার গেরিলাদলের সঙ্গে সম্পর্কহীন সম্পূর্ণ এক বাইরের লোক বলে দাবি করেছেন। 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' গ্রন্থে রেজি দ্যব্রের পলিটিক্যাল ভাষ্য আজ যা বলিভিয়ার জঙ্গলে রক্তাক্ত রণাঙ্গনের সৃষ্টি করেছে, দ্যব্রে নাকি তার দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক।

আইনের ছাত্র ক্যানিদো দ্যব্রেকে খাটো করবার বিবিধ পরিকল্পনা সাজিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু দ্যব্রের কাছে বড় সুবিধে করতে পারেননি।

দ্ব্রে বলিভিয়ার সংবিধানের ত্রিশটি বিশেষ বিশেষ অনুচ্ছেদ তুলে ধরে প্রমাণ করেছেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করা, বন্দী অবস্থায় একাকী আটক রাখা, দৈহিক অত্যাচার চালানো ও সামরিক বিচার সবই বলিভিয়ার সংবিধান বিরোধী।

এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার সম্পর্কে র‍্যামশে ক্লার্ক পুরোপুরি দ্ব্রেকে সমর্থন করে লিখেছেন। র‍্যামশে ক্লার্ক-এর এক প্রশ্নের উত্তরে দ্ব্রে বিচার প্রহসন সম্পর্কে বলেছেন,

'What I ask here is that I be judged for what I have done, that I be judged for the ideology I uphold, that this ideology be judged, but let no one come to justify a political condemnation, an ideological condemnation, with false facts or accusations, and that is what is actually happening here.'

দ্ব্রে-ক্যানিদো বৈঠকে নীতিগত প্রশ্ন তুলে দ্ব্রেকে নাজেহাল করাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সরকারী এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। দ্ব্রের 'সাংবাদিক' চরিত্র ও ভূমিকার কথা অস্বীকার করলে দ্ব্রে ক্যানিদো-কে বলেন,

—এখানে 'সাংবাদিক' পরিচয় নিয়ে দু'জন সি. আই. এ. ব্যক্তি উপস্থিত। 'সাংবাদিক'-এর ছদ্মবেশে মার্কিন গুপ্তচর ও আপনাদের সিক্রেট-সার্ভিস-এর লোক কাজ করছে আমি জানি। আপনারাই ষড়যন্ত্রকারী আমদানি করছেন, আমার দলিলপত্র সরিয়ে ফেলে এখন অভিযোগ তোলা হচ্ছে মিথ্যের পর মিথ্যে সাজিয়ে। মামলার দিন ক্রমাগত পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কারণ মিথ্যে দলিলপত্র তৈরিতে সময় লাগে, অভিযোগ খাড়া করতে অনেক চক্রান্তের প্রয়োজন। র‍্যামশে ক্লার্ক দ্ব্রের সাংবাদিক হিসাবে মেক্সিকো পত্রিকার নিয়োগপত্র দেখতে চাইলে দ্যব্রে বলেন,

—সে সব এখন ডীন রাস্কের কাছে। ওয়াশিংটনের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত পাকাপাকি অভিযোগ তৈরিতে বাধা আছে। মামলার

তারিখ তাই দিনের পর দিন বদলানো হচ্ছে। এ একটা দেউলে সরকার। প্রেসিডেন্ট একজন নির্বোধ ব্যক্তি।

এ সমস্ত কথাই র‍্যামশে লিখেছেন। তা'ছাড়া দ্ব্রে ট্রায়াল-কে কেন্দ্র করে সি. আই. এ.-র গোপন ষড়যন্ত্রের কথাও আলোচনা করেছেন। বলিভিয়ার মার্কিন দূতাবাসের কালচারাল এ্যাটাসে মিঃ ফগলার যে 'অপারেশন কামিরি'-র অন্যতম রূপকার সে সম্পর্কে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। র‍্যামশে ক্লার্ক-এর নির্ভীকতায় আমরা অনেকে অবাক হয়েছি। জুলিও মনদেজ হেসে বলেছেন,

—আপনি বিপদে পড়বেন। হয়তো আপনাকে বার করে দেবে লা পাজ থেকে।

র‍্যামশে ক্লার্ক সম্পূর্ণ হেসে উড়িয়ে দেন,

—এত বড় বোকামো এরা করবে না। কারণ সেটাতে এদের ডেমক্রেসীর দেউলেপনা আরও বিশ্রীভাবে বেরিয়ে পড়বে। তবে দূতাবাস থেকে চাপ আসবে। ইতিমধ্যে নানা কথা আমার কানে আসছে। তার জন্যে আমি গ্রাহ্য করি না।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে এসে র‍্যামশে ক্লার্ক বললেন,

—আনাড়ী বলিভিয়ান আর্মির মধ্যে কয়েকটা ডিভিশন খুবই যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে, গেরিলাদল এদিকে হীনবল হয়ে পড়েছে। এ সংবাদ অভ্রান্ত। আপনাদের ধারণা কেমন আমার জানা নেই কিন্তু আমার আশঙ্কা যে কোনো খবরের জন্যে আমরা তৈরি থাকতে পারি। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস বলেছেন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গেরিলা বাহিনী তিনি নিশ্চিহ্ন করবেন। যদিও একথা তিনি কয়েক সপ্তাহ ধরেই বলছেন, কিন্তু আজ অবস্থা খুবই সঙ্গিন। ক্রমাগত বিশ্বাসঘাতকতায় ও দুর্গম অঞ্চলে থেকে শহরের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন গেরিলাদল খুবই দুর্দিনের মধ্যে চলেছে। এটা আর্মি ইনটেলিজেন্স-এর খবর। এ সংবাদে কোন ভুল নেই।

জুলিও মনদেজ এয়ারপোর্টে গাইগিয়াকোমো ফেলত্রিনেল্লি-র সঙ্গে দেখা করেছেন। ভদ্রলোক মিলান থেকে উড়ে এসেছিলেন লা পাজ।

বহু চেষ্টা করেও ছ্যব্রের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পান নি। ফেলত্রিনেল্লি 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' গ্রন্থের ইতালিয়ন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। ফেলত্রিনেল্লিকে বহিষ্কারের পেছনে লা পাজ কর্তৃপক্ষ কোনো যুক্তিই দেখায়নি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বলিভিয়া ত্যাগ করবার আদেশ জারি করেছে।

র‍্যামশে ক্লার্ক বলেন,

—সংঘর্ষের প্রথম স্তরেই প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোস এমন বেসামাল হয়ে পড়েছেন কল্পনা করা যায় না। আসলে দেশবাসীকে একদম বিশ্বাস করেন না। একমাত্র সামরিক চাপ ছাড়া কিছুই বোঝেন না। মনের দিক থেকে যে কতখানি দেউলে সেটি তাঁর উৎকট চীৎকার ও উল্টোপাল্টা রেডিও ভাষণ থেকেই বোঝা যায়। জেনারেল ওভানদোর সঙ্গে বলপূর্বক বন্ধুত্ব বজায় রাখবার চাপ মার্কিন রাষ্ট্রদূতের শিথিল হলেই দেখবেন দেশের অন্য চেহারা।

—আপনি কী ক্যু-ডে-টা-র কথা বলছেন?

—অসম্ভব কিছু নয়। তাতে বারিয়েনতোস ও ওভানদো কেউই হয়তো থাকবেন না। অন্য এক আর্মি চীফ উদয় হবেন।

—কর্নেল মার্কোস ভেসকুইজ সেমপার্তেগুই তলায় তলায় বারিয়েনতোস-কে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করছেন এ ধরনের একটা গুজব আমি শুনেছিলাম।

—আপনি ঠিকই শুনেছেন কিন্তু মার্কিন দূতবাস কর্নেলের প্রতি খুশি নন। আমি যা আশঙ্কা করছি, বারিয়েনতোস-এর সঙ্গে ওভানদো-র ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্যে থেকে অন্য এক তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হবে; অবশ্য সবটাই বলিভিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে। দেখবেন প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোস একদিনের জন্যেও দেশ ছেড়ে বাইরে যাবেন না। তাঁর আশঙ্কা তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে কোনো বড় রকমের অভ্যুত্থানে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হবেন।

জুলিও মনদেজ-এর সঙ্গে আমি হোটেলের পথ ধরি। বাইরে

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ওভারকোটের পকেটে হাত পুরে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে ঘরমুখো মানুষ। প্রচণ্ড কুয়াশা।

প্রাদো এলাকায় বাঁক নেবার মুখে পুলিশ ট্যাক্সি থামায়।

ড্রাইভার ঝুঁকে পড়ে কী যেন বলে। তারপর পুলিশের হাতে কী যেন গুঁজে দিল।

পুলিশ পথ ছেড়ে দিল।

—কী ব্যাপার?

ড্রাইভার একটু হাসে।

—পুলিশটা বলে কী?

—কী আবার বলবে? ঘুষ চায়।

—ঘুষ!

—এ আমাদের দিতেই হয়।

—কিন্তু তুমি তো ভুল করোনি। ট্রাফিক আইন ভাঙ্গনি।

—কুয়াশা দেখছেন না, এদিকে আমার এম্বার লাইট কাজ করছে না যে!

একমাত্র বিক্ষিপ্ত কয়েকটি সংঘর্ষ ছাড়া দু' সপ্তাহের মধ্যে বড় রকমের কোনো খবর নেই। সংঘর্ষে চে গুয়েভারা নিহত হয়েছেন বলে সরকারী প্রচারযন্ত্র উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল কিন্তু পরে সে সংবাদ আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

মরিয়াম বা প্রোফেসার গার্শিয়ার সূত্র ধরে ইনটেলিজেন্স দপ্তর আমাকে এখনও আর বিরক্ত করেনি। দ্ব্রের মামলা ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছে। দ্ব্রের পিতার প্রাণ নাশের চেষ্টা হয় একবার। পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের সমস্ত সুযোগসুবিধা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ও আইনের পরামর্শে ক্রমাগত বাধা সৃষ্টিতে তিনি শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে বলিভিয়া ত্যাগ করে গেছেন।

একটানা উত্তেজনাহীন অবস্থায় আমাদেরও ঢিলেমি এসেছে। তা'ছাড়া সামরিক অসামরিক দপ্তরে এত বেশি গোপনীয়তা অবলম্বন করা হচ্ছে, তাতে আমাদের কাজ করবার সুযোগও মিলছে সামান্যই।

আমাদের কোপাকাবানা হোটেল সংলগ্ন নাইট ক্লাব—সাহারা। পেরুর এক নিউজম্যানের সঙ্গে নাচ দেখতে ঢুকেছিলাম। আমার প্রধান উদ্দেশ্য পানীয়ঘটিত। নাচ দেখার বড় ইচ্ছে ছিল না কিন্তু পেরু-র ভদ্রলোকের আগ্রহ।

নতুনত্ব কিছুই নেই। সেই এক বিশেষ শ্রেণীর দর্শক। সেই একই আলোর খেলা। বাজনার মধ্যেও কোনো বৈচিত্র্য নেই। ছলাকলায় পুরো পোশাক খুলে ফেলে অর্কেস্ট্রার আরোহণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তলায় ওপরে দু'টুকরো তুচ্ছ অন্তর্বাস সম্বল মেয়েটির অস্থির দেহ যখন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, তখন উৎসাহী দর্শকবৃন্দের

আনন্দসুখ লক্ষ্য করবার। তবু পুরুষদের এ বিশেষ আনন্দের অর্থ বুঝি, কিন্তু মেয়েরা এখানে কী দেখতে আসে?

ভাল লাগছিল না। তবু পেরুর এই রসিক ব্যক্তির খাতিরে আর এক রাউণ্ড স্কচের বড় পেগ নিয়ে বসতে হলো।

কতক্ষণ এখানে সময় গেছে খেয়াল নেই। নিজের হোটেল কামরায় ফিরে এসে সবে পোশাক পরিবর্তন করছি, এমন সময় ফোন এলো। রিসিভার কানে তুলেই বুঝলাম অপরপ্রান্তে জুলিও মনদেজ।

—এত রাত্রে হোটেলে না ফিরে কোথা থেকে ফোন করছেন?

—প্রেস এসোসিয়েশন থেকে বলছি। আপনি এখনই চলে আসুন। আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

—কী ব্যাপার বলুন তো। আমি তো সন্ধ্যে পর্যন্ত ওখানে ছিলাম।

—এসে শুনবেন। খুব বড় খবর। তবে শুনে আশা করি আনন্দিত হবেন না। এখনও পুরোপুরি সরকারীভাবে স্বীকার করা হয়নি, তবে শোনা যাচ্ছে চে বন্দী হয়েছেন।

—বলেন কী!

—সেই জন্যেই ফোন করছি। এখনই আমরা বেরিয়ে পড়বো। আপনি চলে আসুন। এসে সব শুনবেন। রিসিভারটা আমার হাত থেকে যেন খসে পড়লো। সম্মুখযুদ্ধে চে-র নিহত হবার গুজব ইতি-পূর্বে শুনেছি। কিন্তু জুলিও মনদেজ কোনো উড়ো খবরের ওপর ভিত্তি করে আমাকে প্রেস অফিসে ডেকে পাঠাবেন বিশ্বাস হয় না।

কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে বসে থাকি। মাথায় আমার যেন কিছুই নিচ্ছে না। কিছুই ভাবতে পারি না। নিতান্তই অবিশ্বাস্য তবু যেন পরিপূর্ণ যুক্তিহীন নয়। নিচে ফোন করে একটা ট্যাক্সি ডাকতে বলে পরক্ষণেই তৈরি হয়ে নিলাম। স্কচের নেশা আমার সম্পূর্ণ ছুটে গেছে।

সোজা এসেছি প্রেস অফিসে। লা পাজ-এর সমস্ত নিউজম্যান একে একে জড়ো হচ্ছেন। সরকারীভাবে স্বীকার করা না হলেও

সামরিক এক জেনারেল চে-র বন্দী হবার কথা ঘোষণা করেছেন। চে নাকি আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়েছেন।

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে সময় অতিবাহিত হয়। সরকারী খবর এলো অনেক পরে। সামরিক দপ্তর থেকে প্রচারিত এক প্রেস হ্যাণ্ড-আউট চে গুয়েভারা-র বন্দী হবার সংবাদ ঘোষণা করে। কামিরি থেকে বেশ কিছু দূরে, জঙ্গলে এক সংঘর্ষের সময় আহত অবস্থায় চে বন্দী হন। বন্দীকে হিগুয়েরা আর্মি ব্যারাকে আনা হয়েছে।

শীতের গভীর রাত্রেও নিউজম্যানদের তৎপরতার শেষ নেই। আমরা ক'জন সোজা এসেছি মার্কিন দূতাবাসে। দূতাবাসও চঞ্চল কিন্তু সামরিক প্রেস হ্যাণ্ডআউট-এর বেশি সংবাদ এখানে সংগ্রহ করা গেল না। মিলিটারি সমর দপ্তর সরাসরি জানিয়ে দিল, চে সম্পর্কে তারা আর কোনো সংবাদ এখনও পায়নি।

আমাদের দলের পাণ্ডা র‍্যামশে ক্লার্ক। দুই তারকা যুক্ত সামরিক অফিসারকে হিগুয়েরা আর্মি ক্যাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ করবার দাবি জানায়,

—আপনাদের জানা থাকা উচিত কতবড় এক বন্দী আপনাদের হাতে আছেন। তিনি কতটা আহত, তাঁর শরীরের অবস্থা কেমন, আর্মি সেখানে তাঁর সঙ্গে কী ব্যবহার করছে—আমাদের জানতে হবে। আন্তর্জাতিক প্রেসকে আপনারা অযথা হয়রাণি করবেন না। দরকার হলে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশ নিন। আমরা আহত বন্দীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। এখনই আমরা হিগুয়েরা যেতে প্রস্তুত। গোটা ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করুন।

—প্রেসিডেন্ট নিজে এ সম্পর্কে তৎপর। এত রাত্রে আমরা কিছুই করতে পারি না। তবে আমি যতটুকু শুনেছি, বন্দী ভাল আছেন। আর্মি হেডকোয়ার্টার্স-এর নির্দেশ মত হিগুয়েরা ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত অফিসার সব কাজ করছেন। গুরুত্ব আমি বুঝি, কিন্তু আমার কিছু করার নেই।

প্রচণ্ড উত্তেজনা আর নানা জল্পনা-কল্পনার মধ্যে সকাল হলো।

পথে লোকজন সামান্যই। সামরিক ভ্যানের টহল শুধু দ্বিগুন হয়েছে।

একটু বেলাতেই রেডিও ঘোষণা শোনা গেল। রাত্রের বাসী খবরই ক'বার প্রচার করা হয়। প্রেসিডেন্ট নিউজম্যানদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হননি। শুধু বলেছেন, চে-কে গ্রেপ্তার করার কথা তিনি শুনেছেন, কিন্তু এখনও বিস্তারিত সংবাদ তাঁর কাছে কিছু আসেনি। তবে চে-র মত বন্দীর প্রতি যে ব্যবহার করা উচিত, আমি সেই নিয়ম মেনেই চলবে।

মার্কিন দূতাবাসের সমর্থিত এক সংবাদে প্রকাশ আর্মড ফোর্স চীফ, জেনারেল আলফ্রেদো ওভানদো নাকি বলেছেন, বন্দী হবার পর চে স্বীকার করেছেন, তিনি হার স্বীকার করছেন। দূতাবাস আরও বলেছে, কিউবায় আটক বন্দীদের বিনিময়ে চে-কে মুক্ত করার একটি পরিকল্পনা বলিভিয়ার কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে চিন্তা করছেন।

উত্তেজনাপূর্ণ পুরো একটা দিন। সন্ধ্যে পর্যন্ত সরকারী সমস্ত প্রচারযন্ত্র নীরব। একমাত্র চল্লিশ ঘণ্টার পুরোনো খবর ছাড়া রেডিওতে নতুন কোনো সংবাদ নেই।

জুলিও মনদেজ-এর সঙ্গে কথা হচ্ছিল,

—এর পরের অধ্যায়টি কী?

—জানি না।

—দ্যব্রেকে শাস্তি দেবার জন্যে প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস কংগ্রেসের কাছে আবার বলিভিয়াতে প্রাণদণ্ড পুনর্বহাল করবার সুপারিশ করেছেন—সেখানে চে গুয়েভারা সম্পর্কে তিনি কী নীতি গ্রহণ করবেন বলা কঠিন।

—আমার ভয় হচ্ছে মিঃ সেন, প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস আসামীর কাঠগড়ায় চে-কে তুলবেন না। এতবড় সাহস এই কাপুরুষটার হবে না।

আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি ছাড়া বিশেষ কোনো পথ আমি দেখছি না।

—কে চাপ সৃষ্টি করবে? সাম্যবাদী দেশ?

—বাধাটা কোথায় ?

—অনেক বাধা মিঃ সেন। সেখানে বড় রকমের মোনৃজে গ্রুপ কাজ করছে। সি. পি. বি.-র পলিট ব্যুরোর চেয়েও সেখানে প্রতিক্রিয়া-শীল মনোবৃত্তি আরও কঠোর।

—হাভানায় প্রতিক্রিয়া কী হয়েছে জানেন ?

—শুনিনি কিছু।

—সংবাদটি আপনি কী ষোলআনা অভ্রান্ত বলে মনে করেন ?

—আমি কিছুই ভাবতে পাচ্ছি না মিঃ সেন। আমার চিন্তাশক্তি যেন লোপ পাচ্ছে।

—সংঘর্ষের কোন্ স্তরে কোথায় ঠিক ঘটনাটি ঘটেছে স্পষ্ট ভাবে কিছুই জানা যায়নি। সরকারী এই অসম্ভব গোপনীয়তা আমার সন্দেহের উদ্রেক করে।

—বড় রকমের কিছু একটা ঘটেছে সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। আমি কামিরি থেকে বেসরকারী এক সংবাদের জন্যে অধীর ভাবে অপেক্ষা করছি। যে কোনো মুহূর্তে আমি আরও সংবাদ পেতে পারি। সবটা নাই-বা শুনলেন, তবে সে খবর যে ষোলআনা অভ্রান্ত হবে সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই।

খবর কিন্তু এলো না। সরকারী কোনো নতুন সংবাদ শোনা গেল না। অফুরন্ত উৎকণ্ঠা ও পরিপূর্ণ নৈরাশ্যের মধ্যে সময় অতিবাহিত হয়। সারা শহরে থমথমে ভাব। রেস্তোঁরা বা পাব-এ লোকজন সামান্যই। সাদা পোশাকে গোয়েন্দাদের সর্বত্র আনাগোনা। পুলিশ জিপ ও সামরিক ভ্যানের নিয়মিত টহল যেন ক্রমশ বাড়ছে। শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গ্রেপ্তারের সংবাদ আসছেই।

সরকারী প্রেসনোট সকালে পাওয়া গেল। আচমকা প্রচণ্ড আঘাতে মানুষ যেমন জ্ঞান হারায়, ঠিক তেমনি নির্মম ও নিষ্ঠুর এই প্রেসনোটটি যখন আমাদের হাতে এলো তখন উপস্থিত নিউজ-ম্যানদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করবার। প্রেস অফিসে যেন কবরের নীরবতা। সকলে নির্বাক। সম্পূর্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

সরকারী প্রেসনোট ঘোষণা করেছে, ভয়ানক ভাবে আহত চে গুয়েভারাকে হিগুয়েরা স্কুল বাড়িতে আনা হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তিনি মারা যান। চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করার সময় পাওয়া যায়নি। চে গুয়েভারার মৃতদেহ এখন বলিভিয়ার অষ্টম আর্মির দায়িত্বে আছে। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস ঘোষণা করেছেন, চে গুয়েভারার মরদেহের প্রতি পূর্ণ সামরিক মর্যাদা দেখানো হবে। দেশের এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনি দেশবাসীকে একত্রিত হতে আহ্বান জানান।

সামরিক দপ্তর থেকেও ঐ একই কথা পৃথক ভাবে ঘোষণা করা হলো কয়েক ঘণ্টা পর। তাতে বলা হয়, সংঘর্ষে ভয়ানক ভাবে আহত চে-কে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হিগুয়েরা স্কুলবাড়িতে আনা হয়। সেখানে তিনি দেহত্যাগ করেন। চে গুয়েভারা অজ্ঞান অবস্থায় সামরিক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। বন্দী হবার পর চে-র প্রতি কোনো রকম হিংসাই প্রয়োগ করা হয়নি। তবে তাঁর চিকিৎসার কোনো সুযোগই পাওয়া যায়নি।

সন্দেহের সূত্রপাত এখান থেকেই। নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। অজ্ঞান অবস্থায় চে সামরিক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন সামরিক দপ্তর দাবি করেছে। কিন্তু জেনারেল ওভানদো গতরাত্রে বলেছেন, চে স্বীকার করেছেন তিনি হেরে গেছেন। এই স্বীকারোক্তি কখন, কী অবস্থায় চে এই কথা বলেছেন? বন্দী হবার পর দীর্ঘ চল্লিশ ঘণ্টারও বেশি সময় সরকারী সমস্ত প্রচার যন্ত্রের নীরবতার অর্থ কী? চে কোন সময় দেহত্যাগ করেছেন সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

সর্বশেষ বার্তা এসে পৌঁছোলো দুপুর নাগাদ। প্রেসের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার খবর। নিউজম্যানদের কামিরি থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রেস-ম্যানদের চে-র মরদেহ দর্শন করবার সুযোগ দেওয়া হবে। বিমান-যোগে চে-র মৃতদেহ ভালে গ্রাঁদের পথে যাত্রা করেছে।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ফায়ার ব্রিগেড-এর কর্মচারীদের ব্যস্ততার

সঙ্গেই হয়তো আমাদের ক্ষিপ্র প্রস্তুতির তুলনা চলে। তবে এত তাড়াহুড়ো করে বিশেষ ফল হলো না। এয়ার লাইন্স অফিস থেকে প্যাসেজ সংগ্রহ করা মুস্কিল হলো। সামান্য ভাগ্যবান কয়েকজন সুযোগ পেয়েছেন কিন্তু পুরো দাম কবুল করে ওয়েটিং লিস্ট-এ পড়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। অনেকে সময় নষ্ট না করে ট্রেন ও মোটরে কামিরি রওনা হয়ে যান। পাঁচজনের জায়গা সাতজনে ভাগাভাগি করে আমরা ক'জন সন্ধ্যে নাগাদ লা পাজ ত্যাগ করি।

পরদিন কামিরি পৌঁছে আরও সংবাদ পাওয়া গেল। চে-র শবদেহ হিগুয়েরা থেকে একটি হেলিকোপ্টারে ভালে গ্রাঁদে-তে আনা হয়। জর্মন-ডমিনিক্যান সিস্টার্স্ পরিচালিত 'সিনর দে মাল্‌তা' হাসপাতালে চে-র দেহ রাখা হয়। এখানে চে-র আঙ্গুলের ছাপ নেওয়া হয়েছে। চে-র শবদেহ পরীক্ষা করেছেন ডাক্তার ময়েস এব্রাহাম ও যোশ মারত্রিনেজ। পরীক্ষার পর ডাক্তার ঘোষণা করেছেন, চে-র শবদেহ পরীক্ষা করবার ঘণ্টা পাঁচেক আগে চে দেহত্যাগ করেছেন।

আজ সংবাদপত্রের আস্ফালন শুরু হয়েছে : Guevara's death is a dramatic warning to the planners of systematic subversion.

কামিরিতে আটক রেজি দ্ব্রে চে গুয়েভারা-র মৃত্যু-সংবাদে অতিশয় বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। একজন নিউজম্যানের হাত চেপে ধরে তিনি বলেছেন, 'I Would like to be at his side, and die with him'.

অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে কামিরি থেকে ভালে গ্রাঁদে যখন পৌঁছোনো গেল তখন সব শেষ। মাল্‌তা হাসপাতাল থেকে চে-র শবদেহ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। যাঁরা আগে পৌঁছেছেন তাঁরা সুযোগ পেয়েছেন। কংক্রিটের এক বেদীর ওপরে চে-র দেহ রাখা হয়। সৌভাগ্যবান অনেকের মধ্যে ছিলেন আমাদের র‍্যামশে ক্লার্ক। বিস্তর ছবি তুলেছেন। কথা প্রসঙ্গে বলেন,

—ভালে গ্রাঁদে-র অর্ধেক মানুষ ও উপস্থিত বিদেশী সবাইকেই চে-র শবদেহ দেখবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সারিবদ্ধ ভাবে সবাই একে একে চে-কে দর্শন করেছেন। আলাদা ভাবে নিউজম্যানদের শবদেহ দেখবার সুবিধে না থাকলেও আমরা সবাই অনেকক্ষণ ধরে চে-কে দেখবার সুযোগ-পাই। হঠাৎ ওপর থেকে হয়তো কোনো নির্দেশ এসেছে। দর্শনপ্রার্থী বহু লোকের সামনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। চে-র শবদেহ যে কখন সরিয়ে ফেলা হলো সেটা অবশ্য আমরা জানতে পারিনি। তবে আরও আঙ্গুলের ছাপ সংগ্রহ করবার জন্যে চে-র হাতের আঙ্গুল কেটে নেওয়া হয়েছে একথা ডাক্তার স্বীকার করেছেন।

জুলিও মনদেজ বললেন,

—চে-র শবদেহ দেখতে না পাওয়ার জন্যে আমার ব্যক্তিগত ভাবে কোনো অনুশোচনা নেই। হয়তো আমার পক্ষে সেটা সহ্য করা শক্ত হতো। কিন্তু শবদেহ সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। ভালে গ্রাঁদে থাকতে থাকতে চে সম্পর্কে সমস্ত রকম তত্ত্বতাবাশ শেষ করতে হবে। দরকার হলে হিগুয়েরা পর্যন্ত আমাদের যেতে হবে।

ভালে গ্রাঁদে-র সামরিক প্রধানের সঙ্গে প্রেসের তিক্ত সম্পর্ক চরমে উঠলো। আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি অস্বীকার করেন। ভদ্রলোক আশ্চর্যরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন দাম্ভিক ব্যক্তি। চূড়ান্ত উপেক্ষার সুরে বলেন,

—আপনাদের জন্যে পৃথকভাবে আমি খবর সংগ্রহ করতে পারি না। আমাদের প্রচার তার অভ্যস্ত নিয়ম মেনে প্রকাশিত হচ্ছে ও হবে: আপনাদের জন্যে সপ্তাহব্যাপী চে-গুয়েভারার মৃতদেহের প্রদর্শনী খুলে বসতে পারি না। ডাক্তারের নির্দেশমত মৃতদেহ যতক্ষণ মুক্ত রাখা সম্ভব হয়েছে আমরা সেই নির্দেশই মেনেছি।

সামরিক প্রধানের ঔদ্ধত্যে আমি কেন যেন ধৈর্য রাখতে পারি না,

—এটা আপনাদের অজুহাত ছাড়া কিছু নয়। কামিরি থেকে আমাদের অনুমোদনপত্র দেওয়া অর্থহীন। আন্তর্জাতিক প্রেসের একটি বিরাট অংশকে আপনারা প্রতারণা করেছেন। লা পাজ থেকে

যাঁরা বিমানে জায়গা করতে পারেননি, তাঁদের সবাইকেই আপনারা আমন্ত্রণ করে এনে ঠকিয়েছেন।

—আমি ভালে গ্রাঁদে-র কথা জানি। কামিরি-র অনুমোদনপত্র বা লা পাজ থেকে আপনাদের এয়ার প্যাসেজের দায়িত্ব আমাদের নয়। এ সম্পর্কে আপনারা উপযুক্ত জায়গায় প্রতিবাদ জানাতে পারেন।

—আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আপনারা চিন্তা করেছেন?

—আপনি অযথা উত্তেজনা সৃষ্টি করছেন।

—আপনাদের প্রতিটি প্রেস রিলিজ ত্রুটিপূর্ণ। পরস্পরবিরোধী সংবাদে পূর্ণ।

—এখানেও আপনি নীতিগত একটা প্রশ্ন তুলছেন, সে সম্পর্কে আমার নিজের কোনো বক্তব্য নেই। অধিকারও নেই। উপযুক্ত স্থানে প্রতিবাদ জানান। আমি শুধু হুকুম মেনে চলছি।

সামরিক এই অফিসারের সঙ্গে বাক্যালাপ অর্থহীন। র‍্যামশে ক্লার্ক মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু চে-র মৃতদেহ সম্পর্কে কোনো হদিশ করা সম্ভব হয় না।

রেজি দ্ব্রে সম্পর্কে যে গোপনীয়তা চলছিল, সেটি কিছুটা শিথিল হয়েছে। গতকাল লা পাজ-এর একদল 'ছাত্রপ্রতিনিধি ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দ্ব্রে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছেন। চে গুয়েভারার মৃত্যুর পর গেরিলা যুদ্ধ ও বলিভিয়ার বৈপ্লবিক সংগ্রামের ভবিষ্যত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে দ্ব্রে বলেছেন,

—'It is difficult to say what will happen now. Possibly, after the death of Che, the Guerrillas will take a pause, but the fight will continue. I interpret this pause more as a breathing spell. Che himself foresaw it. When I interviewed him he said : "There is only one Fidel, for he is something different, something unique. But there are many Che's. And I believe this. They will continue to appear ; still others will come ; perhaps even tomorrow more Che's will

appear. We need a certain intellectual unrest and passion, something youthful. The death of Che is a permanent banner in an uncontainable struggle. It will become the banner for many to carry. Che's importance lies not only in his ideas, but in the way he put them into practice, the way he lived them, up to the ultimate consequences. This was the quality of Che that made him all purity, all dedication to an idea. I would not say fanatic because he always had a scientific discipline for conceiving these ideas. It is his purity, his determination and passion for these ideas.

ভালে গ্রাঁদে প্রায় দুশো বছরের পুরানো ছোট শহর। লোকসংখ্যা হাজার সাতেকের বেশি নয়। উপযুক্ত হোটেল বা মোটেল গোছের কিছুই নেই। আমার আশ্রয়শিবিরেরও বড় হীন অবস্থা।

বিকেল থেকে জুলিও মনদেজ-এর দেখা নেই। আমাকে জানান না দিয়ে ভালে গ্রাঁদে ত্যাগ করবেন মনে হয় না। সন্ধ্যের পর আমাদের একজন খবর নিয়ে আসেন, চে গুয়েভারাকে সামরিক মর্যাদাসহ কবর দেওয়া হয়েছে। জায়গাটা ভালে গ্রাঁদে-র কোথাও, তবে উত্তেজনা যাতে সৃষ্টি না হয় সেই কারণে এখনই সেই বিশেষ জায়গাটি সম্পর্কে সরকার গোপনীয়তা অবলম্বন করছে।

সন্ধ্যে নাগাদ পথে বেরিয়েছি। কোনো কাজে ছিলাম না, তবে জুলিও মনদেজ হঠাৎ উধাও হওয়ায় বিশেষ বিশেষ জায়গায় খোঁজপত্তর করবার ইচ্ছেটা আমার মাথায় ছিল।

এক কাফেতে এ পাত্র গরম কফি পান করছি, অল্প বয়সী এক তরুণ যুবা কিছুমাত্র ভূমিকা না করে সামনে এসে নীচু গলায় বললো,

—আমি ক্যামেরাম্যান। আমি ছবি বিক্রী করি। চে গুয়েভারার ছবি কিনবেন?

অপরিচিত যুবার আগাপাস্তালা একবার ভালভাবে নিরীক্ষণ করে

সামনের চেয়ারে বসতে বললাম। আগ্রহ থাকলেও খুব একটা ইচ্ছা দেখাই না।

—কী ছবি?

—মাল্‌তা হাসপাতালে চে-র শবদেহের ছবি। এ আপনি কোথাও পাবেন না। আপনারা কাগজের লোক—হয়তো পছন্দ করবেন। আমার মনে হয় খুব কম সাংবাদিক এ ধরনের ছবি সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

—আপনি এ ধরনের ছবি তুললেন কেমন করে? নিউজম্যান ছাড়া আর্মি তো ক্যামেরা নিয়ে ঢুকতেই দেয়নি। তা'ছাড়া সে সুযোগও অল্পক্ষণ পাওয়া গেছে। আপনি সুযোগ পেলেন কেমন করে?

—সুযোগ কী কেউ দেয় মশাই। চুরি করে তোলা।

—সঙ্গে আছে?

—আছে।

—দেখান। পছন্দ হলে নিতে পারি।

যুবা আমাকে দু'টি ছবি দেখালো। কংক্রিট বেদীর ওপর চে-র মৃতদেহ। খালি গা। মলিন খাকি ট্রাউজার্স পরনে। বুলেট ক্ষতের দাগ স্পষ্ট এসেছে। একই ধরনের দু'টি ছবি। একটি ছবি দারুন।

—ঐ রকম কড়াকড়ির মধ্যে এত ভাল ছবি তুলতে পারা খুবই শক্ত। আপনি কীভাবে তুললেন ছবি?

—বুঝতেই তো পারেন কী ঝুঁকি আমাকে নিতে হয়েছে।

—চোখের ওপর ক্যামেরা তুলে ধরবার সময় পেলেন কখন?

—আপনি ক্ষেপেছেন! সারিবদ্ধভাবে সামনে-পেছনে মানুষের চাপের মধ্যে এ ছবি তোলা। ছবি তোলা তো দূরের কথা ক্যামেরা দেখলে সেনারা কিছুতেই ছাড়তো না।

—আপনার কৌশলটা কী?

—খুব বাহাদুরীর কিছু নেই। আমার রিফ্লেক্স ক্যামেরা ওভারকোটের মধ্যে লুকোনো অবস্থায় গলার সঙ্গে সামনে ঝোলানো ছিল।

সামান্য সময়ের আমি সদ্ব্যবহার করতে পেরেছি। তবে ঐ অল্পসময়ের মধ্যে ফিল্ম ঘুরিয়ে দ্বিতীয় ছবিটা তোলা খুবই মুস্কিল।

—আমি একটা ছবি কিনতে পারি।

—ভাল ছবিটাই পছন্দ করলেন দেখছি।

—আপনার কী পারিশ্রমিক লাগবে বলুন?

—পারিশ্রমিক আপনিই বলুন।

—আপনি কত চান?

—এ ধরনের ছবির দাম আজ কতখানি, হয়তো আপনি ভালই জানেন।

—আমাকে নেগেটিভ দেবেন তো?

—নিশ্চয়ই। এক কপি প্রিণ্ট আপনি নেবেন কেন। সবই আমি এখনই দিতে পারি।

—বলুন, আপনার কত চাই?

—মুস্কিলে ফেললেন, আপনিই বলুন। এ ধরনের একটা ছবির দাম কত হতে পারে নিশ্চয়ই আপনি আন্দাজ করতে পারেন। দাম আমি কিছু স্থির করিনি। ছবিটার জন্যে কত দাম আপনি কবুল করতে পারেন আপনিই বলুন। লা পাজ-এ অনেক দাম পাওয়া যেত। কিন্তু সেখানে গিয়ে চেষ্টা করা আমার পক্ষে মুস্কিল। তাতে সময়ও লাগবে। তা'ছাড়া এ ধরনের ছবি আরও কয়েকখানি প্রকাশিত হলে এত মূল্য থাকবে না।

—আমি পাঁচশো পেসো দিতে রাজি আছি।

যুবা একটু হাসলো।

—সাতশো দাম আমি ইতিমধ্যে পেয়েছি।

—আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর তো নির্ভর করে না। কেউ বেশি দাম দিতে পারেন কিন্তু আমি যে প্রেসের সঙ্গে কাজ করি সেখানে প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক দলিলচিত্রের এই রকম দাম। কঙ্গোতে প্যাট্রিস লুমুম্বাকে গ্রেপ্তার করে প্রিজন ভ্যানে তোলার ছবি আমি এর অর্ধেক দামে কিনেছি।

যুবা সে কথায় কর্ণপাত না করে বলে,

—আপনাকে হাজার দিতে হবে।

—অসম্ভব।

—একজন আনাড়ী হাসপাতালে আমার মতই ছবি তুলতে গিয়ে ক্যামেরাসহ ধরা পড়ে। তাকে পাঁচশো পেসো ঘুষ দিতে হয় ও ক্যামেরাটি খোয়াতে হয়।

হেসে বললাম,

—আমার দাম দেখছি ঠিকই আছে। ক্যামেরা আপনার খোয়া যায়নি। পাঁচশো পেসো আপনাকে আমি দিচ্ছি।

—ঠিক আছে আপনি সাতশো দিন।

—সাতশো দাম তো আপনি পেয়েছেন।

—ভদ্রলোকের ক্যাশ ছিল না—চেকে দিতে চেয়েছিলেন। আমি রাজি হইনি।

—পাঁচশো আমি আপনাকে ক্যাশে দেব।

—পারলাম না।

শেষপর্যন্ত ছ'শো-তে রাজি করানো গেল। পুরো দাম গুণে নিয়ে যুবা ছবি ও নেগেটিভ আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে,

—আমি একটু ঠকলাম বটে কিন্তু আপনার এতে অনেক লাভ হলো।

—আমি ছবির ব্যবসা করি না। নিজে দায়িত্ব নিয়ে একশো আপনাকে বেশি দিলাম।

পুরোপুরি বিজনেস। এক কাপ কফি পান করতে বলি। যুবা রাজি হয় না। দ্রুত কাফে ত্যাগ করে।

ছবি ও নেগেটিভ আর একবার পরীক্ষা করে পকেটে পুরতে পুরতে ভাবি যুবা খুব ভুল বলেনি। মার্কিন নিউজম্যানের কাছে চে-র এ ছবির মূল্য অনেক। আমাদের র‍্যামশে ক্লার্ক এক কথায় হাজার পেসো কবুল করতে রাজি হতেন এ আমি নিশ্চিত জানি। এ ধরনের ছবি তিনি একটাও তুলতে পারেন নি।

পরিপূর্ণ নীরবতা পালনের পর সরকারীভাবে আরও খবর পাওয়া গেল। চে গুয়েভারার মরদেহ নাকি দাহ করা হয়েছে। সরকারী মুখপাত্র স্থান ও সময় সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেনি। তবে মৃতদেহ দাহ করার যুক্তি হিসাবে বলা হয়, ক্যাথলিক দেশে মৃতদেহ দাহ করা কিছুটা অস্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে চে গুয়েভারার সমাধি রচনা করে একটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পীঠস্থানের অনিবার্য সম্ভাবনা এড়ানোর জন্যেই এই বিশেষ ব্যবস্থা। চে-র দেহভস্ম গোপনে নষ্ট করাও হয়েছে।

ভালে গ্রাঁদেতে আসা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। ক্লান্তিহীন অনুসন্ধান নিঃসন্দেহে কাজের হয়েছে বলা চলে। সামরিক অফিসার, অসামরিক সরকারী কর্মচারী, হিগুয়েরা ব্যারাকের কয়েকজন সেনা ও মালতা হাসপাতালে চে-র মরদেহ যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে অনেক তথ্য জানা গেছে। সংঘর্ষের কোন্ স্তরে কীভাবে চে বন্দী হন তার পুরো চিত্র পাওয়া না গেলেও মোটামুটি ঘটনাটির পরিচয় মিলেছে। মেডিক্যাল বুলেটিন ও ডাঃ ময়েস এব্রাহাম ও মোশ মারত্রিনেজ-এর শব-ব্যবচ্ছেদ রিপোর্ট থেকে অনেক গোপন কথাই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। ডাঃ এব্রাহাম অনেক বেশি সাহসী ব্যক্তি। আর্মির চাপ থাকলেও তিনি তাঁর রিপোর্ট নির্ভুল রাখতে পেরেছেন। সুন্দর কণ্ঠস্বর। মৃত ব্যক্তির প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি লক্ষ্য করেছি। এক টুকরো হেসে কথাপ্রসঙ্গে জানালেন,

'—An interesting fact is that his feet were very well cared for.'

এখন রেডিওতে একটানা প্রচার চলেছে। সংঘর্ষে আহত অবস্থায় চে গুয়েভারা বন্দী হন ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে প্রাণ ত্যাগ করেন। ভয়ানক ভাবে আহত চে নিতান্ত স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করেন। চে গুয়েভারাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে যে গুজব দেশব্যাপী চলেছে, সরকারী মুখপাত্র সে কথা অস্বীকার করে। বন্দী হবার পর আর্মি উপযুক্ত শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতে পারেনি

একথা সত্যি। কিন্তু বন্দীর ওপর অশোভন আচরণ ও দৈহিক পীড়ন হয়নি।

আমি আমার রিপোর্ট তৈরি করেছি। পরিপূর্ণ নির্ভরযোগ্য সংবাদ, প্রামাণ্য সরকারী রিপোর্ট ও দায়িত্বশীল আর্মি অফিসার ও নিরপেক্ষ মানুষের জবানবন্দী অনুসরণ করে মহান চে গুয়েভারার জীবনের শেষ অধ্যায় নিজে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে রচনা করেছি। ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত বর্ণনা ও দলিলপত্র হয়তো উদ্ধার করা যাবে কিন্তু সেই সম্প্রসারিত ঘটনাবলী আমার মূল রিপোর্ট থেকে বিচ্যুত হবে বলে মনে করি না।

আর্মির হাতে কী ভাবে চে ধরা পড়েন ও কী অবস্থায় নিহত হন তার একটি মোটামুটি চিত্র আমি পাঠকের জন্যে সামনে রাখছি।

আর্মি ব্যারাকে পাহারা বদলাচ্ছে। রাত্রের দুই প্রহরী সবে অন্য গার্ডের হাতে সাব মেশিনগান তুলে দিয়ে নিজেদের তাঁবুতে ফিরেছে। কুয়াশায় তখনও সব কিছু ঢাকা। জনমানবশূন্য হিগুয়েরা-র আর্মি ব্যারাক তখনও যেন ঘুমুচ্ছে।

একজনের প্রথমে নজরে পড়ে। অসামরিক দেহাতী একটা লোক ব্যারাকের মধ্যে প্রবেশ করেছে। লোকটা সাহস রাখে। তবে নিরস্ত্র মানুষ দেখে প্রহরী তার অটোমেটিক নামিয়ে নেয়,

—কী চাই?

লোকটার হাতে ধরা নীল কাগজটি দেখে দ্বিতীয় প্রহরী হেসে ফেলে,

—রিপোর্ট করতে এসেছো? ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করলে কিন্তু তোমার কপালে বিপদ আছে।

—আমি সত্যি কথাই বলতে এসেছি।

—কোথা থেকে আসছো?

—এখান থেকে আমার বাড়ি মাইল পাঁচেক হবে।

—কী নাম তোমার ?

—ভিক্তর।

আর্মি ব্যারাকের ভারপ্রাপ্ত অফিসার এই সময় বাইরে আসেন। আগন্তুককে তিনি উপেক্ষা করেন না। দু'চার কথায় বুঝলেন আজেবাজে গুজব ছড়িয়ে পুরস্কার হাতানোই লোকটার উদ্দেশ্য নয়। খবরের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সত্যি আছে।

—কাল রাত্রে আমি এদের দেখেছি। আমি হলপ করে বলতে পারি এরা স্থানীয় লোক নয়। তা'ছাড়া দিনের বেলা যেখানে আমরা ঢুকতে সাহস করি না, সেখানে রাত্রে এরা ঐ জঙ্গলে ঘোরাফেরা করছে দেখে আমার মনে হয় এদেরকেই আপনারা খুঁজছেন। এ কাগজ সেই কারণেই আমাদের গ্রামে বিলি করা হয়েছে। আমার কথা মিথ্যে হলে পুরস্কারের টাকা আমি ফেরত দেবো।

—রাত্রে তুমি জঙ্গলের ধারে গেলে কেন ?

—আমি আমার হারানো গরুর সন্ধান করতে গিয়েছিলাম।

অফিসার আর প্রশ্ন করেননি। পুরস্কৃত করেছেন কিনা জানি না, কিন্তু ভিক্তর চলে যাবার পর হিগুয়েরা আর্মি ব্যারাক চঞ্চল হয়ে ওঠে।

হিগুয়েরা আর্মি ব্যারাকের ভারপ্রাপ্ত অফিসার সময় নষ্ট করেননি। বেতারে বলিভিয়ান রেঞ্জার ডিভিশনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। ভিক্তর যখন তার বাড়ির পথে মাঝ রাস্তায়, পনের মাইল দূরে দু'টি রেঞ্জার কোম্পানীর কমাণ্ডার মেজর মিগুয়েল এয়োরোয়া হিগুয়েরা আর্মি অফিসারের বেতার বার্তার ওপর ভিত্তি করে কুয়েব্রাদা দেল ওরো অঞ্চলের সামরিক ম্যাপ খুলে বসেছেন।

কুয়েব্রাদা দেল ওরো কামিরি থেকে প্রায় পচাত্তর মাইল। জঙ্গলা, এবড়ো খেবড়ো সঙ্কীর্ণ গিরিখাত, তবু সম্পূর্ণ দুর্গম নয়। কয়েকটি গিরিখাত বন্ধ করে দিতে পারলে তাঁর দু'টি কোম্পানীর পক্ষে একটা বড় রকমের মহড়া নেওয়া অসম্ভব হবে না।

তারপর শুধু অভিযানের ক্ষিপ্রতা। জানা যায়, মেজর এয়োরোয়া সান আন্তনিও, ইয়াগুয়ে ও এল চুরো গিরিসঙ্কটের পথ সীল করে দেন। গেরিলা যুদ্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত মোট ১৮০ জন সেনা এই অভিযানে অংশ

গ্রহণ করে। মেজর এয়োরোয়া এল চুরোর সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট কভার করতে ক্যাপ্টেন গারে প্রাদো-কে নিযুক্ত করেন।

বেলা বাড়তে থাকে। মুহুর্মুহুঃ বেতারে মেজর এয়োরোয়া-র ব্যস্ততা কিন্তু ক্যাপ্টেন প্রাদো উল্লেখযোগ্য কোনো খবর দিতে পারেন না। শিকারী কুকুর নামানো নিয়ে যখন কথা চলছিল এমন সময় প্রথম গুলির আওয়াজ শোনা যায়। তারপর অনেকগুলো একসঙ্গে। দু'জন রেঞ্জার সেনা এখানে প্রাণ হারায়।

তারপর ঘণ্টা তিনেক বিক্ষিপ্ত গুলি চালাচালি হতে থাকে। ওদিকে পালানোর পথ নেই ক্যাপ্টেন জানতেন। সর্তকতার সঙ্গে তিনি সেনা পরিচালনা করেন বেলা যখন সাড়ে তিনটে সেনাদলের হাতে একজন গেরিলা মারা পড়ে।

দু'টি পৃথক ইউনিটে ভাগ হয়ে সেনারা পরিবেষ্টনী গড়ে তোলে। ঘন ঝোপ তাদের কভার। ক্যাপ্টেন প্রাদো নিজের এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, হঠাৎ তিনি দু'জন গেরিলাকে দেখতে পান। একজন গুলি খেয়েছে—অন্যের সাহায্যে সে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করছে। লুকোনো গেরিলাদের গুলিবর্ষণ থামছে না।

দুই গেরিলা গিরিসঙ্কট অতিক্রমের চেষ্টা করছিলো। ক্যাপ্টেন প্রাদো নিজে এই অভিযানের আগেভাগে ছিলেন। নিকটবর্তী এক ঝোপে তিনি ওৎ পেতে অপেক্ষা করছিলেন। হাতের বাইরে প্রায় চলেই যাচ্ছিল, এমন সময় একজন সেনা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্যাপ্টেন প্রাদো ঝোপ থেকে বেরিয়ে পড়েন। ফায়ারিং রেঞ্জের মধ্যে তিনি দুই গেরিলাকে খুব ভাল জায়গা থেকেই হাতে পান। সঙ্গের সেনাটির নাম ওর্টিজ্। ক্যাপ্টেন প্রাদো সামনাসামনি গেরিলা দু'টিকে দেখে পজিশন নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছোঁড়েন। আহত গেরিলার কাঁধ থেকে সাব মেশিনগানটি পড়ে যায়। বাম উরুতে গুলি লেগেছিল আগেই। এবার হাতটি জখম হয়। অন্য হাতে পিস্তল ধরা ছিল—হয়তো তাতে কার্তুজ ছিল না।

নিরুপায় গেরিলার সমস্ত পথ রুদ্ধ। দ্বিতীয় গেরিলা খসে পড়া

সাব মেসিনগানটি তুলে নিতে গেলে ওটিজ্-এর গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েন।

—আমি চে! জীবিত অবস্থায় আমাকে ধরলে তুমি অনেক দাম পাবে। গুলি করো না।

ক্যাপ্টেন প্রাদো-র হাতে চে ধরা পড়েন। তখন বেলা চারটে।

মিলিটারী নিউজ এজেন্সীর আর এক মুখপত্র দাবী করে চে-র সঙ্গের সাথার নাম উইলী। হুয়ানুনা অঞ্চলের অধিবাসী। বয়সে খুবই তরুণ। চে-কে রক্ষা করতে গিয়ে এক ঝাঁক গুলির মুখে সে সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়।

ক্যাপ্টেন প্রাদোর হাতে ধরা পড়ার পর থেকেই পরবর্তী ঘটনা-প্রবাহ পরস্পর বিরোধী। এমন কী সামরিক দপ্তরের প্রেস হাণ্ড-আউট পর্যন্ত উল্টো পাল্টা কথা বলছে।

ভিন্ন এক সামরিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় উইলী সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়নি। চে-র সঙ্গে আহত অবস্থায় সে ধরা পড়ে।

মুষ্টিমেয় গেরিলারা প্রায় শ'দুই বিপুলভাবে সশস্ত্র সেনাদের সঙ্গে মরণপণ সংগ্রাম করে চে-কে মুক্ত করবার ভয়াবহ সংঘর্ষে অনেকেই প্রাণ হারায়। সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ ও সংঘর্ষ চলতে থাকে। এক সময় ক্যাপ্টেন প্রাদো গেরিলা চাপ লক্ষ্য করে পিছু হেটেছেন কিন্তু বিপুল সামরিক বাহিনীর পাল্টা আক্রমণের সামনে গেরিলারা শেষ পর্যন্ত পালাতে বাধ্য হয়।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় চে ও উইলীকে গাছের সঙ্গে দীর্ঘ সময় বেঁধে রাখা হয়। শুশ্রূষার কোনো ব্যবস্থাই হয় না। ক্যাপ্টেন প্রাদো এতবড় একজন বন্দীকে হাতে পেয়ে কী করবেন ভেবে স্থির করতে পারেন না। ক্রমাগত বেতারে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছেন।

বিলিভিয়ান অষ্টম আর্মির কমাণ্ডার জোয়াকুই জেনতেনো এ্যানায়াকে শেষপর্যন্ত ক্যাপ্টেন প্রাদো যোগাযোগ করেছেন। ভয় ও উল্লাস দুই-ই ছিল—হ্যালো, আমরা পাপা-কে পেয়েছি। আমরা এখন কী করবো?

বলিভিয়ান সামরিক বিভাগে চে গুয়েভারার কোড নাম ছিল—পাপা।

কমাণ্ডার এ্যানায়া-র নির্দেশ আসে,

—খুব সাবধানে বন্দীকে হিগুয়েরা নিয়ে এসো। আমি হিগুয়েরা ক্যাম্পের দিকে রওনা হয়ে যাচ্ছি। খেয়াল রেখো, সবচেয়ে বিপজ্জনক গেরিলা তোমার সঙ্গে আছে। পেছন থেকে গেরিলাদের হঠাৎ আক্রমণ হতে পারে। পাপা-কে তারা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করবেই খুব সাবধান। আমি এখনই হিগুয়েরা রওনা হয়ে যাচ্ছি।

রক্তাক্ত নিরস্ত্র চে-র পাহারায় পুরো একটা কোম্পানী নিযুক্ত হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, চে-র আঘাত ছিল গুরুতর। তিনি দাঁড়াতে পারছিলেন না। কম্বলের ওপর বসিয়ে তাঁকে চারজন সেনা হিগুয়েরা ক্যাম্প পর্যন্ত বহন করে। ভিন্ন সূত্রে জানা যায়, চে আহত হলেও দু'জন সেনার কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটেই ক্যাম্পে আসেন।

ক্যাপ্টেন প্রাদোর সঙ্গে কথাও হয়। প্রাদো একবার জিজ্ঞেস করেন,

—আপনি এখানে এসেছিলেন কেন?

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন চে। তারপর তুচ্ছ হেসে বলেছেন,

—তাই নাকি!

হিগুয়েরা আর্মি ব্যারাকের ভার নিয়েছেন কর্নেল আঁদ্রে শেলিঙ্ও লেফ্টানেণ্ট টমাস টোটি এগুলিয়ের। ক্যাপ্টেন প্রাদো তাঁদের হাতে বন্দী চে-কে দিয়েছেন। চে-র ন্যাপস্যাক্ থেকে পাওয়া যায় দুটো ডায়েরী, একটা কোড বই, সংকেত লিপি পাঠোদ্ধারের ভিন্ন আর একটি নোটবুক। একখানি কবিতার বইয়ের সঙ্গে আরও তিন-চারখানি বই। 'Essays on Contemporary Capitalism'-নামে একটি বইও চে-র ন্যাপস্যাক্-এ ছিল।

হিগুয়েরা স্কুলের একটা ঘরে চে-কে আটক রাখা হয়। বলিভিয়ান গেরিলা উইলীকে রাখা হয় পাশের ঘরে। চে-কে একটি চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। খেতে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল কিনা তার কোনো উল্লেখ নেই।

বলিভিয়া সরকার প্রচারিত সামরিক ও অসামরিক রিপোর্ট আমি সামনে রেখেছি। ৮-ই অক্টোবর রবিবারের ঘটনাবলী সম্পর্কে সরকারী নানা ভাষ্যই আমি লিপিবদ্ধ করেছি। ৮ তারিখের ঘটনাবলীর মধ্যে বেসরকারী কোনো প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না। সংঘর্ষের কোন্ স্তরে চে আহত অবস্থায় বন্দী হন সে সম্পর্কে নিরপেক্ষ কোনো সংবাদ ভবিষ্যতে প্রকাশ পাবারও আশা কম।

তারপর সোমবার। হিগুয়েরা থেকে হেলিকোপ্টারে চে-র মৃতদেহ নিয়ে ভালে গ্রাঁদে রওনা হবার পূর্বের সমস্ত ঘটনা রহস্যময়। পরস্পরবিরোধী নানা রিপোর্টে পূর্ণ। আর্মড ফোর্স চীফ জেনারেল ওভানদো বলেছেন, আহত অবস্থায় চে গ্রেপ্তার হন। তাঁর পা জখম হয়। চে স্বীকার করেছেন, তিনি হেরে গেছেন। সামরিক প্রধান মন্ত্রণালয় থেকে ঘোষণা করা হয়, ভয়ানক ভাবে আহত চে-কে হিগুয়েরা স্কুলবাড়িতে আনা হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তিনি মারা যান। চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কোনো সুযোগই পাওয়া যায় নি। সরকারী প্রচারদপ্তরের প্রেসনোট সামরিক দপ্তরের এই সংবাদ স্বীকার করে বলে, সংঘর্ষে ভয়ানকভাবে আহত চে-কে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হিগুয়েরা স্কুলবাড়িতে আনা হয়। সেখানে তিনি দেহত্যাগ করেন। চে-কে হিগুয়েরাতে হত্যা করা হয়নি। কোনোরকম হিংসাই বন্দীর ওপর প্রয়োগ করা হয়নি।

এদিকে চে-র শবদেহ পরীক্ষা করে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়, তাতে ডাক্তার মন্তব্য করেছেন—শবদেহ পরীক্ষা করবার ঘণ্টা পাঁচেক আগে চে মারা গেছেন। মেশিনগানের নয়টি গুলির দাগ চে-র দেহে পাওয়া যায়। বাঁ ফুসফুস ও শিরদাঁড়ায় মোট ছয়টি গুলি লাগে।

৯ তারিখ সোমবার ভালে গ্রাদেতে চে র মৃতদেহ যখন এসে পৌছোয় তখন বিকেল পাঁচটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শবদেহ পরীক্ষার জন্যে পাঠানো হয়। সে প্রমাণ আছে। তাতে ডাক্তারের কথামত এ কথাই প্রমাণ হয় চে ৯ তারিখ, সোমবার বেলা বারোটার কাছাকাছি কোনো সময়ে দেহত্যাগ করেছেন বা নিহত হয়েছেন।

৮ তারিখ রবিবার বিকেল ৬টা থেকে সোমবার বেলা ১২টা পর্যন্ত দীর্ঘ এই ১৮ ঘণ্টার ঘটনা সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত। তবে সরকারী সামরিক ও অসামরিক দায়িত্বপূর্ণ দু'একজনের বেফাঁস কথা ও বিশ্বস্ত সূত্রের সন্ধান করে এই রহস্যজাল যেটুকু ভেদ করা গেছে সেটুকুই আমি সাজিয়ে যাব।

চে-র সম্ভাব্য ভবিষ্যত সম্পর্কে হিগুয়েরার আর্মি অফিসারদের কোনো ধারণাই ছিল না। এতবড় একজন বন্দীকে নিয়ে তাঁরা যে কী করবেন, আঁদ্রে শেলিজ, লেফটানেন্ট টমাস টোটি এগুলিয়ের বা মেজর মিগুয়েল এয়োরোয়া সে কথা ভেবে খুবই বিব্রত বোধ করেন। সেই কারণে ৮ তারিখের সামরিক প্রেসনোট আদৌ কিছু গোপনীয়তা অবলম্বন করেনি। চে-র অনিবার্য পরিণতির কথা যদি জানা থাকতো তবে পরবর্তী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ৮ তারিখের প্রেসনোট তৈরি করা হতো।

মন্ত্রণাসভা হিগুয়েরা-য় নয়। বৈঠক বসেছে লা পাজ-এ। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস, জেনারেল ওভানদো ও বলিভিয়ার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ আর্মি অফিসার সে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

আর্মড ফোর্স চীফ জেনারেল ওভানদো লা পাজ-এ প্রথম খবর পান। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসকে তিনিই চে-র বন্দী হবার সংবাদ জ্ঞাপন করেন। ডিনার-টেবিলে প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসকে পাপা ধরা পড়ার সুসংবাদটি দেন,

—তেনিমোস পাপা।

নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। নিজের কানকেই প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি। দিশেহারা হয়ে বসে ছিলেন কিছুক্ষণ। পরে প্রেসিডেন্ট আর্মি চীফদের ডেকে পাঠান। এক রেজি ছ্যব্রে-র মামলা নিয়েই যে আন্তর্জাতিক চাপ তিনি লক্ষ করেছেন, তাতে স্বয়ং চে গুয়েভারাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালে বিশ্বব্যাপী যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে, সে কথাই হয়তো ভাবছিলেন। সেই রাজনৈতিক ভূমিকম্পের মোকাবিলা করা তাঁর মত মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। তা'ছাড়া প্রাণদণ্ড

বলিভিয়ার আইনে নিষিদ্ধ। এ সমস্ত কথা ভেবেই প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস মন্ত্রণাসভা ডাকেন। অতি দ্রুত তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে চেয়েছেন। পুরো দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করতে হয় তো সাহস করেননি।

বৈঠক একান্ত গোপনীয়। আলোচনার কোন্ পর্যায়ে চূড়ান্তভাবে সকলে একমত হন জানা অসম্ভব। মার্কিন দূতাবাসের ভূমিকা আদৌ ছিল কি না সে কথা কোনোদিনই জানা যাবে না।

তবে মনে হয়, এই বৈঠকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সকালের আগে হিগুয়েরা-তে এসে পৌঁছোয়নি কিন্তু সি. আই. এ. প্রতিনিধি হিগুয়েরা-য় পৌঁছে যায়। শোনা যায় ভদ্রলোক কিউবান, পোর্তো-রিকান অথবা ল্যাতিন অরিজিনের একজন আমেরিকান।

চেয়ারের সঙ্গে চে-কে বেঁধে রাখা হয়েছিল। সাধারণ সেনাদের সঙ্গে কথা বললেও আর্মি অফিসারদের কোনো কথার জবাব চে দেননি।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তৎপরতা লক্ষ করা যায়। কর্নেল আঁন্দ্রে শেলিঙ্গ ও মেজর এয়োরোয়া ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। মনে হয় লা পাজ থেকে ততক্ষণে নির্দেশ এসে পৌঁছেছে।

মার্কিন বিশেষজ্ঞদের হাতে এ্যান্টি গেরিলা ট্রেনিং প্রাপ্ত এই দুই নির্দয় রেঞ্জার অফিসার মারিও তেরান নামে অন্য এক আর্মি অফিসারকে ডেকে পাঠান। চূড়ান্ত দায়িত্বভার মারিও তেরানকে দেওয়া হয়। বিশ্বস্ত আর্মি-সূত্রে জানা যায় মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তুলতে আর্মি অফিসার সবাই প্রচুর মদ্যপান করেন। সাধারণ সেনাদের স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

প্রথমে উইলীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। পেরুর এক গেরিলা যোদ্ধাকে গুলি করা হয় তারপর। পাশের ঘরে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় চে অনিবার্য মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। নিষ্ঠুর, বীভৎস সে করুণ কয়েকটি মুহূর্ত।

সশব্দে দরজার কপাট খুলে ঘরে প্রবেশ করে মত্ত মারিও তেরান চে-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খুবই নিজেকে বিব্রত বোধ করেছেন। জঙ্গলে

গেরিলাদের হাতে ধরা পড়ে চে-র নির্দেশে যে সমস্ত আর্মি অফিসার মুক্ত হয়েছেন তাঁদের কথা কী মনে হয়েছে? কখনও নয়। তবে চে-র স্বাভাবিক ও নিরুত্তাপ কণ্ঠ তাঁকে বিস্মিত করে। হয়তো চে-র মত এক জোড়া চোখ জীবনে তিনি ইতিপূর্বে দেখেননি।

—নিরস্ত্র এইভাবে বাঁধা কোনো মানুষকে কী আপনি গুলি করতে চান?

শোনা যায় মারিও তেরান ঘর থেকে একরকম ছুটে বেরিয়ে এসেছেন।

কর্নেল্স শেল্লিজ ও মেজর এয়োরোয়ার আর এক প্রস্থ আদেশ, অনুরোধ ও কয়েক পাত্র তীব্র সুরার পর মারিও তেরান আবার ফিরে এসেছেন। তখন ঘড়িতে বেলা সাড়ে এগারো। এবাব হাতে উদ্যত সাব-মেশিনগান। দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে অনিবার্য প্রস্তুতি।

বীভৎস, নিষ্ঠুর ও নির্মম মুহূর্তের মুখোমুখি চে স্থির অচঞ্চল। মারিও তেরানকে শুধু লক্ষ স্থির করতে বলেছেন,

—আপুনতা বেন্!

চে-র এই শেষ কথা।

পরদিন ভোরবেলায় জুলিও মনদেজ-এর দেখা পেলাম। হঠাৎ অন্তর্ধান হওয়া সম্পর্কে রসিকতা করে কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বললেন,

—আপনার কাছে নিতান্ত প্রয়োজনেই সাত সকালে এসেছি। খুবই জরুরী ব্যাপার।

—বলুন। কাল থেকে আপনার দেখা না পেয়ে ভাবলাম হয়তো আপনি চলে গেছেন।

—গেলেও আপনাকে আমি জানিয়ে যেতাম।

—যাক, কী ব্যাপার বলুন। জরুরী ব্যাপারটা কী?

—কিছুটা হেঁয়ালীর মত শোনাবে, কিন্তু আমার কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনবেন। আমি সামরিক দপ্তর থেকে অতি গোপনীয় কিছু দলিল হস্তগত করেছি। কীভাবে এই দলিল আমার হাতে এসেছে সে সম্পর্কে আপনি কিছু জানতে চাইবেন না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, দলিল প্রামান্য—সামরিক দপ্তর থেকেই গোপনে আমার হাতে এসেছে। এটি কামিরিতে পৌঁছে দিতে হবে। আমি আজই কামিরি যাচ্ছি। এই দলিল এত অল্প সময়ের জন্যে আমার হাতে থাকবে, যে তার পাঠোদ্ধার করা আমার একার পক্ষে অসম্ভব। আপনাকে আমি জানি, আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। আপনিও লাভবান হবেন। এই দুর্লভ দলিল থেকে আমরা বহু কিছু জানতে পাব। আশা করি আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হবেন।

—আমরা বহু কিছু জানতে পাব। কেন, এ দলিলে কী আছে?

—আহত অবস্থায় চে যখন সামরিক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন তখন তাঁর হ্যাপস্যাক থেকে বেশ কিছু বইপত্র ও পাণ্ডুলিপি পাওয়া

যায়। আমি যে দলিলের কথা বলছি, সেটি চে গুয়েভারার ডায়েরী। মূল পাণ্ডুলিপি বা ডায়েরী ও অন্য সমস্তকিছুই আজ প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসের হেফাজতে। আমায় সঙ্গে আছে ঐ ডায়েরীর ফটোগ্রাফ। আর্মির মধ্যে কেউ বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে এই কাজ করে। কিন্তু সে বেচারা ধরা পড়ে। তবে ততক্ষণে ফটোগ্রাফগুলো পাচার হয়ে যায়।

—শুনেছিলাম আর্মি চে-র ডায়েরীর ফটোস্ট্যাট কপি তুলতে সি. আই. এ. প্রতিনিধিদের অনুতি দিয়েছে, কিন্তু কোনো অংশ তারা এখন প্রকাশ করবে না একথাও জানিয়েছে।

—আপনি ঠিকই শুনেছেন। সি. আই. এ. ছাড়া মার্কিন প্রেসে-র দু'একজন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বিশেষ সুপারিশে চে গুয়েভারার ডায়েরীর ফটোস্ট্যাট কপি নিয়েছেন। কিন্তু আমাদের হাতে ঐ ডায়েরীর এক কপি প্রিন্ট যে আসবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

—আমি এখনও বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না।

—আপনি হয়তো বোঝেন কী ভয়ানক ঝুঁকি আমাদের নিতে হবে। কোনোক্রমে সন্দেহ হলে, বা এই দলিলসহ কেউ ধরা পড়লে আমাদের চূড়ান্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

—আপনি এ দলিল কী ভাবে পেলেন?

—আপনার কৌতূহল স্বাভাবিক। মিঃ সেন, আমি আগেই আপনাকে বলেছি, কী ভাবে এ দলিল আমার হাতে এসেছে সে কথা আমি বলতে পারি না। যদি কোনোদিন সময় হয় নিশ্চয়ই আপনাকে জানাবো, আমার অনেকটা এখন যোগাযোগ রক্ষাকারীর ভূমিকা। এই দলিল কামিরি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া ও অপর একজনের হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া আমার দায়িত্ব নেই। তাই বলছি, সবটাই আপনার কাছে হেঁয়ালীর মত শোনাবে। কিন্তু এই সুবর্ণসুযোগ আমরা বৃথা হারাবো না। একা আমি পারবো না, আপনার সাহায্যের প্রয়োজন। আপনি আমার সঙ্গে থাকুন।

—সাহায্য কী বলছেন, এতে আমি ধন্য হবো। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে নিশ্চয়ই পারেন।

—ভাবছি এখানে সময় নষ্ট না করে আজ দুপুর নাগাদ কামিরি রওনা হবো। তবে আমরা যতটা আশঙ্কা করছি ততটা ভয় পাবার কিছু নেই। আপাততঃ সবই শেষ। শাসনযন্ত্র এখন বিজয়ের আনন্দে বিভোর। আমাদের ওপর তাদের এখন নজর নেই।

পরিপূর্ণ মানসিক উত্তেজনা নিয়ে কামিরি এসেছি পরদিন। জুলিও মনদেজ অতিশয় গোপনীয়তা অবলম্বন করেন। দলিলের তর্জমা নিজে রাখছিলেন ফরাসী লঘুলিপিতে। আমি বাংলায় খসড়া তুলতে চেষ্টা করি।

বলিভিয়ার জঙ্গলে গেরিলা তৎপরতার নেতৃত্ব নেবার সময় চে গুয়েভারার লেখা এই দিনপঞ্জী। ১৯৬৬ সালের ৭ই নভেম্বর থেকে গত ৭ই অক্টোবর ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত দৈনন্দিন ঘটনাবলী এতে লিপিবদ্ধ আছে। মাঝে মাঝে কয়েকটা দিন বাদ গেছে। জানুয়ারি ৪, ৫, ৮ ও ৯ তারিখ, ফেব্রুয়ারি মাসের ৮, ৯ তারিখ ও মার্চের ১৪, এপ্রিলের ৪ ও ৫, জুনের ৯ ও ১০ আর জুলাই মাসের ৪ ও ৫ তারিখের ঘটনাবলীর কোনো উল্লেখ নেই ডায়েরীতে।

অতি প্রতিকূল অবস্থায়, মানসিক ও শারীরিক শ্রান্তির কী চূড়ান্ত স্তরে থেকে দৈনন্দিন এই দিনপঞ্জিকা লেখা, আন্দাজ করা চলে। পনেক জায়গায় লেখা অস্পষ্ট—অসম্পূর্ণ। পাঠোদ্ধার করা দুরূহ। চে-র ডাক্তারী হস্তাক্ষর কোথাও কোথাও চূড়ান্ত জটিলতার সৃষ্টি করে।

ব্যক্তিগত ডায়েরী নিতান্তই একজনের নিজের জানার। অনেক মন্তব্য আছে যা নিঃসন্দেহে সম্প্রসারণের অপেক্ষা রাখে। বহু জায়গায় মূল বক্তব্যটুকুর আভাস আছে। আবার কোথাও কোথাও কোনো দিনের বা ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ।

আমরা সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছি। জুলিও মনদেজকে

আমি কতটা সাহায্য করেছি জানি না, কিন্তু তিনি সঙ্গে না থাকলে আমার নিজের তর্জমা কিছুই সংগ্রহ হতো না।

জুলিও মনদেজ সমস্ত কিছুই প্রকাশ করলেও কী ভাবে এই দলিল তাঁর হাতে আসে সে কথা পুরোপুরি গোপনই রেখেছেন।

প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা কামিরিতে এই দলিল নিয়ে কাজ করতে সুযোগ পেয়েছি। বলিভিয়ার বিপ্লবী অভিযানে অবিশ্বাস্যকর একাগ্রতা, সুখ-দুঃখে অবিচল ও অদ্বিতীয় নির্ভীক মানুষটির দৈনন্দিন আশা, আনন্দ ও বিষাদময় পরিনতির পরপর ঘটনাবলী আমি তর্জমা করতে চেষ্টা করেছি। অনেক কিছুই বাদ গেছে, ছাড় দিতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। তবু মোটামুটি যোগসূত্র রেখে চে গুয়েভারার এই সংগ্রামী দিনগুলির ঐতিহাসিক ঘটনা, চিন্তা ও ভাবনার পরিচয় আমি সামনে রাখবো :

নভেম্বর ৭, ১৯৬৬

আজ এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করছি। রাত্রে আমরা খামারের সামনে এসে পৌঁছোলাম। আমাদের যাত্রা হয়েছে শুভ। পুরো ছদ্মবেশে পাচুন্‌গো আর আমি কোচাবাম্‌বা-র পথে প্রবেশ করার পর প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপন করলাম। দুটো জিপে আমরা ঘণ্টা দুই ঘুরলাম।

খামারটার কাছাকাছি এসে আমরা থামলাম, দুটোর মধ্যে একটা জিপ এগিয়ে গেল, যাতে স্থানীয় জমিদারের কোনো সন্দেহের উদ্রেক না হয়। ভদ্রলোক আমাদের নামে রটিয়ে বেড়াচ্ছেন আমরা নাকি কোকেন তৈরির মতলবে আছি। মজার ব্যাপারটা হলো আমাদের তুমাইনী নাকি দলের কেমিস্ট।···

···বিগোটেস সোজাসুজি জানিয়ে দিল যে, পার্টি যে সিদ্ধান্তই নিক না, তার ইচ্ছে আমাদের সঙ্গে কাজ করার। তবে তাঁর মোন্‌জে-র প্রতি আনুগত্য আছে। শ্রদ্ধা করে। মানে-টানে। তার কথা শুনে মনে হলো রুডলফো-রও তাই ইচ্ছে, এবং কোকো-রও। কিন্তু একথাও বললো, লড়াইয়ের ব্যাপারে পার্টিকে বোঝানোর চেষ্টা করাও

দরকার। আমি তাকে আমাদের সাহায্য করার জন্যে বললাম, অনুরোধ করলাম, মোন্‌জে—যিনি এখন বুলগারিয়ায় সফর করছেন, না ফেরা পর্যন্ত যেন পার্টিকে কিছু না জানায়। দুটো অনুরোধই সে মেনে নিল।

নভেম্বর ১২, ১১৬৬

ঘটনাহীন আরও একটা দিন। দ্বিতীয় গ্রুপের ছয়জন এসে পড়লে যে জায়গায় ক্যাম্প বসানো হবে, আমরা সেই জায়গাটার মোটামুটি সন্ধান করলাম।···আগামী সপ্তাহের শেষাশেষি খামারে তাঁদের পৌঁছোনোর কথা।

আমার চুল বড় হচ্ছে। যদিও অনিয়মিত, পাকা চুলগুলো সোনালী হয়ে ঝরে পড়তে শুরু করেছে। আমার দাড়ি বাড়ছে। মাস দুয়ের মধ্যেই আবার আমি আমার মত দেখতে হবো।

নভেম্বর ১৫, ১৯৬৬

সুড়ঙ্গের কাজ এগিয়ে চলেছে। সকালে পোম্বো আর পাচুন্‌গো, বিকেলে তুমাইনা আর আমি। ছ'টার সময় আমরা যখন কাজ থামালাম, তখন দু'মিটার গভীর গর্ত হয়ে গেছে। কালকের মধ্যে এ কাজটা শেষ করার ইচ্ছে, সমস্তকিছুই এর মধ্যে যথাযথভাবে গুছিয়ে ফেলতে হবে। রাত্রে বৃষ্টির চোটে আমাকে হ্যামাক্‌ ছেড়ে পালাতে হলো। ওটা ভিজে উঠছিলো, কারণ নাইলনের ঢাকনা খুবই অল্প। বলার মত নতুন কিছুই নেই।

নভেম্বর ২০, ১৯৬৬

দুপুরে মার্কোস আর রোলান্দো এসে পৌঁছোলো। এখন আমরা ছয় জন হলাম। তখনই আমরা আমাদের সফরের বিস্তারিত আলোচনা শুরু করলাম। যে রকম আশা করা গিয়েছিল তার চেয়ে ওদের দেরি হবার কারণ, গত সপ্তাহের আগে ওদেরকে কোনো খবরই দেওয়া

হয়নি। সান প্যাবলো-র পথ ধরে এরাই সবচেয়ে আগে পৌঁছেছে। আর চারজন আসছে সপ্তাহের আগে এসে পৌঁছোতে পারবে বলে ভরসা হয় না।

রুডলফো ওদের সঙ্গে এসেছে, এবং ওর রকম-সকম আমার ভালই লাগলো। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বিগোটেস্-এর চেয়ে সব কিছু ভেঙেচুরে বেরিয়ে আসতে সে অনেক বেশি প্রস্তুত। নির্দেশ অমান্য করে প্যাপী এখানে আমার উপস্থিতির কথা ওকে জানিয়েছে। কোকো-ও তাই করেছে।......

......ম্যানিলাকে লিখলাম এবং কিছু সুপারিশ করলাম। (দলিল ১ ও ২), প্যাপীকেও তার প্রশ্নের জবাব লিখে জানিয়েছি। খুব সকালে রুডলফো ফিরে এসেছে।

নভেম্বর ২২, ১৯৬৬

নব আবিষ্কৃত খাঁড়িটা দেখবার জন্যে তুমা, জর্জ আর আমি নাকাহুয়াস্থু নদীর দিকে অভিযান চালালাম। গতকালের বৃষ্টির জন্যে নদীটা চিনতে পারা যায়নি। অভিপ্রেত জায়গায় পৌঁছোনো মুস্কিল হলো। এটাকে জলের একটা ছোট্ট নালা বলা চলে, জল নিষ্কাশনের মুখটা বন্ধ। ঠিকমত তৈরি করতে পারলে পাকাপাকি ক্যাম্প হিসাবে জায়গাটা ব্যবহার করা যায়। রাত ন'টার একটু পরেই আমরা ফিরে এলাম। নতুন কিছু নেই।

নভেম্বর ২৭, ১৯৬৬

এখনো পর্যন্ত জর্জ এলো না। সমস্ত রাত পাহারা দেবার আদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু রাত ন'টায় প্রথম জিপ লা পাজ থেকে এসে পৌঁছোলো। কোকো-কে সঙ্গে নিয়ে জোয়াকুইন আর উরবানো এলো। একজন বলিভিয়ানকেও ওরা সঙ্গে এনেছে। আর্নেস্তো নামে একজন মেডিক্যাল ছাত্র। সে থেকে যেতে এসেছে। কোকো ফিরে গিয়ে সঙ্গে নিয়ে এলো রিকার্দো, ব্রাউলিও, মিগুয়েল আর ইন্তি

নামে আর একজন বলিভিয়ানকে। সেও থাকতে এসেছে। সবশুদ্ধ মিলিয়ে এখন বারোজন বিদ্রোহী। তা'ছাড়া জর্জ, যে থাকছে মালিকের ভূমিকায়। কোকো আর রুডলফো-র ওপর যোগাযোগ রক্ষার ভার। রিকার্দো কেমন যেন গোলমেলে খবর এনেছে: ই-১ চিনো নাকি এখন বলিভিয়ায়। আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, এবং বিশ জন লোক পাঠানোর কথা বলেছে। এতে দেখেছি সমস্যারই সৃষ্টি হবে। কারণ এসতানিসলাও-কে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে এই সংগ্রামকে আমরা আন্তর্জাতিক রূপ দেবো। আমারা ঠিক করলাম, ওকে সান্তা ক্রুজ-এ পাঠানো হবে। কোকো ওকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে এখানে ফিরে আসবে। খুব ভোরে কোকো একটা জিপ নিয়ে চলে গেল, আর রিকার্দো আরেকটা নিয়ে লা পাজ-এর পথে রওনা হলো। যাবার পথে কোকো রেমবার্তোর কাছে জর্জ-এর খোঁজপত্তর করবে। ইন্তির সঙ্গে আগে একবার যে কথা হয় তাতে সে জানিয়েছিলো যে, এসতানিসলাও অভ্যুত্থানে যোগ দেবে বলে সে মনে করে না, তবে সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে সে যে মন স্থির করেছে এটা মনে হয়েছে।

মাসিক বিশ্লেষণ

সব কিছুই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। নির্বিঘ্নে আমি এসে পৌঁছেছি। যদিও কিছুটা দেরি হয়েছে তবু অর্ধেক লোক নিরাপদে পৌঁছে গেছে। রিকার্দোর প্রধান সহযোগীরা সমস্ত বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে লড়বে। এই বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের দৃশ্যপট মনোরম। সব কিছুতেই যেন জানান দিচ্ছে, যতদিন আমাদের দরকার হবে ততদিন এখানে আমরা থাকতে পারবো।

পরিকল্পনা হলো: বাকি লোকদের জন্য অপেক্ষা করা, নিদেন-পক্ষে বলিভিয়ানদের সংখ্যা বাড়িয়ে বিশজন করা এবং কাজে নেমে পড়া। মোন্‌জে-র মনোভাব কী দাঁড়ায়, গুয়েভারার লোকজনেরও কী মতি-গতি হয়, এখনও আমাদের দেখা বাকি।

ডিসেম্বর ২, ১৯৬৬

প্রচণ্ড আবেগ ও চিত্তচাঞ্চল্য নিয়ে চিনো খুব ভোরবেলা এলো। দিনটা গল্পগুজবে কাটলো। আসল কথা দাঁড়ালো সে কিউবায় যাবে। এখানকার অবস্থা সে নিজে জানাবে। মাস দু'য়েকের মধ্যে পেরুর পাঁচজন লোক আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে, অর্থাৎ লড়াই শুরু হবার পরে। আপাততঃ আসছে দু'জন। একজন রেডিও কারিগর আর একজন ডাক্তার। তারা কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থাকবে। সে অস্ত্রশস্ত্র চাইলো। বললাম, একটা বি. জেড, কিছু মাউজার আর গ্রানেড তাকে দেওয়া হবে, সেই সঙ্গে ওদের জন্যে একটা এম-১ কিনে দেওয়া হবে। পুনোর কাছাকাছি একটা জায়গায় তিতিকাকার ওপার থেকে অস্ত্র পাচার করবার ব্যাপারে পেরুর পাঁচজন লোক পাঠিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমি ওদের সাহায্য করবো স্থির করলাম। পেরুর নানা অসুবিধের কথা সে বললো। তার মধ্যে ক্যাল্লিক্স্তো মুক্ত করবার দুঃসাহসিক পরিকল্পনাও ছিল। ব্যাপারটা আমার কাছে বড় বেশি কল্পনাপ্রবণ ঠেকলো। তার ধারণা অবশিষ্ট গেরিলারা যারা রক্ষা পেয়েছে, তারাই ঐ অঞ্চলে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে সে অবশ্য নিশ্চিত নয়। কারণ ঐ অঞ্চলে ওরা পৌছোতে পারেনি। বাকি সময়টা আমরা আমাদের জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে আলোচনা করলাম। পূর্বের উদ্দীপনা নিয়েই সে বিদায় নিয়ে লা পাজ গেল। আমাদের ফটো সঙ্গে নিল।……

ডিসেম্বর ১১, ১৯৬৬

দিনটা একভাবে কেটে গেল, তবে প্যাপীকে নিয়ে রাত্রে এলো কোকো। আলেজান্দ্রো, আর্তুরো আর কারলোস নামে এক বলিভিয়ানকে সে সঙ্গে এনেছে। অন্যান্য বার যেমন রাখা হয় তেমনি অন্য জিপটা পেছনের রাস্তার ওপর রয়ে গেছে।……প্যাপীর সঙ্গে কথা বলে স্থির হলো রেনান আর তানিয়াকে আনানোর জন্যে তাকে আরও দুটো ট্রিপ দিতে হবে। বাড়ি আর গুদামঘর বেচে দিতে হবে।

সাহায্য হিসাবে সানশেজকে দিতে হবে এক হাজার ডলার। ছোট ট্রাকটা সে রাখবে, আর তানিয়াকে একটা জিপ আমরা বেচবো। অন্যটা রাখবো। অস্ত্রশস্ত্র আনবার জন্যে আর একটা ট্রিপ লাগবে। সমস্ত কিছু একটা জিপে আনবার নির্দেশ দিলাম, কারণ তাতে টানাপোড়েন এড়ানো যাবে, নইলে জানাজানি হবার আশঙ্কা। চিনো উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়েই কিউবা রওনা হয়েছে, আশা করি ফিরে এলে সে এখানে আসবে।

কামিরিতে খাদ্যসামগ্রীর খোঁজে যাবে বলে কোকো এখানে রয়ে গেল। প্যাপী লা পাজ রওনা হয়ে গেছে। সাংঘাতিক এক কাণ্ড ঘটেছে। এল ভালেগ্রান্দিনো নামে একজন শিকারী আমাদেরই কারো পায়ের ছাপ খুঁজে পায়। পোম্বোর হারানো দস্তানা পায়, পথঘাটগুলো লক্ষ করেছে। স্বভাবতই কাউকে বলেছে। তাই আমাদের পরিকল্পনা বদলাতে হলো এবং আমাদের খুবই সতর্ক হতে হবে।···ইন্তি আমাকে বললো, ছাত্র কারলোসকে সে বিশ্বাস করে না। কিউবানদের যোগ দেবার ব্যাপার নিয়ে এখানে আসতে না আসতেই সে আলোচনা শুরু করেছে, তা'ছাড়া আগে সে একবার বলেছিল পার্টি রাজি না হলে সে লড়াই-টড়াইয়ের মধ্যে নেই।······

ডিসেম্বর ১২, ১৯৬৬

গ্রুপের সবার সঙ্গে কথা হলো। যুদ্ধের বাস্তব রূপ যে কী—সে সম্পর্কে বললাম। নিয়মানুবর্তীতা ও নেতৃত্বের অখণ্ডতার ওপর জোর দিয়েছি। পার্টিশৃঙ্খলা অমান্য করে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বলিভিয়ানরা যে দায়িত্ব নিয়েছে সে সম্পর্কে আমি সতর্ক করেছি। এদের আমি এই নিয়মে নিয়োগ করলাম: জোয়াকুইন সেকেণ্ড মিলিটারী চীফ, রোলান্দো আর ইন্তি—কমিসার, আলেজান্দ্রো—চীফ অফ অপারেশন। পোম্বো—সার্ভিস, ইন্তি—অর্থ, ন্যাতো—সরবরাহ ও অস্ত্র এবং এখনকার মত মোরো-র হাতে চিকিৎসা বিভাগের ভার।

ডিসেম্বর ১৮, ১৯৬৬

সারাদিন ধরে বৃষ্টি হলেও গুহা বানানোর কাজ সমানে চলেছে। গর্ত ২.৫ মিটার গভীর হওয়া দরকার। সেটা প্রায় হয়ে এলো। রেডিওযন্ত্রপাতি বসানোর জন্যে আমরা একটা পাহাড়ে জায়গা পর্যবেক্ষণ করলাম। দেখে ভালই মনে হলো, তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে নিঃসংশয় হওয়া যাচ্ছে না।

ডিসেম্বর ২০, ১৯৬৬

······পরতর্বী নির্দেশের জন্যে তানিয়া খুব শীঘ্রই এখানে আসবে। সম্ভবতঃ আমি তাকে বি. আর.-এর কাছে পাঠাবো।

জিপটা এখানে রেখে কোকো, রিকার্দো আর ইভান-এর বিমান-যোগে কামিরি যাওয়াটা পাকাপাকিভাবে স্থির হয়েছে।······১টা পর্যন্ত লা পাজ থেকে কোনোকিছু এলো না। খুব ভোরে ওরা কামিরি রওনা হলো।

ডিসেম্বর ৩১, ১৯৬৬

সাড়ে সাতটার সময় ডাক্তার এসে মোন্‌জে-র এসে পৌঁছোনোর খবর দিল। ইন্তি, তুমা, উর্বানো আর আর্তুরো-কে সঙ্গে নিয়ে আমি দেখা করতে গেলাম। হৃদ্যতাপূর্ণ অভ্যর্থনা, কিন্তু ভেতরে ভেতরে বেশ একটা উত্তেজনা। 'তুমি এখানে এসেছো কেন?'—এমন একটা প্রশ্ন যেন হাওয়ায় ভাসছে। তাঁর সঙ্গে এসেছে 'প্যান ডিভানো' নামে একজন নতুন সভ্য, তামিয়া এসেছে নির্দেশ নিতে, আর এসেছে রিকার্দো। সে আমাদের সঙ্গে থাকছে।

প্রথমে সামগ্রিক নানাকিছু নিয়ে মোন্‌জে-র সঙ্গে কথাবার্তা চললো। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি তাঁর মূল বক্তব্য রাখলেন। মোটামুটি তাঁর তিনটি প্রধান শর্ত হলো :

(১) পার্টির নেতৃত্ব থেকে তিনি পদত্যাগ করবেন, তবে পার্টি যাতে অন্তত তার নিরপেক্ষ ভূমিকা বজায় রাখে, সে ব্যবস্থা

তিনি করবেন এবং লড়াইয়ের জন্যে তিনি কর্মী সংগ্রহ করে আনবেন।

(২) বলিভিয়াতে যতদিন বিপ্লব চলবে, তাঁর হাতে সংগ্রামের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব থাকবে।

(৩) দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য পার্টিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা থাকবে তাঁর হাতে। মুক্তিযুদ্ধে তাদের সহায়ক করে তুলতে তিনি চেষ্টা করবেন (তিনি ডগলাস ব্রাভো-র দৃষ্টান্ত রাখলেন)।

জবাবে আমি বলেছি, পার্টির সেক্রেটারী হিসাবে প্রথম শর্তটি সম্পূর্ণ তাঁর নিজের ব্যাপার, যদিও আমার মনে হয় তাঁর সিদ্ধান্তটি ভুল। এটা তাঁর আনুগত্যে দোদুল্যমান ও সুবিধাবাদী চরিত্রেরই প্রকাশ। বশ্যতা স্বীকার করার জন্যে যাদের শাস্তি পাওয়া উচিত, তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সংরক্ষণের তিনি চেষ্টা করছেন। সময়ই প্রমাণ দেবে আমিই ঠিক।

দ্বিতীয় শর্তটি তিনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন, আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে তিনি মার খেয়ে যাবেন। কোডোভিলাকে ডগলাস ব্রাভোকে সাহায্য করতে বলাটা যেন পার্টির ভেতরের বিদ্রোহকে তাঁকে ক্ষমা করতে বলার মত। এখানেও একমাত্র সময়ই এর বিচারক।

তৃতীয় শর্তটি আমি কিছুতেই মানতে রাজি নই। আমিই সামরিক অধিকর্তা থাকবো, এ ব্যাপারে কোনো জোড়াতালি বা অনিশ্চয়তাই আমি রাখবো না। এখানেই আলোচনা অচলাবস্থায় পৌঁছোলো, এবং এক জঘন্য আবহাওয়ায় আলোচনা শেষ হলো।

ঠিক হলো, এ বিষয়ে তিনি ভেবে দেখবেন এবং বলিভিয়ান কমরেডদের সঙ্গে কথা বলবেন। আমরা নতুন ক্যাম্পে গেলাম এবং সেখানে মোন্‌জে সকলের সঙ্গে কথা বললেন। জানালেন, হয় তারা থেকে যাবে, নয় পার্টির সমর্থনে দাঁড়াবে। সবাই থেকে যেতে চাইলে ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে পড়েন।

দিনটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে আমরা বারোটার সময় টোস্ট্ করলাম। তাঁর কথার সুযোগ নিয়ে আমি দিনটিকে মহাদেশীয়

বিপ্লবের নতুন 'গ্রিতো গু মুরিল্লো' আখ্যা দিয়ে বললাম, বিপ্লবের কর্তব্যের সামনে আমাদের জীবনের মূল্য সামান্যই।

মাসিক বিশ্লেষণ

কিউবান দলটি সুষ্ঠুভাবেই গড়ে উঠেছে। ছোটখাটো কয়েকটা সমস্যা ছাড়া মনোবল ভালই। সংখ্যায় নগণ্য হলেও বলিভিয়ানরা চমৎকার। মোন্‌জে-র মনোভাব একদিকে যেমন ঘটনার অগ্রগতি-রোধ করতে পারে, অপরদিকে তেমনি আমাকে রাজনৈতিক জটিলাবস্থা থেকে মুক্ত করাও সম্ভব। আরওবেশি বলিভিয়ানদের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া পরবর্তী কাজ হচ্ছে গুয়েভারা ও আর্জেন্টিনার লোকেদের সঙ্গে, মোরিসিও ও জোজামি-র (মাসেত্তি আর পার্টির মধ্যের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী) সঙ্গে কথাবার্তা চালানো।

জানুয়ারি ১, ১৯৬৭

ভোরবেলা আমার সঙ্গে কোন কিছু আলোচনা না করে, মোন্‌জে বললেন যে, তিনি ফিরে যাচ্ছেন এবং জানুয়ারির ৮ তারিখে পার্টি নেতাদের কাছে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করবেন। ভাবখানা এমন দেখালেন যেন যে কাজে এসেছিলেন সে সব মিটে গেছে। যাবার সময় এমন ভাব করে গেলেন যেন তাঁকে ফাঁসিতে লটকাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমার ধারণা হলো কোকোর কাছ থেকে তিনি যখন শুনেছেন যে সৈনাপত্য সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি মত বদলাবো না, তখন তিনি সুযোগ নিয়ে এই প্রসঙ্গের ওপর অসামঞ্জস্য যুক্তি খাড়া করে গোটা ব্যাপারটাই বানচাল করতে চাইছেন।

বিকেলে সবাইকে ডেকে মোন্‌জের অভিপ্রায় বিশদভাবে বোঝালাম। বললাম, যারা বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে চায় তাদের সঙ্গে আমরা যোগ দেব। আগে থেকে সতর্ক করে বলেছি, সামনে অনেক দুর্দিন ও যন্ত্রণা বলিভিয়ানদের কপালে আছে। বলেছি, তাদের সমস্যা একত্রে আলোচনার মাধ্যমে বা রাজনৈতিক কমিশার মারফৎ সমাধান করবার চেষ্টা চলবে।

মরিসিও ও জোজামির সঙ্গে এখানে যাতে একটা বৈঠকে মিলিত হওয়া যায়, তাই আলোচনা চালানোর জন্যে তানিয়াকে আমি আর্জেন্টিনা পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম। .....

জানুয়ারি ৬, ১৯৬৭

......ক্লাস শেষ হলে, গেরিলা যোদ্ধাদের আবশ্যকীয় গুণাবলী ও প্রয়োজনীয় অধিকতর নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রসঙ্গটি তুললাম। বোঝালাম, সবার ওপরে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ইস্পাতে গড়া প্রাণকেন্দ্র গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। ভবিষ্যতের অতি আবশ্যকীয় পাথেয় হিসাবে পড়াশুনোটা যে কত প্রয়োজনের, কথাপ্রসঙ্গে সে কথাও বললাম। তারপর গ্রুপের মাথাগুলোকে এক জায়গায় করি—জোয়াকুইন, মারকোস, আলেজান্দ্রো, ইন্তি, রোলান্দো, পেম্বো, এল মেডিকো, এল ন্যাতো আর রিকার্দো। জোয়াকুইনকে কেন উপসেনাধ্যক্ষ করা হয়েছে সে কথা বুঝিয়ে বললাম। মারকোস্-এর তরফ থেকে কিছু ভুলচক হওয়াই তার কারণ। যে ভুল সে করেই চলেছে। ..শেষকালে রিকার্দো আমাকে জানালো, তানিয়ার সামনেই ইভানের সঙ্গে ওর এমন কিছু ঘটে যাতে পরস্পরে গালাগালি দেয় এবং রিকার্দো জিপ থেকে ইভানকে নেমে যেতে বলে। কমরেডদের মধ্যে এ ধরনের বিসদৃশ ঘটনা আমাদের কাজ নষ্ট করছে।

জানুয়ারি ১০, ১৯৬৭

......হাভানা থেকে একটা রেডিও বার্তা এসেছে। বলছে, এল চিনো আর এল মেডিকো ১২ তারিখে আর রেডিও কারিগর ও রিয়া ১৪ তারিখে রওনা হচ্ছে। আমাদের অন্য দু'জন কমরেডের কোনো উল্লেখ নেই।

জানুয়ারি ২১, ১৯৬৭

......পেদ্রো বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এলো। সঙ্গে এসেছে

কোকো। সেই সঙ্গে আরও তিনজন নতুন রিক্রুট। বেঞ্জামিন, ইউসেবিও আর ওয়ালতার। প্রথম জনের আসা কিউবা থেকে। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে জ্ঞান থাকায় সে যাবে অগ্রবর্তী দলে। অন্য দু'জন আসবে পেছনের সারিতে।

কিউবা থেকে যে তিনজন এসেছে মারিও মোন্‌জে তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। গেরিলাদলে তারা যাতে ভর্তি না হয় তার জন্যে ভুজংভাজাং দিয়েছেন। পার্টিকমিটি থেকে তাঁর পদত্যাগের তো কথাই ওঠে না, উল্টে ফিদেলকে এই সঙ্গে আঁটা দলিলটা তিনি পাঠিয়েছেন (৪ নং দলিল)।··· ··

জানুয়ারি ২৬, ১৯৬৭

সবে নতুন গুহাটার কাজে হাত দিতে যাচ্ছি, এমন সময় খবর এলো, লোয়োলোকে নিয়ে গুয়েভারা এসেছে।······

গুয়েভারার কাছে আমি আমার শর্ত রাখলাম : গ্রুপিং চলবে না। পদমর্যাদা বলে কাউকে কিছু দেওয়া হবে না। এখনও কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের কথা ভাবছি না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনৈক্য নিয়ে কচকচি বাঁচিয়ে চলতে হবে। সে খোলাখুলি আন্তরিকতার সঙ্গে আমার সব কথাই মেনে নিল। প্রথমটা একটু আড়ষ্ট তবে ক্রমে বলিভিয়ানদের সঙ্গেও তার হৃদ্যতা জমে উঠলো।

লোয়োলো সম্পর্কে আমার ভালো ধারণাই হলো। বাচ্চা মেয়ে। ভদ্র। তবে চরিত্রের দৃঢ়তায় যে কোন খাদ নেই সেটা বোঝা যায়।······

মাসিক বিশ্লেষণ

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই হলো। মোন্‌জে প্রথম দিকে কৌশলে আমাদের এড়াতে চেষ্টা করেছেন, এখন চালাচ্ছেন পুরোপুরি মীরজাফরী।

পার্টি এখন আমাদের বিরুদ্ধে লেগেছে। এর পরিণাম কী হবে

বুঝতে পাচ্ছি না। কিন্তু এতে আমাদের শক্তির মূল্যায়ণ হবে বলে মনে হয় না। এমনও হতে পারে ভবিষ্যতে ফল এর ভালই হবে (আমি তো তাই বিশ্বাস করি)।······

ফেব্রুয়ারি ১৪, ১৯৬৭

······হাভানা থেকে প্রেরিত দীর্ঘ এক সঙ্কেতবার্তা পাঠোদ্ধার করা হলো। তাতে কোলে-র সঙ্গে সাক্ষাতের খবরটাই বড় কথা। কোলে বলেছেন, আমাদের পরিকল্পনার মহাদেশ জোড়া গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁকে কিছুই জানানো হয়নি। যাই হোক, এ ব্যাপারে তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে রাজি। পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে তাঁকে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। ওদের মধ্যে কোলে, সিমন, রোদরিগেজ, আর রামিরেজ এখানে আসবে। আমাকে তারা আরও জানিয়েছে, সিমন নাকি বলেছেন পার্টি যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুক, তিনি আমাদের সাহায্য করবেন বলে মনস্থির করেছেন।

তাদের বার্তায় আরও জানা যায়, এল্ ফ্রান্সেস ২৩ তারিখে নিজের পাসপোর্ট নিয়েই লা পাজ আসছে এবং পারেজা বা রিয়া-র বাড়িতে উঠবে। সঙ্কেতবার্তার খানিকটা রইলো, যার পাঠোদ্ধার এখনও করা সম্ভব হলো না।·······

ফেব্রুয়ারি ২৬, ১৯৬৭

·······বলিভিয়ানদের আমি বললাম, যদি তাদের আত্মবিশ্বাস কমে গিয়ে থাকে তবে তেড়া রাস্তা না ধরে আমাকে যেন তারা সিধে জানায়, তা'হলে স্বচ্ছন্দে আমি তাদের মুক্ত করে দিতে রাজি।

রিও গ্রাঁদে পৌঁছোনোর জন্যে আমরা হাঁটা শুরু করলাম। ·····বেঞ্জামিন আবার পেছনে পড়ে গেল। ন্যাপস্যাক নিয়ে মুস্কিল—তারপর শরীরটাও ওর খুবই ক্লান্ত। যখন আমাদের দিকে এসে পৌঁছোলো, আমি ওকে সামনে হাঁটতে বললাম। কথামত মিটার পঞ্চাশেক যাবার পর ওপরে ওঠবার রাস্তাটা সে হারিয়ে ফেলে।

পথ খুঁজে পেতে সে সঙ্কীর্ণ এক শৈলশিরায় পা রেখে দাঁড়িয়েছে। উর্বানোকে আমি যখন ওকে সাবধান করতে বলছি, বেঞ্জামিন এমন দ্রুত ঘুরলো যে সোজ জলে গিয়ে পড়লো। বেঞ্জামিন সাঁতার জানে না। নদীতে দারুণ স্রোত, দাঁড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রবল স্রোতে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে চললো। আমরা তার সাহায্যে দৌড়ে গেলাম, জামা কাপড় যখন খুলছি তখন মন্থর স্রোতে সে হারিয়ে গেল।……

ফেব্রুয়ারি ২৭, ১৯৬৭

……মজুত রসদ যেটুকু আলাদা রাখা ছিল, তার শেষটুকুও আমরা খেয়ে শেষ করলাম। কাছাকাছিই জনবসতি ও সড়ক থাকলেও এখানে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

মাসিক চুম্বক

ক্যাম্পে কী ঘটছে সে খবর আমার জানা না থাকলেও সব কিছুই ভাল ভাবে চলছে। ব্যতিক্রমও ঘটেছে। এক্ষেত্রে খুবই মারাত্মক।

……গ্রুপ পুরো করবার জন্যে যে দু'জনকে পাঠানোর কথা ছিল তাদের কোনো পাত্তা নেই। ফরাসী ভদ্রলোকের ইতিমধ্যে লা পাজ এসে যাবার কথা। যে কোন দিন তিনি ক্যাম্পে এসে হাজির হতে পারেন। আর্জেন্টিনার লোকদের অথবা চিনোর কাছ থেকে কোনো খবর এখনও আমি পেলাম না। দু'দিকেই খবরাখবর ভালভাবেই যাওয়া আসা করছে। তবে পার্টির মতিগতি এখনও দোদুল্যমান ও দু'মুখো……

মার্চ ১৬, ১৯৬৭

আমাদের ফোলা রোগ যেমন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে তাতে আমরা ঠিক করি ঘোড়ার মাংসই খাব। মিগুয়েল, ইন্তি, উরবানো, আলেজান্দ্রোর নানা উপসর্গ শুরু হয়েছে। আমি খুবই দুর্বল।……

মার্চ ১৭, ১৯৬৭

লড়াই শুরু হবার আগে এক ট্র্যাজেডি। জোয়াকুইন এলো দুপুর বেলা। মাংসের ভাল ভাল কয়েকটা টুকরো নিয়ে মিগুয়েল আর তুমা তার কাছে গিয়েছিল। পথে ওরা বিপদে পড়ে। বললো, নাকাহুয়াসু-র স্রোতের টান থেকে ওরা ভেলা বাগে রাখতে পারেনি।··· তার ফলে শেষ পর্যন্ত বেশ কয়েকটা হ্যাপস্যাক, সমস্ত বুলেট, ৬টা রাইফেল ও কারলোস-কে হারাতে হয়।······

······অস্ত্রশস্ত্র যা খোয়া যায়ঃ ব্রাউলিও-র ১টা ব্রনো, কারলোস আর পেদ্রোর ২টা এম-১, আবেল, ইউসেবিও আর পোলো-র ৩টে মাউজার। আমাকে জোয়াকুইন জানালো যে ওপারে রুবিও আর মেডিকোকে সে দেখেছে, ছোট একটা ভেলা বানিয়ে সে তাদের ফিরে আসতে বলেছে।....

মার্চ ১৯, ১৯৬৭

........সেখানে পেরুভিয়ার ডাক্তার 'নিগ্রো' যিনি চিনোর সঙ্গে এসেছেন আর টেলিগ্রাফ অপারেটারের সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। জানালেন, বেনিগ্‌নো খাবারের জন্যে অপেক্ষা করছে আর গুয়েভারা দলের দু'জন পালিয়েছে এবং পুলিশ খামার বাড়িতে চড়াও হয়েছিল···

···আমাদের বেস-এ এখন আছে এল ফ্রাঁসেস, চিনো আর তাঁদের সঙ্গীরা—এল পেলাদো, তানিয়া আর গুয়েভারা···

মার্চ ২১, ১৯৬৭

দিনটা আমি কথা বলে কাটালাম, চিনো, এল ফ্রাঁসেস, এল পেলাদো আর তানিয়ার সঙ্গে আলোচনা করে কয়েকটা বিষয় পরিষ্কার করে নিলাম। মোন্‌জে, কোলে, সিমন রেয়েস ও অন্য সবার যে খবর এল ফ্রাঁসেস এনেছে তা আগেই জানা ছিল। সে থাকতে চায়, কিন্তু আমি তাকে ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে সহায়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে বললাম। যাবার পথে তার কিউবা হয়ে যাওয়া উচিত। ওখানে সে

বিয়ে করুক, একটা বাচ্চা হোক—জানি, তারও তাই ইচ্ছে। বলিভিয়ার মুক্তিসংগ্রামের সাহায্যে একটা আন্তর্জাতিক তহবিল যাতে তাঁরা গড়ে তোলেন সেই কারণে সার্ত্রে ও বি. রাসেল-কে আমার লেখা দরকার।...

মার্চ ২৩, ১৯৬৭

সামরিক ঘটনাবহুল দিন। সরবরাহ পুনরুদ্ধার করার জন্যে পোম্বো হাঁটাপথ পর্যন্ত- একটা বাস জোগাড় করতে চেয়েছিল, কিন্তু মারকোস-এর ব্যাপারটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এ প্রস্তাবে আমি আপত্তি তুলেছি। ৮-টা বাজার একটু পরেই কোকো ছুটতে ছুটতে এসে জানালো যে আর্মির একটা অংশ চোরাগোপ্তা আক্রমণের মধ্যে পড়েছে। এ পর্যন্ত শেষ ফলাফল দাঁড়িয়েছে ; ৩-টি ৬০ এম. এম. মর্টার, ১৬টি মাউজার, ২টো বি, জেড্, ৩টে ইউ. এস. আই. এস.···২টো রেডিও, বুট ও আরও কিছু। ৭ জন নিহত, ১৪ জন অক্ষত অবস্থায় বন্দী, আর ৪ জন আহত। তবে আমরা খাদ্যসামগ্রী কিছু পাইনি। অপারেশন প্ল্যান হস্তগত করা গেছে, তাতে নাকাহুয়াসু-র দু'দিক থেকে অগ্রসর হয়ে মাঝ পথে এসে মেলবার কথা বলা আছে।···

মার্চ ২৪, ১৯৬৭

······মারকোসকে খবর সংগ্রহ করবার কাজে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু নতুনত্ব কিছু পাওয়া যায়নি। শুধু জানা গেল আমাদের বাড়ির কাছাকাছি বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করা হচ্ছে।

বন্দীদের সঙ্গে শেষ বারের মত কথাবার্তা চালানোর জন্যে ইন্তিকে পাঠালাম, ব্যবহার-যোগ্য সব কিছু কেড়ে নিয়ে তাদের ছেড়ে দিতে বললাম। অফিসারদের সঙ্গে পৃথকভাবে কথা বলা হয়, তাঁদের জিনিস-পত্র নিয়ে চলে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। মেজরকে আমরা বলেছি ২৭ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত মৃতদেহ সরানোর জন্যে আমরা সময় দেব এবং তিনি যদি থাকেন তবে পুরো লাগুনিলা এলাকায় সাময়িক যুদ্ধ-

বিরতিতে রাজি আছি। কিন্তু তিনি জানালেন আর্মি থেকে তিনি অবসর নিচ্ছেন।……

মার্চ ২৫, ১৯৬৭

সারাদিনে নতুন খবর আজ কিছুই নেই।……

…এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে এল ফ্রাঁসেস-এর কাছে মৌখিক এক দীর্ঘ রিপোর্ট দিলাম। সভা যখন চলছিল, এই গ্রুপের নামকরণ হলো বলিভিয়ান জাতীয় মুক্তিফৌজ। সংঘর্ষ সম্পর্কে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।

মার্চ ২৭, ১৯৬৭

খবরটা আজ ছড়ালো…সরকারী ডেসপ্যাচ আমাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে একজন বেশি নিহত হয়েছে বলে দাবি করছে।… আমাদের ১৫ জন নিহত ৪ জন বন্দী। তার মধ্যে ২ জন বিদেশী।… গেরিলাদের গঠন সম্পর্কেও বলা হয়েছে। স্পষ্টই বোঝা যায় দলত্যাগীরাই বলেছে বা বন্দীটি এসব কথা বলে দিয়েছে, তবে কতটা বলেছে, কী ভাবে বলেছে সেটা সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এসব ব্যাপার থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তানিয়ার কথা এরা জেনে ফেলেছে। তার অর্থ হলো, দু' বছর ধরে যে নিখুঁত কাজটা গড়ে তোলা হয়েছিল সেটা নষ্ট হলো। এখান থেকে বেরুনো ক্রমেই খুব মুস্কিল হবে। এসব কথা বলাতে দাতন বিন্দুমাত্র খুশি হলো না বলেই আমার ধারণা হলো। কী হয় আমাদের দেখতে হবে।…

মার্চ ২৮, ১৯৬৭

গেরিলাদের খবরাখবরে রেডিও এখন পূর্ণ। ১২০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে ২০০০ সেনা আমাদের ঘিরে ফেলেছে। সে বেষ্টনী ক্রমেই গুটিয়ে তোলা হচ্ছে। সেই সঙ্গে আছে নপাম বোমা বর্ষণ। ১০ থেকে ১৫ জনকে আমরা হারিয়েছি।

…বেনিগ্নো-র কাছ থেকে এখনও কোনো খবর এলো না।…

মাসিক চুম্বক

…স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আগে যা ভেবেছিলাম তার আগেই আমাদের কাজে নেমে পড়তে হবে।…অবস্থা ভাল নয় কিন্তু গেরিলাদের সামনে আর একটি নতুন পর্বের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে, উৎরোতে পারলে তাদের সেটা কাজের হবে।

রচনাকৌশল: সর্বাগ্রভাগ-প্রধান: মিগুয়েল, বেনিগ্নো, পাচো, লোরো, এ্যানিসেতো, কাম্বা, কোকো, দারিও, জুলিও, পাবলো, রাউল। পশ্চাদ্ভাগ: প্রধান-জোয়াকুইন, সেগান্দো, ব্রাউলিও, রুবিও, মারকোস, পেদ্রো, মেডিকো, পোলো, ওয়াল্তার ভিক্তর, (পেপে, পাকো, ইউসেবিও, চিঙ্গালো)।

মধ্য: আমি, আলেজান্দ্রো, রোলান্দো, ইন্তি, পোম্বো, ন্যাতো, তুমা, উরবানো, মোরো, নিগ্রো, রিকার্দো, আর্তুরো, ইউস্তাকুয়ো, গুয়েভারা, উইলি, লুইস, অন্তেনিও, লেয়ন, (তানিয়া, পেলাদো, দাতন, চিনো—এঁরা দর্শনার্থী) সেরাপিও (উদ্বাস্তু)।

এপ্রিল ৩, ১৯৬৭

দাতন আর কার্লোস-এর সঙ্গে কথা বলে তিনটি বিকল্প সামনে রাখলাম: আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া, একা একা কেটে পড়া বা গুতিয়েরেজ-এর পথে কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়া—ওরা তৃতীয়টা পছন্দ করলো। কাল আমাদের ভাগ্যপরীক্ষা হবে।

এপ্রিল ১০, ১৯৬৭

ভোর হলো। সকালে আমরা যখন অবিকৃত অবস্থায় খাড়িটা ছেড়ে কেব্রদো দ্য মিগুয়েল-এর পথ অতিক্রম করে পিরিরেন্দা—গুতিয়েরেজ-এর রাস্তা ধরার পায়তারা কষছি, তখন পর্যন্ত কোন উল্লেখ-যোগ্য কিছু ঘটেনি। সকালের মাঝামাঝি এল নিগ্রো এলো উত্তেজিত অবস্থায়।

সাবধান করে বললো, ১৫ জন পল্টন নদীর এদিকে আসছে। ইন্তি গিয়েছিল ওৎ পাতার জায়গায় রোলান্দোকে সাবধান করতে। অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করবার ছিল না, তাই অপেক্ষা করতে হয়। তুমাকে নির্দেশ দিলাম, খবর এলেই সে যেন আমাকে জানায়। প্রথম দুঃসংবাদ এসে পৌঁছোতে দেরি হলো না—এল রুবিও, জেসাস সুয়ারেজ গায়াল সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছে। মাথায় গুলি লাগা অবস্থায় সে মৃত অবস্থায় ক্যাম্পে এলো। ঘটনাটি ঘটেছে এই ভাবে : পশ্চাৎভাগের ৮ জন অতর্কিত আক্রমণের জন্যে তৈরি হয়, অগ্রবর্তী বাহিনীর ৩ জনকেও নদীর দু'পারে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পনের জন সেনার উপস্থিতির খবর ইন্তি পৌঁছতে আসার পথে এল রুবিও-কে অতিক্রম করার সময় তাকে খুব খারাপ জায়গায় দেখে—নদীর দিক থেকে এল রুবিও-কে পুরোপুরি লক্ষ্য করা যাচ্ছিলো।...কয়েক সেকেণ্ড গুলি চলে, ১জন নিহত হয়, ৩ জন আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, ৬ জন বন্দী হয়। কিছুক্ষণ পরেই একজন ছোটখাটো অফিসার গুলি খেয়ে পড়ে যায়, ৪ জন পালায়। আহতদের মধ্যে পড়ে থেকে এল রুবিও-কে যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখা যায়। তার গ্যারাণ্ডটি অকেজো হয়ে পড়ে ও পাশে পিনখোলা অবস্থায় একটা তাজা গ্রানেট পড়েছিল। যে বন্দীর অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে পড়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়নি। অল্পক্ষণ পরেই সে প্রাণ হারায়। লেফটেনাণ্ট ইন কমাণ্ডের ঐ একই দশা হয়েছিল।...বিকেল ৫টা নাগাদ খবর এলো, সেনা বাহিনী প্রচুর প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসছে। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। পরিস্থিতির পুরোপুরি ধারণা নিয়ে আসবার জন্যে পোম্বোকে পাঠাই। মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। পোম্বো ফিরে এসে জানালো তারা আবার অতর্কিত আক্রমণের মুখে পড়েছে—কয়েকজন মারা পড়েছে আর একজন মেজরকে বন্দী করা হয়েছে।......

এপ্রিল ১১, ১৯৬৭

...চিলির এক সংবাদপত্র প্রতিনিধি আমাদের পুরোনো ক্যাম্পের

নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে দাবি করেছেন আমার গোঁফদাড়ি কামানো পাইপ নেওয়া একটা ফটোগ্রাফ তিনি পেয়েছেন। কী ভাবে ছবিটা পেল সে সম্পর্কে খোঁজ করা দরকার। ওপরের গুহাটা ওরা টের করতে পেরেছে কিনা তার কোনো প্রমাণ নেই, যদিও আন্দাজ করতে পেরেছে বলে কিছু কিছু সন্দেহের অবকাশ আছে।

এপ্রিল ১২, ১৯৬৭

…সেনাবাহিনী এখন ১১ জন নিহত বলে স্বীকার করছে, হয়তো এর কারণ আর একটা মৃতদেহ ওরা পেয়েছে বা আহতদের একজন মারা গেছে।

ত্ত্বের বই নিয়ে আমি ছোটখাটো ক্লাশ শুরু করলাম।

একটা সাঙ্কেতিক বার্তার খানিকটা পাঠোদ্ধার করা গেল, কিন্তু সে বিশেষ কোন কাজের নয়।

এপ্রিল ১৩, ১৯৬৭

…উত্তর আমেরিকানরা প্রচার করছে বলিভিয়াতে যে তাদের সামরিক উপদেষ্টাদের পাঠানো হয়েছে তার সঙ্গে গেরিলা তৎপরতার কোনো যোগ নেই। এটা আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হয়েছে। নয়া ভিয়েতনাম বানানোর এটা হয়তো তাদের পহেলা কিস্তি।

এপ্রিল ১৪, ১৯৬৭

একঘেঁয়ে দিন।…

…যদি সম্ভব হয় অবস্থা অনুযায়ী দাতন আর কারলোস স্থক্রি-কোচাবাম্বা পথ ধরবে। বলিভিয়ান দেশবাসীর জন্যে লেখা ২নং প্রচারপত্র ও ম্যানিলার জন্যে ৪নং রিপোর্ট এল ফ্রাঁসেস পৌঁছে দেবে।

এপ্রিল ১৫, ১৯৬৭

…সর্বশেষ সংবাদ জানিয়ে ফিদেলকে একটা নোট লেখা হলো। এটা সাংকেতিক ভাষায় ও অদৃশ্য কালিতে ফেলতে হবে।

এপ্রিল ১৯, ১৯৬৭

জায়গাটায় আমরা সারাটা দিন কাটালাম। দু'দিক থেকে চাষী যারা আসছিল তাদের আটক করি, তাতে নানা রকমের বন্দী জুটলো। বেলা তখন ১টা, পাহারাদার এক 'তাজ্জব-উপহার' এনে হাজির করলো, একজন ইংরেজ খবর কাগজের লোক—নাম রথ্। কয়েকটা বাচ্চা আমাদের পায়ের ছাপ দেখে দেখে একে নিয়ে এসেছে। দলিলপত্র নিখুঁত কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার গোলমেলে। পেশা যেখানে দেখানো হয়, সেখানে 'ছাত্র' কেটে 'নিউজম্যান' করা হয়েছে (সে আবার নিজেকে ক্যামেরাম্যান বলে দাবি করছে)।...

...ইন্তি যে সর্ত রাখলো, সেটা ইংরেজ ভদ্রলোক মেনে নিল। আমার তৈরি ছোট একটা লেখাও তার মধ্যে ছিল। যারা বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিল তাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শহর দখলের যাত্রা শুরু হলো—তখন সময় পৌনে বারো। পম্বো, তুমা আর উরবানোকে নিয়ে আমি পেছনে থেকে যাই। দারুণ শীত, আগুন পোহানোর ব্যবস্থা করি।....

এপ্রিল ২০, ১৯৬৭

...বেলা একটা নাগাদ সাদা নিশান উড়িয়ে একটা ট্রাকে মুয়ুপম্পা থেকে পুলিশের ছোট কর্তা, ডাক্তার ও এক পাদ্রী এসে হাজির। দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন জর্মন। ইন্তি কথা বললো।...

...সততার নজির হিসাবে তাঁরা ২ কার্টন সিগারেট ও খবর এনেছেন। বললেন, যে তিনজন চলে যাচ্ছিল তারা মুয়ুপম্পায় ধরা পড়েছে। দু'জনের মিথ্যা দলিলপত্র বলে সন্দেহ করা হয়েছে। কারলোস-এর পক্ষে ব্যাপারটা কঠিন হবে। দাতন ভালভাবেই কেটে বেরিয়ে আসবে।

এপ্রিল ২১, ১৯৬৭

কিছুটা হাঁটার পর আমরা রোসো কারাস্‌কোর বাড়িতে গিয়ে

উঠলাম। লোকটি আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলো। আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেচলো। রাত্রে মুয়ুপম্পা—মণ্ডেয়াগুদো-র বড় সড়ক পর্যন্ত হেঁটে তাপেরিলাস নামে জায়গায় এলাম। প্ল্যান ছিল জলের কাছাকাছি থেকে ওৎ পেতে অতর্কিতে আক্রমণ চালানোর জায়গার অনুসন্ধান করা। আরও একটা কারণ ছিল, রেডিওতে ফরাসী, ইংরেজ ও আর্জেন্টিনার তিন ভাড়াটে যোদ্ধার মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। শান্তির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করার আগে খবরটা কতটা সত্যি সে সম্পর্কে জানতে হবে।

এপ্রিল ২৩, ১৯৬৭

……দাতন, এল পেলাদো আর ইংরেজ রিপোর্টার সম্পর্কে এখনও সংশয় থেকেই যাচ্ছে। প্রেস সেন্সাস হচ্ছে। আর একটা সংঘর্ষে ৩ বা ৫ জন বন্দী হবার খবর প্রচার করা হয়েছে।

এপ্রিল ২৫, ১৯৬৭

আজ বড় দুর্দিন। সকাল ১০টায় পোম্বো পর্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে হুঁশিয়ার করলো, ৩০ জন সেনা এ বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। আন্তনিও পাহারার জায়গায় থেকে গেছে। আমরা যখন প্রস্তুত হচ্ছি, অন্তেনিও এসে খবর দিল সেনারা সংখ্যায় ৬০ জন ও তারা এগুচ্ছে। যথাসময়ে সতর্ক করবার দিক থেকে পাহারা ব্যবস্থার ব্যর্থতাই বলা চলে। আমরা ঠিক করলাম ক্যাম্পে আসার পথে যা হোক করে তাড়াতাড়ি ওৎ পাতার ব্যবস্থা করতে হবে।…উরবানো আর মিগুয়েলকে নিয়ে আমি সেখানে দাঁড়ালাম, সঙ্গে আমাদের একটা অটোমেটিক রাইফেল। যাতে সেনারা পালাতে না পারে বা সামনে এগোতে পারে, তার জন্যে ডান দিকে পজিশন নিল এল মেডিকো, আর্তুরো আর রাউল। পাশের দিকের পুরোপুরি দৃশ্যপট কব্জায় রাখার জন্যে খাড়ির ওধার কভার করে রোলান্দো, পোম্বো, আন্তনিও, রিকার্দো, জুলিও, পাবলিতো, দারিও, উইলি, লুইস আর লিও পজিশন

নেয়। ইন্তি গেল নদীর ধারে, সেনাদের কেউ আশ্রয় নেবার জন্যে ওখানে ফিরতে গেলেই সে আক্রমণ করবে।...

...আমির পার্শ্বদেশে মাঝে মাঝে গুলি চলছিলো। গুলি বন্ধ হলে, উরবানোকে পাঠালাম পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দিতে, কিন্তু সে রোলান্দোর আহত হবার খবর নিয়ে ফিরে এলো। অল্পক্ষণ পরেই রোলান্দোকে নিয়ে আসা হলো, অবস্থা তখনই সঙ্গীণ। প্লাজামা নেবার শুরুতেই সে মারা গেল।......

এপ্রিল ২৭, ১৯৬৭

...ওদের দাবি আমাদের দু'জন নিহত হয়েছে। যতদূর আন্দাজ করা যায়, একজন কিউবান, ডাকনাম যার রুবিও, অপরজন একজন বলিভিয়ান। এটা নিশ্চিত করে বলা চলে, কামিরির কাছে দাতন বন্দী আছে। অন্যরাও যে তার সঙ্গে বেঁচে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এপ্রিল ২৯, ১৯৬৭

৩৫ নং বার্তাটি পুরোপুরি পাঠোদ্ধার করতে বিস্তর দেরি হলো। তার একটা অনুচ্ছেদে বার্ট্রাণ্ড রাসেল পরিচালিত ভিয়েতনাম-এর স্বপক্ষে নামে এক ইস্তাহারে আমি যেন আমার সই দেবার মত দেই।

মাসিক চুম্বক

স্বাভাবিক নিয়মেই যা কিছু ঘটবার ঘটেছে। যদিও আমাদের প্রচণ্ড দু'টো ক্ষতি: রুবিও আর রোলান্দোকে হারানো—দ্বিতীয় জনের মৃত্যু একটা প্রচণ্ড আঘাত। ঠিক করেছিলাম সম্ভবত একটা দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খুলে তার ভার ওর হাতে দেব। আমাদের সঙ্গে আরও চারটে সংঘর্ষ হয়েছে। মোটামুটি চারটে লড়াইকেই কাজের হয়েছে বলা চলে, তার মধ্যে একটার তো জবাব নেই: ওৎ পেতে অতর্কিত আক্রমণ—যাতে এল রুবিও মারা পড়লো।

অন্য দিক থেকে আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। অসুখ-

বিমুখে কয়েকজন কমরেড-এর শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে, যার জন্যে ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছে ; তাতে আমাদের সক্রিয়তাকে কমজোরী করেছে। জোয়াকুইন-এর সঙ্গে এখনও আমরা আর কোনো যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি। চাষাদের মধ্যে এখনও প্রভাব বিস্তার করা যায়নি। যদিও মনে হয়, পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস চালিয়ে আমরা এদের অধিকাংশকেই নিরপেক্ষ করে রাখতে পারি, পরে সমর্থন পাবো। একটা লোকও আর আমাদের দলে ভেড়েনি, ক্ষয়ক্ষতিতো আছেই, উপরন্তু লোরোকে আমরা হারিয়েছি। তা পেরিলাস-এর সংঘর্ষের পর থেকে তার আর পাত্তা নেই।

…সংক্ষেপে বলতে গেলে, গেরিলাদের সম্ভাব্য পরিণতির কথা হিসেবে রাখলে এ মাসের সবকিছুই স্বাভাবিক নিয়মে ঘটেছে বলা চলে। গেরিলাযোদ্ধা হিসাবে প্রাথমিক পরীক্ষায় যে যোদ্ধারা উৎরেছে তাদের শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাস উঁচু মানের।

মে ২০, ১৯৬৭

…বারিয়েনতোস প্রেস কনফারেন্স-এ ছ্যব্রেকে খবর কাগজের লোকের মর্যাদা দিতে অস্বীকার করে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা আবার চালু করবার জন্যে কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব রাখবেন। প্রায় সমস্ত খবরকাগজের লোকেরা আর বিদেশীরা ছ্যব্রে সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করেছে। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে তিনি নিজের অবিশ্বাস্যকর বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এমন অযোগ্য একটা মানুষ কল্পনা করা যায় না।

মে ২৪, ১৯৬৭

…রেডিও খবর দিল ছ্যব্রের হেবিয়াস কর্পাস-এর আবেদন মঞ্জুর হবে না।…

মে ২৯, ১৯৬৭

…রেডিওতে লোরোর পালিয়ে যাবার খবর দিল।

মে ৩১, ১৯৬৭

...আর্মি যে ডেসপ্যাচ ইস্যু করেছে তাতে গতকাল একজন সেকেণ্ড লেফটেনাণ্ট ও এক সেনা নিহত হবার কথা স্বীকার করেছে, এবং আমাদের দিকের কয়েকজনকে 'মৃত' অবস্থায় দেখা গেছে বলে দাবি করেছে। আগামীকাল পাহাড়ের খোঁজে রেলরাস্তা পেরিয়ে যাব ঠিক করেছি।

মাসিক চুম্বক

...উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখছি: (১) মানিলা, লা পাজ আর জোয়াকুইন-এর সঙ্গে পুরোপুরি যোগাযোগ হারানো—তাতে গ্রুপের লোক কমে গিয়ে ২৫জনে এসে ঠেকেছে।

(২) যদিও আমাদের সম্পর্কে চাষীদের ভয় ভাঙছে, এবং আমরা তাদের শ্রদ্ধা অর্জন করছি, কিন্তু এসব সত্ত্বেও চাষীদের পুরোপুরি অসহযোগিতা চলেছে। ধীরে এগুতে হবে, ধৈর্য লাগবে।

(৩) পার্টি কোলে মারফত সহযোগিতা জানাচ্ছে, আপাতদৃষ্টিতে কোনো বাধ্যবাধকতা না রেখে।

(৪) ছাত্রের মামলা নিয়ে ক্রমাগত যে কলরব উঠছে তাতে ১০টা লড়াই জিতে যা হতো তার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের আন্দোলনকে শক্তি দিয়েছে।

(৫) গেরিলাদের শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাস ক্রমশঃ যে তুঙ্গীতে উঠছে, যার সুষ্ঠু পরিচালনা জয়লাভের একটি গ্যারান্টি।

(৬) আর্মি বিশৃঙ্খল অবস্থাতেই চলেছে এবং তাদের কলাকৌশলের বিশেষ কোনো উন্নতি হয়নি।...

জুন ২৫, ১৯৬৭

আর্জেণ্টাইন রেডিও খবর দিয়েছে হতাহতের সংখ্যা ৮৭, বলিভিয়ান সংবাদে অবশ্য সংখ্যা নিয়ে কোনো কিছু বলেনি (সিগলো নং ২০)। আমার হাঁপানি ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে, এখন আর ভালো করে ঘুমতে পাচ্ছি না।

জুন ২৬, ১৯৬৭

আজ আমার শোকের দিন। সবই ঠিক আছে মনে ভেবে ফ্লোরিডার রাস্তায় ওৎ পেতে বসবার জায়গায় ৫ জন লোককে বদলী হিসাবে পাঠানো হয়েছিল। হঠাৎ গুলির আওয়াজ। আমরা ঘোড়ায় চেপে তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে দেখি এক তাজ্জব ব্যাপার: নিস্তব্ধতার মধ্যে নদীর ধারে বালির ওপর রোদ্দুরের মধ্যে ৪ জন পল্টন মরে পড়ে আছে। শত্রুপক্ষের গতিবিধি না জানা থাকায় এদের অস্ত্রশস্ত্র গুলো আমরা নিতে পাচ্ছি না। তখন বেলা ৫টা, বন্দুক নেবার জন্যে আমাদের রাত্তির পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। মিগুয়েল একজন লোক পাঠিয়ে সতর্ক করলো যে, সে তার বাঁ দিকে গাছের ডাল ভাঙার শব্দ শুনেছে। আন্তনিও আর পাচোকে পাঠানো হলো, নির্দেশ দেওয়া হলো চোখে না দেখে যেন গুলি না চালায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গুলির আওয়াজ, যা অতি দ্রুত দু'পাশে ছড়িয়ে পড়লো, পিছু হটে যেতে বলা হলো; নইলে এ অবস্থায় আমরা মার খাবো। পিছু হটা হলো ঢিলে তালে, রিপোর্ট এলো দু'জন আহত হয়েছে: পোম্বোর পা জখম আর তুমার আঘাত তলপেটে। আমাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে অস্ত্রোপচারের জন্যে ওদের তাড়াতাড়ি আস্তানায় নিয়ে আসা হয়। পোম্বোর আঘাত সামান্যই···তুমার লিভার পিষে গিয়ে তলপেট ফুটো হয়ে গেছে। অপারেশনের সময় তুমা মারা গেল। গত কয়েক বছর আমার সে অভিন্ন সাথী, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কর্তব্যে অবিচল। পুত্রের মতই তুমার অভাব আমি সব সময় অনুভব করবো।···

জুন ২৯, ১৯৬৭

···পথে চলতে চলতে আমাদের বাহিনীর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হলো। দলে এখন আমরা ২৪ জন। আমাদের দলে চিনো-কে আমি আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করলাম। জীবনদানের তাৎপর্য বুঝিয়ে বললাম, যাকে আমি নিজের পুত্রের মত মনে করেছি সেই তুমাকে হারিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে কতটা শোক পেয়েছি। আত্ম-

বিশ্বাস, শৃঙ্খলার অভাব আর শ্লথগতির সমালোচনা করেছি। কথা দিয়েছি ওৎ পাতার জায়গায় যা ঘটে গেছে তার আর যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সে সম্পর্কে কিছু মূলনীতি শিখিয়ে দেব। নিয়মকানুন না মানায় অর্থহীন জীবনহানি হলো।

জুন ৩০, ১৯৬৭

…রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে বড় খবর আমি যে এখানে আছি সে সম্পর্কে ওভান্দো-র সরকারী ঘোষণা। এসব ছাড়াও তিনি বলেছেন, অতি সুশিক্ষিত গেরিলাদের সঙ্গে তাঁদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।…

মাসিক বিশ্লেষণ

‥খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যা লক্ষ্য করা যায় :

১। আগের মতই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থাই চলছে, তাতে এখন আমরা ২৪ জনে এসে ঠেকেছি, তার মধ্যে পোম্বো আহত, চলাফেরা সীমিত।

২। চাষীদের দলে টানার সমস্যাটা আগের মতই অনুভব করা যায়। এটা একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপার হয়ে আছে। এদের দলে ভেড়াতে গেলে জনবহুল জায়গাগুলোতে স্থায়ী লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, যা করতে হলে আরও লোকের দরকার।

(৩) গেরিলাদের কথা বেড়ে বেড়ে এখন রূপকথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এখন যেন অজেয় অতিমানব।

(৪) পার্টির সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থাও আমাদের ছিন্ন,যদিও পলিনো মারফৎ একটা চেষ্টা আমরা চালিয়েছি, সেটা সফলও হতে পারে।

(৫) তবে এখন জোর খবর, এখন অবশ্য আমাকে জড়িয়ে ব্যাপারটা হচ্ছে, যাতে গোটা আন্দোলনের নেতা হিসাবে আমার আবির্ভাব হয়েছে। সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গী কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় আমরা দেখবো। তাতে ব্যাপারটা ভালো না মন্দ হয় দেখতে হবে।

(৬) গেরিলাদের আত্মবিশ্বাস ও শৃঙ্খলা অটুট আছে, সংগ্রামের সঙ্কল্প ক্রমশ বাড়ছে। কিউবানরা সবাই লড়াইতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে, দলে দু'তিনজন বলিভিয়ানই যা কমজোরি।

(৭) সামরিক কর্মদক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে আমি আগের মতই বেকুব বলা চলে, কিন্তু চাষাদের মধ্যে ওরা যে ভাবে কাজ করছে, সেটা খাটো করে দেখলে চলবে না…

…আমাদের সবচেয়ে জরুরী কাজ হলো, লা পাজ-এর সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থা আবার তৈরি করা, সামরিক জিনিসপত্র এবং ওষুধপত্র নতুন করে পাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং সক্রিয় যোদ্ধার সংখ্যা ১০ থেকে ২৫-এ এসে ঠেকলেও, ৫০ থেকে ১০০ জনকে শহর থেকে এনে দলে ভেড়ানো।

জুলাই ১, ১৯৬৭

…বারিয়েনতোস এক প্রেস কনফারেন্স-এ স্বীকার করেছেন—আমি এখানে আছি, কিন্তু সেই সঙ্গে ভবিষ্যতবাণী করেছেন কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের ঝাড়ে বংশে নিশ্চিহ্ন করা হবে। সেই সঙ্গে যথারীতি গাড়োলের মত কথাবার্তা—আমাদের ইঁদুর, ভাইপার আখ্যা দিয়েছেন। এবং ফের বলেছেন দ্যব্রেকে তিনি শাস্তি দিতে চান।

জুলাই ৬, ১৯৬৭

…সুমাইপাতা পৌঁছে দু'জন অশ্বারোহীকে তারপর আমি পোস্টের চীফ লেফটেনান্ট ভাকাফ্লোরকে বন্দী করা হলো, এবং বলপূর্বক সার্জেন্টের কাছ থেকে তার সামরিক সঙ্কেত-শব্দ ছিনিয়ে নেওয়া হলো। বিদ্যুৎবেগে আক্রমণ চালিয়ে দশজন সেনাসহ আমি পোস্ট দখল করা হলো। একজন সেনা বাধা দিলে বেশ কিছুক্ষণ গুলি চালাচালি ও সংঘর্ষ হয়। ৫টি মাউজার আর ১টি জেড-বি-৩০ হস্তগত করা হলো এবং ১০ জন সেনাকে ট্রাকে চাপিয়ে সুমাইপাতা থেকে ১ কিলোমিটার দূরে নিয়ে গিয়ে দিগম্বর অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হলো।…

জুলাই ৮, ১৯৬৭

···যাতে চলতে পারি তার জন্যে নিজে নিজেই কয়েকবার ইনজেকশন নিলাম···

জুলাই ৯, ১৯৬৭

···রেডিও খবর দিল, কাতাভি ও সিগ্‌লো ২০-র শ্রমিকদের সঙ্গে কমিবল সংস্থার ১৪ দফা চুক্তি হয়েছে—তাতে বোঝা যাচ্ছে শ্রমিকদের ষোলআনা লোকসান হয়েছে।

জুলাই ১০, ১৯৬৭

···রেডিও সংবাদ দিল, এল্ দোরাদো অঞ্চলে গেরিলাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়ে গেছে···

··· অন্য দিকে, ছব্রে আর পেলাদো-র এজাহারগুলো ঠিক হয়নি। বিশেষ করে গেরিলাদের অন্তর্মহাদেশীয় অভিপ্রায় সম্পর্কে তাদের স্বীকারোক্তি, এটা ওদের করা উচিত হয়নি।

জুলাই ১৪, ১৯৬৭

···পি. আর. এ. এবং পি. এস. বি. বিপ্লবী ফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে গেছে, এবং কৃষকরা বারিয়েনতোসকে সতর্ক করে বলেছে তারা ফালাঞ্জ-এর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হবে। সরকার দ্রুত নানাভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ছে, ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের হাতে আরও শতখানেক লোক না থাকা বড়ই আফসোসের।

জুলাই ২২, ১৯৬৭

···বুস্তস্-এর স্ত্রী (পেলাও) যে এখানে আমাকে দেখেছে, সেকথা সে সমর্থন করেছে, তবে বলেছে বুস্তস্-র এখানে আসার উদ্দেশ্য ভিন্ন।

জুলাই ২৬, ১৯৬৭

···রাত্রে ২৬শে জুলাই দিনটির তাৎপর্য সম্পর্কে দু'চার কথা

বললাম। কয়েকজনের শাসনতন্ত্র আর বৈপ্লবিক অন্ধ বুলির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে। ফিদেল বলিভিয়ার কথা বলেছে।

জুলাই ২৭, ১৯৬৭

…আমার হাঁপানী আমাকে বড়ই ভোগাচ্ছে, আর ঐ জঘন্য ঘুমের বড়িগুলোও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

জুলাই ৩০, ১৯৬৭

…সঙ্গে সঙ্গে গুলি চলা শুরু হলো এবং পর মুহূর্তেই এক আহত সেনার এম-১ ও কার্তুজ বেল্ট নিয়ে মিগুয়েল এলো, সেই সঙ্গে খবর দিল যে, আবাপো-র দিকে ২১ জন গেছে আর ১৫০ জন গেছে মোরোকো-র দিকে।

…আমি যখন কোকোকে যেখানে রাখা হয়েছিল সেই উচ্চতায় পৌঁছোচ্ছি, ওরা এসে খবর দিল লড়াইতে যারা বেঁচেছে তারা সবাই ফিরে এসেছে—রাউল মারা গেছে আর রিকার্দো ও পাচো আহত হয়েছে।

…পাচোর আঘাতটা ওপর ওপর…কিন্তু রিকার্দো আহত হয়েছে মারাত্মক এবং শেষ প্লাজামা যেটুকু উইলির ন্যাপস্যাক-এ ছিল তাও খোয়া গেছে। রাত ১০টায় রিকার্দো মারা গেল…

জুলাই ৩১, ১৯৬৭

…রাত্রে আমাদের লড়াইয়ের ভুলভ্রান্তি বিশ্লেষণ করি: (১) ক্যাম্পের জায়গাটা খুব খারাপ ছিল। (২) সময়ের অপব্যবহার করায় আমাদের ওপর গুলি চালানোর ওরা সুযোগ পেয়েছে। (৩) অতিরিক্ত আস্থা থাকার দরুণ আহত হলো রিকার্দো, তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে রাউল জখম হলো। (৪) সমস্ত জিনিসপত্র উদ্ধার করবার ব্যাপারে দৃঢ়তার অভাব, ১১টি ন্যাপস্যাক খোয়া গেছে, যাতে ওষুধপত্র, দূরবীণ, টেপ রেকর্ডার-এর মত জিনিষ ছিল, মানিলার কাছ থেকে আসা বার্তাগুলোও যাতে তুলে

রাখা হয়েছিল। আমার নিজের মন্তব্যসহ ছাত্রের বই, ট্রটস্কির একখানা বই···।

···কিউবান গ্রুপের মধ্যে রিকার্দোর মধ্যেই ছিল সবচেয়ে শৃঙ্খলার অভাব এবং দৈনন্দিন আত্মত্যাগ করার মত চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল না, কিন্তু সে ছিল অসাধারণ যোদ্ধা—এবং কঙ্গোর সেগুন্দোর সেই প্রথম ব্যর্থতা থেকে আজ এখানেও সে প্রতিটি অভিযানের পুরোনো কমরেড। তার মত গুণীকে হারানো আর একটা ক্ষতি। আমরা এখন ২২ জন, দু'জন আহত—পাচো আর পোম্বো, আর আমি—হাঁপানী পুরো দমে পেয়ে বসেছে।

মাসিক বিশ্লেষণ

গতমাসের মতই প্রতিকূল অবস্থা একই নিয়মে চলেছে: যেমন, জোয়াকুইন বা বাইরের সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থা অসম্ভব হয়ে উঠেছে আর চলেছে লোকক্ষয়। এখন আমাদের ২২ জন, আমাকে নিয়ে তিন জন পঙ্গু, তাতে আমাদের গতিবেগ হ্রাস পেয়েছে। সুমাইপাতা দখল করা ধরে মোট তিনটে লড়াই করেছি, আর্মির ৭ জন নিহত ও ১০ জন আহত···

আমরা হারিয়েছি দু'জনকে আর একজন আহত।

অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার যা লক্ষ্য করছি:

১। পূর্বের মতই যোগাযোগব্যবস্থার একান্ত অভাব।

২। চাষীদের দলে টানার ব্যর্থতা আগের মতই অনুভব করা যাচ্ছে। অবশ্য পূর্বপরিচিত কৃষকরা আমাদের যে ভাবে গ্রহণ করেছে তাতে কিছু আশার আলো লক্ষ্য করা যায়।

৩। গেরিলাদের কাহিনী নিয়ে মহাদেশব্যাপী হৈ চৈ চলছে। ওনুগানিয়া তার বর্ডার বন্ধ করে দিয়েছে, পেরু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

৪। পলিনোর মাধ্যমে যোগাযোগ করবার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

৫। প্রতিটি সংঘর্ষের মধ্যে গেরিলাদের দৃঢ় মনোবল ও লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা বাড়ছে। কাম্বা আর চাপাকো এখনও দুর্বল।

৬। আর্মি কোনোরকমে অবস্থা ঠেকা দিয়ে রেখেছে, কিন্তু ওদের মধ্যে কয়েকটা ইউনিট বেশ লড়ে।

৭। সরকারের রাজনৈতিক সঙ্কট বাড়ছে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছোটখাটো ঋণ দিচ্ছে—তাতে বলিভিয়ান মানে যথেষ্ট সাহায্য হচ্ছে, যাতে অসন্তোষ প্রশমিত হচ্ছে।

সব চেয়ে বড় কর্তব্য: যোগাযোগব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, লড়াই করবার লোক আর ওষুধপত্র জোগাড় করা।

আগস্ট ২, ১৯৬৭

……হাঁপানি আমাকে জব্বর কাবু করেছে, হাঁপানির শেষ প্রতিষেধক ইনজেকশন আমার ফুরিয়ে গেছে। এখন শুধু দশ দিনের মত বড়ি সম্বল।

আগস্ট ৩, ১৯৬৭

…দিন-রাত্রি আমাকে খুবই ভুগিয়েছে, শীঘ্রই যে সেরে উঠবো তার কোনো লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি না। ইণ্টারভেনাস ইনজেকশন নোভোকেন নিয়েছিলাম—কাজের হলো না।

আগস্ট ৪, ১৯৬৭

…আমার হাঁপানি একটু কমেছে।

আগস্ট ৫, ১৯৬৭

…আমার হাঁপানি আর কমবে না। বিভক্ত হয়ে যেতে চাই না, তবু একটা গ্রুপকে আমাকে সামনে পাঠাতেই হবে।....

আগস্ট ৬, ১৯৬৭

…ইন্তি, চাপাকো আর আমি এই দিনটা নিয়ে দু'চার কথা বললাম—আজ বলিভিয়ার স্বাধীনতা দিবস।

আগস্ট ৭, ১৯৬৭

…আমাদের আসা ও গেরিলাদল গঠন করার পুরোপুরি ন' মাস আজ পূর্ণ হলো। প্রথম ছ'মাসে দু'জন মারা গেছে, একজন ফেরার আর দু'জন আহত; আমার হাঁপানিটা যে কী ভাবে কমাবো, বুঝতে পাচ্ছি না।

আগস্ট ৮, ১৯৬৭

…রাত্রে সবাইকে একত্রিত করে তাদের কাছে আমার এই বক্তব্য রাখলাম: আমরা দুরবস্থার মধ্যে চলেছি, পোম্বো কিছুটা আজ ভাল কিন্তু আমি নিতান্তই মরা মানুষ, এবং ঐ ছোট, ঘোটকীর ব্যাপারে প্রমাণ হয়েছে সময় সময় আমি নিজের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলি, এটা শোধরাতে হবে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সবাইকেই সমান দায়িত্ব নিতে হবে, যদি কেউ অনুভব করে যে, সে পেরে উঠবে না, তবে তার বলা উচিত। এটা এমন একটা সময় যখন চরম সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই ধরনের সংগ্রামে মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বে উঠে শুধু বিপ্লবী হতে সাহায্য করে না, এই সংগ্রাম নিজেদের পরিপূর্ণ মানুষ হবার পর্যায়ে উন্নীত করে।

এই দুই স্তরের একটাতেও যে পৌঁছাতে অপারগ সে কবুল করুক এবং এই সংগ্রাম ত্যাগ করুক। কিউবানরা সবাই ও বলিভিয়ানদের মধ্যে কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো।

…আরও বিপ্লবী হতে হবে এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

আগস্ট ১২, ১৯৬৭

…আমার হাঁপানি কিছুটা কমেছে। বারিয়েনতোস ঘোষণা করে বলেছেন, গেরিলারা সম্পূর্ণ হীনবল এবং তিনি কিউবা আক্রমণ করবেন বলে আবার বলেছেন। তাঁর পাঁঠামো আগের মতই নিরেট আছে।

রেডিও খবরে সংবাদ দিচ্ছে মস্তেয়াগুদোর কাছে একটা সংঘর্ষে

আমাদের দলের একজন নিহত হয়েছে : তারাতা অঞ্চলের আন্তনিও ফারনেনদেজ। মনে হয় পেদ্রোর ওটা আসল নাম, সে তারাতা থেকেই এসেছে।

আগষ্ট, ১৪, ১৯৬৭

…ওরা সব রকম দলিলপত্র ও সমস্ত রকম ফটোগ্রাফ নিয়ে গেছে। আমাদের ওপর এ পর্যন্ত ওদের এটাই হলো চরম আঘাত; কেউ বলেছে, কিন্তু কে? সেটাই আমরা বুঝতে পাচ্ছি না।

আগস্ট ১৫, ১৯৬৭

…সান্তা ক্রুজ রেডিও ব্রডকাস্টিং স্টেশন থেকে বলা হলো ময়ুপম্পা গ্রুপের দু'জন লোককে আর্মি গ্রেপ্তার করেছে। এটা যে জোয়াকুইন গ্রুপ তাতে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই এদেরকে খুব নিগ্রহ করা হয়েছে, তাতেই দুই বন্দী কথা ফাঁস করেছে।…

আগস্ট ১৭, ১৯৬৭

…রেডিও প্রচার করলো তারা দলিলপত্র হাজির করবে ও নাকাহুয়াসু-র ৪টে গুহার প্রমাণ দেখাবে, এতে বোঝা যাচ্ছে বানর গুহাও ওরা টের পেয়েছে। চারদিকের এই পরিস্থিতির মধ্যে দেখছি আমার হাঁপানি অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহার করছে।…

আগস্ট ১৯, ১৯৬৭

…সব খবরই দ্যব্রেকে ঘিরে। অন্যদের সম্পর্কে কিছুই বলা হলো না। বেনিগ্‌নো-র কাছ থেকে কোনো খবর নেই, তার এখানে এসে যাওয়া উচিত ছিল।

আগস্ট ২০, ১৯৬৭

…রেডিও প্রচার করলো, সুক্রি-র ৮৫ কিলোমিটার দূরে গেরিলাদের দেখা গেছে।

আগস্ট ২৩, ১৯৬৭

…রেডিওতে বললো ছব্রে মামলা যা স্থগিত ছিল তা সেপ্টেম্বরে উঠবে।

মাসিক চুম্বক

যুদ্ধ শুরু হবার পর নিঃসন্দেহে এ মাসটাই সবচেয়ে খারাপ মাস। দলিলপত্র ও ওষুধে পূর্ণ গুহাগুলো হারানো এক প্রচণ্ড আঘাত, যার মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়েছে আরও বেশি। মাসের শেষে দু'জন মানুষ হারানো, ও পরবর্তী যাত্রাপথে শুধু ঘোড়ার মাংস খাওয়ায় লোকেদের হতাশা এনে দিয়েছে।…

…অতি প্রয়োজনীয় যা লক্ষ্য করা যাচ্ছে :

(১) সমস্ত রকম যোগাযোগহীন অবস্থায় আমরা চলেছি এবং আগামী দিনে সংযোগ স্থাপনের ক্ষীণতম আশাও দেখা যাচ্ছে না।

(২) চাষীদের দলে টানতে না পেরেও আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।…

(৩) লড়াইয়ের দৃঢ়তা একটু কমজোরী, মনে হয় এটা সাময়িক।

(৪) আর্মির কর্মদক্ষতা বা সংগ্রামদক্ষতার উন্নতি হয়নি।

…বিপ্লবী ও সামরিক কর্মী হিসাবে ইন্তি আর কোকো আগের চেয়েও নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে এটা খেয়াল রাখা দরকার।

সেপ্টেম্বর ২, ১৯৬৭

…রেডিওতে আমরা বেসুরো সংবাদ পেলাম, জোয়াকুইন নামে এক কিউবান পরিচালিত দশজনের একটি ইউনিট কামিরি অঞ্চলে নাকি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। অবশ্য সংবাদটি ভয়েস অব আমেরিকা দিচ্ছে, স্থানীয় স্টেশনগুলো এ সম্পর্কে কিছু বলেনি।

সেপ্টেম্বর ৩, ১৯৬৭

…এবারও ভয়েস অব আমেরিকা সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের সংবাদ দিচ্ছে। আরও বলছে, দশজনের গ্রুপে একমাত্র যোশ কারিল্লো প্রাণে রক্ষা পেয়েছে।…

সেপ্টেম্বর ৪, ১৯৬৭

···রেডিও খবরে বলে ভাদো দেল ইয়েসো-তে নতুন এক সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছে, ১০ জনের গ্রুপটি যেখানে নিশ্চিহ্ন হয়, তার কাছাকাছি। তাতে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে জোয়াকুইন সম্পর্কে যা রটেছে সব বাজে কথা।···

সেপ্টেম্বর ৭, ১৯৬৭

সামান্য রাস্তা। মাত্র একটা জায়গায় নদী হেঁটে পার হতে হলো, তারপরেই পথ দুর্গম, সামনে খাড়াই পাহাড়। মিগুয়েল তাই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে বলে ওখানেই ক্যাম্প করা স্থির করে। আগামীকাল ভালরকম অভিযান শুরু করা যাবে। এখন অবস্থা দাঁড়ালো এই রকম: ক্যাম্পে পৌছে যাওয়া সত্ত্বেও আমিই যে দলের প্রধান একথা রেডিওতে প্রচারিত হলেও আকাশ থেকে এদিকে আমাদের গতিবিধি তালাশ করা হচ্ছে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে: ওরা কী ভয় পাচ্ছে? মনে হয় না। পাহাড়ে ওঠাটা কী ওরা অসম্ভব মনে করে?···

···যোশ কারিল্লো (পাকো) গুরুত্বপূর্ণ খবর ফাঁস করেছে বলে রেডিও খবর দিচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী শাস্তি ওকে দেওয়া উচিত। পাকো ছত্রে সম্পর্কে যে সব অভিযোগ তুলেছে তার জবাবে ছত্রে বলেছে, তাকে রাইফেল নিয়ে দেখা গেছে, তার কারণ মাঝে মাঝে সে শিকারে যেত। রেডিও ক্রুজ দেল স্যুর ঘোষণা করেছে, গেরিলা যোদ্ধা তানিয়ার মৃতদেহ রিও গ্রাঁদে-র ধারে পাওয়া গেছে। নিগ্রো-র খবরের মতই এ খবরটার মধ্যেও কোনো সত্য নেই। এই রেডিও ব্রডকাস্টিং স্টেশন বলছে তানিয়ার লাশ সান্তা ক্রুজ নিয়ে যাওয়া হয়েছে,—কিন্তু আলতিপ্লানোর সংবাদে এ কথা বলছে না।

···জুলিও র সঙ্গে কথা হলো। সে বেশ ভালই আছে কিন্তু যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা ও জনগণের অসহযোগিতার কথা তুলে দুঃখ করছিল।

সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৬৭

···বুদাপেস্তের এক দৈনিকে চে গুয়েভারা-কে করুণা-উদ্রেককর ও এক কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি আখ্যা দিয়ে সমালোচনা করেছে। চিলির পার্টির মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করে বলেছে, বাস্তবের সামনে ঐ পার্টি ব্যবহারিক প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখিয়েছি।···

সেপ্টেম্বর ১১ ১৯৬৭

সকালেই রেডিও খবর দিল, বারিয়েনতোস দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে বহুদিন আগেই আমি মারা গেছি এবং যাবতীয় সবকিছুই প্রচার। রাত্রে বলা হলো, খবর দিয়ে আমাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরিয়ে দিতে যে সাহায্য করবে তাকে ৫০,০০০ (যুক্তরাষ্ট্রীয় ৪,২০০) ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।

···পাবলিতোর সঙ্গে আমি অনেকক্ষণ কথা বললাম। অন্য সকলের মতই সংযোগ বিচ্ছিন্নতায় সে চিন্তিত এবং তার কথা হলো শহরের সঙ্গে সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠাই আমাদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত।···

সেপ্টেম্বর ১২, ১৯৬৭

বারিয়েনতোস-এর ঘোষণায় খানিকটা সাড়া পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। যাই হোক, একজন দয়ালু সংবাদপত্রের লোক মন্তব্য করেছেন, আমার মত একজন বিপজ্জনক ব্যক্তির ব্যাপারে ৪,২০০ যুক্তরাষ্ট্রীয় ডলার নিতান্তই অতি তুচ্ছ অঙ্ক।···

সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৬৭

এবার আমরা আরও কিছুটা পথ পাড়ি দিলাম ; ৫-৬ কিলোমিটার হবে, কিন্তু লা পেস্‌কা নদীতে পৌঁছোতে পারলাম না। জানোয়ার-গুলোকে নিয়ে দু'বার নদী পেরোতে হলো, একটা খচ্চর কিছুতেই নদী পেরোবে না। আরও একবার নদী পেরোনো আছে—আমাদের খোঁজ করতে হবে, খচ্চরগুলো পার হতে পারবে কি না।

রেডিওতে লোয়োলো গ্রেপ্তার হবার খবর দিল।···

সেপ্টেম্বর ১৭, ১৯৬৭

···পাবলিতো-র জন্যে আজ কিছুটা ভাত রান্না হলো কারণ আজ সে বাইশ বছর বয়সে পা দিল। গেরিলাদের মধ্যে ওই সবচেয়ে তরুণ।

সেপ্টেম্বর ২২, ১৯৬৭

কেন্দ্রীয় বাহিনীর আমরা সবাই যখন আলতো সেকো পৌঁছোলাম, দেখলাম মেয়র আগের দিনই আমরা যে ধারে কাছে আছি সেকথা জানাতে গেছে। ওর দোকানের সমস্ত কিছু তুলে নিয়ে আমরা তার বদলা নিলাম।···রাত্রে স্থানীয় স্কুলে (১ম ও ২য় গ্রেড) বিস্ময়-বিহ্বল নির্বাক জনাপনের চাষীর জমায়েতে ইন্তি ছোট একটা বক্তৃতা দিল। তাতে আমাদের বৈপ্লবিক সুযোগ-সুবিধের কথা বলা হলো। একমাত্র মাস্টারই ইন্তির কথায় বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলো, আমরা শহর অঞ্চলেও লড়াই চালাবো কি না। লোকটি একজন ধূর্ত চাষা ও ছেলেমানুষী অকপট উকিলপণাও চরিত্রে মিশে আছে। সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করলো। একটা বড় গোছের ছেলে আমাদের পথপ্রদর্শক হতে চাইলো এবং মাস্টারমশাই সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে বললো, সবাই ওকে শেয়ালপণ্ডিত বলে জানে। রাত দেড়টায় বেরিয়ে আমরা সান্তা এলেনা-য় সকাল ১০টায় পৌঁছোলাম।

বারিয়েনতোস ও ওভান্দো প্রেস কনফারেন্সে দলিলপত্র থেকে যাবতীয় প্রমাণ পেশ করে বলেছেন, জোয়াকুইন গ্রুপ নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২৬, ১৯৬৭

···বেলা তখন দেড়টা হবে, আমি যখন পাহাড়ের চুড়োয় উঠতে যাচ্ছি তখন পাহাড়ের সমতল অংশের চারদিক থেকে গুলির আওয়াজ— মনে হলো আমাদের লোকেরা চোরাগোপ্তা আক্রমণের মুখে পড়েছে। ছোট শহরটাতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুললাম, দলের জীবিত গেরিলা

সঙ্গীদের জন্যে অপেক্ষা করি ও সেই সঙ্গে বেরিয়ে যাবার জন্যে রিও গ্রাঁদে-তে গিয়ে পড়বার একটা রাস্তা ঠিক করে রাখলাম। অল্পক্ষণ পরেই বেনিগ্নো আহত অবস্থায় এলো। তারপর এলো এ্যানিসেতো আর পাবলিতো। শেষের জনের পায়ের পাতার অবস্থা কাহিল। মিগুয়েল, কোকো আর জুলিও মারা পড়েছে আর কাম্বা তার ন্যাপস্যাক রেখে পালিয়েছে।

....আর চলা অসম্ভব, রাত বারোটা নাগাদ আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

সেপ্টেম্বর ২৭, ১৯৬৭

···সকাল বেলায় দেখি এক দল সেনা কাছের পাহাড়টাতে উঠছে। সূর্যের আলোতে তারা ঝিকমিক করছিলো। পরে, দুপুরের দিকে এখান সেখান থেকে বিক্ষিপ্ত গুলিবর্ষণের আওয়াজ শোনা গেল এবং সেই সঙ্গে সামান্য কয়েকটা শেল ফাটার আওয়াজ—তারপর চীৎকার শোনা যায়, 'ঐ তো ওখানে,' 'বেরিয়ে আয় শালা,' 'বেরিয়ে আসবি কিনা বল'—সেই সঙ্গে কিছু গুলি চললো। আমরা বুঝলাম না লোকটার ভাগ্যে কী ঘটেছে—আমরা ভাবলাম লোকটা হয়তো কাম্বা হতে পারে।

....এবারে আমাদের ক্ষতি সাংঘাতিক ; কোকোকে হারানোই চরম ক্ষতি, কিন্তু মিগুয়েল ও জুলিও ছিল তুখোড় যোদ্ধা এবং মানবিকতার বিচারে এই তিনজনের প্রশংসার ভাষা নেই।....

সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯৬৭

—রেডিও খবর দিল কোকো-র লাশ সনাক্ত করা হয়েছে কিন্তু জুলিও সম্পর্কে উল্টোপাল্টা বলছে। মিগুয়েলকে ওরা আন্তেনিও-র সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে···শুরুতে আমার নিহত হবার খবর প্রচার করলেও পরে সে খবর তারা ফিরিয়ে নেয়।

সেপ্টেম্বর ২৯, ১৯৬৭

উদ্বেগে পূর্ণ আর একটা দিন।....

সেপ্টেম্বর ৩০ ১৯৬৭,

দুশ্চিন্তায় আকীর্ণ আর একটা দিন। সকালে চিলির রেডিও বালমাসেদা ঘোষণা করে, আর্মির উঁচুমহল বলেছে গভীর জঙ্গলময় গিরিসঙ্কটে চে গুয়েভারাকে তারা চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। স্থানীয় ব্রডকাস্টিং স্টেশনগুলো নীরব।···

মাসিক বিশ্লেষণ

এই মাসটায় আমরা আমাদের অবস্থা শুধরে নিতে পারতাম, প্রায় হচ্ছিলোও, এমন সময় মিগুয়েল, কোকো আর জুলিও অতর্কিত আক্রমণের মুখে পড়ায় সব কিছু মাটি করে দিল—ভয়াবহ দুর্বিপাকে পড়েছি, ওদিকে লিয়ঁকে খোয়াতে হয়েছে। কাম্বার দিক দিয়ে হয়েছে পুরোপুরি লাভ।

···গতমাসের মতই এ মাসের একই বৈশিষ্ট, শুধু দেখা যাচ্ছে সেনারা আগের চেয়ে ভালো লড়ছে আর সাধারণ চাষীমহল আমাদের কোনরকম সাহায্য করছে না, উপরন্তু তারা টিকটিকির কাজ করছে।

এখন সবচেয়ে বড় কাজ হলো, এখান থেকে, সরে গিয়ে এর চেয়ে নিরাপদ অঞ্চলের সন্ধান করা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, যদিও লা পাজ-এর পুরো সংগঠনের সমস্ত কিছু সাংঘাতিক বিশ্রী রকম ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে—এখানেও ওরা আমাদের বড় রকমের আঘাত দিয়েছে। বাদবাকি দলের লোকদের মনোবল ভালই আছে। উইলি-কেই শুধু আমার সন্দেহ হয়, ওর সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। নইলে কোনো সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে নিজে থেকেই সরে পড়বার চেষ্টা সে করতে পারে।

অক্টোবর ১, ১৯৬৭

মাসের প্রথম দিনটা অতিবাহিত হয়, নতুন কিছুই ঘটে না।

···নতুন কোনো খবর নেই।

অক্টোবর ৩, ১৯৬৭

…রেডিওতে দুই বন্দীর কথা ঘোষণা করা হলো: অন্তনিও দমিনগুয়েজ ফ্লোরেস (লিঁয়) আর ওরলান্দো জিমেনেজ বাজান (কাম্বা), পরের জন আর্মির সঙ্গে লড়াই করেছে বলে স্বীকার করেছে, পহেলা নম্বর জানিয়েছে, প্রেসিডেন্টের কথায় বিশ্বাস করেই সে আত্ম-সমর্পণ করেছে। ফার্নেন্দো সম্পর্কে দু'জনেই বিস্তর খবর দিয়েছে, তার অসুস্থতার কথা ও সবকিছুই……দুই বীর গেরিলার কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি।

ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা শোনা গেল, একজন ছাত্র প্ররোচনাকারী ছাত্রের সামনে এলে সে অসাধারণ শৌর্যের পরিচয় দেয়।

অক্টোবর ৪, ১৯৬৭

....রেডিও ঘোষণায় বলা হলো চতুর্থ ডিভিশন জেনারেল স্টাফের অগ্রবর্তী ঘাঁটি লাগুনিলাস থেকে পাদিল্লাতে বদল করা হয়েছে, যাতে সেরানো জোনের ওপর ভালরকম দৃষ্টি দেওয়া চলে। মনে করছে গেরিলারা ঐ পথেই পালাতে চেষ্টা করবে। তা'ছাড়া মন্তব্য করা হলো, আমি যদি চতুর্থ ডিভিশনের সেনাদের হাতে ধরা পড়ি তাহলে আমার কামিরিতে বিচার হবে, অষ্টম ডিভিশনের হাতে পড়লে আমার বিচার হবে সান্তা ক্রুজে।

অক্টোবর ৭, ১৯৬৭

এগারো মাস আগে গেরিলাবাহিনী গড়া হয়েছিল, দিনটা কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই চলছিল,…বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ এক বুড়ি ছাগল চরাতে চরাতে আমাদের গিরিসঙ্কটে যেখানে আমরা আস্তানা গেড়েছি সেখানে এসে হাজির। বুড়িটাকে আটকাতেই হলো। এই স্ত্রীলোকটি সেনাদের সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য কোন খবরই দিল না। বললো সে কিছুই জানে না, কারণ ওদিকে সে গিয়েছিল অনেকদিন আগে।

সে শুধু রাস্তাঘাটের খবর দিল; এবং তার কথামত মনে হয়, আমরা হিগুয়েরা থেকে প্রায় এক লীগ দূরে আছি, এবং জাগুয়ে-ও হবে এক লীগ আর পুকারা থেকে দূরত্ব হবে প্রায় দুই লীগ। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ইন্তি, এ্যানিসেতো আর পাবলিতো বুড়ির বাড়ি গেল, সেখানে তার দুই মেয়ে থাকে—একজন পঙ্গু এবং অপরজন আধা বামন।

বুড়িকে পঞ্চাশ পেসো দিয়ে বলা হলো সে যেন একটা কথাও না বলে, কিন্তু সে যে কথা রাখবে তা আদৌ বিশ্বাস হয় না। আমরা ১৭ জন নিস্তেজ চাঁদের আলোতে হেঁটে চলি। বড় ক্লান্তিকর যাত্রা-পথ।......

কামিরিতেই থেকে যেতে হলো।

বলিভিয়ার রাজনৈতিক উত্তাপ এখন রেজি দ্যব্রে-র মামলাকে ঘিরে কামিরিতে কেন্দ্রীভূত। সামরিক নিষেধাজ্ঞা অপেক্ষাকৃত শিথিল। সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের সম্পর্কে প্রতি পদক্ষেপে স্থূল চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে সমস্ত আবেদন-নিবেদন সবলে নাকচ করবার অভ্যস্ত কায়দা-কানুন আগের মত কার্যকরী হচ্ছে না। তাতে নিউজম্যানদের হয়রাণী কমেছে। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের গুমট ভাব অপেক্ষাকৃত কিছুটা হাল্কা হয়েছে বলা চলে।

মিঃ রাইনগোল্ড এখন কামিরি-তে। 'প্যালেসিও ফুয়েমাদো' ভবনে সামরিক ট্রাইবুনালের সামনে রেজি দ্যব্রের বিচার শুরু হয়েছে। সামরিক বিভাগের ফরিয়াদী নিযুক্ত হয়েছেন কর্নেল রেম্বার্তো ইরিআর্থি। ওয়ার কাউন্সিলের সভাপতি ইফরেন্ গুয়াচাল্লা নির্বাচিত হয়েছেন। মামলা পরিচালনায় ট্রাইবুনালে চার জন কর্নেলও নিযুক্ত আছেন।

বলিভিয়ার সরকারী প্রেস ও মার্কিন দু'চারজন প্রেস প্রতিনিধি ছাড়া বিচারসভার দরজা রুদ্ধ। কোনো কারণেই এ গোপনীয়তা শিথিল করা হবে না।

মিঃ রাইনগোল্ড আমাকে কথা দিয়েছেন তিনি আমার অনুমতিপত্র জোগাড় করে দেবেন। তবে আমি যেন কোনো দায়িত্বহীন মন্তব্য না করি। দ্যব্রে-কে যখন নিতান্তই খুনে ডাকাত হিসাবে আটক করা হয়েছে, গেরিলা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, সেখানে স্থানীয় ফৌজদারী আদালতের সাহায্য না নিয়ে সামরিক ট্রাইবুনালে এই মামলার বিচার হবে কেন? এ ধরনের প্রশ্ন বা মন্তব্য থেকে আমি যেন বিরত

থাকি, একথা মিঃ রাইনগোল্ড মনে করিয়ে দেন। ফরাসী এক প্রেস-প্রতিনিধি সাম্প্রতিক বলিভিয়া থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তাঁর 'অপারেশন কামিরি' সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা এখানকার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়ায়নি। সামরিক ট্রাইবুনালের সামনে হ্যব্রের বিচারকে তিনি প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও বলিভিয়ার শাসনযন্ত্রের পরিপূর্ণ দেউলেপনা বলে উল্লেখ করেছেন। মার্কিন দূতাবাসকে এই ঘৃণ্য বিচারসভার অন্যতম আবিষ্কারক আখ্যা দিয়ে প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন—'the armored truck transporting the prisoners between the Court house and their respective prisons was a gift to the Bolivian Government received under 'Point Four' of U. S. foreign aid.'

হ্যব্রের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ এখনও প্রমাণ হয়নি। কিন্তু শাস্তির মেয়াদ সম্পর্কে স্থানীয় প্রেস এখনই জল্পনা-কল্পনা শুরু করেছে। বলিভিয়ার প্রেস হ্যব্রের ওপর প্রচণ্ড এক মানসিক চাপ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে। হ্যব্রে এখন আর পূর্বের মত তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সঙ্গে একমত নন বলে প্রচণ্ড প্রচারে নেমেছে। এমন কী চে গুয়েভারা সম্পর্কে তিনি গুরুতর বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বলে সরকারী মুখপাত্র দাবি করে।

লা পাজ-এর দেশী বিদেশী পুরো প্রেস এখন কামিরিতে। সপ্তাহের ডেসপ্যাচ তৈরি করে পাঠানোর আগে জুলিও মনদেজকে শোনাচ্ছিলাম। এমন সময় এসোসিয়েট প্রেসের মিঃ ফিশেল ফোনে জরুরী তলব করলেন।

নিতান্তই সকা[illegible] আসলে আমাদের ঠকতে হতো। ঘর জমজমাট। অনেকেই উপস্থিত। ভারী একটা রেডিও ট্রান্সমিটার নিয়ে মিঃ ফিশেল হিমসিম খাচ্ছেন। দু'তিনটে খোলা টেপ রেকর্ডার। মেঝের কার্পেটে কতগুলো স্পুল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। রেডিও ট্রান্সমিটারে বহু পরিচিত ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীত মাঝে মাঝে ধরা পড়ছে আবার তীব্র যান্ত্রিক গোলযোগের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে।

আমি প্রথমে ভেবেছি পিকিং ধরবার চেষ্টা চলেছে। মিঃ ফিশেলের এত ব্যস্ততার তাই খুব একটা যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পরে শুনলাম হাভানার প্লাজা ছ লা রেভুলেশিয়ান-এ মেজর আর্নেস্তো চে গুয়েভারার স্মরণে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ফিদেল কাস্ত্রোর ভাষণ গুয়ান্তানামো মার্কিন ঘাঁটি থেকে চোরাপথে প্রেরিত হচ্ছে। মিঃ ফিশেল তাই ধরতে চেষ্টা করছেন।

যান্ত্রিক গোলযোগ থামে না। অপর একটা শক্তিশালী ট্রান্সমিটার ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি করে। বেশ কিছুক্ষণ কসরৎ করবার পর অবাঞ্ছিত যান্ত্রিক আওয়াজ সরে যায়। ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীতে ছেদ পড়ে না। থেমে থেমে বিপ্ বিপ্ শব্দ আগে যেমন বাড়তে বাড়তে সমস্ত কিছু ঢেকে দিচ্ছিলো, এবার তার তীব্রতা কমে এলো অনেকখানি।

সঙ্গীত আরও কিছুক্ষণ চলে। তারপর সামান্য বিরতি। তারপর ফিদেল কাস্ত্রোর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—বিপ্লবী কমরেডস্!

মিঃ ফিশেল এক গাল হেসে নিজের আসনে ফিরে আসেন। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে টেপ রেকর্ডারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ছ'টি পৃথক টেপ রেকর্ডারে ফিদেল কাস্ত্রোর বক্তৃতা টেপ হতে থাকে।

ফিদেল কাস্ত্রোর কণ্ঠস্বর এবার স্পষ্ট শোনা যায়:

১৯৫৫ সালের জুলাই বা আগস্টে চে-র সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। একদিন রাত্রে—যে কথা চে লিখেছেন, তিনি আমাদের গ্রাণমা-র ভবিষ্যত অভিযানের একজন হয়ে যান। সে সময় অভিযানের প্রস্তুতি হিসাবে কোনো জাহাজ, অস্ত্র ও সেনা আমাদের ছিল না। তবু ঐ সময় রাউল ও চে গ্রাণমা অভিযানের তালিকায় প্রথম ছ'জন নির্বাচিত হয়। বার বছর অতিক্রান্ত। এই বার বছর অনেক সংগ্রাম ও ঐতিহাসিক গুরুত্বে পূর্ণ। এই সময়ের মধ্যে অনেক সাহসী ও অমূল্য জীবন আমরা হারিয়েছি, সেই সঙ্গে অসাধারণ মানুষের দেখাও আমরা পেয়েছি। বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বহু মানুষের মধ্যে থেকে তাঁরা এসেছেন।

আজ তাঁর প্রতি আমাদের কিছুটা অনুভূতি প্রকাশ করতে আমরা একত্রিত হয়েছি। সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়, অতিশয় প্রিয়, বিপ্লবী কমরেডদের

মধ্যে নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সবচেয়ে অসাধারণ। তাঁর প্রতি আমরা আমাদের সহৃদয়তা জানাই। যে বীর সন্তানেরা তাঁর সঙ্গে লড়াই করে জীবন দিয়েছেন, তাঁর আন্তর্জাতিক আর্মি যে মহৎ ও অতুলনীয় ঐতিহাসিক কাব্য সৃষ্টি করেছে তার প্রতি আমরা আমাদের অনুভূতি জানাতে এসেছি।

চে ছিলেন এমন একজন, যাঁর ব্যক্তিত্ব, স্বকীয়তা ও অন্যান্য গুণাগুণ বা অনুপম নৈতিক উৎকর্ষতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকলেও শুধু তাঁর সরল চিত্ত, চরিত্র, স্বাভাবিক ব্যবহার ও তাঁর প্রকৃত কমরেড চরিত্র সঙ্গে সঙ্গে একজনের ভাল লেগে যায়।

প্রথমে তিনি আমাদের ট্রুপের ডাক্তার ছিলেন। সেই থেকেই আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন, পরস্পরের প্রাণবন্ত অনুভূতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর অদমনীয় উৎসাহ ও ঘৃণা ছিল। সেটা শুধু যে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ক্রমেই বেড়েছে সে কারণে শুধু নয়, কারণ গুয়াতেমালায় ভাড়াটে সেনা নামিয়ে বিপ্লব বানচাল করতে ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

চে-র কাছে বহু যুক্তি খাড়া করতে হয়নি। অস্ত্র হাতে নেওয়া সংগ্রামে অবিচল মানুষ তিনি ঠিক চিনেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন এরা প্রকৃত বিপ্লবী ও স্বদেশভক্তিতে আদর্শস্বরূপ। এই যথেষ্ট। তাই ১৯৫৬ সালের নভেম্বরের শেষে একদিন আমাদের সঙ্গে কিউবা অভিযানে যাত্রা করেন। আমার মনে পড়ে সে যাত্রা তাঁর পক্ষে যথেষ্ট কষ্টের হয়েছিল। যে অবস্থায় আমাদের যাত্রা করতে হয়, তার মধ্যে তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সংগ্রহ করতে পারেন নি। সারা পথ চে হাঁপানিতে কষ্ট পান। কোনো কিছুতেই রোগের উপশম হয় না। কিন্তু কোনো অভিযোগ, নালিশ বা দুঃখ দেখিনি। পৌঁছোলাম, আমাদের প্রথম যাত্রা শুরু হলো। প্রথমে আমাদের বাধাবিপত্তির সামনে পড়তে হয়েছে। ক' সপ্তাহ পর, আপনারা সবাই জানেন, গ্রাণমা অভিযাত্রী দলের যে কজন জীবিত ছিলাম একত্রিত হতে সক্ষম হই। চে তখন আমাদের ট্রুপের ডাক্তার।

প্রথম যুদ্ধে আমরা জয়ী হই। ইতিমধ্যে চে আমাদের ট্রুপের সেনা। সেই সঙ্গে ডাক্তারও। দ্বিতীয় যুদ্ধেও আমরা জয়ী হলাম। চে তখন শুধু সৈনিক নয়, সে যুদ্ধে চে ছিলেন এক দুর্ধর্ষ সেনা। আমাদের শক্তি বাড়তে থাকে। আরও একটা যুদ্ধের সম্মুখীন হই, সেই মুহূর্তে তার তাৎপর্য ছিল অসীম।

অবস্থা ছিল সঙ্গীন। আমাদের কাছে যে খবর ছিল, নানা দিক থেকেই সেগুলো ছিল ত্রুটিপূর্ণ। আমরা প্রকাশ্য দিবালোকে আক্রমণ করতে চলেছি। সকালে নদীর ধারে। সশস্ত্র অবস্থায় শত্রুসেনারা পেছনে, তারা মোটেই দূরে নয় এবং ঐ বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে আমাদের চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। কমরেড জুয়ান আলমেদা সবচেয়ে কঠিন দায়িত্বভার নেন, কিন্তু একটা দিক আমাদের সম্পূর্ণ অরক্ষিত থাকে। আক্রমণকারী গেরিলা না থাকায় এ দিকটা মুক্ত থাকে। তাতে আমাদের পুরো শক্তিপ্রয়োগটি বিপদাপন্ন হতে যাচ্ছিলো এই সময় চে, তখনও আমাদের ডাক্তার, দু'তিন জন লোক চাইলেন, তার মধ্যে একজনের মেশিনগান, এবং পর মুহূর্তে সেই দিক থেকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে চে যাত্রা করলেন।

এই ব্যাপারে তিনি একজন দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীই শুধু নয়—একজন অসাধারণ ডাক্তার ছিলেন। আহত কমরেডদের চিকিৎসা করেছেন, আবার সেই সঙ্গে আহত শত্রু সেনাদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করেছেন। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র অধিকার করার পর সে জায়গাটা ছেড়ে আসবার প্রয়োজন পড়ে। অনেক শত্রুফৌজ এড়িয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়। কিন্তু আহতদের সঙ্গে একজনের থাকবার প্রয়োজন হয়। আহতদের নিয়ে চে থেকে যান। সামান্য কয়েকজন সেনাদের সাহায্যে তিনি আহতের সেবাশুশ্রূষা করেন, জীবন রক্ষা করেন ও পরে আবার দলে ফিরে আসেন।

সেই থেকেই তিনি একজন যোগ্য ও শৌর্যপূর্ণ নেতা, যিনি কঠিন কোন কাজ সামনে থাকলে দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধের অপেক্ষা করেন না।

এই এল ইউভেরো-র যুদ্ধ। এই রকম আর একটা যুদ্ধে, আগে যার কথা বলা হয়নি, প্রথম দিনেই বিশ্বাসঘাতকতার সামনে পড়ি। আমাদের ছোট্ট, দল হঠাৎ কয়েকটি বিমান দ্বারা আক্রান্ত হয় ও আমরা বোমাবর্ষণের সামনে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হই। অনেকটা এসেছি, তখন খেয়াল হলো, কয়েকজন কিউবান সেনার কাছে কয়েকটা রাইফেল রয়ে গেছে। এরা আমাদের সঙ্গে প্রথম লড়াইতে ছিল, কিন্তু দলবেঁধে তারা অনুমতি নিয়ে বাড়িতে গেছে। তখনও আমাদের সেনাদলে প্রাথমিক নিয়মানুবর্তীতা ছিল না। তখনই মনে হলো রাইফেলগুলো হারালুম। হঠাৎ চে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এলো। তার পরেই সেই বোমাবর্ষণের মধ্যেই রাইফেলগুলো উদ্ধার করতে চললো।

চে-র চরিত্রের এ এক প্রধান গুণ—সবচেয়ে মারাত্মক ও দায়িত্বশীল কাজে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে যাওয়া। স্বভাবতই এতে শ্রদ্ধা জাগে। সে শ্রদ্ধা দ্বিগুণ হয়, যখন মনে পড়ে এই সহযোগী যোদ্ধা আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করছেন তিনি এদেশে জন্মাননি। শ্রদ্ধা জাগে তাঁর মহান আদর্শে। যে মানুষের মনে অন্য মহাদেশের সংগ্রামের স্বপ্ন। পরার্থবাদী, স্বার্থশূন্য উদাস, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সব সময়ই সবচেয়ে দুঃসাধ্য কাজে আগ্রহী।

তাই তিনি সিয়েরা ময়েস্ত্রায় গঠিত দ্বিতীয় কলাম-এর মেজর ও নেতার আসন পান। তাঁর মর্যাদা বাড়তে থাকে। একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসাবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে ও যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে বড় দায়িত্বভার অর্জন করেন।

চে একজন অকল্পনীয় যোদ্ধা। চে একজন অতুলনীয় নেতা। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে অসাধারণ পুরুষ। অচিন্তনীয় সাহস, প্রথমেই আঘাত হানার দুর্দমনীয় স্পৃহা। যদি গেরিলা হিসাবে তাঁর কোন দুর্বল স্থান থাকে, সে হলো তাঁর প্রথমেই আঘাতহানার দুর্দমনীয় চরিত্র। ভয়ের প্রতি তাঁর চরম ঘৃণা।

শত্রুপক্ষ মনে করে চে-র মৃত্যু থেকে কতগুলো সিদ্ধান্তে পৌছোনো যায়। যুদ্ধবিদ্যায় চে ছিলেন অতিশয় দক্ষ। তিনি গেরিলা রণনীতির

একজন সুনীতিসম্পন্ন শিল্পী। অসংখ্যবার তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন। বিশেষ করে দু'বার তিনি অসাধারণ কাজ সম্পাদন করেছেন। একবার যখন তিনি সেনাদল নিয়ে সম্পূর্ণ অজানা জায়গায় মুক্ত সমতল ভূমিতে শত্রুপক্ষের হাজারো সেনাকে আক্রমণ করেছেন—গেরিলা দলের অন্যতম যোদ্ধা ক্যামিলো তাঁর সঙ্গে ছিলেন। লা-ভিলা প্রদেশে বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে যাওয়া, বিশেষ করে সান্তা ক্লারা শহরের দুঃসাহসিক আক্রমণ। বড়জোর তিনশ লোক সঙ্গে—সেখানে শত্রুপক্ষ ট্যাঙ্ক, গোলন্দাজ বাহিনী ও পদাতিক সেনাদল নিয়ে প্রস্তুত।

এই দু'টি বীরত্বপূর্ণ বিজয় তাঁকে অসাধারণ যোগ্য নেতা হিসাবে চিহ্নিত করে। নেতা হিসাবে বিপ্লবী সংগ্রামের উপযুক্ত শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। তবে তাঁর বীরত্বপূর্ণ ও গৌরবময় মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্যতা ও তাঁর গেরিলা রণনীতি সম্পর্কে প্রমাণিত তথ্য অনেকে অস্বীকার করেছেন।

পরিচালকের মৃত্যু হতে পারে—বিশেষ করে তিনি নিজে যখন ভয়াবহ বিপ্লবী সংগ্রামের সুনীতিসম্পন্ন রূপকার। কিন্তু তাঁর বিপ্লবী শিল্পসৃষ্টির মৃত্যু নেই। যার জন্যে তিনি প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। যে শিল্পে তিনি তাঁর সমস্ত বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করেছেন।

পরিচালকের সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুবরণে অবাক হবার কী আছে? অবাক লাগে বিপ্লবী সংগ্রামে অসংখ্যবার তিনি যখন জীবনের ভয়াবহ ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করেছেন তখন কিন্তু তিনি নিহত হননি। অনেক সময় তুচ্ছ সংঘর্ষেও তাঁর প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আমাদের সতর্কতার প্রয়োজন হতো।

তাই লড়াইতেই—যে লড়াইতে তিনি অসংখ্যবার অংশগ্রহণ করেছেন, সেই লড়াইতে তিনি প্রাণ হারান। আমাদের হাতে উপযুক্ত নজীর নেই। কী অবস্থায়, সংঘর্ষের কোন স্তরে তিনি পহেলা আক্রমণে অংশ গ্রহণ করেছিলেন—কিন্তু আমি আবার বলছি, যদি গেরিলা যোদ্ধা হিসাবে তাঁর চরিত্রে কোন দুর্বল স্থান থাকে, তবে সে দুর্বল জায়গা তাঁর চূড়ান্ত, ভয়াবহ সাহস। অনিবার্য মৃত্যুভয়ের প্রতি তাঁর নিদারুণ ঘৃণা।

এইখানেই শুধু আমরা চে-র সঙ্গে একমত হতে পারি না। কারণ আমরা মনে করি, তাঁর জীবন, তাঁর অভিজ্ঞতা, একজন উপযুক্ত নেতা হিসাবে তাঁর যোগ্যতা, তাঁর সম্মান ও পরিচিতি, তাঁর জীবনের সমস্ত কিছু যা আমাদের কাছে নির্দশন, সেই অতুলন অমূল্য সম্পদ আমাদের কাছে অনেক বেশি মূল্যবান—যা তিনি হয়তো নিজেই বিশ্বাস করতেন না।

ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আপেক্ষিক—এই বিশ্বাস তার জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলো। আদর্শের মৃত্যু নেই। ইতিহাসের অনিবার্য অগ্রগতি, নেতা বা নায়কের পরাজয়ে ব্যাহত হয় না। এটা অভ্রান্ত। তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এতে মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস প্রমাণিত হয়েছে। আদর্শের প্রতি অকৃত্রিম নিষ্ঠার। তা'হলেও আমরা আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁকে বিজয়ের নির্মাতা হিসাবে, তাঁর নেতৃত্বে বিজয় রচনা হলে সবচেয়ে খুশি হতাম। কারণ তাঁর মত অভিজ্ঞ, তাঁর মত যোগ্য ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না।

তাঁর দৃষ্টান্তের পূর্ণ মর্যাদা আমরা দিতে জানি। আমরা নিশ্চিত জানি, অনেকেই তাঁর দৃষ্টান্তকে খাটো করবার, বিরোধিতা করবার চেষ্টা করবে। জনতার মধ্যে থেকেই এই সমস্ত মহান মানুষের আবির্ভাব হয়।

এত গুণযুক্ত একটা মানুষ কল্পনা করা যায় না। একজন মানুষের পক্ষে তাঁর মত ব্যক্তিত্ব অর্জন করা অসম্ভব। আমি বলতে চাই তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন, যাঁর অপর একটি দৃষ্টান্ত মেলা দুষ্কর ও এঁকে অতিক্রম করবার মত অপর একটি ব্যক্তিসত্তার দেখা পাওয়া অসম্ভব। আমি অবশ্য এ কথাও বলি তাঁর মত মানুষের দৃষ্টান্ত তাঁর মত মানুষের আবির্ভাবের প্রেরণা স্বরূপ।

চে-র সংগ্রামী চরিত্রকেই শুধু আমরা শ্রদ্ধা করি না, যিনি বীরত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করতে পারেন। কিন্তু তিনি যা করেছেন, যা করছিলেন, তাঁর অভিযান, সামান্য ক'জন লোক নিয়ে, শাসকশ্রেণীর পুরো আর্মির

বিরুদ্ধে, লড়াই ; যারা ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা প্রেরিত, ইয়াঙ্কী পরামর্শদাতাদের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত, ও পার্শ্ববর্তী দেশের স্বৈরাচারী শাসকদের সক্রিয় সহায়তায় দৃপ্ত—তার বিরুদ্ধে লড়ছিলেন। এ এক অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম।

ইতিহাসের পাতা যদি আমরা অন্বেষণ করি, হয়তো মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে কোনো নেতাকে বিরাট ফৌজের বিরুদ্ধে এই ধরণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার নজীর আমরা খুঁজে পাব না। এতেই তাঁর আত্মবিশ্বাস প্রমাণ হয়, মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাসই প্রমাণ করে। সংগ্রাম করবার দুর্জয় এই আত্মবিশ্বাসের কথা ইতিহাসে পাওয়া যাবে না।

তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

শত্রুপক্ষ মনে করেন তাঁর আদর্শেরও পরাজয়। তাঁর গেরিলা রণনীতি ত্রুটিপূর্ণ। তাঁর বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রাম পরিকল্পনা অসার। তাঁরা কী লাভ করেছেন? নিতান্তই সৌভাগ্যক্রমে চে-কে তারা দৈহিক সরিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা অপ্রত্যাশিত এক সুযোগের সুবিধে পেয়েছেন, যা শত্রুপক্ষ যুদ্ধে কোন না কোনো সময়ে পেতে পারেন। জানি না সে সৌভাগ্য বস্তুত কী ভাবে আসে। সেই সুযোগ কতটা, আগে যে কথা বলেছি ; চে-র স্বভাবসুলভ অত্যধিক নির্ভীক আক্রমণ স্পৃহা ও ভয় সম্পর্কে চে-র পরিপূর্ণ তাচ্ছিল্য হয়তো শত্রুপক্ষকে সাহায্য করেছে।

আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামে এসব ঘটেছে। দো রিয়ো-র যুদ্ধে তারা আমাদের স্বাধীনতার মহান দূতকে হত্যা করেছে। পুন্তা ব্রেভা-র সংঘর্ষে শতাধিক যুদ্ধে অভিজ্ঞ আন্তনিও মেশিয়ো-কে হত্যা করেছে। আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামে অসংখ্য নেতা, অগনিত দেশপ্রেমিক এই ধরণের যুদ্ধে প্রাণ হারান। তাতে কিউবা পরাজিত হয় নি।

চে-র মৃত্যু, ক'দিন আগে যে কথা বলেছি, আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে একটা কঠিন আঘাত ; যে আন্দোলন নিঃসন্দেহে তার সবচেয়ে যোগ্য ও অভিজ্ঞ নেতাকে হারিয়েছে।

কিন্তু জিতেছেন বলে যাঁরা গর্ব বোধ করেন তাঁরা ভুল করবেন। চে-র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আদর্শের পতন হয়েছে বলে যারা মনে করেন, তারা ভুল করবেন। চে-র রণকৌশল মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়েছে, গেরিলা রণনীতি সম্পর্কে তাঁর অভিমত ও চে-র বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পতন হয়েছে বলে যদি কেউ মনে করেন তবে ভুল করবেন। মানুষ মরে, মানুষ মরণশীল। যে মানুষ নেতা ও সেনা হিসাবে গুলির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন অসংখ্যবার। দৈবাৎ কোনো সুযোগের সুবিধে নিয়ে তাঁকে যারা হত্যা করেছে, তাদের চেয়ে তিনি সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ।

বিপ্লবীদের কতটা বাধার সামনে পড়তে হলো? কতটা ক্ষতির সামনে আমাদের পড়তে হলো? এ সম্পর্কে চে-কে যদি বলতে বলা হতো তিনি কী বলতেন? এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার সংহতি সংগঠনের কাছে এক প্রেরিত বার্তায় চে লিখেছেন—মৃত্যু যদি অতর্কিতে আসে, তাকে আমি স্বাগত জানাই যদি দেখি আমাদের সংগ্রামের আহ্বান কিছু ভাবগ্রাহী মানুষের কানে পৌঁছেছে ও ভূপতিত অস্ত্র তুলে ধরতে অপর একটি প্রসারিত বাহু প্রস্তুত।

চে-র সংগ্রামের ডাক আজ শুধু একজন অনুরাগীর কানে পৌঁছোয় নি, লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ সে ডাকে উৎকর্ণ। একজন নয়—তাঁর অস্ত্র হাতে তুলে নিতে আজ লক্ষ মানুষের হাত প্রসারিত।

নতুন নেতারা আসবেন। চে-র সংগ্রামের ডাক যাঁরা শুনেছেন, ও অস্ত্র হাতে তুলে নিতে যাদের হাত আজ প্রসারিত– তাঁরা নেতৃত্ব চাইবেন। মানুষের মধ্যে থেকে, জনতার মধ্যে থেকেই তাঁরা আসবেন। সমস্ত নেতারাই যেভাবে বিপ্লবের মধ্যে থেকে আসেন।

চে-র মত অসাধারণ অভিজ্ঞ ও অতুলনীয় যোগ্য নেতা অবশ্য পাওয়া যাবে না। সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই নেতারা তৈরি হন, আজই হোক আর কালই হোক, লক্ষ লক্ষ উৎকর্ণ মানুষ ও প্রসারিত বাহুর মধ্যে থেকেই তিনি জন্মাবেন।

বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথে এখনই চে-র মৃত্যুর নিদারুন প্রতিক্রিয়া হবে বলে আমরা মনে করি না। মনে করি না আগামী সশস্ত্র সংগ্রাম

তাঁর মৃত্যু অসম্ভব হীনবল করবে। কারণ যখন চে আবার সংগ্রামের জন্যে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন, তিনি দ্রুত বিজয়ের কথা ভাবেননি। সাম্রাজ্যবাদ ও অত্যাচারী মুষ্টিমেয় শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দ্রুত জয়লাভের চিন্তা তাঁর মাথায় ছিল না। অভিজ্ঞ ও সচেতন যোদ্ধা হিসাবে তিনি প্রয়োজনে পাঁচ, দশ, পনের বা বিশ বছরের দীর্ঘ সংগ্রামের জন্যে তৈরি ছিলেন। পাঁচ, দশ, পনের ও বিশ বছর অথবা আজীবন সংগ্রাম করবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন চে।

ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে, বা তাঁর দৃষ্টান্তে কল্পনাতীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। চে-র দৃষ্টান্তের নিদর্শন আজ অপরাজেয়। যাঁরা অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী, তারা বৃথাই নেতা হিসাবে তাঁর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করবেন। চে একজন অসাধারণ সামরিক নেতা ছিলেন। কিন্তু আমরা যখন চে-র কথা স্মরণ করি, চে-র সম্পর্কে যখন ভাবি, প্রকৃতপক্ষে আমরা তখন তাঁর সামরিক গুণগুলোর কথা চিন্তা করি না। কখনই ভাবি না। কারণ যুদ্ধ একটা নিমিত্ত—শেষ কথা নয়। বিপ্লবীদের যুদ্ধ একটা হাতিয়ার। বৈপ্লবিক আদর্শের প্রয়োজনীয় বিষয়—বৈপ্লবিক চিন্তাধারা, বৈপ্লবিক দৃষ্টিকোণ। মতাদর্শের বিপ্লবী অনুভূতি। বৈপ্লবিক কর্মদক্ষতা ও নৈতিক উৎকর্ষতা।

এখানেই এই মতাদর্শের প্রাঙ্গণে তাঁর সামরিক উৎকর্ষতা বাদ দিয়ে তাঁর সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি, তাঁর বৈপ্লবিক উৎকর্ষতা ও তাঁর বুদ্ধিমত্তার মূল্যায়ণ করতে গিয়ে চে-র মৃত্যু বৈপ্লবিক আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি।

কারণ চে-র মধ্যে যে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, নৈতিক উৎকর্ষতায় দেদীপ্যমান ছিল, যা কারো মধ্যে একই সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় না। তিনি ছিলেন অতুলনীয় কর্মী। শুধু তাই নয়, দূরদর্শিতা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, সংস্কৃতিবান ও অতিশয় চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন চে। কল্পনা ও কাজের দু'টি পৃথকসত্তার এই মানুষটির চরিত্রে আশ্চর্যরকম সমন্বয় হয়েছিল। অসম্ভব আত্মসম্মান, পরিপূর্ণ আন্তরিকতা, সুখদুঃখে অবিচল—স্ট্রোইক্ ও স্পার্টা প্রদেশের মানুষের মত জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। চে এমন

একজন মানুষ যাঁর চরিত্রে কোনো দিন কোনো দাগ দেখা যায়নি। নৈতিক উৎকর্ষতা থেকেই এটা গঠিত, যাকে বিপ্লবীদের প্রকৃত আদর্শ বলা চলে।

চে-র আর একটি গুণের কথা মনে পড়ে। সেটি তাঁর বুদ্ধিমত্তার কথা নয়, তাঁর আদর্শের কথা নয়, সংগ্রামের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেটিও নয়। এমন একট গুণ যেটা অন্তরের। অসাধারণ মানবিক সহৃদয়তা। নিতান্তই সূক্ষ্মভাবে অনুভবনশীল।

তাই তাঁর জীবন সম্পর্কে আমরা যখন ভাবি, আমরা দেখি এই মানুষটির ব্যক্তিত্ব, সংগ্রামী চরিত্র আর বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণ মানবিক শক্তিবল একই সঙ্গে বিধৃত। তাঁর দুর্জয় চরিত্র, ও ইস্পাতের মত দৃঢ়তা ও অনমনীয় সহ্যশক্তি।

এই কারণে ভাবীকালের হাতে তিনি তাঁর শুধু অভিজ্ঞতাটুকু দিয়ে যান নি, অসাধারণ সৈনিকের অভিজ্ঞতাই শুধু নয়—তাঁর বুদ্ধিমত্তার ফসলও। তিনি আমাদের ভাষায় সুনিপুণ দক্ষতায় লিখে গেছেন। তাঁর যুদ্ধের বর্ণনা অতুলনীয়। অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর বিষয় ছাড়া তিনি কিছুই লিখেননি, এবং শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী গবেষণামূলক রচনাবলীতে তাঁর কিছু কিছু রচনা নিঃসন্দেহে ভাবীকালের হাতে তুলে দিয়েছেন।

…চে একজন অক্লান্ত কর্মী। আমাদের দেশের কাজে যতদিন তিনি ছিলেন তিনি একদিনের জন্যেও বিশ্রাম কাকে বলে জানতেন না। অনেক দায়িত্বভার তাঁর ওপর দেওয়া ছিল। জাতীয় ব্যাঙ্কের সভাপতি, জাতীয় পরিকল্পনা বোর্ডের পরিচালক, শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী, সামরিক বিভাগের কমাণ্ডার, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অথবা সৌভ্রাত্রমূলক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব।

তাঁর বহুবিধ বুদ্ধিমত্তা যে কোন কাজে চূড়ান্ত সার্থকতায় রূপায়িত হয়েছে। এইভাবে বহু আন্তর্জাতিক অধিবেশনে তিনি আমাদের দেশের অপূর্ব প্রতিনিধিত্ব করেছেন। যেমন তিনি যুদ্ধে সেনা পরিচালনা করেছেন। সেই কারণে তাঁর বিশ্রাম ছিল না। অফিস ঘরের জানালা লক্ষ্য করে দেখতাম তাঁর ঘরে সারা রাত আলো

জ্বলছে। পড়ছেন। হয়তো তখনও কাজ করছেন। সমস্তরকম সমস্যারই তিনি পাঠক। চে একজন অক্লান্ত পাঠক। তাঁর জ্ঞানতৃষা প্রকৃতপক্ষে ছিল তৃপ্তিহীন। ঘুমের সময় তিনি চুরি করে পড়াশোনা করতেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি হাতেকলমে কাজে যেতেন। আজ সারা দেশে শতসহস্র মানুষের কাজের প্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি। তিনি কর্মচাঞ্চল্যকে সংহত করেছেন—দেশের মানুষ আজ তাঁর নিদর্শনেই বৃহত্তর কর্মজীবনে ব্রতী হয়েছেন।

বিপ্লবী হিসাবে, একজন কমিউনিস্ট বিপ্লবী হিসাবে, একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট হিসাবে, মানুষের নৈতিক চরিত্রকে তিনি মূল্য দিয়েছেন। মানুষের বিবেককে তিনি মর্যাদা দিতেন। তিনি মনে করতেন, মানব-সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে, নৈতিক সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তাই অন্যতম চালিকাশক্তি।

তিনি ভেবেছেন, হাতেকলমে কাজ করেছেন, অনেক কিছু লিখেছেন। চে-র রাজনৈতিক ও বিপ্লবী চিন্তাধারা কিউবার বিপ্লবী ক্রমাগ্রসরণ ও ল্যাতিন আমেরিকার বিপ্লবী অগ্রগমনের পথে একটা স্থায়ী মূল্য রয়ে গেল। নিঃসন্দেহে তাঁর চিন্তাধারা, কর্মঠ মানুষ হিসাবে তাঁর উজ্জ্বল চরিত্র, মানুষ হিসাবে তাঁর অপূর্ব অনুভবনশীল হৃদয়, নিঃকলুষ আচরণ তুনিয়ার মানুষের কাছে মর্যাদা পাবে।

এই গেরিলাকে সংঘর্ষে নিহত করে সাম্রাজ্যবাদ আজ তাদের বিজয়ে গর্বিত। এই দেদীপ্যমান মানুষটিকে আকস্মিকভাবে সরিয়ে দিতে পারায় তারা গর্বিত।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ হয়তো জানে না, হয়তো না জানার ভাণ করে—এই কর্মী সংগ্রামী বহু কর্মীরই একজন। যদি শোকের কথা তুলি, আমাদের একজন সংগ্রামী মানুষকে হারানোর তুঃখ শুধু নয়, আমরা বেদনা বোধ করি, যে চারিত্রিক দৃঢ়তায় উন্নত এমন একজনকে আমরা হারালাম। মানবতা ও অনুভবনশীলতায় মূর্ত এমন একজনকে আমরা হারালাম। চের মত উন্নত হৃদয়কে আমরা হারিয়েছি। আমাদের খারাপ লাগে যখন ভাবি মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র উনোচল্লিশ।

বিপ্লবী সংগ্রামের ক্ষতির গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর এ এক দুর্বল দিক। তারা ভাবে চে-কে দৈহিক সরিয়ে দিলেই তাঁর চিন্তাধারাকে ধ্বংস করা যাবে। তাঁকে দৈহিক সরিয়ে দিলেই তাঁর আদর্শ, গুণ ও চিন্তাধারাকে নষ্ট করা সম্ভব। এত নির্লজ্জের মত একথা বিশ্বাস করে যে, এ সম্পর্কে তারা বক্তব্য ছাপতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। ভয়ানকভাবে আহত অবস্থায় পেয়ে তারা তাঁকে হত্যা করেছে। এটাই যেন স্বাভাবিক। তারা ভেবে দেখে না এই কর্মপ্রণালীর কী ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। একথা স্বীকার করতে তাদের এতটুকু কুণ্ঠা বা লজ্জা নেই। তারা যে সংবাদ ছেপেছে তাতে মনে হয় স্বৈরাচারী ও ভাড়াটে সেনাদের একজন বন্দী বিপ্লবীকে গুলি করে হত্যা করবার অধিকার আছে।

যুক্তিও তাদের আরও জঘন্য—বীভৎস। তারা বলে চে-র বিচার হলে সারা দুনিয়ায় ভূমিকম্প হতো। তাই এই বিপ্লবীকে আসামীর কাঠগড়ায় তোলা অসম্ভব ছিল।

চে এই মহাদেশের নিপীড়িত, প্রতারিত গনমানসেব জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। চে পৃথিবীর দরিদ্র ও ভোটাধীকার থেকে বঞ্চিত জাতীর জন্যে আত্মোৎসর্গ করেছেন। চরম শত্রুর পক্ষেও চে-র অননুকরণীয়, আদর্শ ও নিঃস্বার্থ সংগ্রামের দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছোনোর মহান দৃষ্টান্তকে অস্বীকার করা অসম্ভব।

ইতিহাসে তাঁর মত যারা কাজ করবেন, শোষিত নিপীড়িত জনগণের জন্যে যে মানুষেরা তাঁদের সব কিছু উৎসর্গ করবেন তাঁদের সংখ্যা প্রতিদিন শুধু বাড়বেই। মানুষের মাঝে প্রতিদিনই তাঁরা হৃদয়ের গভীরে পৌঁছোবেন।

সাম্রাজ্যবাদী দুঃশাসন এটা উপলব্ধি করে। একথা প্রমাণ হতে দেরি হবে না যে, চে-র মৃত্যু আগামী দিনে জীবাণুর মত পরিব্যপ্ত হয়ে তাঁকে অনুকরণ করার মত মানুষ সৃষ্টি করবে। সংগ্রামী সে অবিচল মানুষ তাঁরই অনুসৃত পথে এগিয়ে চলবে আমরা বিশ্বাস করি মহাদেশের বিপ্লবী সংগ্রাম এই আঘাত কাটিয়ে

উঠবে। এই আঘাতে এই মহাদেশের বিপ্লবী সংগ্রাম বিনষ্ট হতে পারে না।

সত্যিই কী আমরা চে-কে হারিয়েছি? একথা সত্যি তাঁর নতুন লেখা আমরা আর পাব না। তাঁর কণ্ঠ শোনা যাবে না কোনদিন। কিন্তু চে পৃথিবীতে রেখে গেছেন একটা উত্তরাধিকার। মহান উত্তরাধিকার। আমরা যারা তাঁকে জানতাম তারা তাঁর সে ফল ভোগদখল করবো।

চে আমাদের জন্যে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা রেখে গেছেন। তাঁর বৈপ্লবিক গুণ। তাঁর চরিত্র রেখে গেছেন, রেখে গেছেন তাঁর লক্ষ্য, দুর্জয় সহিষ্ণুতা ও কর্মপ্রচেষ্টা। তাঁর নির্দশন তিনি রেখে গেছেন। চে-র নিদর্শন আমাদের দেশবাসীর কাছে আদর্শস্বরূপ।

আমাদের আগামী বিপ্লবী যোদ্ধাদের, সংগ্রামশীল যুবাদের, কী ভাবে দেখলে আমরা খুশি হবো? আমি নির্দ্বিধায় বলবো—তারা যেন চে-র মত হয়। ভবিষ্যত বংশধরদের আমরা কার মত হতে বললো? আমরা নিশ্চয়ই বলবো—চে-র মত হও। আমাদের সন্তান-সন্ততিরা কার মত শিক্ষা পাবে? আমরা নিঃসন্দেহে আশা করবো তারা যেন চে-র মত কর্মশক্তি ও তেজোদীপ্ত হয়। আজকের নয়, আগামী দিনের আদর্শ মানুষ হিসাবে সামান্যরকম কালিমাও যার স্পর্শ করেনি, এমন মানুষ আমি আমার অন্তরের মণিকোঠা থেকে ঘোষণা করি—সে আর কেউ নয়—চে। অত্যুৎসাহী বিপ্লবী মানস নিয়ে আমরা চাইবো আমাদের সন্তান চে-র মত হোক।

চে আজ শুধু আমাদের নয়, গোটা ল্যাতিন আমেরিকার আপামর জনজীবনের আদর্শ চরিত্র। বৈপ্লবিক জীবনের সুখদুঃখে নির্বিকার মানসটি চে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। আত্মত্যাগ ও বৈপ্লাবক সংগ্রামী চেতনা, আর বৈপ্লবিক কর্মশক্তি। মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদের পবিত্র সজীবতার বৈপ্লবিক অভিব্যক্তি চে-র জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। আজ বিশ্বে চে-র মত দ্বিতীয় আর একটি চরিত্র সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রাণশক্তিকে এত উন্নত স্তরে নিয়েযেতে পারেন নি।

ভবিষ্যতে যখন সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা উঠবে, মহান এক সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদীর দৃষ্টান্তের সন্ধান হবে—তখন চে-র কথাই সবার আগে মনে পড়বে। জাতীয় পতাকা, কুসংস্কার, উৎকট স্বাদেশিকতা, আত্মবাদ ও স্বার্থপরতার লেশমাত্র চে-র চরিত্রকে স্পর্শ করেনি। যে কোন জনতার প্রতিনিধি হিসাবে, জনগণের স্বার্থে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সর্বসময়ই আত্মবিসর্জনের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন।

কয়েকটি যুদ্ধে আহত হওয়ায় তাঁর রক্ত আমাদের দেশের মাটিতে পড়েছিল। প্রতারিত ও নিপীড়িত মানুষের মুক্তিযুদ্ধে বলিভিয়ার ভূমিও তাঁর শোণিতস্রোতে রঞ্জিত। এই রক্তস্রোত দুনিয়ার সমস্ত প্রতারিত ও নিপীড়িত মানুষের জন্যে। এই রক্তপাত আমেরিকার সমস্ত মানুষের জন্যে।

ভিয়েতনামের জন্যেও এই শোণিতস্রোত। কারণ তিনি যখন বলিভিয়াতে লড়াইয়ে নেমেছিলেন, সে ছিল স্বৈরাচারী একনায়কত্ব ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধ লড়াই। তিনি জানতেন, চে বিশ্বাস করতেন, ঐক্য, অভিন্নতা ও সংহতির চূড়ান্ত অভিব্যক্তিই তিনি ভিয়েতনামকে নিবেদন করছেন।

সেই কারণেই বিপ্লবী কমরেডগণ, ভবিষ্যত সম্পর্কে আমাদের আশাবাদী হতে হবে। চে-র দৃষ্টান্ত সব সময়ই আমাদের প্রেরণা দেবে। লড়াই করবার উৎসাহ। অনমনীয় দুর্ধর্ষ হবার শক্তি। শত্রুর প্রতি আপোষহীন সংগ্রামের সাহস। আন্তর্জাতিকতাবাদ দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও সংহত করবার প্রেরণা।

আজ রাত্রের এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে, অবিশ্বাস্য এই জমায়েতে, অকল্পনীয় এই বিশালতা, নিয়মানুবর্তীতা ও প্রগাঢ় উদ্দীপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়, যে এই গণমানস কতটা অনুভবনশীল, কতটা কৃতজ্ঞ। এই বীর সন্তান যিনি সংগ্রামে মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁর স্মৃতির প্রতি কী ভাবে শ্রদ্ধা জানাতে হয় তাঁরা উপলব্ধি করেছেন।···এতেই জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের সংহতি ও ঐক্য প্রকাশ পেয়েছে, এবং বোঝা যায়,

কী ভাবে জনগণ বৈপ্লবিক নিশান ও বৈপ্লবিক আদর্শকে উর্ধ্বে তুলে ধরবেন।

এই স্মৃতিসভায় আসুন আমরা আমাদের মূলনীতিকে ভবিষ্যতের পথে আশাবাদী মন নিয়ে উর্ধ্বে তুলে ধরি। জনগণের চূড়ান্ত সাফল্যে অবিচল বিশ্বাস রেখে চে-কে বলি, যে বীর সন্তানেরা তাঁর সঙ্গে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের জানাই—বিজয়ের পথে যাত্রা শুরু! জন্মভূমি অথবা মৃত্যু! আমরা জিতবোই!

অবস্থা হঠাৎ খারাপের দিকে গেল। আইন ও শাসনের তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। খাকী খাকী গুমট ভাবটা কেটে গিয়েছিল অনেকখানি। লা পাজ থেকে অতি উচ্চ এক সামরিক অফিসার আচমকা উধাও হবার পর নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা যেন দ্বিগুণ দাপটে সক্রিয় হয়ে ওঠে। নতুন করে বিদেশীদের কাগজপত্র পরীক্ষা চললো কয়েকদিন। ক্লান্তিকর হাজারো প্রশ্ন। ওদিকে লা পাজ, কোচাবাম্বায় দৃকপাতহীন গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাশি চলেছে। খনি অঞ্চলে নতুন করে অভিযান শুরু হয়েছে।

ছাড়পত্র আমার আজও মেলেনি। সামরিক আদালতে ড্রব্রে মামলা প্রায় এক তরফা নিষ্পত্তির মুখে। মিঃ রাইনগোল্ড যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সুরাহা কিছুই হয়নি। বাট্রেণ্ড রাসেল ফাউণ্ডেশন-এর মিঃ সোয়েনমান বিতাড়িত হয়েছেন সামরিক আদালত থেকে। তারপর তাঁকে বলিভিয়া ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়।

সামরিক ও পুলিশ দপ্তরের প্রচণ্ড একটা মানসিক অসুস্থতা ও চারিত্রিক হতাশা এত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে যাকে পরিপূর্ণ পাগলামো বলা চলে। মিঃ সোহেনমানকে তাড়িয়েছে কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া মুহূর্তের জন্যে ভেবে দেখবার কেউ প্রয়োজন বোধ করেনি।

মিঃ সোয়েনমান বলিভিয়ার সংবিধান সামনে রেখে রেজি ড্রব্রের মামলার প্রসঙ্গ তুলেছেন। সংবিধানের বহু অনুচ্ছেদ তুলে ধরে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন রেজি ড্রব্রেকে আটক করা বেআইনী হয়েছে। ছ'মাসের বেশি একাকী বন্দী অবস্থায় রাখা, অযথা হয়রানি, শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার ও সামরিক আদালতে বিচার সবই বলিভিয়ার সংবিধান বিরোধী। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস নিজে

এই অবাঞ্ছিত মানুষটিকে বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

সিকিউরিটি স্টাফ প্রচুর গোপনীয়তা অবলম্বন করা সত্ত্বেও লা পাজ ত্যাগ করবার আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এড়ানো যায়নি। এল আলতো এয়ারপোর্টে মিঃ সোয়েনমান কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন :

'The military and this Government have destroyed the Constitution and therefore the foundation of their right to govern Bolivia. Nothing less than this Government's legality and right to continue in power are being judged in the trial of Regis Debray. It is the Bolivian Government that is on the stand for its gross violation of the Constitution and, consequently, of the rights of every Bolivian citizen. It is not by chance that the illegal detention, torture and persecution of Regis Debray are included among these violations. The Debray case symbolizes the moral poverty and illegality of this pseudo-government. Historically it finds its parallel in the Dreyfus case, the Sacco and Vanzetti trial, the Rosenberg trial and, indeed, the trial of Fidel Castro. All these cases represent the degeneracy of regimes which by their tyrannical and repressive acts condemned themselves before history and civilization'.

চে গুয়েভারাকে হত্যা করে ও তাঁর অনুগামী সঙ্গীদের ধ্বংস করে প্রথমে মনে করা হয় বলিভিয়াতে সশস্ত্র গেরিলাদল নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কিন্তু সামরিক দপ্তর এখন নিদারুণ শঙ্কা প্রকাশ করছে। বিচ্ছিন্ন গেরিলাদলের একটি গ্রুপ এখনও বর্তমান। তারা শক্তি সংহত করবার জন্যে জঙ্গলের আরও গভীরে আত্মগোপন করে। হাজারো চেষ্টা করেও তাদের আর হদিশ করা যায়নি।

একজন নিউজম্যান সকালে ফোন করেছিলেন কিন্তু তাঁর কথার খুব একটা গুরুত্ব বোধ করিনি। বেলা তখন ন'টা হবে হঠাৎ রিং

রাইনগোল্ডের আবির্ভাব। সত্ত প্রকাশিত আমার লেখা 'চে গুয়েভারার শেষ আটচল্লিশ ঘণ্টা' পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছেন। আদর্শগত যত বিরোধই থাক, ইয়াঙ্কী ষড়যন্ত্রের একজন পাকা শয়তান হতেও পারেন, কিন্তু চে সম্পর্কে অতিশয় সশ্রদ্ধ এ প্রমাণ আমি পেয়েছি। মিঃ রাইনগোল্ড বলেন, আর্নেস্তো চে গুয়েভারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম চরম শত্রু, তবু তিনি মহান। আদর্শে অবিচল ও সংগ্রামী এই পুরুষ ইতিহাসে বিরল।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন,

—সর্বশেষ অধিবেশনে ড্যব্রে মামলা প্রায় শেষ হবার পর্যায়ে। সামরিক ট্রাইবুনাল ত্রিশ বছর কারাদণ্ড দাবি করেছে। আজও মামলার শুনানী আছে। অতি কষ্টে আপনার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করেছি। আমাকে যে এত বাধার সামনে পড়তে হবে ভাবতে পারিনি।

—আপনাকে প্রচুর হয়রানি হতে হয়েছে।

—কিন্তু আজ আপনি আসছেন। আমি আপনাকে তুলে নেব। আমিও থাকবো। মামলার রায় আজ হবে কিনা জানি না, মামলা কিন্তু চূড়ান্ত নিঃস্পত্তির মুখে। প্রেসিডেণ্ট গুয়েচাল্লা আর্মিকেও আর সুযোগ দেবেন না। পরস্পর বিরোধী এমন সব আজেবাজে নজীর আর্মি তুলেছে—মামলা আসলে টেকে না। কিন্তু সামরিক আদালতের রায় কোন দিকে যাবে সেটা আন্দাজ করা কঠিন নয়। প্রথম থেকেই মামলা খুব ভুল কায়দায় সাজানো হয়েছে একথা আমি বলবোই।

মিঃ রাইনগোল্ড আজ খুব ভালমানুষ। তবে রেজি ড্যব্রের অপরাধ সম্পর্কে তিনি কোনো আলোচনা করেন না। আর্মির হাস্যকর চাতুরীর সমালোচনা করছিলেন। সামরিক ট্রাইবুনালে উপস্থাপিত সাক্ষী-প্রমাণ ও ফরিয়াদী পক্ষের পরস্পর বিরোধী উক্তির খুব নিন্দা করলেন।

আজ অধিবেশন বারোটায়। মিঃ রাইনগোল্ড আমাকে ঠিক সময়ে এসে তুলে নেবেন বললেন।

যাবার সময় প্রবেশপত্রটি দিয়ে গেলেন। দেখলাম সাংবাদিকের

অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। দরকার মত আমি আদালতে নোটস্ নিতে পারবো।

খবরটা আর জানাজানি হতে দিলাম না। তা'ছাড়া মিঃ রাইন-গোল্ডের সুপারিশ এই মুহূর্তে এখানে আমার পক্ষে খুব গৌরবের নয়। সকলেই এই মানুষটিকে সন্দেহ করেন। স্বয়ং র‍্যামশে ক্লার্ক মিঃ রাইনগোল্ডকে অসম্ভব অপছন্দ করেন। তবে আমি সন্দেহভাজন হবো না, কিন্তু কারো কারো হয়তো সমালোচনার কারণ হবো।

নির্ধারিত সময়ের আগে পৌঁছেও যথা সময়ে আদালত কক্ষে ঢুকতে কিছু দেরি হলো। আমরা যখন ঘরে এসে ঢুকলাম তখন এক প্রস্ত সওয়াল হয়ে গেছে।

আসামীর কাঠগড়ায় রেজি ড্রেব্রে। সশস্ত্র পাহারা বন্দীকে ঘিরে আছে। ঘরের একদিকে সামরিক ট্রাইবুনালের প্রেসিডেণ্ট গুয়েচাল্লা। সামরিক পক্ষে ফরিয়াদী কর্নেল রেমবার্তো ইরিয়ার্তি একগাদা কাগজপত্র মেলে ধরে প্রেসিডেণ্ট গুয়েচাল্লাকে কী যেন দেখাচ্ছেন। ট্রাইবুনালের আরও চারজন প্রতিনিধি পৃথকভাবে বসেছেন। আসামী ড্রেব্রের পক্ষ নিয়ে যিনি মামলা পরিচালনা করছেন, সেই এটর্নি ভদ্রলোক নিজের দলিলপত্রে অতিশয় মনোযোগী।

মিঃ রাইনগোল্ড আমাকে প্রেস কর্নারের জায়গা দেখিয়ে দিলেন। সামান্য ক'জন ভাগ্যবান মামলার শুনানীতে উপস্থিত থাকবার অনুমতি পেয়েছেন। প্রতি দরজায় দরজায় প্রহরী। চারদিক নিস্তব্ধ। আমি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। সময়ের ওপর একটা উৎকণ্ঠা বয়ে চলছিল।

অস্বস্তিকর আবহাওয়া চললো কিছুক্ষণ। সামরিক বাহিনীর পক্ষে ফরিয়াদী এ্যাটর্নি নিজের আসনের দিকে ফিরে এসে টেবিলে রাখা কাচের গ্লাশ থেকে দু'চুক জল পান করলেন। কাঁধ ঝাঁকিয়ে পর মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন,

—আসামী পক্ষের এ্যাটর্নি দাবি করছেন স্বয়ং আসামী আদালতের সামনে নিজের বক্তব্য দু'চার কথায় রাখতে চান। এ সম্পর্কে আমার

নিজের কোনো আপত্তি নেই। তবে যেখানে সম্পূর্ণ দলিল নির্ভর সাক্ষ্য-প্রমাণ ও আসামীর প্রাক্তন সহচরদের জবানবন্দীর হাজারো নজীর উধৃত করে অভিযুক্ত আসামীর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগই প্রমাণিত হয়েছে, যেখানে মামলার এই স্তরে পৌঁছে আমি যখন চূড়ান্ত শাস্তি দাবি করছি, সেখানে আসামীর কিছু বলতে চাওয়া নিতান্তই আমি অর্থহীন মনে করি। অবশ্য মহামান্য বিচারক আসামীর এই অভিলাষ আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা বিচার করবেন।

ট্রাইবুনালের সামরিক চার প্রতিনিধি চঞ্চল হয়ে ওঠেন। প্রেসিডেন্ট গুয়েচাল্লা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ছোট্ট হাতুড়িটি টেবিলে ঠুঁকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মৃদু হেসে বললেন,

—আসামী পক্ষে এটর্নি এ পর্যন্ত বহু সুযোগ পেয়েছেন। মামলা পরিচালনায় তাঁকে আনুষ্ঠানিক সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তবু আসামী কিছু বলতে চান। অভিযুক্ত আসামীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে ও আমাদের দেশের মহান সংবিধানের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে আমি আসামীকে তার বক্তব্য রাখতে সুযোগ দেব। আমি আসামীর বক্তব্য শুনতে চাই।

সমস্ত আদালত কক্ষ যেন নাড়া খেয়ে উঠলো। সেনা পরিবেষ্টিত ছব্রে ধীরে ধীরে কাঠগড়ার সামনে এসে দাঁড়ান। ক্লান্ত মুখশ্রী। মাথার সোনালী চুল কিছুটা অবিন্যস্ত। চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। সবটা মিলিয়ে এই তরুণ যুবার মধ্যে প্রচণ্ড একটা ব্যক্তিত্বের দীপ্তি ঝলমল করছিলো।

প্রথমে একটু জড়তা, দ্বিধা ও সঙ্কোচ মিশ্রিত কয়েক মুহূর্ত। পরক্ষণেই নিজের প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যায়। নিরুদ্বিগ্ন, নিরুত্তাপ কণ্ঠ। আশ্চর্যরকম বলিষ্ঠ।

রেজি ছব্রে বলে চলেন,

—মহামান্য বিচারক, যে দলিল এইমাত্র পাঠ করা হলো, সে সম্পর্কে আইন ও কর্তৃপক্ষের কাছে আমি আমার বক্তব্য খোলাখুলিভাবে রাখতে চাই। উপস্থিত সবাইকে আমি শ্রদ্ধা জানাই—অসামরিক ও সামরিক

প্রধান, বিচারক ও প্রতিবাদী এবং উপস্থিত সরকারী আইন প্রতিনিধি, যিনি আমার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছেন—কাউকেই আমি প্রকৃত ঘটনা থেকে বঞ্চিত করতে চাই না। ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ খাড়া করবার প্রকৃত রহস্য যে কী, কথার জাল বিস্তার না করে সামনাসামনি আপনাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি অকপটে সামনে রাখতে চাই। মনে করি, তাতেই প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হবে। এই বিচারসভা সম্পর্কে আমার বিশেষ ধারণা স্পষ্টভাবে সামনে রাখবো। এই বিচারসভার সামনে সমস্ত কিছুই আমি প্রকাশ করে দিতে চাই। পেছনে আমি কিছুই বলতে চাই না, সেটি হবে হীনভাবে বশ্যতা স্বীকার করারই নামান্তর। যদি আমার প্রতি ত্রিশ বছর কারাদণ্ডের আদেশ হয়, সরকারী আইন প্রতিনিধি যা দাবি করছেন, তা'হলে সামরিক এই বিচারসভার সামনে শুধু একবার ত্রিশ মিনিট আমার নিজের বক্তব্য রাখতে চাইলে হয়তো তাতে আমার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা হবে না। গতকালের বিচারসভায় ফরিয়াদী পক্ষে এ্যাটর্নির বার বার হস্তক্ষেপ ও বক্তব্যে বাধা সৃষ্টি করায় আমি বিস্মিত হয়েছি। গতকাল তিনি আমার উকিলের বক্তব্যে বার বার বাধা দিচ্ছিলেন। কারণ তিনি নিজেকে খুব অসহায় বোধ করেছেন। এই সরকারী এ্যাটর্নি মামলা শুরু হবার প্রথম শুনানীতে, আইনসভার আনুষ্ঠানিক নিয়ম শুরু হবার আগেই যেদিন রাজনৈতিক সমাবেশের বক্তৃতা শুরু করেছিলেন, মহামান্য বিচারককে সেদিন আমি বাধা দিতে বলিনি। যদিও এই মামলা কোনো রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রের আওতায় পড়ে না, তবু সেদিন এই সরকারী এ্যাটর্নি আদর্শবাদের ভণ্ডামীপূর্ণ বক্তৃতা শুরু করেন। লাল সাম্রাজ্যবাদ—যা নাকি বলিভিয়ার ফৌজদারী আইনের আওতায় পড়ে না, ফিদেল কাস্ত্রো—যার নামে এই মামলায় কোনো অভিযোগ নেই ও যার সঙ্গে এই দেশের শান্তি ও প্রগতির আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। সরকারী এ্যাটর্নির অপ্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক বিষোদ্গারে আমি কোন বাধা দিতে চাইনি। সরকারী এ্যাটর্নি প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন কাল্পনিক নানাবিধ অভিযোগ তুলে আমাকে আক্রমণ করেছেন। আমাকে

হত্যাকারী, ভাড়াটে গুণ্ডা, কিউবার ভাড়াটে সেনা বলে দাবি করেছেন।
তিনি শুধু বলিভিয়া সরকারের আইন প্রতিনিধি, আইন বজায় রাখাই তাঁর কাজ, বে-আইনী সমস্ত কিছুই যে তাঁর কাছে নিন্দার্হ একথা আমি মানতে রাজি নই। কারণ সরকারের আইনের প্রতিনিধিত্ব করা এক কথা, একটি বিশেষ নীতির জন্যে লড়াই করা অন্য কথা। আইন রক্ষা করা এক কথা, আর সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদী দেশের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের অন্য তাৎপর্য। অপরাধীকে নিন্দা করা এক কাজ, আর একজন মানুষকে নিগ্রহ বা অপমান করা অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু সরকারী উকিলকে নিন্দা করা যায় না। তিনি প্রথম থেকে সবই ঠিক করেছেন। সব কিছুই ভালভাবে সাজিয়েছেন। এটাই শ্রেণীসংগ্রাম, আদর্শ ও শ্রেণীস্বার্থ। এক কথায় এটাই দু'টি মতাদর্শের সংঘাত। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের সঙ্গে সংগ্রামী বিপ্লবীদের সংঘর্ষ। এটাই একমাত্র কারণ। মাননীয় বিচারক সরকারী আইন প্রতিনিধিকে বাধা দেননি। আমার এ্যাটর্নী এই অন্যায় আক্রমণের জবাব দেননি। তিনি তার অভ্যস্ত ন্যায়পরায়ণতা ও সততার সঙ্গে আইন মেনে কাজ করে গেছেন। আমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগই যে অসার, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, এটাই তিনি প্রতিপন্ন করতে ব্যাপৃত থেকেছেন। সে কাজ তিনি সম্পাদনও করেছেন সুন্দর ভাবে। ...আমি এই আদালতের কাছে কোনো আনুকূল্য আশা করি না। চাইও না। ন্যায়বিচার? নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি? এই আইনসভাই বিচার করুক, আজকের এই কামিরি বিচার সভায় ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি আছে কী?

একজনের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ তোলা হয়, তাঁর বক্তব্য পেশ করবার অধিকার সে অর্জন করে। বিশেষ করে একাধিকবার তিনি যেখানে অপমানিত, সেখানে তাঁর বক্তব্য শুনতেই হবে। তবু অপমানের বিরুদ্ধে অমর্যাদা জানানোর আমার তিলমাত্র বাসনা নেই। মিথ্যা উক্তির বিরুদ্ধে বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা নয়, চাতুরীর বিরুদ্ধে আমি কৌশল অবলম্বন করতে চাই না। প্রকৃত ঘটনাটুকুই আমি সামনে রাখতে চাই। মাসাধিককাল একাকী, চুপচাপ বসে, বিতর্কের সময়

আমি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তি—নিতান্ত সতর্কতার সঙ্গে তৈরি মিথ্যা অপবাদ শুনে ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধে কার না চীৎকার করবার বাসনা হয়! অবাক লাগে, যা আমি পাঠ করেছি, সে সমস্তই এঁদের ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ কবিতা। মজার কথা এটাই এঁদের সংবাদপত্র। কিন্তু এখানে আমি আমার সমস্ত ঘৃণা ও ব্যক্তিগত ক্রোধ সংবরণ করবো, পুঞ্জিভূত তিক্ততা সংযত করে শুধু প্রকৃত ঘটনাই বিবৃত করবো।

…মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি আমার গ্রেপ্তারের পর থেকে গোপন চক্রান্তের প্রচার চালিয়েছে। এই বিচার সভায় আমার বিরুদ্ধে যে প্রমাণ ও সাক্ষী হাজির করা হয়েছে, তারই সূত্র আমি আমার আত্মপক্ষ সমর্থনে কাজে লাগাবো। আমার উকিলের কথার ওপর আমি সামান্য কিছু বলতে চাই। অভিযোগের চাতুরীর সম্পর্কে মন্তব্য করতে ইচ্ছুক। তবে সবটাই ধীর ও সংযত ভাবে। কারণ আমরা এমন একটা জায়গায় এসেছি, যখন গেরিলা যুদ্ধ বা বলিভিয়ার গেরিলা বিপ্লবের প্রথম ধাপ ও চে-র মৃত্যু আজ ইতিহাসে পৌছে গেছে। ··সহজ বিশ্বাসী কারো মন পীড়িত করা নয়, একটা ঐতিহাসিক সত্য আজ এখানে কী ভাবে বিকৃত হতে চলেছে তার দায়িত্বের কথা বলেছি। আমরা দু'জন সাক্ষীকে হাজির করতে বলি। যদিও তাদের এজাহার বা জবানবন্দী খুব একটা কাজের হয় না। আমরা শুধু জানতে চেয়েছি, তারা কী জানে! একমাত্র কাম্বাই উপযুক্ত আদর্শ গেরিলা যোদ্ধা যাকে আর্মি ধরেছে—একজন প্রকৃত কমরেড, যিনি আজ বন্দী। বাইরে কী ঘটেছে জানেন না, কী ঘটছে জানছেন না। অন্য যে ক'জন গেরিলাকে এখানে সাক্ষী হিসাবে খাড়া করা হয়েছে, তারা পলাতক, ঘৃণ্য দলত্যাগী। কেউ কেউ এ বিচার সভায় অনুপস্থিত, কারণ তারা ইতিমধ্যে বলিভিয়ার সরকারী সেনাদলে যোগ দিয়েছেন…আমরা একজন গেরিলাদের শত্রুকে জবানবন্দী দিতে বলি—আর্মি মেজর সানশেজ। অবশ্য একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান তাঁর নির্দোষিতা মূল্যায়ণের সময় এখনও হয়নি। যথেষ্ট চাপ আছে। এখনও আছে আক্রোশ। আছে নানা বাধা আর স্বার্থের আপোষ-রফা।

আমি আর্মি মেজর সানশেজকে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় রাখতে বলি: তিনি কী মনে করেন অতর্কিত আক্রমণের জন্যে গোপন অবস্থান কী বিশ্বাস ঘাতকতামূলক হত্যাকাণ্ডের সমতুল্য অথবা একটা যুদ্ধ! কতবার তিনি নিজে এই অতর্কিত আক্রমণের নেতৃত্ব করেছেন। আর্মি মেজর সানশেজকে আমি আজ প্রশ্ন করি, বন্দী গেরিলাদের জবানবন্দী নেবার জন্যে যে বিদেশীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা কারা? বিশেষ করে আমাকে আর বুস্তস্‌-কে যারা প্রশ্ন করেছিলেন সেই বিদেশীদের পরিচয় কী? কোথা থেকে তাঁরা এসেছিলেন, কেন এই বিদেশীরা প্রশ্ন করছিলেন? নিশ্চয়ই এ প্রশ্নের কোনোই উত্তর নেই। সে কথা কোনোদিনই জানা যাবে না। সদুঃখে অপরাধ স্বীকার করার অভিপ্রায় নিয়ে একথা আমি তুলছি না, এই বিচারসভা যে বিশেষ তাৎপর্যে আবর্তিত হচ্ছে, সে দিকে দৃষ্টি রেখে আমি আন্তরিকভাবে প্রকৃত ঘটনা নতুন করে গঠনে প্রয়াসী। আমরা চে-র মহান স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানিয়েছি। নিজের সুযোগ-সুবিধার জন্যে চে কখনও কোনদিন সত্যভ্রষ্ট হননি। চে বৃথাই, বহুবার বলিভিয়াবাসীদের জন্যে গেরিলা মুখপত্র প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম দিকে কাগজে যুদ্ধের খবর থাকতো, যা যা ঘটছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, ভাল মন্দ সবই, দু'পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি, সাফল্য ও বাধা বিপত্তি, কোনো কিছুই গোপন করা হয়নি। এ সমস্ত দলিল 'প্রতিক্রিয়াশীল প্রতারণার বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সত্যেরই জয় হয়'—এই শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাগুলোর দু'খানা করে মুয়ুপম্পা ত্যাগ করার সময় রুথ, বুস্তস্‌ ও আমাকে দেওয়া হয়েছিল। সেগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়। আসলে আমাদের কাগজ চারখানা রুথ-এর কাছ থেকেই পাওয়া যায়। সেগুলো তাঁর কাছে আমরা রাখতে দিয়েছিলাম। একজন সাক্ষী লেফটেনান্ট রুজ তাঁর মিথ্যা সাক্ষীতে অবশ্য দাবি করেছেন ওগুলো আমার কাছ থেকেই পাওয়া যায়। যেহেতু এই বিচারসভা প্রকৃতপক্ষে আমাকে কেন্দ্র করে, আমার বিরুদ্ধে সাজানো, সেহেতু সমস্ত কিছুতেই প্রচুর

গড়মিল ও অসঙ্গতি থাকবেই। অবশ্য এসব খুব একটা বড় কথা নয়, এ মামলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নাকাহুয়াজ-এ যে সমস্ত কাগজ ও দলিলপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তার সামান্য অংশও আজ এখানে হাজির করা হয়নি। প্রাক্তন গেরিলা যোদ্ধা চিনগোলো-র বিশ্বাসঘাতকতাই তার কারণ। যাকে রোমানো গত সাতাশে মার্চ গেরিলা দল থেকে বহিষ্কার করেন। বর্তমানে তিনি সরকারী আর্মিতে যোগ দিয়েছেন। বাজেয়াপ্ত দলিল সংগ্রহের মধ্যে ছিল ডজনখানেক গেরিলা ফিল্ড ডায়েরী, ব্যক্তিগত নোটবুক, বইপত্র, পাশপোর্ট, কয়েক ডজন ফিল্মরোল আর চে-র পাণ্ডুলিপি—ল্যাতিন-আমেরিকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর চে-র রাজনৈতিক গবেষণা। এটাই চে-র সম্পূর্ণ শেষ রচনা। সমস্ত কিছুই মিঃ ডিন রাস্ক-কে দেখানোর জন্যে ওয়াশিংটন পাচার করা হয়েছে কিন্তু এই বিচার সভায় পরীক্ষার জন্যে হাজির করা হলো না। সবচেয়ে দুঃখের কথা চে-র ডায়েরী এই আদালতে পেশ করা হলো না।

যদিও গেরিলাযুদ্ধের ইতিহাসে সেই ডায়েরী সবচেয়ে মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল, তবু উপযুক্ত প্রমাণের খাতিরে এই সামান্য আদালতে সে নথিপত্তর হাজির করলে তার মর্যাদাহানি হতো না। ঐ একমাত্র দলিল যাতে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হতো, যার জন্যে এত দীর্ঘ আলোচনা —আমরা যোদ্ধা ছিলাম না পর্যবেক্ষকের ভূমিকা ছিল আমাদের? আমি গুপ্তচর, যোগাযোগ রক্ষাকারী, মানচিত্র পাচার করেছি বা নিতান্তই রাজনৈতিক প্রতিনিধি ছিলাম,—এই নথিতে আমাদের প্রকৃত ভূমিকা নির্ণয় করা যেত! একথা চিন্তা করাও ভীতিপ্রদ, যে নথিপত্র থেকে সন্দেহের নিরসন হতে পারতো, সে সমস্ত না দেখেই, আদালত সে সব কিছু পর্যালোচনা না করেই অপরাধ নির্ণয় করছেন। জানি এতে বাধা অনেক, সে দলিল এখানে হাজির না করার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ তাতে সমস্ত কিছুই প্রমাণ হতো, আমাদের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগই বাতিল হতে পারতো। আমাদের প্রত্যেকের কাজের গুরুত্ব প্রকাশ পেত। আর আমাকে সরকারীভাবে এই দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে

ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তার শতকরা দশভাগ বা একভাগও যে গুরুত্ব নেই সেকথা প্রমাণ হতো। আমার বিরুদ্ধে সমস্ত রকমের যান্ত্রিক প্রচার ও একপেশে খবর অসার প্রতিপন্ন হতো। প্রমাণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে গত এগার মাসে চে দ্বিতীয়বার আমার 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' বইটির কথা তোলেননি....আদালত দেখতে পেতেন বলিভিয়াতে আমার আগের তু'বার আসার সঙ্গে এ বছরের গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে কোন সংস্রব নেই।...কিন্তু সরকার পক্ষের উকিল দাবি করছেন, মিথ্যা অভিযোগের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা রেখে দাবি করছেন, আমি চে গুয়েভারার জন্য অর্থ এনেছি। সংবাদ-পত্রের প্রেস নিউজই তার একমাত্র প্রমাণ। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। চে-র জন্যে আমি কোনো টাকাকড়ি আনিনি। সরকার আরও দাবি করছেন, আমি নাকি বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ফিদেল কাস্ত্রোর প্রতিনিধি হিসাবে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলাম। যদিও এ অভিযোগের সমর্থনে কোনো প্রমাণ হাজির করা সম্ভব হয় নি।....অবশ্য সি. পি. বি.-র অনেকেই আমার বন্ধু। কিন্তু এবার বলিভিয়া এসে আমি সি পি বি.-র কারো সঙ্গে দেখাও করিনি। কারণ কারো হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবার অধিকার আমার ছিল না। জনতাকে বিভ্রান্ত করবার এটি একটি চূড়ান্ত অপকৌশল ছাড়া কিছু নয়।

...সরকারী উকিল মামলার রায়ে কতটা খুশি হবেন আমি জানি না, মামলার রায় কতটা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাতেই আমি আগ্রহী। আমার অপরাধ যা নাকি সম্পূর্ণ বিকৃত ও মিথ্যা দলিল নির্ভর, মিথ্যা হলফ করানো সাক্ষী, যার মধ্যে তিনজন সেনা ও তুজন দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতক। ভোজবাজির মত সাক্ষী-প্রমাণ খাড়া করা হয়েছে। ইচ্ছে করলে সরকার, আমি প্রকৃত সত্যটুকু প্রকাশ করতে পারেন। একজন বুদ্ধিজীবী বা লেখক হিসাবে আমি রেহাই পাবার চেষ্টা করিনি। চাইও না। চূড়ান্ত শাস্তির বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাতে চাই না। প্রাণদণ্ডের আদেশ হলেও না। এ ধরনের শাস্তির যৌক্তিকতা সম্পর্কেই আমার প্রতিবাদ।

ছাত্রে দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর বক্তব্য রাখছিলেন। হঠাৎ বক্তৃতার মাঝখানে ফরিয়াদী এ্যাটর্নির তীব্র-প্রতিবাদ ফেটে পড়ে,

—আমি আসামীর এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করি। আসামীর বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও হীন। সামরিক আদালতকে তিনি অপমান করবার চেষ্টা করছেন।

প্রেসিডেন্ট গুয়েচাল্লা সশব্দে তাঁর হাতুড়ি ঠুকে ফরিয়াদী উকিলকে থামতে ইশারা করেন। ছাত্রের দিকে ফিরে বললেন,

—আপনি আপনার বক্তব্য প্রাসঙ্গিক রাখবার চেষ্টা করুন।

রেজি ছাত্রের ঠোঁটে পাতলা হাসি ফুটে ওঠে। উপস্থিত সামরিক ও অসামরিক সবার দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেন। প্রেস কর্নারের দিকে ফিরে তাকালেন একবার। তারপর আবার শুরু করেন,

—কী কারণে শাস্তি হচ্ছে সেটা আলোচ্য বিষয় নয়। সেটা অপ্রয়োজনীয়। এই বিচার প্রহসনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি কী? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের জীবন-মরণ সংগ্রামে ও সাম্যবাদ ও বিপ্লবের বিরুদ্ধে তার ভাড়াটে বেশ্যাদের চক্রান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায়, যে ব্যক্তি বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছে আজই হোক আর কালই হোক, কারাগার বা ভয়াবহ মৃত্যু তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, আমি এতে অবাক হবার যুক্তি খুঁজে পাই না। ফরিয়াদী উকিল বলেছেন, সংঘর্ষে মারা যাবার চেয়ে ত্রিশ বছরের কারাজীবন অনেক ভাল। আমার মত সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু কোনো কারণেই আদর্শগত অপরাধের জন্যে সাধারণ অপরাধের শাস্তির মত রাজনৈতিক শাস্তি আমি মেনে নিতে পারি না। আমাকে একজন গেরিলা যোদ্ধাদের সংগঠক নামে প্রচার করা হচ্ছে—যা আমি নই। মাননীয় বিচারক, সরকার পক্ষের এটর্নি বলুন, এ'দেশের বর্তমান আইন স্বীকার করুক—আমরা তোমাকে শাস্তি দিচ্ছি কারণ তুমি মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী। কারণ তুমি 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' রচনা করেছো। তোমাকে আমরা শাস্তি দিচ্ছি, কারণ তুমি স্বীকার করেছো তুমি ফিদেল কাস্ত্রোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এখানে তুমি সরকারী অনুমোদন না নিয়ে চে

গুয়েভারার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলে, গেরিলারা তোমার কোড নাম দিয়েছিলো দাতন—তা'হলে আমার কিছুই বলার থাকে না। আমি জানি শ্রেণীসংগ্রাম চলছে, আমি জানি ইয়াঙ্কী দূতাবাস ও তাঁদের দালাল ও ঘৃণ্য প্রচার বাহিনী কাজ করছে। আমি আরও জানি বিপ্লব এখনও তৈরি করতে হবে। কিন্তু আমাকে যখন বলা হয় ইতিপূর্বে এদেশে তুমি দু'বার গুপ্তচরবৃত্তির কাজ নিয়ে ঢুকেছিলে, তুমি চে-কে টাকাকড়ি ও মানচিত্র দিয়েছো, তুমি গেরিলা বাহিনীর একজন সদস্য, তুমি গেরিলা সংগ্রামের কৌশল রচনায় ছিলে, তুমি গেরিলা পাঠচক্রে ক্লাশ নিয়েছে। তুমি একজন গেরিলা সদস্য, ধ্বংসাত্মক কাজের দক্ষ প্রতিনিধি এবং তুমি গোপনে ঘাঁটি করে আক্রমণের জন্যে তৈরি হয়েছিলে—তা'হলে আমি বলবো—না। সবই মিথ্যা। সাজানো ষড়যন্ত্র। ঘৃণ্য অপকৌশল। আমি প্রতিবাদ করবো, কারণ এ সমস্তই সাজানো গল্প, কাল্পনিক, মিথ্যা, জাল, প্রকৃত সত্যের চেষ্টাকৃত অপভাষণ, যা প্রমাণ করা অসম্ভব। আমার গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে আমি অবিচলভাবে প্রতিবাদ জানাবো। চে-র পাশে একই লড়াইতে মৃত্যুবরণ করতে না পারায় আমি যদি হাজার বার অনুতাপ করি তাতে আমাকে শাস্তি দেবার কোনো অধিকার আইনের জন্মায় না। কারণ শাস্তি কৃতকর্মের জন্যে, অভিপ্রায় কী ছিল তার ওপর ভিত্তি করে নয়।

ল্যাতিন আমেরিকার সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলচক্র, জেনারেল স্ত্রোস্‌নের থেকে লরাস কামারগো, এমন কী লুইস কস্তে এগুয়েরো আর লা পাজ-এ আন্তর্জাতিক আইনবীদ ও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচক ও পারদর্শী ব্যক্তিরা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক ও অপবাদে লাঞ্ছিত করতে একত্রিত। তাঁরা চতুর কৌশল অবলম্বন করছেন। কখনও কখনও আইন ও রাজনীতির ঘৃণ্য চাতুরী চালাচ্ছেন। আমি যখন বলি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসব অভিযোগের সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ, তারা বক্তৃতা শুরু করেন, ষড়যন্ত্রমূলক প্রবন্ধে আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন—তুমি তা'হলে তোমার রাজনৈতিক প্রত্যয় থেকে বিচ্যুত হচ্ছো। আদর্শভ্রষ্ট হয়েছো।

তোমার বই থেকে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে, তার থেকে তুমি হাত পরিষ্কার রাখতে চাও।

আমি যখন বলি, আমার কমরেডদের কাজকর্মের রাজনৈতিক ও নীতিগত দায়িত্ব আমি দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করি, তখন আমি চমকপ্রদ সংবাদ পরিবেশক ও বেপরোয়া অতিরঞ্জিত সংবাদপত্রের উল্লাস দেখতে পাই—শেষকালে করলো! অবশেষে দস্যু তার অপরাধ স্বীকার করেছে।

আমি আবার বলি, কিসের অপরাধ? মনে হয় এই ভদ্রলোকেরা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ আর বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার বন্ধ করবেন না, যতক্ষণ না আমি স্বীকার করি, আমি এই গেরিলা যোদ্ধাদের নেতৃত্ব দেবার একজন। আমি সামরিক অভিযান পরিকল্পনার স্থান নির্বাচন করেছিলাম। সমস্ত প্রস্তুতি পরিচালনা করেছি। চোরাগোপ্তা আক্রমণের স্থান ও কায়দা-কানুন রচনা করেছি। আমি একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি ও চে-র পরামর্শদাতা ও আমার বইটি গেরিলাদের অতি প্রয়োজনীয় প্রতিদিনের সাথী। এই সব কাল্পনিক কথা আমি যদি স্বীকার করি, তবে এঁরা বলবেন—সাবাস! সাহস রাখে, কথার সঙ্গতি আছে। লোকটা দায়িত্বশীল। কিন্তু এঁরা ভুলে যান সত্য ঘটনাকেই আমরা শ্রদ্ধা করি, সত্য ঘটনা ইচ্ছে মত তৈরি করা যায় না। তাদের উৎকণ্ঠা নিরসনে আমি সত্য ঘটনা তৈরি করবো না। মাননীয় বিচারক, ফরিয়াদী পক্ষের এ্যাটর্নি আমাকে উভয়সঙ্কটে ফেলতে চান। প্রতিক্রিয়াশীল সমস্ত শক্তি আমার আত্মপ্রত্যয়ের ওপর কলঙ্ক লেপনে আগ্রহী। একদিকে তারা আমার রাজনৈতিক প্রত্যয় ও আনুগত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ খাড়া করে অপরাধী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিতে চায়, অন্যদিকে আমার নিরপরাধের সুযোগ নিয়ে, অভিযোগ অস্বীকার করবার যুক্তিগুলোর ঘৃণ্য অপব্যাখ্যা করে তারা প্রচারে নেমেছেন—আমার প্রকৃত দৃঢ় কোনো রাজনৈতিক প্রত্যয় নেই। অবিচল নিষ্ঠা নেই। স্বীয় মতাদর্শের প্রতি আমি অনুগত থাকতে পারিনি।

ভদ্রমহোদয়গণ, এই বিচারসভায় রাজনীতির কথা উঠছে না।

ফৌজদারী আইন ব্যবহার করে একজনকে খুনের দায়ে, চুরির অপরাধে চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, যিনি ব্যক্তিগতভাবে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নন। মন্ত্রণাদাতাও নন। সামরিক অভিযানের সঙ্গেও যুক্ত নন। ...একজন বিপ্লবী হিসাবে আমি মনে করি, পৃথিবীর যে কোনো জায়গার বৈপ্লবিক অভিযানের দায়িত্ব আমার আছে। যদি কোনো নেতা আমাকে বলেন, তুমি এসো। তোমাকে আমাদের প্রয়োজন। তুমি ছাড়া এ কাজ আমাদের করবার কেউ নেই। তা'হলে আমি আছি।

আমি জানি সেই কারণেই আজ আমার শাস্তি। এই হাস্যকর বিচার প্রহসন। তোমরা আমার আদর্শগত আত্মপ্রত্যয়কে শাস্তি দিতে চাও। গত এপ্রিলের গোড়ায় গেরিলা দলে থেকে যেতে চে-র কাছে আমি যখন প্রস্তাব করি, তিনি যদি বলতেন, 'শরীর তোমার মজবুত, ক্ষমতা আছে। পাহাড়ী অঞ্চলের যুদ্ধে তুমি পারবে। সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করবার অন্য কাউকে পরে পেলেও চলবে। এখন খুব দরকারও নেই। থেকে যাও',—তা'হলে আমি সানন্দে থেকে যেতাম। একজন যোদ্ধা হিসাবে, একজন গেরিলা হিসাবে যখন তখন যেখানে সেখানে লড়াই-এর জন্যে তৈরি হতাম। চে-র অধীনে কাজ করবার সৌভাগ্যের চেয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধার আর কত বড় স্বপ্ন থাকতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ পুষ্টির অভাবে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। একথা আমি আমার প্রথম জবানবন্দীতে বলেছি। তা'ছাড়া আমার দৈহিক যোগ্যতা সম্পর্কে চে-র খুব একটা ভরসা ছিল না। আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ বলছি এই কারণে যে, গেরিলাদের ছেড়ে না আসলে এই বিচারকক্ষে আমাকে আসতে হতো না। জঘন্য প্রচারযন্ত্রের সামনে আর সাম্রাজ্যবাদী কুপ্রচারের মুখে পড়তাম না। ঘৃণ্য ইয়াঙ্কীদের আর তাঁদের বিপুল ব্যয়ে সংগৃহীত সম্মানী অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রিত পলাতক কিউবানদের সামনে পড়তাম না। কিন্তু এমনই হলো, একজন সাধারণ দর্শকের মত আমি গেরিলা ক্যাম্পে প্রবেশ করি ও সে স্থান ছেড়ে আসি।

....আমি বিশ্বাস করি সশস্ত্র সংগ্রামই বলিভিয়ার একমাত্র মুক্তির পথ।....চে-র সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবার সময় কোনো যুদ্ধ ছিল না, কোনো চোরাগোপ্তা আক্রমণের ঘটনা ঘটেনি, এমন কী ওসব শুরু হবার সম্ভাবনাও অনুপস্থিত ছিল। গেরিলাদলে নিয়মিতভাবে যোগদান সম্পর্কে চে-র সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে। সংবাদদাতার কাজ ছাড়াও দু' একটা ব্যাপারে চে আমাকে নজর রাখতে বলেন। কিন্তু যেহেতু আমার ব্যক্তিগত কতগুলো সমস্যা ছিল, আলোচনার পর স্থির হলো আমার শীঘ্রই ক্যাম্প ত্যাগ করা দরকার। একথাও স্থির হলো আমি বলিভিয়াতে ফিরে আসবো। গেরিলা যোদ্ধা হিসাবে যোগদান করবো।

হঠাৎ অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন হলো। পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হলো। অবস্থা খারাপের দিকে গেল। চারজন আমরা বাইরের লোক ছিলাম, তার মধ্যে চে আমাকে আর বুস্তস্‌কে গুতিয়েরেজ শহর দিয়ে পালাতে বললেন। চিনো আর তানিয়ার বৈপ্লবিক গুরুত্ব বেশি, তাদের আরও গোপন সতর্ক পথ নির্ণয় করা হয়। গুতিয়েরেজ দিয়ে পালানোর পরিকল্পনা যখন ভেস্তে যায়, আমি গেরিলাদলে থেকে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করি। চে বললেন, এই রকম জংলা জায়গায় থাকতে আমি সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। গেরিলা যোদ্ধা হিসাবে দশজন শহরের বুদ্ধিজীবীর চেয়ে স্থানীয় একজন কৃষক তাঁর কাছে অনেক বেশি প্রয়োজনের। সেই থেকেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো ভেতরে না থেকে বাইরে থেকেই আমি অনেক কাজের হবো। আমি অভিমত প্রকাশ করেছি—একজন দর্শকের মত যে পথে এসেছিলাম সে পথেই গেরিলা এলাকা ছেড়ে যাব। চে অবশ্য আমাদের পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া এই যাত্রা সম্পর্কে আদৌ জোর দেননি। তিনি হুকুম দেননি। আমার গেরিলা এলাকা ছেড়ে যাওয়া সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন। সেগুলো আদেশ নয়—গ্রহণ করা বা না করা আমাদের ওপরেই নির্ভর করছে। আমি যাত্রা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ভাবতেই পারিনি আমরা ধরা পড়বো। এই ব্যবহার পাব। এত উত্তেজনা সৃষ্টি হবে।

এই বিচার সভা বসবে। সে সময় শুধু ভেবেছি যত তাড়াতাড়ি আমরা ফিরতে পারবো, তত শীঘ্রই আবার আমরা ফিরে আসতে পারবো! এবার আর দর্শক হিসাবে নয়। কিন্তু সেদিন আর আসছে না। এসব কথা অপ্রয়োজনীয়, তবু বলছি তার কারণ একজন অসামরিক ব্যক্তি কী ভাবে, কী কারণে বৈপ্লবিক যোদ্ধার কৃতকর্মের দায়িত্ব নেবে?

…এখানে আমি একটা তুলনা টানতে চাই। খনি শ্রমিকদের রক্তে ২৪শে জুনের রাত্রি রক্তাক্ত হলো। মাঝরাতে আর্মি খনি অঞ্চলে অতর্কিতে অতি হীনভাবে আক্রমণ চালায়। সরকারী হিসাবেই পরদিন দেখা যায়—সাতাশ জন নিহত ও তিনগুণ আহত। সাতাশটি পরিবার শোকাচ্ছন্ন। মাননীয় সভাপতি, তাঁদের মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে কান্না নিষিদ্ধ। তাঁদের প্রতিহিংসার উপায় নেই। আইনের আশ্রয় বা রাজপথে প্রচারপত্র লটকানোও তাদের বারণ। সাতাশটি পরিবারের মৌন শোক। যাঁরা সামরিক পোষাকে আছেন, আমার মতে তাঁরা সে রাত্রের এই অপরাধের জন্য সমান দায়ী। আপনারা যদি এই অভিযানের সমর্থক না হন, পরিকল্পনা আর অত্যাচার চালানোর চক্রান্তে অংশ গ্রহণ নাও করেন, বিচারসভায় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, নীতিগত ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপনারাও সমান অপরাধী। প্রথমত এদের আপনারা শাস্তি দেননি, তাতে এ কাজে আপনাদের সমর্থনই আছে বোঝা যায়। আপনারা সেদিন একমাত্র সামরিক পোষাকই পরিধান করেননি।…মানসিক অসুস্থতা ও ফ্যাসিস্ট চরিত্র ছাড়া হত্যা করে ইতিহাস সৃষ্টিতে কেউ আগ্রহী নয়।…যখন আমরা হিংসা ও মর্মযন্ত্রণায় কষ্ট পাই, আপনারা তখন সুখশান্তি বিতরণ করেন না। তবে প্রত্যেকেরই একটা পথ বেছে নিতে হয়—সামরিক হিংসা বা গেরিলা হিংসা। দমননীতির হিংসা বা মুক্তিসংগ্রামের হিংসা। আপনারা প্রথমটা নেন। আমি শেষটাই গ্রহণ করবো।

প্রকৃত ঘটনা এবার লক্ষ্য করে দেখা যাক। আমার কমরেডরা সত্যিই কী হত্যা করেছিল? তারা কী সত্যিই অপরাধী? প্রথম দিনের শুনানীতে ফরিয়াদী পক্ষের উকিল বলেছেন, ‘একটা উল্লেখযোগ্য

নজীর সৃষ্টি করতে হবে'। যেহেতু যথা সময়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায়নি, যদিও কংগ্রেসের কাছে জেনারেল বারিয়েনতোস এই দাবি জানিয়েছিলেন, তাই সরকারী উকিল আমার সর্বোচ্চ ত্রিশ বছর কারাদণ্ড দাবি করছেন। যদিও এ ধরনের দণ্ড শুধু হত্যাকারীকে, মাতা-পিতা বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করলেই বা রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধেই দেওয়া হয়। কিন্তু আমি দেশদ্রোহী নই, মাতাপিতাকেও হত্যা করিনি— দ্বিগুণ অভিযোগ তাই আমার বিরুদ্ধে সাজানো হয়েছে।

প্রথমত তেইশে মার্চ আর দশই এপ্রিলের গোপন অবস্থান বা ওৎ পাতাকে হত্যাকাণ্ডের সমতুল্য বলা হয়েছে। তা'হলে এটা প্রমাণ সাপেক্ষ যে, তেইশে মার্চ সরকারী ফৌজ গেরিলাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিল না এবং অতর্কিতে আক্রান্ত হয়। সঙ্গে তাদের গাঁইতি আর বেলচা ছিল। তারা অভ্যস্ত নিয়মে ঐ অঞ্চলে কাজে যাচ্ছিলো। সেই কারণে সরকার পক্ষের উকিল দস্যুতা বলেছেন, গেরিলা আক্রমণ বলেননি। দ্বিতীয়ত এটা প্রমাণ সাপেক্ষ যে এই হত্যাকাণ্ডে আমি জড়িত ছিলাম, প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে। গেরিলা নিয়মে উপস্থিত থেকে ব্যাপারটা শুধু ঘটিয়েছিলাম।

যাক, প্রথমে অতর্কিতে গোপন স্থান থেকে আক্রমণের অভিযোগটি বিচার করা যাক। এগারোই মার্চ সকাল সাতটায় গেরিলা বেস ক্যাম্পে যখন কেউই কোনো সামরিক অভিযানের কথা ভাবেনি, মোজেজ গুয়েভারার গ্রুপ থেকে দু'জনকে শিকারে পাঠানো হয়। বন্দুক সঙ্গে নিয়ে তারা নদীর দিকে যায়। কিন্তু শিকারের জন্যে পূবদিকে গিয়ে ডানদিকে না ঘুরে তারা পশ্চিম পথে কামিরির দিকে যাত্রা করে। এরাই প্রথম পলাতক। এখানে আমার প্রতিবাদী হিসাবে হাজির করা হয়েছে।....শুনেছি তারা মোটেই সুখে নেই।

চোদ্দোই মার্চ লা পাজ-এ প্রবেশ করবার আগেই তারা ধরা পড়ে। তাদের জবানবন্দী থেকে জানা যায় তারা রিপোর্ট করতে আসছিল। ঐ দিন তারা দীর্ঘ জবানবন্দী দিয়েছে। একজনের ডি. আই. সি. আর পলিটিক্যাল কন্ট্রোল-এর সঙ্গে সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। আদালত কৈফিয়ৎ

দাবি করলে সে তার মূল বক্তব্যে বলেছে, সে গেরিলাদলে গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যে ঢুকেছিল, কারণ সে মনে করেছিল এ কাজে তার ব্যক্তিগত সুযোগসুবিধে ঘটবে। তার লিখিত বিবৃতি চোদ্দো ও পনের তারিখের দলিলের ত্রিশ পাতায় পাওয়া যাবে। সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে সে দলিল নয়, আদালতে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে আমি সেগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। তাতে গেরিলাদলের বিধ্বস্ত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাবে। বেস ক্যাম্পে তখন যোদ্ধা ছিল বিশজন। চে-র সঙ্গে ভালে-গ্রাঁদে অভিযানে ছিল ত্রিশজন। এই গেরিলাদের জাতিত্ব, নাম, পরিকল্পনা, বেস ক্যাম্পের অবস্থান, তাদের পথ, রেডিও ট্রান্সমিটারের অবস্থিতি সবই বলা আছে। চে-র উপস্থিতি শুধু নয়—তার ছদ্মনাম যে রোমানো একথাও জানা যায়। উপরন্তু আপনারা তাতে আবিষ্কার করতে পারবেন কখন ও কীভাবে চে বলিভিয়াতে আসেন, কী ছদ্মবেশ ও ছদ্ম পরিচয় তিনি নিয়েছিলেন, তাঁর অনুসৃত নীতি, তাঁর সঙ্গের জিনিসপত্র—কীভাবে গেরিলারা তাঁর জন্যে বেস ক্যাম্পে অপেক্ষা করছিলো। আন্তনিও ছিল ক্যাম্পের নেতা, বিশ্বাস করে সে খোলাখুলিভাবে এদের সমস্ত ফটোগ্রাফ দেখায়—যেগুলো তখনও গোপনীয় ছিল। এরা স্বীকার করেছে আর্মিকে তারা সাহায্য করতে চায়। স্থলপথে ও বিমানপথে সাহায্য করতে প্রস্তুত। তেইশে মার্চ এদের পুরো বিবৃতি নেবার জন্যে লা পাজ-এ জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স-এ পাঠানো হয়। চোকী-চোকী যিনি মোজেজ গুয়েভারার গ্রুপে ছিলেন তিনি বিনা প্রতিরোধে সতের তারিখে ধরা পড়েন। তাঁর সতীর্থ বন্ধুদের জবানবন্দী তিনি অনুমোদন করেন। সঙ্গে সঙ্গে পথপ্রদর্শক হিসাবে তিনি আর্মিতে যোগদান করেছেন। তিনি ক্যাম্পের পথ দেখান ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেন। আর্মি মেজর সানশেজ ব্যাখ্যা করেছেন, কীভাবে চোকী-চোকী সেনাদলের নেতৃত্ব করেন ও এপ্রিলের শুরুতে গেরিলা বেস ক্যাম্প দখল করেন। নাকাহুয়াজ-এর আগেই তৃতীয় আর একটি সূত্রও আর্মির হাতে আসে। যাতে গেরিলাদলের অবস্থিতির পুরো চিত্র পাওয়া

গেছে। ইউনিফর্ম পরা ভার্গাস নামে একজন পথপ্রদর্শক যিনি তেইশ তারিখে সামরিক অভিযানের সময় অতর্কিতে নিহত হন, এই লোকটি ভালে-গ্রাঁদে-র অধিবাসী। গেরিলাদলের অন্যতম নেতা মারকোস সাথীদের নিয়ে ভাগার্সের সঙ্গে হটকারীর মত দেখা করে। মার্চের শুরুতে একদিন তার কাছে এসে এরা নিজেদের বিদেশী ভূবিদ্যাবিশারদ বলে পরিচয় দেয়। এরা খাদ্যসামগ্রী কিনতে চায়। ভাগার্স-এর সন্দেহ হয়। সে ভালে-গ্রাঁদে থেকে নাকাহুয়াজ পর্যন্ত এদের অনুসরণ করে। তারপর সে কামিরি-র চতুর্থ ডিভিশন হেড কোয়ার্টার্স-এ খবর দিতে আসে। একের পর এক খবর পাবার পর ও দলবল নিয়ে মারকোস-এর আবির্ভাবের পর সেনাদল আক্রমণ প্রস্তুতি চূড়ান্ত করে। ষোলই মার্চ আর্মি কোকো-র ডেরা দখল করে। একজন সেনা এখানে প্রাণ হারায়। আর্মি ইতিমধ্যে গেরিলা ক্যাম্পের হদিশ করেছে। পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ করেছে আরও গভীরে। বিমানে আকাশ পরিক্রমা চলেছে সারাদিন।

গেরিলারা হঠাৎ আবিষ্কার করে কামিরির পথ কাটা। সরবরাহ ব্যবস্থা পঙ্গু। উপরন্তু তারা নিজেদের বিপদাপন্ন মনে করে। কারণ তখনও তাদের উপযুক্ত শিক্ষা হয়নি। তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। চে ও অন্যদের নাকাহুয়াজ ক্যাম্পে আসার কথা ছিল পহেলা মার্চ। কিন্তু তাদের বিশ দিন দেরি হয়ে যায়। দূত চে-র কাছে অসম্ভব পরিস্থিতির হুঁশিয়ারী নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে মারকোস-এর সঙ্গে আন্তেনিও আলোচনা করে স্থির করে উপযুক্ত যোদ্ধা না থাকায় ও ক্রমবর্ধমান সেনাদের প্রস্তুতির সামনে পিছু হটাই বাঞ্ছনীয়। বিশ তারিখে চে এসে পৌঁছোন। দেখেন গেরিলারা আর্মি মার্চের সামনে পিছু হটছে। তিনি দেখলেন, দ্রুত পশ্চাদপসরণ পরাজিত মনোভাবের লক্ষণ। মারকোস-কে তার পদ থেকে সরালেন। বেস ক্যাম্প রক্ষা করবার জন্যে সবাইকে ফিরে আসতে বললেন। ছ'জনের একটা গ্রুপ আর্মিকে বাধা দেবার জন্যে ঘণ্টা তিনেক দূরের পথে নাকাহুয়াজ-এর সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে পাঠালেন। তেইশ তারিখে অতর্কিত আক্রমণ শুরু

হলো। ফরিয়াদী উকিলের মিথ্যা এজাহারের ওপর প্রতিষ্ঠিত গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ যে উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অসার প্রতিপন্ন হবে, সেই কারণেই এ সব কথা তুলতে হচ্ছে। নাকাহুয়াজ-এ আর্মি রুটিন কাজে আসেনি। উদ্দেশ্য তাদের রাস্তা তৈরি নয়। সঙ্গে তাদের গাঁইতি আর বেলচা ছিল না। সে কথা সার্জেন্ট মেজর স্বীকার করেছেন। সেনারা এসেছিল ৩০ ক্যালিবার মেশিনগান নিয়ে। ৬০ এম. এম. মর্টার ও রেডিও ট্রান্সমিটার ও মাথার ওপর বিমান সঙ্গে নিয়ে। তারা জানতো কোথায় তারা চলেছে। তারা গেরিলা বেস ক্যাম্প দখল করতে চলেছিলো। গুতিয়েরেজ থেকে যাত্রা করা অপর এক সেনাদলের সঙ্গে তারা যুক্ত হতে চলেছিল। চূড়ান্ত পরিবেষ্টনী। বিমানবাহিনীকে তেইশ তারিখ বেলা বারোটায় বোমা বর্ষণ করবার আদেশ দেওয়া হয়। ...গেরিলারা আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত, তেইশ তারিখে সেনাবাহিনীই আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়েছে। গেরিলারাই আক্রান্ত হয়েছে। লড়াই শুরু করেছে সেনারাই।

অতর্কিত আক্রমণার্থে গোপনে অবস্থান কী নৃশংসতা? নিশ্চয়ই। তবে সবলের সঙ্গে দুর্বলের সংগ্রামে এই কৌশল চিরকাল ধরে চলে আসছে। ইতিহাস থেকে জানা যায় সমস্ত জনযুদ্ধে এই কৌশল গ্রহণ করা হয়, এবং এই নীতি নিয়মিত যুদ্ধেও ব্যবহার হয়। এতে কী নিরপরাধ অফিসার আর সাধারণ মানুষ প্রাণ হারান? সবসময়ই। ১৯৫২ সালে আলতো ছি লা পাজ-এ খনি শ্রমিকদের গুলিতে যে সেনারা মারা গিয়েছিল তারা কী ব্যক্তিগত ভাবে ল্যাতিফন্দিয়া নীতির জন্যে দায়ী? রস্কার অত্যাচার, যে মজুরী শুধু অনাহার সৃষ্টি করে তার জন্যে দায়ী? আলতো পেরুবাসীরা কী স্পেনীয় রাজমুকুট রক্ষা করবার জন্যে লাঞ্চা ভ্রাতৃদ্বয়ের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলো? পাদিল্লা গ্রুপ ও আজুরদে গ্রুপ কী রাজতান্ত্রিক সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখবার চেষ্টা করেছিল? ব্যবসাবাণিজ্যে স্পেনীয় একচেটিয়া অধিকার রক্ষায় প্রয়াসী ছিল? নিশ্চয়ই না। এই সব নিপীড়িত মানুষ আজকের অত্যাচারী সরকারের হাতে প্রতারিত লোকগুলোর মত। এরা শাসনযন্ত্রের

অন্ধ ভক্ত। ইতিহাসের শুরু থেকে দেখা যায় অত্যাচার ও শোষণ প্রতিরক্ষায় ইউনিফর্ম পরা এই লোকগুলোই প্রথম নিপীড়িত হয়। তারা জানে না তারা কাদের, কিসের জন্যে তারা লড়ছে। তারা আইন অনুসারে কাজ করতে গিয়ে নিগৃহীত হয়। যে আইন ও ন্যায়নীতি অচল, যুক্তিহীন, ফাঁকা ও অন্তঃসারশূন্য। এই সত্য আমাদের এই সমস্ত নিগৃহীত মানুষের পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করে কিন্তু যে সরকার এদের ব্যবহার করে ক্ষমতায় থাকেন, জননেতাসুলভ প্রচারে নামেন তাদের জন্যে নয়। বিপ্লবী সংগ্রাম কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তির মুখোমুখি দাঁড়ানো নয়। প্রত্যেকেরই সংসার আছে, মা তাপিতা বর্তমান, পুত্র আছে, কাউকে সে ভালবাসে। তারা আসলে দু'টি সম্পুর্ণ বিপরীত ধর্মী চিন্তাধারার প্রতিনিধি। এ সংঘর্ষ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক বিরোধের ফল। দুঃখের কথা হলো আমরা উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা অভিপ্রায়কে হত্যা করতে পারি না। কোনো সমষ্টি বা দলকে হত্যা করি না, ভাবমূলক, বিমূর্ত বা নির্বস্তুক কিছু ধ্বংস করি না। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দুইপক্ষই অপূরণীয় ব্যক্তি বিশেষকে হত্যা করি। বেশির ভাগ মানুষই নিরপরাধ, তারা ভালবাসে, প্রজনন করে। এই সত্যই সমস্ত বিপ্লবের ইতিহাসে মর্মান্তিক অধ্যায়। এখানে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তির মুখোমুখি দাঁড়ানো নেই। আছে শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে আদর্শবাদের সংঘাত। কিন্তু যারা প্রাণ হারায় তারা সাধারণ মানুষ। আমরা, এই সত্য অস্বীকার করতে পরি না। এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি নেই।

যদি ওৎপাতা বা গোপনে আক্রমণপ্রস্তুতি হত্যাকাণ্ডের সমতুল্য হয়, তবে ফোর্ট ব্রীজ-এর ক্যানাল জোনে ইয়াঙ্কীরাই এই কলাকৌশলের পূর্বসুরী। কারণ ল্যাতিন আমেরিকায়, বলিভিয়াতে গেরিলাদের সঙ্গে মোকাবিলায় এই অতর্কিত আক্রমণ কলাকৌশল ও নীতি তাঁরাই শিক্ষা দিয়েছেন। তা'হলে বলিভিয়া আর্মিতে অনেক হত্যাকারী আছে যারা একাধিক গোপন আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে। সেখানে গেরিলাদের আক্রমণগুলোই শুধু ধ্বংসকারী গোপন আক্রমণ বলা চলে না।

সেনাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে কৃষকদের মধ্যে বিলি করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। সম্পূর্ণ ধ্বংসাত্মক চোরা আক্রমণ যদি হয়ে থাকে, তবে আমি 'ভেদো দেল এসো'-তে গেরিলাদের ওপর পেছন থেকে আক্রমণের ঘটনাটির কথা বলবো···এখানে শুধু হত্যা, অন্য কিছু নয়। হত্যাই উদ্দেশ্য ছিল।···কিন্তু আমি কী বলবো এটা হত্যাকাণ্ড? না। গোপনে লুকিয়ে থেকে আক্রমণ খুবই নিষ্ঠুর, তবু হত্যাকাণ্ড নয়।·· ওৎ পেতে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চিরকালই চলে আসছে। নতুনত্ব কিছু নেই। গেরিলারা যখন এই কৌশল অবলম্বন করে তখন বলা হয় খুনে-ডাকাত। আর্মি যখন এই কায়দা চালায় তখন সেটা বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ—এই যা। যাই হোক, মহামান্য বিচারক, তেইশ তারিখের আর্মি অভিযান নিতান্তই ত্রুটিপূর্ণ ছিল। সেনা ও অফিসারদের জীবন দেবার জন্যেই পাঠানো হয়েছিল। ক্যাপ্টেন সিল্‌ভা একথা তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন। সামান্য রকম সাবধানতা অবলম্বন করা হয় নি। গেরিলা যোদ্ধারাই আমাকে বলেছে—ট্রুপস নদীতীরে গেরিলাদের মুখোমুখি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ছড়িয়ে পড়ে। একথা সবাই জানে, সামরিক রীতিনীতিতেও বলে যে, বিপজ্জনক এলকায় প্রবেশ করবার পর অগ্রবর্তী বাহিনীর সেনাদের চেয়ে পেছনের সারি পঞ্চাশ মিটার পেছনে থাকবে। এই সেনাদলই গেরিলা ক্যাম্প অধিকার করতে চলেছিল। এভাবে তারা এগিয়ে গেল কেন? অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে? তাদের জানা ছিল, কী ধরনের গেরিলাযোদ্ধাদের সঙ্গে তাদের মোকাবিলা করতে হবে। তাদের জানা ছিল কী ধরনেরা গেরিলা বাহিনীর সামনে তারা এগিয়ে চলেছে। তারা জানতো ঐ অঞ্চলে স্বয়ং চে গুয়েভারা আছেন। যাক, এ অন্য প্রসঙ্গ। এ আলোচনা আমি করতে চাই না।

আমি অন্য প্রসঙ্গে আসছি। এই নিষ্ঠুর যুদ্ধে প্রচুর বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও গেরিলারা নীতিগতভাবে যুদ্ধ করেছে। সামান্য সময়ের জন্যেও তারা মনুষ্যত্ব হারায়নি। মানবতার শ্রেষ্ঠ গুণ তারা বিসর্জন দেয়নি। যতটুকু সম্ভব হয়েছে আহত সেনাদের তারা শুশ্রূষা করেছে

বন্দীদের দেখাশোনা করা হয়েছে। নিয়মিত আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। রাত্রের ঠাণ্ডার জন্যে কম্বল তাদের দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে মৃত ও বন্দী সেনাদের কারো কারো শরীর থেকে ব্যাক্তিগত জিনিস সরানো হয়েছে। হ্যাঁ, তাদের বুট জুতো নেওয়া হয়, কারণ জঙ্গলে বুট জুতোর বিশেষ প্রয়োজন ও গেরিলাদের সঙ্গে জুতো তৈরি করবার কারিগর ছিল না। তাদের পোশাক নেওয়া হয়েছে, কারণ গেরিলাদের ইউনিফর্ম তৈরির ব্যবস্থা ছিল না। অবশ্য বন্দীদের অসামরিক পোশাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয়েছে। মৃত কোনো সেনাকে বিবস্ত্র করা হয়নি। তাদের সঙ্গে সঙ্গে কবর দেওয়া হয়নি, একথাও সত্যি। তাদের পরিচয় যতটা সম্ভব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বাজপাখি ও পোকামাকড়ে খাওয়া বিকৃত আকৃতির বর্ণনা, মৃতদেহ কোথায় পাওয়া যায়, সবই লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে। কিন্তু এদোষ কাদের? মৃতদেহগুলো সরিয়ে নিতে বলা সত্ত্বেও, ৪৮ ঘণ্টা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করলেও সেনাবাহিনী মৃত সেনাদের সরিয়ে নেয়নি। বেশ কিছু পরে গেরিলারা উপলব্ধি করে কেউই এই মৃতদেহগুলো নিতে আসেনি। কোনো বন্দী অফিসার বা সাধারণ সৈনিক কেউই শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন ভোগ করেনি। আর্মি জেনারেল সানশেজ বলেছেন, আহতরা এক ঘণ্টার আগে কোনো ডাক্তারের সাহায্য পায়নি। তিনি আরও বলেছেন গেরিলাদের শুশ্রূষা আগে করা হয় তারপর সেনারা সে সুযোগ পেয়েছে। যাই হোক, গেরিলাদলের একমাত্র রুবিও-র মাথায় আঘাত লাগে ও কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যায়, গেরিলাদের অন্য কেউ আহত হয়নি। যদি গেরিলাদলের আহতদের সংখ্যা বেশি হতো, তবে চে-র নির্দেশ ছিল সাংঘাতিকভাবে আহতদের শুশ্রূষাই আগে হবে—তা সে গেরিলা যোদ্ধাই হোক আর আর্মির লোকই হোক না। ব্যাপার হয়েছে যেখানে সংঘর্ষ বেধেছে সেখান থেকে ডাক্তারের ক্যাম্প আধ ঘণ্টার পথ। আহতদের পাচার করার সময় হাতে ধরলে একঘণ্টা সময় লাগবার কারণ উপলব্ধি করা যাবে। তখন আমাদের ওষুধপত্র খুবই কম ছিল। বিশেষ করে গ্লুকোজ।

একজন ডাক্তার চে-কে বলেছিলেন, আগামী সরবরাহ যখন নিতান্তই অনিশ্চিত তখন লিকুইড গ্লুকোজ শুধু আহত গেরিলাদের জন্যে ব্যবহার করা হবে কিনা। চে বলেন, একথা উঠতেই পারে না, প্রয়োজন হলে সমস্ত মজুত গ্লুকোজ এই আর্মির আহতদের জীবনরক্ষার জন্যে খরচ হবে। তাদের অবস্থা যত সঙ্গীনই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত যথাযত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। চুরি ও লুটপাট সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি বেশি কিছু বলতে চাইনা, একথা সবাই জানে একমাত্র অগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া আর্মির সেনাদের হাত থেকে কিছুই ছিনিয়ে নেওয়া হয়নি। একখণ্ড মাংস, একটা আলু বা একদানা শস্যও বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। কৃষকদের নির্ধারিত দামই গেরিলারা সর্বত্র কবুল করেছে। কোনো দোকানের মালিকের অনুপস্থিতিতে মাল নিয়ে পরে লোক পাঠিয়ে তাকে দাম দেওয়া হয়েছে। গেরিলাদের দস্যু ও সাধারণ আসামী আখ্যা দেবার পেছনে ফরিয়াদী উকিলের কী যুক্তি? ফরিয়াদী উকিল শুনানীর প্রথম দিনই বলেছেন এই দস্যুদের আলতো পেরু-র স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান গেরিলাদের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। ক্যামারগো ওয়ারনেস, পাদিল্লা ও লাঞ্জা-র সঙ্গে তুলনা হয় না। ফরিয়াদী উকিল বলেছেন, এরা গেরিলাই নয়, কারণ এরা ভীরুর মত লড়াই করে। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। চোরাগোপ্তা আক্রমণের অপেক্ষায় থাকে। খনিশ্রমিকদের মতও নয়—যারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়ে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, স্বাধীনতা সংগ্রামের গেরিলা যোদ্ধারা কী জঙ্গলে লড়াই করেনি? ইনকুইসিভি, কোরোইকো আর ভালে গ্রাঁদে-র পাহাড় ও গিরিসঙ্কটে তারা চোরাগোপ্তা আক্রমণ ছাড়া কী করেছিলো? রক্তাক্ত গোপন আক্রমণে স্পেনীয়দের রঞ্জিত করেছে। পাহাড়ের খাদে, পাথর চাপা দিয়ে কবর দিয়েছে। পাহাড় থেকে নীচুতে ছুঁড়ে ফেলেছে। তারা কী আহতদের জন্যে সামান্য সময়ের জন্যেও ভেবেছে? অবশ্য খনি শ্রমিকদের তারিফ করবার ফরিয়াদী উকিলের আসল মতলবের উৎস আমি বুঝতে পারি। নিরস্ত্র খনিশ্রমিক পূর্বাহ্নে খবর দিয়ে বিদ্রোহ করতো, তাতে যে

আর্মির পক্ষে সম্পূর্ণ ভাবে এই হতভাগ্য শ্রমিকদের নির্মূল করবার সুবিধে হতো।

ফরিয়াদী উকিল এদের গেরিলা হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন, কারণ তাদের নিজস্ব কোনো পতাকা নেই। তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। খুব স্বাভাবিক। কারণ বেমওকা আর্মির দ্বারা আক্রান্ত হওয়া গেরিলারা পৃথিবীর কাছে তাদের ঘোষণা জানাতে সুযোগ পায়নি। গেরিলাদের কিন্তু পতাকা ছিল। ল্যাতিন আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান পতাকা তাদের সঙ্গে ছিল। সে পতাকাটি হলো চে গুয়েভারার নামটি। সংঘর্ষ বাধাবার আগেই আর্মি এ সবই জানতো কিন্তু এ সমস্ত গোপন করা হয়েছে। গেরিলা-বার্তা ও বলিভিয়ার জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সৈনিকদের সমস্ত খবরই চেপে দেওয়া হয়েছে। এত কিছু থাকা সত্ত্বেও পতাকা না থাকায় তাঁরা অবাক হয়েছেন। সব চেয়ে মজার ব্যাপার ফরিয়াদী উকিল দাবি করেছেন, বলিভিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান গেরিলা যোদ্ধাদের সঙ্গে এদের তুলনা চলে না,—কারণ এরা বিদেশী।

একথা সত্যি গেরিলাদলে বিদেশী ছিলেন। কিন্তু নিতান্তই তাঁরা ছিলেন সংখ্যালঘু। বেশির ভাগ গেরিলারাই বলিভিয়ার সন্তান। তাদের মধ্যে পেরু, কিউবা ও একজন আর্জেন্টিনার মানুষ ছিলেন। কিন্তু বলিভিয়ার ইতিহাসে একি নতুন? এটা কী জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কোনো পরিপন্থী ঘটনা? আমি এখানে বলিভার, সুক্রি, সান্তা ক্রুক্র, বেলগ্রানো ও আর্জেন্টিনা, ভেনেজুয়েলা, চিলির চারটি সেনাদলের দ্বারা বলিভিয়া আবিষ্কার ও ল্যাতিন আমেরিকা সৃষ্টির কথা বলতে চাই না। আমি শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী গেরিলাদের কথা সামনে রাখছি। নিয়মিত সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ নেতাদের কথা নয়। পাদিল্লা, ওয়ারনেস ও লাঞ্জা-র কথা বলছি। আমার সামনে সুক্রি-র সান ফ্রানসিস্‌কো সেন্টজেভিয়ার্স যুনিভারসিটি প্রকাশিত 'আলতো পেরু-র স্বাধীনতা-সংগ্রামে এক জন সৈনিকের দিনপঞ্জিকা' নামে একটি বই দেখতে পাচ্ছি। বইটি ১৮২০ সালে পৃথক এক দেশ ও জাতি হিসাবে বলিভিয়ার

জন্মের সময় শিকাশিকা ও আয়োপায়া উপত্যকায় স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশগ্রহণকারী এক গেরিলা যোদ্ধার লিখিত ডায়েরী।

যোশ ম্যানুয়েল লাঞ্জার নেতৃত্বে যে গেরিলা বাহিনী ছিল, ইনি সেই বিরোধী দলের একজন। এই গেরিলা যোদ্ধা বইটির ভূমিকায় লিখছেন—বিরোধী দলের সভ্যরা বেশির ভাগই ছিলেন উপত্যকা অঞ্চলের মানুষ। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে তারা ছিলেন আদিবাসী ও মেস্তিজো। তাছাড়া এই দলে বহু জায়গার আনাড়ী সশস্ত্র মানুষ ছিল। এরা সর্বস্তরের। মূল কাণ্ডের যেন নানা শাখা প্রশাখা। অবশ্য আলতো পেরু-র সংগ্রামে দেশের বহু জায়গায় লোক ছিল: অরুরেনো, কোচাবামবিনো, পাসেনো এমন কী ক্রুশেনো অঞ্চলের নানা সম্প্রদায়। তাছাড়া আমেরিকার অন্য জায়গার মানুষও এতে অংশ গ্রহণ করে-ছিলেন। তাঁরা ছিলেন বুয়েনাস আয়ার্স-এর বনাইরেন্স, প্যারাগুয়ার তুকুমানও। সেই সঙ্গে আরও ছিল কুজকোর পেরুবাসী। তা'ছাড়া ছিল নিগ্রো ও ইংরেজ। তারা যে কখন এই উপত্যকায় এসেছিল একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। এরা সবাই আলতো পেরুর দক্ষিণাঞ্চলে স্পেনের বিরুদ্ধে আদিবাসী ও মেস্তিজোদের সঙ্গে থেকে লড়াই করছে।'

বলিভিয়ার সামরিক বিভাগের এই ফরিয়াদী উকিলকে তার নিজের দেশের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান দেবার প্রয়োজন একজন ফরাসী মানুষের কাজ নয় জানি, কিন্তু ইতিহাস সম্পর্কে এত কথা বলা হয়েছে, যার জন্যে ঐতিহাসিক সত্য বর্ণনা করতে হলো। দেখা যায় স্পেনের হাত থেকে বলিভিয়ার মুক্তিসংগ্রামে এমন সব সাধারণ মানুষ আছে, যারা ল্যাতিন আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছে—বলিভিয়া ও ল্যাতিন আমেরিকা সৃষ্টি করেছে। আজ সেই একই ল্যাতিন আমেরিকার সৌভ্রাত্রবোধ আর ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে বলিভিয়াকে মুক্ত করতে একই লড়াই ও জীবনসংগ্রামের পরীক্ষা চলেছে। সাম্যবাদ বলিভিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হবে। ক্রমে সমগ্র মহাদেশে তা ছড়িয়ে পড়বে, যার কেন্দ্রবিন্দু হবে বলিভিয়া।

চে-র কাছে দেশের প্রকৃত সীমান্তরেখা অন্য জায়গায়। বলিভিয়া ও

পেরুর যে সামানা টানা হয়েছে সেটা আদৌ সীমান্তরেখা নয়। পেরুবাসীর সঙ্গে আর্জেন্টিনার মানুষের, আর্জেন্টিনার লোকের সঙ্গে কিউবার কোনো পার্থক্য নেই তাঁর দৃষ্টিতে। একমাত্র সীমান্ত হলো ল্যাতিন আমেরিকার সঙ্গে ইয়াঙ্কীদের। সেই কারণেই বলিভিয়া, পেরু, কিউবা ও আর্জেন্টিনার মানুষের সংগ্রামে সবাই পরস্পরে ভাই। সেখানে একই জাতি সংগ্রাম করছে। পরস্পরে সমান, একই ইতিহাস, একই ভাষা। একই দেশভক্তি, লক্ষ্য এক। এমন কী একই প্রভু। শোষকও এক। একই শত্রু, যে নাকি সবার সঙ্গে সমান ব্যবহার করে—ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদ। সাইমন বলিভার বলেছেন, যে অঞ্চলের মানুষই হোক না কেন, দক্ষিণ আমেরিকার মুক্তিসংগ্রামে প্রত্যেকেই আমরা সৈনিক। ১৮২১ সালে বলিভার রায়ো দ্য-লা প্ল্যাটা প্রদেশের প্রধান সচিবকে ভেনেজুয়ালার জন্যে ভ্রাতৃত্ব ও সোজাসুজি সাহায্যের কথা জানিয়ে এই বার্তাটি পাঠান,

'সমস্ত দেশে যারা স্পেনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, তারা অন্তর্নিহিত একটি বিশেষ কারণে ও সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যবিধানে একত্রিত। লক্ষ্য, আদর্শ ও প্রয়োজন আমাদের একসূত্রে গাঁথা। সেই কারণেই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই সম্মিলিত প্রচেষ্টা।' এই বিশেষ উপলব্ধি সেনাদের মধ্যে রক্তমাংসের সজীবতায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল। বাজো ও আলতো পেরু তারা মুক্ত করতে গেছে। বলিভিয়া দেশ সৃষ্টি হয়েছে।

জুনিন-এর আগে পাস্কোতে এই মুক্তিদাতা ঘোষণা করেন, 'এখানে কারাকাস, পানামা, কুইটো, লিমা, চিলি ও বুয়েনস্ আয়ার্স-এর মানুষ একত্রিত। এরা চিলির মাইপু-র যুদ্ধে লড়েছে। পানামার সান লরেঞ্জো-তে, ভেনেজুয়ালার কারাবোবো-তে, চিমবোরাজো-র তটে, পিচিন্‌চা-তে এরা লড়েছে।'

চে বলিভার-এর ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার। তিনি দক্ষিণ বলিভিয়ার জঙ্গল নানা দেশের মানুষে পূর্ণ করবার সময় পাননি। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য তাই ছিল। খুবই শক্ত, কখনও মনে হয় কাল্পনিক, অবিশ্বাস্য। কিন্তু শক্তি অজেয়, সাফল্য নিশ্চিত।

১৮১৫ সালে বলিভার জামাইকা থেকে এক আদর্শ প্রচার করেন—'ঘৃণ্য জাতীয়তাবাদ থেকে মুক্ত অখণ্ড ল্যাতিন আমেরিকা'। সেই থেকেই অখণ্ড ল্যাতিন আমেরিকার কল্পনার জন্ম হয়েছে। প্রায় দেড় শতাব্দী আগে এটা ছিল কিছুটা অনুপযুক্ত সময় ও অবাস্তব পরিকল্পনা। আজ অনেকের কাছেই এটা সম্ভব মনে হবে। সেই কারণেই চে জীবন দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু বৃথা যাবে না, চে সরণশীল বালুতে বীজ বপণ করেননি। তিনি মুক্তিসংগ্রামের ঐতিহ্যটি তুলে ধরেছেন। স্বদেশভক্তিতে মূর্ত—বলিভিয়ার ঐতিহ্য। ল্যাতিন আমেরিকার পুরাতন গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। যাঁরা উৎকট স্বাদেশিকতার সমর্থক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঘৃণ্য ঈর্ষা বা হিংস থেকে যার উৎপত্তি, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর কোনো দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত চরিত্র নেই। যখন একটা বাঘ নিকটবর্তী অঞ্চলে লুটপাটে আসে, তখন কোনো একটি মেষ শাবক পালের অন্যদের দূরে রাখতে চেয়ে যদি বলে, তোমার এ জায়গা নয়। এই চারণভূমি তোমার নয়। নদীর ওপারে তোমার জায়গা। তুমি তোমার দেশে থাক। এই মেষশাবক ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়িয়ে সমশ্রেণীর সবার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে সবার জীবনকেই বিপদাপন্ন করে ও নিজেও নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পা বাড়ায়। বুঝতে হবে নিশ্চয়ই বাঘের সঙ্গে তার কোনো গোপন সমঝোতা হয়েছিল। কিন্তু সে যদি মনে করে এই রফায় বাঘের হিংস্র নখ থেকে সে পরিত্রাণ পাবে, তবে সে নিতান্তই ভুল করবে। রক্ত ও মাংসলোভী কোনো জাতির সঙ্গে কোনো চুক্তি বা মৈত্রীবন্ধন সম্ভব নয়। বলিভিয়াকে সে মুখের এক গ্রাস হিসাবে পছন্দ করবে। যে সন্ধি বা চুক্তিপত্রের মতলব নিজের দেশকে বিকিয়ে দেওয়া, তার গ্লানির আবরণ উৎকট দেশপ্রেম ও প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদের উচ্ছ্বাস ছাড়া কিছু নয়।

যাই হোক, এখানে আমি আমার বক্তব্য প্রাসঙ্গিক রাখবার চেষ্টা করবো। সভাপতি মহাশয় আমাকে বার বার এই নির্দেশ দিয়েছেন।

…এখন আমার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মিথ্যা অভিযোগ সম্পর্কে বলাঃ

যাক। ফরিয়াদী উকিল দাবি করেছেন আমি একজন অতি ক্ষমতা-সম্পন্ন গেরিলা নেতা। আমি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য রাখবো, কারণ আমার উকিল ফরিয়াদী উকিলের অভিযোগের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন। আমি সামান্য দু'চার কথা ও কয়েকটি সূত্র সামনে রাখবো, তাতে আদালতের অভিযোগের অপকৌশল প্রকাশ পাবে।

আদালতে এই মামলার শুরু থেকে নিত্য ও প্রত্যহ এমন সব উত্তেজনাপূর্ণ রহস্যোদ্‌ঘাটন হচ্ছে যাতে আসল ব্যাপারই গোলমাল হবার উপক্রম। আমি রহস্যোদ্‌ঘাটন কথাটা জোরের সঙ্গে বলছি এই কারণে, দলিল ও নথিপত্তর যা কিছু ফরিয়াদী উকিল হাজির করেছেন সবই শেষ সময়ে, কোথা থেকে পেয়েছেন তিনিই জানেন। আমার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে, কোনো কিছু পরীক্ষা করে দেখা থেকে বঞ্চিত করে ; সেসব দলিলের আদৌ কোনো অস্তিত্ব আছে কিনা তা জানবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে, আর সরকারী প্রচারযন্ত্রের বিপুল ব্যবহার করে।

প্রথম রহস্যোদ্‌ঘাটন—দু'টি ফটোগ্রাফ। যাতে আমাকে বন্দুক হাতে নেওয়া অবস্থায় দেখা গেছে। একটি ছবি অন্যদের সঙ্গে। অপরটি একা। সংবাদপত্রের হেডলাইন প্রকাশিত হলো : ছত্রে আগ্নেয়াস্ত্রসহ। ছবি দু'টি বাজেয়াপ্ত হাজারো ফটোগ্রাফ থেকে সংগৃহীত। বেশ মনে পড়ে ছবি দুটো বেস-ক্যাম্পে তোলা। সঙ্গে আমার হলস্টার বা বন্দুক কিছুই ছিল না। আমি যখন গার্ডের কাজে পাহারায় নিযুক্ত থাকতাম বা শিকারে গেছি তখন বন্দুক হাতে নিয়েছি।

দ্বিতীয় রহস্যোদ্‌ঘাটন হলো আমার গোপনে এই দেশে প্রবেশ। উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে সংবাদপত্রের হেডলাইন দাবি করেছে। সবচেয়ে দুর্বল দিক হলো ফরিয়াদী উকিলের কাছে আমার পাশপোর্ট আছে, তাতে নিয়ম মত ছাপও দেওয়া আছে। তবু তিনি চতুর ছল-চাতুরীর সাহায্যে গোপনে বিশ্বাসঘাতকতামূলক অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগ তুলছেন। আমার গোপনে বলিভিয়াতে প্রবেশ করা হীন ও কাপুরুষোচিত।

আমি একজন বলিভিয়ার অজ্ঞাতনামা ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করি যিনি গোপন সঙ্কেত শব্দ জানতেন, অভিযোগকারী উকিল দাবি করেছেন। কিন্তু তিনি খেয়াল করেননি যে, তাতে গেরিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আমার একজন দ্বিতীয় মানুষের প্রয়োজন ছিল এ কথাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ আমি একা যেতে পারি না, কোনো সাংবাদিকের পক্ষে তা সম্ভবও নয়। অবশ্য তিনি একথা বলতে ভুলে গেছেন আমি এখানকার হোটেলে স্বনামে ও ছাড়পত্র নিয়েই চলাফেরা করি। এ সমস্তই অবশ্য আমার বক্তব্যে লিপিবদ্ধ করা আছে।

অন্য আর একটা অভিযোগ—আমি ঘোষণাপত্রে নাকি মিথ্যা বলেছি, কারণ আমি ১৯৬৪ সালে পেরু থেকে বলিভিয়াতে বেআইনীভাবে প্রবেশ করেছি। প্রেস এ সংবাদ অভ্রান্ত বলে দাবী করে ছেপেছে। কিন্তু আমার পাশপোর্টে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? হয়তো বলা হবে আমি ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে চিলিতে পাশপোর্ট হারানোর দরুন আমি পেরু থেকে বিতাড়িত হবার খবরটা গোপন করেছি। আমি পাশপোর্ট হারাই ইকোয়ডোরে, ১৯৬৩ সালের জানুয়ারীতে। সেই কারণেই আমি পেরু থেকে বিতাড়িত হই, কারণ আমার সঙ্গে ছাড়পত্র ছিল না। শুধু কুইটো থেকে ইস্যু করা ফরাসী দূতাবাসের একটি পরিচয়পত্র ছিল। কিন্তু তাতে ফরিয়াদী এটর্নি আর প্রেসের কী আসে যায়! উত্তেজনাপূর্ণ হেডলাইন প্রকাশে তাতে বাধা কোথায়!!

আর এক আঘাত—আমার গেরিলা নোটবুক নাকি মুয়ুপম্পা-য় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযোগকারী উকিল বলছেন তাতে নাকি রোমানো আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে মেক্সিকো পাঠাচ্ছিলেন। সবটাই তৈরি। নোটবইতে যা কিছু লেখা হয়েছিল সবই আমার গ্রেপ্তার হবার পরের লেখা। আমার সেলে বসে লেখা। কীভাবে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আমার শাস্তির প্রস্তুতিপর্ব সম্পর্কে নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারের। কামিরি-তে মেজর চেভেরিয়া বন্দুকের মুখে আমার কাছ থেকে নোটবুকটা নিয়ে যায়। পরে জানায় নোটবুকটা

হারিয়ে গেছে। হঠাৎ সেটা দেখছি ফরিয়াদী উকিলের হাতে পৌঁছে গেছে। আদালতে অভিযুক্ত করবার এই এখানে পদ্ধতি। বাজেয়াপ্ত করা, তারপর ব্যক্তিগত কাগজপত্র বদলানো।

আর এক রহস্য নাটকীয়ভাবে আদালতে হাজির করা হয়—এক কপি 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব'। সেটা নাকি কিউবার জোয়াকুইন-এর ন্যাপ্‌স্যাক্‌ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। জোয়াকুইন ভোদা দেল এসো-তে প্রাণ হারায়। এই বইটি নাকি গেরিলাদের প্রার্থনা পুস্তক। বইটি জোয়াকুইন-এর সঙ্গে থাকতে পারে. কারণ বইটি আগে তার পড়া ছিল না। বইটি যদি মহান এই অপূর্ব বিপ্লবীর কোনো কাজে লাগতো খুবই আমি খুশি হতাম। সাধারণ নিয়মানুসারে প্রতিটি গেরিলা চার-পাঁচখানা বই তার ন্যাপ্‌স্যাক্‌-এ রাখে, কারণ বিপ্লবীরা একদিনও না পড়ে থাকতে পারে না। কিন্তু শুধু 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' বইটি কেন? নিহত গেরিলা সেনাদের কয়েক ডজন বই নিশ্চয়ই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ট্রাইবুনালের সামনে এঁরা বলতে ভুলে গেছেন যে, ঐ বইটির অপর একটি কপি নাকাহুয়াজু-এ চে আরও শতাধিক অন্য বই—নভেল, কবিতা, ছোটগল্প, রিপোর্ট ও অঙ্কের বইয়ের সঙ্গে এপ্রিলের কোনো সময় তার নিজের মন্তব্যসহ রেখে গেছেন।

'আমি আসামীর এই অপ্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। মহামান্য বিচারক, আসামী অযথা আমাদের সরকারকে, আইনকে, এই বিচার সভাকেও তীব্র ব্যঙ্গ করছেন। আমাকে অপমানও করা হয়েছে। আমাকে তিনি ইতিহাস শেখাতে চান। এটা বলিভিয়ার সামরিক আদালত, বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের রাজনৈতিক পাঠচক্র নয়। আমি আসামীর যাবতীয় উক্তির তীব্র বিরোধীতা করবো,'—ফরিয়াদী এ্যাটর্নি এবার ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। সামরিক ট্রাইবুনালের চার প্রতিনিধি বার বার প্রেসিডেন্ট গুয়েচাল্লার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেন।

এখানে দ্যব্রে থেমে যান। প্রেসিডেন্ট গুয়েচাল্লা টেবিলে সজোরে একটি মুষ্ঠাঘাত করে চেঁচিয়ে ওঠেন,

—আমি আসামীকে তাঁর বক্তব্য রাখবার সুযোগ দিয়েছি। আশা করবো, তিনি অযথা অপ্রাসঙ্গিক কথায় না গিয়ে তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপ করবার চেষ্টা করবেন।

পরমুহূর্তেই দ্যব্রে শুরু করলেন। তাঁর প্রতিটি কথায় তীব্র শ্লেষ, আত্মপ্রত্যয়ে অবিচল ও অকল্পনীয় সাহস লক্ষ্য করা যায়। অনেক জায়গায় আমার নোটস্ থেকে কিছু কিছু কথা পড়ে যায়। তীব্র ও ঝাঁজালো কথাগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করতে গিয়ে আমার দ্রুত লিখন ব্যহত হয়।

দ্যব্রে বলে চলেন,

...'দ্যব্রে মামলা' গ্রেপ্তার হবার শুরু থেকেই অসাধারণ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নিতান্তই রাজনৈতিক কারণে আমাকে নিয়ে উত্তেজক মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে। সরকারের হাতে কিছু সুবিধা আছে। সে সুযোগ অবশ্য আমিই করে দিয়েছি। আমি একজন বিদেশী—বলিভিয়ার জাতীয়তাবোধের ধুয়ো তুলে নিশ্চয়ই কিছু উত্তেজনা সৃষ্টি করা সম্ভব। আমি একজন মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী—বিপ্লবের ওপর আমি লিখেছি—আমি কিউবা ও সে দেশের নেতাদের বন্ধু। এ সমস্তই কিউবার বিপ্লবী অভিযানের পরিকল্পনা হিসাবে, সরবে কিউবার বিরুদ্ধে জনমত সংগ্রহের চেষ্টা সম্ভব হবে।

...বলিভিয়া সরকারের কাছে আমার পুরো জবানবন্দী রাখবার পর অন্য কোনো আলোচনায় অংশ গ্রহণ না করায় সি. আই. এ. আমার প্রতি অযথা গুরুত্ব আরোপ করে ও মিথ্যা অভিযোগ তুলে বিরামবিহীন প্রচারে নেমেছে। আপনারা আপনাদেরই জিজ্ঞাসা করুন, সমস্তরকম মানবিক ও নিয়মতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর অনুশাসন লঙ্ঘন করে আমাকে দু'মাসেরও বেশি সম্পূর্ণ একাকী, আলাদাভাবে আটকে রাখা হয়। বহু জিজ্ঞাসাবাদের জন্যেই কী এত দেরি? মোটেই নয়। জেরা আমাকে খুব কমই করা হয়েছে। প্রথম জেরা শুরু চোরিতি-তে। সি. আই. এ.-র ভাড়াটে খুনী ও নিষ্ঠুর অফিসার যাঁরা আমাকে প্রশ্ন করার চেয়ে ঘুসি ও লাথি মারায় বেশি আগ্রহী ছিলেন—এমন কয়েকটি

সাক্ষাৎকারের কথা আদালতে পেশ করা আমার বিরুদ্ধে সাজানো কাগজপত্রের কোথাও তার উল্লেখ নেই। সি. আই. এ.-র এই প্রতিনিধিটি পোর্তো রিকো বা পানামার লোক। ছদ্মনাম ডাঃ গঞ্জালেজ। শিক্ষিত ও অতিশয় চতুর ব্যক্তি। একবার কর্নেল এরানা, আর একবার আর্মি মেজর কুইন্‌তানিল্লা ও শেষে মেজর সানশেজ-এর সঙ্গে আমি এঁকে দেখেছি। গেরিলা নেতা তো দূরের কথা, আমি যে একজন গেরিলা যোদ্ধা ডাঃ গঞ্জালেজ কোনো সময়ই সে ভাব দেখাননি। তিনি আমার পরিচয় সবই জানতেন। কোথায় কী ভাবে আমি গ্রেপ্তার হই, গেরিলারা কী করেছে তাঁর জানা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন আন্তর্জাতিক গোপন রাজনৈতিক ব্যাপারে আমি জড়িত। প্রশ্ন যা করা হয়েছিল, সেটা গেরিলাদের সম্পর্কে নয়। ফ্রান্স, ইতালী ও কিউবার নানা নামধাম, সংস্থা ও স্বীকৃত বিষয় সম্পর্কে। তিনি ভাব দেখাতেন—আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট গুপ্তচরবৃত্তির পটভূমিতে ফেলে আমাকে দেখছেন। চে সম্পর্কে তাঁর বিস্তর আগ্রহ। সে সময় আমি বলেছিলাম, আমিও এই মানুষটি সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহলী। অন্য যে কোনো সাংবাদিকের মতই এই মানুষটি সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে হয়।··· তারা জানতো আমার কথাগুলো মিথ্যে। কিন্তু প্রামাণ্য সাক্ষী-প্রমাণ তাদের তখনও হাতে আসেনি। এই ঘটনার তিনি সপ্তাহ পর মানচেগো-তে অষ্টম ডিভিশনের দ্বিতীয় বিভাগের চীফ মেজর সেউসিদোর দলবলের সঙ্গে এই রহস্যজনক ও চূড়ান্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডাঃ গঞ্জালেজ আমার কাছে আসেন। এইবার অভ্রান্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল—আমি স্বীকার করতে বাধ্য হই যে, চে-র সঙ্গে আমার একটা প্রেস কনফারেন্স হয়েছে।

সেই সাক্ষাৎকারের বিশদ বিবরণ আমি দিয়েছি। ডা: গঞ্জালেজ একটা ইংরেজীতে লেখা রিপোর্ট দেখে শৈশব থেকে আমার বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত পাঠ্যক্রম ও নানা বিষয়ে বিরামবিহীন প্রশ্ন করে চলেন। সারাদিন প্রশ্ন চলে। তিনি একজন বলিভিয়ার লোক না হওয়া সত্ত্বেও বলিভিয়া সরকার সম্পর্কে আমাকে ভীত না হতে বলে জানালেন, তাঁর

সঙ্গে সহযোগিতা করলে তিনি আমাকে সর্বরকম আশ্রয় দেবেন। সবার শেষে তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, কিউবা ও কমিউনিজম সম্পর্কে আমার পূর্ব ধারণা ও আদর্শগত প্রত্যয় সম্পর্কে দৃঢ়তার সঙ্গে নিন্দা ও অনুতাপ করে একটি বিবৃতি দিতে। পরিবর্তে আমাকে নাকি দ্রুত মুক্ত করা হবে। আপনারা লক্ষ্য করুন, সি. আই. এ.-র কাছে ন্যায়-অন্যায়, বিবেক বলে কোনো পদার্থ নেই। মানুষের প্রতি অবজ্ঞা কী অপরিসীম। আপনারা আরও লক্ষ্য করবেন, আমার ব্যাপারে শুরু থেকেই আইন বড় কথা নয়, বিচার নিতান্তই প্রহসন। সবটাই বিশেষ ধরনের প্রচার। আমাকে শুধু ব্যবহার করা হচ্ছে।

…১২ই মে-র পর থেকে বলিভিয়ান ও বিদেশীরা তত্ত্বাবাসে আসে, কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলে না। কোনো প্রশ্নাদি নয়, অন্তত আমার সেই কারাগারের একক দিনগুলোতে কেউ আসেনি। দেড় মাস পর এই কামিরিতে আমাকে ডাকা হয়। এতদিন আমাকে আলাদা, একা আটকে রাখা হয়েছিল কেন? …কারণ আমার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রচারযন্ত্র তৈরি করা হচ্ছিল। সেই সঙ্গে আমাকে একজন মস্তবড় নেতা, একজন প্রথম শ্রেণীর আসামী, একজন রক্তপিপাসু অভিযাত্রী নামে চিত্রিত করার প্রস্তুতি। সবটাই হাস্যকর ভাঁড়ামী। জুলাইতে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ যখন শুনলাম মনে হলো আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। আমি গোটা ব্যাপারটার আসল উদ্দেশ্য বেশ কয়েকদিন বুঝতে পারিনি। জুলাইয়ের প্রথমে আমাকে ফ্লোরি-র জজ-এর কাছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আনা হলো। সি. আই. এ.-র কয়েকজন কিউবান কামিরিতে বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আনে। তারা বলে তারা ডাঃ গঞ্জালেজ-এর লোক। এদের মধ্যে একজন স্পষ্ট বক্তা। তেড়া স্বভাবের মানুষ—ভণিতা নেই। তিনি আমার ঠিকানা সংগ্রহ দেখতে চান, মুয়ুপম্পাতে যা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তা'ছাড়া অন্য দলিল। মিঃ মাসপেরো-র প্রশংসাপত্র। 'সাক্সেসো' পত্রিকার সম্পাদকের কার্ড ও কতগুলো ফরাসী সরকারী কাগজপত্র। সেই দলিলগুলো আজ যে কেন এখানে নেই তার কারণ বোঝা যাবে। এই লোকটি

সব কাগজপত্রই তাঁর ব্রিফকেসে রাখেন, হয়তো ওয়াশিংটনে বা অন্য কোথাও পরে পাচার করেছেন। এই কিউবান ভদ্রলোক কিউবা সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। একজন ভেনেজুয়েলার বন্দীর জবানবন্দী সম্পর্কেও কথা হয়। কিন্তু এখানে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হলো ভদ্রলোকের স্পষ্টাস্পষ্টি কথা। শেষে ভদ্রলোক বললেন, সবটাই আমাদের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করছে। আপনার ভাগ্য আমাদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আমরা জানি আপনি একজন গেরিলা চীফ নন, কিন্তু নিশ্চয়ই কোনো গোপন দৌত্যকার্যে আপনি লিপ্ত ছিলেন। সে সম্পর্কেই আমরা জানতে চাই। আপনি যদি সহযোগিতা করেন, আমাদের প্রশ্নের উত্তরে সত্য কথা বলেন, আমাদের বোকা বানাবার চেষ্টা না করেন, তবে আপনাকে এইটুকু ভরসা দিতে পারি, আপনার বিরুদ্ধে যে ভয়াবহ প্রচারযন্ত্র চলেছে শীঘ্রই সেটা উঠে যাবে। এটা আমরা ক'দিনেই নষ্ট করে ফেলতে পারি, ক'দিনেই যেমন আমাদের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব। আপনার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা হবে। বক্তৃতা হবে না, প্রেস প্রচার বন্ধ হবে। পোস্টার পড়বে না রাস্তায়। মিছিল বার করা হবে না। এই কথা যখন ভদ্রলোক আমাকে বলছিলেন, তখন আমার জানালার নিচে কয়েকজন লোক আমার মাথা চাই বলে চীৎকার করছিল।

এই লোকটা চলে যাবার সময় সাক্ষাৎকারের ফলাফল সম্পর্কে খুব উৎসাহিত হননি। তাই প্রচারযন্ত্র আবার দ্রুত চলতে শুরু করে। যত ভাবে পারে আমার নাম খুবই চতুরতার সঙ্গে চে-র সঙ্গে জড়ানো হয়। বলা হয় আমার কাছ থেকেই বলিভিয়াতে চে-র উপস্থিতির হদিশ করা গেছে। যদিও মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে এটা সবাই জানে। আমার নাম ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে যোগ করা হয়। এই বাড়িটার পোস্টার থেকেই বুঝতে পারবেন। যেন দু'জনেই ইতিহাস বিখ্যাত নেতা। আমি সাধারণ একজন সংবাদদাতা, আমার বয়সের ও জাতির একজন ছাত্র আর ফিদেল কাস্ত্রো যেন সমপর্যায়ের। ওয়াশিংটন ও মিয়ামী থেকে প্রচারপত্র এসেছে। এমনভাবে খবর ছাপা হয়েছে যেন আমি

শৈশব থেকে রক্তপান করি, অথবা কিউবাতে শিখেছি। জনতাকে ফাঁসিতে লটকানোর সময় আমি প্রাতঃরাশ করি, জঙ্গলে শেষে ধরা পড়ার সময় একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছিলাম। কলঙ্ক যখন লেপন করা হয় তখন আর তার সীমা থাকে না। উদ্ভাবন প্রক্রিয়ারও শেষ নেই। এখানে এই কামিরিতে, নির্দয় নৃশংসতা খুবই সূক্ষ্ম ও কৌশলী। সম্পূর্ণ একাকী আমাকে আটকে রাখা, যেখানে অন্যেরা সকলে একত্রে থাকছে। আমাকে জোর করে ডোরাকাটা ইউনিফর্ম পরানো হয়েছে সাধারণ আসামীর মত। ০০১ মার্কা ইউনিফর্ম যা বলিভিয়াতে সাধারণ আসামীকেও ইতিপূর্বে পরানো হয়নি। আমার সতীর্থ বন্দীরা কোনদিন পরেনি। বন্দী সেনাদের এ পোশাক পরতে হয়নি। সবটাই বিদ্বেষ, নিষ্ঠুর শত্রুতাচরণ, প্রতিহিংসা ও পুলিশি হতাশা।

চূড়ান্ত নিগ্রহ হলো প্রচার। এমন ভাবে প্রচার চালানো হয় যেন আমিই এসব চাইছিলাম। দু'মাসের এই একক বন্দী জীবন। এই প্রদর্শনী। অথচ আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারিনি, সংবাদদাতা যাঁরা আমার কাছে পৌঁছেছেন তাঁদের নাগাল আমি পাইনি। আমি কী নীরবে এই মিথ্যা প্রচার ও নিত্য নতুন উদ্ভাবন সহ্য করবো? আমার প্রতিবাদের কোন মর্যাদা নেই, প্রতিবাদ করবার সাধারণ শক্তিকে তারা ঔদ্ধত্য ও আত্মপরায়ণতা আখ্যা দেয়। তাঁরা কী চান সমস্ত ষড়যন্ত্র, ঘৃণ্য এই পুরস্কার আমি গ্রহণ করবো!

...মামলার কথায় ফেরা যাক, এই রাজনৈতিক বিচার যেখানে ভিযুক্ত ব্যক্তি কোনো সময়ই ফৌজদারী আইনের বাইরে কথা বলতে পারেনি, সেখানে ফরিয়াদী পক্ষের এটর্নি ফৌজদারী আইনের কথা ছাড়া রাজনৈতিক সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন।

ফরিয়াদী এ্যাটর্নি এবার দু'পা এগিয়ে এসে ছাত্রের দিকে মুখভঙ্গী করে বলেন,

—এই ঘৃণ্য আসামী তাঁর অধিকারের সীমারেখা লঙ্ঘন করেছেন অনেক আগেই। এখন তিনি পুরোপুরি বেআইনী, অশোভন

রাজনৈতিক বিষোদ্গারে নেমেছেন। তিনি ভুলে যাচ্ছেন এই সামরিক আদালতই তাঁর বক্তব্য রাখবার সুযোগ দিয়েছে। এই আইন সভা তাঁর মতামতকে মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু তিনি সেই অধিকারকে অন্যায় ভাবে ব্যবহার করে বলিভিয়া সরকার, এই সামরিক আদালত ও আমাদের মিত্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী মিথ্যা রটনা ও কলঙ্ক লেপনে আগ্রহী। আমি আসামীর এই পরিকল্পিত অভিসন্ধির তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

প্রবল বেগে হাতুড়ি চালিয়ে প্রেসিডেন্ট গুয়েচাল্লা উত্তেজিত ফরিয়াদী এ্যাটর্নিকে থামান। তারপর বেশ রোষের সঙ্গে বলেন,

—আমি শেষবারের মত আসামীকে তাঁর বক্তব্য প্রাসঙ্গিক রাখবার আদেশ দিলাম।

বিচার কক্ষে একটা সোরগোল উঠেছিল। দু'একজন উত্তেজিত হয়ে উঠে পড়েছিলেন। পূর্বের শান্তি ও নীরবতা ফিরে এলে চ্রে কাঠগড়ার ওপর ঝুঁকে পড়ে আবার নতুন করে শুরু করেন,

—গেরিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবার অপরাধে আমার ত্রিশ বছর জেল দাবি করা হয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস গেরিলা যুদ্ধ কী এতদিন বসে থাকবে। অতীব দুঃখের কথা ফরিয়াদী পক্ষের উকিলের হাতে এমন কোনো বড় অস্ত্র নেই যাতে এ সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান সম্ভব।... ফরিয়াদী পক্ষের এ্যাটর্নি প্রথমে দাবি করেছেন কিউবাই এ সমস্তের পেছনে আছে। কিউবাকে তিনি কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চান। কিন্তু এ দাবি আমি মানি না। ফরিয়াদী পক্ষের উকিল কিউবাকে 'অপরাধী গড়ার কেন্দ্রস্থল' আখ্যা দিয়েছেন। আমি যতদূর জানি 'অপরাধী তৈরির প্রধান কেন্দ্রবিন্দু' হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যারা অপরাধী রপ্তানি করে। বোমা, গুপ্তচর, ট্যাঙ্ক পাঠায়। পানামায় যুদ্ধজাহাজ পাঠায়। ডমিনিকান রিপাবলিক, গুয়াতেমালা ও কিউবায় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রপ্তানি করে। এ সবের সমর্থক এ ঘরে একজনই, সেটা হলো ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহীরা। কিন্তু এই বিচারকক্ষ বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব আলোচনার জায়গা নয়—সেটা শুধু ফরিয়াদীপক্ষের এ্যাটর্নির

একচেটিয়া। সভাপতি মহাশয় আমাকে ফরিয়াদী পক্ষের উকিলের দু'টি অভিযোগ সম্পর্কে বলতে দিন। প্রথমে আমাকে কিউবা ফ্রান্স-এর ভাড়াটে গুণ্ডা, কিউবার কাজের ভারপ্রাপ্ত বলা হয়েছে। এটা আমি অবশ্য সম্মানের ও আনন্দের মনে করি। পৃথিবীর কোনো শক্তি এই ফরিয়াদী পক্ষের এ্যাটর্নিকে আমার জাতিগত বৈশিষ্ট্য হরণ করবার অধিকার দেয়নি। এখানে আসার পেছনে কিউবার কোনো হাত ছিল না। ফ্রান্স ও মেক্সিকোর পত্রিকার তরফ থেকে আমার নিজের ইচ্ছায়, স্বেচ্ছায় আমি বলিভিয়াতে এসেছিলাম। একথা সত্যি আমি হাভানা য়ুনিভারসিটিতে কাজ করতাম, যা ইয়োরোপের অনেক লোকই করেন। একথা সত্যি আমি কিউবার বিপ্লবী ইতিহাস পাঠ করেছি। সেই দেশের প্রতি ও যাঁরা বিপ্লব রূপায়িত করেছেন তাঁদের প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু তাই বলে আমার ব্যক্তিগত চলাফেরা ও সক্রিয়তার জন্যে কিউবা দায়ী নয়। আমি আমার উদ্দেশ্যের জন্যে কাজ করেছি। কোনো দেশের কথায় নয়। আমি সে দেশকে ভালবাসি, কারণ সে উদ্দশ্যকে তারা মর্য্যাদা দেয়।……ফরিয়ায়ী পক্ষের উকিল বলেছেন, আমি বলিভিয়ার গেরিলাদের কাছে আমার প্রভু ফিদেল কাস্ত্রোর আদেশ বহন করে এনেছিলাম। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে তাতে তিনি বলতে চান বলিভিয়ার গেরিলারা বাইরের আদেশে চলতো। তিনি জানেন একথা মিথ্যা। তারা কারো আদেশ শুনতো না। মাত্র একজনকে তারা মেনেছে—আর্নেস্টো চে গুয়েভারাকে। যাকে তারা নেতা বলে গ্রহণ করেছে। কিন্তু তাঁর আদেশে কী ছিল? সি. আই. এ ওয়াশিংটনে ফিরে গেছে কোন সূত্র আবিষ্কার করতে না পেরে। যা নেই সি. আই. এ. তা আবিষ্কার করবে কেমন করে? ফিদেল আদেশ দেন না, দিতে পারেন না। কারণ কোন লোক যত মহানই হোন না কেন, যত বুদ্ধিমানই তিনি হোন, যত মহত্বই তাঁর থাকুক, তিনি ইতিহাসকে হুকুম দিতে পারেন না। অনিবার্য ইতিহাসকে এড়াতেও পারেন না। কোনো মানুষের কথায় বিপ্লবের তাগিদ সৃষ্টি হয় না। মানুষ আত্মত্যাগ করে না। কারণ মানুষ তার

সুযোগ-সুবিধা বিসর্জন দিতে চায় না। তাদের সন্তানদের, এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে শুধু একজন মানুষের আদেশ বহন করবার আনন্দ নিয়ে কেউ প্রাণ বিসর্জন দেয় না। এ সম্পূর্ণ তার আত্মবিশ্বাস। অন্তরের মণিকোঠায় এ অনুভূতি সৃজিত হয়। চারিত্রিক এই প্রস্তুতি সম্পূর্ণ তাঁর নিজের জিনিস।

…অপমানকর অপর উক্তি আরও একটা আছে। আমি লাঞ্ছিত। অপমান করা হয়েছে ফিদেলকেও। ফিদেল নাকি আমার প্রভু! ফরিয়াদী পক্ষের উকিল বন্ধু ও প্রভুর সম্পর্ক গুলিয়ে ফেলেছেন। দরিদ্রদের মেরে যিনি ধনী হন—তিনিই প্রভু। বলিভিয়ার দরিদ্র মানুষকে যিনি নিগৃহ করেন, পীড়ন করেন, অত্যাচার চালান, অনাহারে রাখেনও বলিভিয়ার মাটিতে যিনি ডলার বিনিয়োগ করেন তিনিই প্রভু—তিনি জনসন। কিউবার কিছু নেই। দেবার মত তার কিছুই নেই। শুধু আছে তার নিজের দেশের নিদর্শন। আত্মোৎসর্গের সাহস ও আত্মসংযমের দৃষ্টান্ত। প্রভু ও আদর্শ বন্ধুর মধ্যে কে কাকে নির্বাচন করবে, সেটা প্রত্যেকের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। জনসনের সঙ্গে ফিদেলের।…এই বিচার প্রহসনের সামনে কে জিতলো? কে হার স্বীকার করলো?…চে আজ বেঁচে নেই, কিন্তু তাই বলে তিনি কী মৃত? চে পরাজিত? আদৌ নয়। চে জীবনে বহু বার জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন, মৃত্যুকে তিনি আশ্চর্যরকম-ভাবে এড়িয়ে গেছেন। বহুবছর আগে চে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন যে, পৃথিবীর যেখানেই প্রয়োজন হবে, সেখানেই তিনি প্রথম সারিতে লড়তে রাজি থাকবেন। এদেশেই হোক বা অন্য কোথাও হোক। মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত চে বহু বছর আগে থেকেই। তিনি বলতেন—সামান্য একটা দুর্ঘটনা ছাড়া বিশ্ব বিপ্লবের রঙ্গমঞ্চে তাঁর আত্মোৎসর্গের বিশেষ কোনো মূল্য নেই। এক শ্রেণীর মানুষ জন্মায়, যাঁরা মৃত্যুর পর আরও সজীব, আরও জীবন্ত হয়ে দেখা দেন। শত্রুরা তাঁর দেহ খণ্ডখণ্ড করে কেটে ফেলে, মাটিতে পুঁতে ফেলে বা দেহটি সম্পূর্ণ পুড়িয়ে ছাই করে দিলেও প্রাণশক্তিতে মূর্ত জীবন্ত মানুষটি যেন অম্লান থাকেন। আমাদের মধ্যে চে বেঁচে থাকবেন। বিপ্লব এগিয়ে চলবে।

মাননীয় বিচারক, আমি কী ক্ষমা ভিক্ষা করবো! আপনারা বিজয়ী বলে কী মেনে নেবো? কোনদিনই নয়। যদিও আমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে জানি, কিন্তু তবু আপনাদের চোখে আমি অপরাধী। কারণ চে-র আগামী দিনের বিজয় সংগ্রামে আমি বিশ্বাসী। চে-র জীবনে, ভাবনায় আর সংগ্রামে আমি যে সাথী ছিলাম। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আগামী বৈপ্লবিক সংগ্রামে যারা মরণপণ প্রস্তুতিতে একত্রিত, আমিও তাদের একজন। চে আমাদের মধ্যে আছেন। বিপ্লব এগিয়ে চলবে।

আমার বক্তব্য আমি শেষ করেছি।

ত্ব্রের কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট গুয়েচাল্লা ঘোষণা করলেন,

—মামলার শুনানী আগামী কাল পর্যন্ত মুলতুবী রইলো।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা নয়। পরক্ষণেই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি বিচার সভা ত্যাগ করে গেলেন। ফিরে তাকিয়ে দেখি ট্রাইবুনালের চার কর্নেলও উধাও হয়েছেন। সামরিক সশস্ত্র সেনারা বন্দী ত্ব্রেকে কাঠগড়া থেকে নামিয়ে নিতে ব্যস্ত।

অতিরিক্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিচার সভা ভেঙ্গে গেলেও মনে হলো অন্যেরা সবাই যেন প্রস্তুতই ছিল। আমিই একমাত্র আনাড়ী। দেহাতী মানুষের মত আমি আমার কাগজপত্র সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

সামরিক ট্রাইবুনালে রেজি হ্যব্রের মামলার সমাপ্তি হয়েছে। বিচারে ত্রিশ বছর কারাদণ্ডের আদেশ হলো। হ্যব্রের এ্যাটর্নি আপীল করতে চাইলে সে আবেদন নাকচ হয়ে যায়। ট্রাইবুনালের অন্যতম কর্ণধার গুয়েচাল্লা আপীল করবার কথায় এত বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, টেবিলের পেপার ওয়েটটি সজোরে আছড়ে দু'টুকরো করে ফেলেন।

রেজি হ্যব্রে প্রস্তুতই ছিলেন। দণ্ডাজ্ঞা তিনি অনেক আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। অনেকেই এই দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডের আশঙ্কা করেছেন। সুতরাং মামলার রায় প্রকাশের মধ্যে উত্তেজনা নেই। নিরুত্তাপ আবহাওয়ায় সামরিক ট্রাইবুনালে এক তরফা বিচার প্রহসন শেষ হয়েছে।

কামিরি শান্ত। রাজনৈতিক গুরুত্ব এখন আবার লা পাজ-এ সরে গেছে। অনেকেই চলে গেছেন। আমরা পুরো একটা দল আজ যাব।

আত্মসন্তুষ্টির ভাবটা অবশ্য কেটে যাচ্ছে। আর্মির মধ্যে চাঞ্চল্য নেই কিন্তু প্রশাসনিক যন্ত্রের উদ্বেগ আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। খনি অঞ্চলে ও খোদ লা পাজ-এ পুলিশি সন্ত্রাস শুরু হয়েছে। কর্তৃপক্ষ মনে করে, যে কোনো সময় বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। অবশিষ্ট গেরিলা'দল যদিও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, তবুও বড়রকমের চাপ আগামী দিনে সৃষ্টি হবার আশঙ্কা সর্বসময়ই উপস্থিত। কূটনৈতিক মহলের ধারণা চে গুয়েভারার পর গেরিলাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেবার মত উল্লেখযোগ্য কেউ নেই। আগামী দিনে কোনো বিদ্রোহী নেতার আবির্ভাবও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ভেনেজুয়ালার পার্টি ভেঙে বেরিয়ে

আসা ডগলাস ব্রাভোর মত বিপ্লবী বলিভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টিতে আপাতত নেই।

পশ্চিম মহল ও পূর্ব আমেরিকার প্রচারযন্ত্রের উল্লাসই শুধু লক্ষ্য করবার। তাঁরা হাজারো রকমে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন চে গুয়েভারাকে নিয়ে বিশ্বব্যাপী যে রূপকথা তৈরি হয়েছিল তার খোল আনাই ফাঁকি। চে-র সামরিক কলাকৌশল ত্রুটিপূর্ণ ও রাজনৈতিক প্রয়োগপদ্ধতি অসার। সংবাদ পরিবেশনার চাতুরী দেখে মনে হয় চে-র নেতৃত্বে বলিভিয়ার বিদ্রোহ সফল হলে তাঁরা যেন খুশি হতেন। মার্কিন প্রেস চে গুয়েভারার রাজনৈতিক চিন্তাধারায় মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের বিচ্যুতিতে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। যেন তাঁরা মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদের অনুগামী। সমাজতান্ত্রিক শিবিরেও চে-র বিরুদ্ধ সমালোচনা শুরু হয়েছে। চে-র গেরিলা যুদ্ধের ওপর লেখা পুস্তকের নানা উদ্ধৃতি দেখিয়ে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক সশস্ত্র সামরিক বাহিনীর আত্মত্যাগী রোমান্টিক দলপতি, কোথাও কোথাও এই মানুষটিকে অতিবাম হটকারী, এক পলিটিক্যাল স্যাডিস্ট্ হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদের নানা নজীর ও ব্যখ্যা ও অপব্যাখ্যায় চে গুয়েভারার বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে সমালোচনা হচ্ছে। বলিভিয়ার মাটিতে এই সংগ্রাম শুরু করবার আগে ওয়াকিবহাল এই তাত্ত্বিক মহলের উপদেশ গ্রহণ না করেই যেন চে-গুয়েভারা ভুল করেছেন।

সমালোচনার হয়তো আছে। তবে শুধু 'গেরিলা ফোকো' ও 'ফোকুইসসো গেরিলেরো' তত্ত্বের প্রয়োগেই চে শুধু বিশ্বাসী ছিলেন, একথা আমি মানতে রাজি নই। রাজনীতিহীন গেরিলা সন্ত্রাসকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন এ কথা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

রণক্ষেত্রে সৈনিকের যখন তখন মৃত্যু হতে পারে। সংগ্রামের কোন স্তরে ঠিক কী ভাবে চে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন ও পরে নিহত হয়েছেন তার পরিপূর্ণ চিত্র কোনো দিনই পাওয়া যাবে না। তবে চে-র মৃত্যুর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। অপ্রত্যাশিত কয়েকটি

পরপর গুরুতর বিপর্যয় ও প্রতিকূল রাজনৈতিক চক্রে 'গেরিলা ফোকো' অসম্ভব বেকায়দায় পড়ে। সংগ্রামের শুরুতেই, প্রস্তুতির প্রাথমিক স্তরেই এই আঘাত এসে পড়ে।

চে গুয়েভারা তাঁর জীবনের সমস্ত কিছু সঞ্চয় দিয়ে প্রতারিত, নিষ্পেষিত ও শোষিত জনগণের কল্যাণে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে চেয়েছিলেন। এই পৃথিবী তাঁর কাছে অসহ্য মনে হতো। সাম্রাজ্যবাদী ও ধনবাদী দুনিয়ার ক্ষয়িষ্ণু ভয়াবহ চরিত্রকে তিনি ঠিক চিনেছিলেন। যতই সে আঘাত পাবে, সাম্রাজ্যবাদ ততই হিংস্র হয়ে উঠবেই। চে দেখেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ শুধু অর্থনৈতিক শোষণে তৃপ্ত নয়—গোটা মানব সমাজকে তার ইচ্ছাধীনে রেখে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। সাম্রাজ্যবাদই হিংসা শুরু করে। হিংসার মধ্যেই তার জন্ম। হিংসাতেই তার প্রজনন ও পুষ্টিসাধন। তাই হিংসাই একমাত্র জবাব। বন্দুকের নলই শুধু তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে। চে-র জীবনে এইটাই বড় উপলব্ধি। এই বার্তাই তিনি নতুন করে ল্যাতিন আমেরিকার জনগণের মধ্যে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। চে ল্যাতিন আমেরিকার জনগণের মধ্যে যে বৈপ্লবিক চেতনা ও সংগ্রামী অনুপ্রেরণা জাগিয়েছেন, সারা বিশ্বে স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের মনে সাম্রাজ্যবাদী ও স্বৈরাচারী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা যুগিয়েছেন, তার তুলনা নেই।

পৃথিবীর যে কোনো সংগ্রামী জনগণের মধ্যে চে বেঁচে থাকবেন। আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে, কঙ্গোর মুক্তিকামী মানুষের মাঝে, আন্দিজ পার্বত্য গ্রামাঞ্চলে, মারাকাইবো-র বন্দরে, পানামার ক্যানাল জোনে ও হাইতির তুলোর খামারে চে বেঁচে থাকবেন। নিগ্রো অধ্যুষিত হার্লেম-এ, য়ুনিভারসিটির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চে আছেন। খনি অঞ্চলের অন্ধকার ভূমিগর্ভে মেহনতী মানুষের তিনি প্রেরণা। চে বেঁচে থাকবেন তাঁর অতুলনীয় রচনার মধ্যে। অতিশয় প্রিয়দর্শন, ততোধিক নিষ্কলুষ জীবন, আদর্শে অবিচল, অকল্পনীয় সাহস ও দুর্দমনীয় সহ্য শক্তির এই অতুলন ব্যক্তিসত্তা পরিপূর্ণ মানুষ

হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। হাজার হাজার মাইলব্যাপী এই মহাদেশের বুকে, আন্দিজ পর্বতমালার শিখরে শিখরে ও ক্যারাবিয়ানের শান্ত জলরাশির মধ্যে এই অশান্ত যুবার পদধ্বনি যেন কানে বাজে। সিয়েরার জঙ্গলাকীর্ণ নির্জন বন্ধুর পথে তাঁর নিষ্ঠুর হাঁপানোর তপ্তশ্বাস ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে।

মাতৃভূমির সংজ্ঞা তাঁর কাছে অন্যরকম। একদেশের সঙ্গে অন্য দেশের মানচিত্রের সীমান্ত রেখা তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হয়েছে। কঙ্গোর কালো কাঙ্গো মানুষের পুঞ্জিভূত দুঃখ-শোকের মধ্যে তিনি পেরুর তামার খনির আদিবাসী মানুষের দুঃসহ বেদনা খুঁজে পেয়েছেন। সায়গন ও জাকার্তায় ধর্ষিত মানবতার একই ভয়াবহ রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। গুয়াতেমালার কলার আবাদে আধা ক্রীতদাসের আর্ত-কণ্ঠের সঙ্গে বলিভিয়ার টিন শ্রমিকদের প্রাণধারণের মর্মন্তুদ জীবনের তফাৎ তিনি দেখতে পাননি। পানামার ক্যানাল জোনে যে অত্যাচার, ব্রেজিলের কফির আবাদেও ঐ একই শোষণ। তাই বিশ্বজোড়া শতাব্দীর প্রতারণা, শোষণ ও অত্যাচারের পটভূমির ভয়াবহতা স্মরণ করিয়ে চে পৃথিবীর কোনো অজ্ঞাত স্থান থেকে বার্তা পাঠিয়েছেন, দুনিয়ায় মানবতা যেখানে ধর্ষিত, গোটা মানবসমাজের ভবিষ্যত্ যখন সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদের হিংস্র দংষ্টার সামনে বিপদাপন্ন, সেখানে কোনো জাতীর, কোন দেশের বা ব্যক্তির আত্মদানের মূল্য কতটুকু?

আত্মবিসর্জনের জন্যে চে প্রস্তুত ছিলেন বহু আগে থেকেই। নিজের জীবনের এই নিষ্ঠুর পরিণতির কথা তাঁর জানাই ছিল। আত্মোৎসর্গের শপথ তিনি নিয়েছিলেন। প্রকাশ্য জীবন থেকে আত্মগোপন করবার আগে ফিদেল কাস্ত্রোকে তিনি পত্রে জানিয়েছিলেন—অন্য কোনো আকাশের নিচে যদি আমার চরম মুহূর্ত আসে, সম্পূর্ণ বিস্মৃতির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই দেশের কথা আমার মনে পড়বে। পিতাকে শেষ চিঠিতে জানিয়েছেন, 'হয়তো এই আমার শেষ চিঠি। ইচ্ছাকৃত নয়, ভবিষ্যত সম্ভাব্য পরিণতি এই কথা বলে।' দুনিয়ার মুক্তিকামী শোষিত জনগণের কাছে চে তাঁর অবিচল মহান সঙ্কল্পের কথা জানিয়েছেন—মৃত্যু

যদি অতর্কিতে আসে, তাকে স্বাগত জানাই, যদি দেখি আমাদের সংগ্রামের আহ্বান কিছু ভাবগ্রাহী মানুষের কানে পৌঁছেছে ও ভূপতিত অস্ত্র তুলে ধরতে অপর একটি প্রসারিত বাহু প্রস্তুত। মেশিনগানের মুহুর্মুহু ধ্বনির মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালীন স্তোত্রপাঠ শুরু হয়েছে ও এই শোকযাত্রার স্তবগানে আরও বহু মানুষ একত্রিত। শুরু হয়েছে নতুন রণাঙ্গনের আহ্বান। মুক্তি ও বিজয়ের রণদামামা।

এ কল্পনাবিলাস নয়। চে বলতেন, আমরা সমাজতন্ত্রীরা অনেক বেশি মুক্ত, কারণ আমরা পরিণত। আমরা আরও পরিণত, কারণ আমরা আরও মুক্ত। চে বিশ্বাস করতেন, একমাত্র রক্তস্রোত ও ত্যাগের বিনিময়েই স্বাধীনতা ও তার দৈনন্দিন প্রতিপালন সম্ভব। তিনি একুশ শতকের মানুষের স্বপ্ন দেখতেন। দিগন্তে অনতিব্যক্ত সেই ভবিষ্যত মানুষের সম্ভাবনাই তাঁর আত্মত্যাগের অন্যতম পরিতৃপ্তি।

এ শুধু একক এক ব্যক্তিসত্তার অনুপম সৌন্দর্যবোধ নয়। সংগ্রামের বিশালতায় ও নিষ্ঠুর দীর্ঘ পথে এই মহান অভিযাত্রী মহান জনগণের সঙ্গে চলেছেন। চে বলতেন—পথ দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল। কোনো সময় আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে বিপথে চলি, আবার আমাদের ফিরে আসতে হয়। কখনও কখনও আমরা দ্রুত চলি এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। আবার কখনও বা ধীর গতিতে চলি এবং যারা আমাদের অনুসরণ করে পেছনে আসছে তাদের শ্বাস আমাদের পশ্চাতে অনুভব করি। বিপ্লবী হিসাবে আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্মুখ পথে দ্রুত এগিয়ে চলতে সাহায্য করে, কিন্তু আমরা জানি জনগণই আমাদের শক্তিবৃদ্ধি করে, নববলে বলীয়ান করে। আমাদের দৃষ্টান্তে যদি উদ্দীপিত করতে পারি, জনগণ তখন আরও দ্রুত এগিয়ে চলবে।

জনগণ আজ সংগঠিত।

জনগণ আজ প্রস্তুত।

পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

ওরা আসছে।